মহাভারত।

কর্ণপর্ব্ব।

শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দ্ বাহাদুর

কর্ত্তৃক

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ জ্ঞাননিধি-দ্বারা অনুবাদিত

ও পর্য্যালোচিত হইয়া

বর্দ্ধমান

সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

শকাব্দাঃ ১৭৯৩।

Digitized by Google

শ্রীপুরুষোত্তমদেব চট্টরাজ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

Digitized by Google

কর্ণপর্ব্বসূচীপত্র।

প্রকরণ	অধ্যায়	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ
বৈশম্পায়ন সংক্ষেপে কর্ণ মরণ বিবরণ বর্ণন করিলে জনমেজয়ের বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ	১	১	১
কর্ণবধানন্তর সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গিয়া ভর্ৎসনা করিলে তাঁহার পশ্চাত্তাপ এবং দ্রোণ বধের পর কুরু পাণ্ডবদিগের যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণনার্থে সঞ্জয়ের প্রতি আদেশ	২	২	ঐ
দ্রোণবধে কৌরবদিগকে বিষণ্ণ এবং সৈন্যগণকে ভীত ও যুদ্ধোদ্যম-শূন্য দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি দুর্য্যোধনের কর্ণপ্রভাব কথন-পূর্ব্বক প্রোৎসাহন	৩	৩	ঐ
সংক্ষিপ্ত কর্ণবধ-বৃত্তান্ত শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের ও গান্ধারীপ্রভৃতি মহিলাগণের মূর্চ্ছাদি	৪	৪	ঐ
ধৃতরাষ্ট্র কুরু পাণ্ডবদিগের মধ্যে জীবিত ও মৃত যোধগণের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে সঞ্জয়ের বিস্তারক্রমে তাহার বর্ণন	৫।৬।৭	ঐ	২
কর্ণাদি সংহারবার্ত্তা শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের বহুল বিলাপাদি এবং কর্ণের বিনাশেই সমুদয় সৈন্যের বিনাশ বিবেচনা করিয়া সঞ্জয়ের প্রতি উত্তর কালীন সকল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা	৮।৯	৯	ঐ
দ্রোণবধের পর দুর্য্যোধনের স্বপক্ষীয় রাজন্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া অশ্বত্থামার অনুমতিক্রমে কর্ণকে অনুরোধ-পূর্ব্বক সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করণ	১০	১৪	ঐ
কর্ণের সৈন্যসজ্জা-পূর্ব্বক মকর ব্যূহ বিধান এবং যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জ্জুনের অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ নির্ম্মাণ	১১	১৬	ঐ
প্রথম দিবস যুদ্ধে কুলূতপতি ক্ষেমধূর্ত্তি বধ	১২	১৮	১
বিন্দানুবিন্দ বধ	১৩	২০	ঐ
চিত্রসেন ও চিত্রের বধ	১৪	২১	ঐ
অশ্বত্থামা ও ভীমের যুদ্ধ	১৫	২৩	ঐ
অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ	১৬	২৪	২
অশ্বত্থামার পরাজয়	১৭	২৭	১
দণ্ডধার ও দণ্ডের বধ	১৮	২৮	২
সংশপ্তকদিগের সহিত অর্জ্জুনের সংকুল যুদ্ধ এবং কৃষ্ণের অর্জ্জুন প্রশংসা	১৯	৩০	১
পাণ্ড্যবধ	২০	৩২	ঐ
সংকুল যুদ্ধ	২১।২২	৩৪	২

Digitized by Google

প্রকরণ	অধ্যায়	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ
সহদেব ও দুঃশাসনের যুদ্ধ ...	২৩	৩৭	ঐ
নকুলের সহিত কর্ণের বাক্‌কলহ-পূর্ব্বক ঘোর যুদ্ধ ও নকুলকে পরাজিত করিয়া ধনু দ্বারা তদীয় কণ্ঠদেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক ভর্ৎসনা এবং অসীম পরাক্রম প্রকাশ ...	২৪	৩৮	ঐ
শকুনি ও সুতসোমের যুদ্ধ ...	২৫	৪২	১
কৃপের সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নের এবং কৃতবর্ম্মার সংগ্রামে শিখণ্ডীর পলায়ন ...	২৬	৪৪	ঐ
অর্জ্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ ও বিজয় ...	২৭	৪৫	২
যুধিষ্ঠির-সমীপে দুর্য্যোধনের পরাজয় ও সংকুল যুদ্ধ ...	২৮	৪৭	১
যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনের পুনর্ব্বার যুদ্ধ ...	২৯	৪৯	ঐ
পাণ্ডব বিজয় ও প্রথম দিবসীয় যুদ্ধ সমাপ্ত ...	৩০	৫০	২
পশ্চাত্তাপযুক্ত ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সঞ্জয়ের ভর্ৎসনা এবং কর্ণের আত্মশ্লাঘা-পূর্ব্বক ‘শল্য আমার সারথি হউন’ এইরূপ প্রার্থনা ...	৩১	৫২	ঐ
দুর্য্যোধন কর্ণের সারথ্য স্বীকারার্থে শল্যের প্রতি অনুনয় করিলে প্রথমে তাঁহার কোপ প্রকাশ পরে বিস্তর চাটু বাক্য শ্রবণে তদ্বিষয়ে অঙ্গীকার ...	৩২	৫৬	১
ত্রিপুর বধে ব্রহ্মা শিবের সারথি হইয়াছিলেন ইহা বলিবার নিমিত্তে শল্য-সমীপে দুর্য্যোধনের ত্রিপুর বধোপাখ্যান বর্ণন এবং কর্ণের প্রশংসার্থে শিব ও পরশুরামের উপাখ্যান কথন ...	৩৩।৩৪।৩৫	৫৯	ঐ
দুর্য্যোধন-কর্তৃক অনুনীত হইয়া কর্ণের দ্বিতীয় দিবসীয় যুদ্ধার্থে শল্য-সারথিযুক্ত রথারোহণে নির্গমন ...	৩৬	৭০	ঐ
কুরুসৈন্য নির্যাণ সময়ে বিস্তর উৎপাত সংঘটন এবং আত্মশ্লাঘায় প্রবৃত্ত কর্ণের প্রতি শল্যের তিরস্কার ...	৩৭	৭১	২
‘কৃষ্ণার্জ্জুন প্রদর্শনকারী ব্যক্তিকে আমি বিবিধ ধন দান করিব’ এই বলিয়া কর্ণের গর্ব্ব প্রকাশ ...	৩৮	৭৪	১
কর্ণকে কোপাবিষ্ট করিবার আশয়ে তাঁহার প্রতি শল্যের অতিশয় তিরস্কার	৩৯	৭৫	ঐ
শল্যের প্রতি কর্ণের মদ্রদেশীয় বহুল কদাচার কথন-পূর্ব্বক অত্যন্ত ভর্ৎসনা	৪০	৭৬	২
উপমা প্রদর্শনার্থে কর্ণ সমীপে শল্যের কাকোপাখ্যান কথন ও কর্ণের প্রতি ভর্ৎসনা ...	৪১	৭৯	১
শল্য সমীপে কর্ণের আত্মশ্লাঘা-পূর্ব্বক মৃত্যুকাল ভবিতব্য ব্রহ্মাস্ত্র বিস্মরণ ও বাম চক্র নিমজ্জন-রূপ শাপ-দ্বয়ের কথন এবং শল্যের প্রতি ভর্ৎসনা ...	৪২।৪৩	৮৩	ঐ
শল্যের প্রতি কর্ণের মদ্রাদিদেশ প্রচলিত বহুল কদাচারের কুৎসা-পূর্ব্বক অতি-মাত্র ভর্ৎসনা ...	৪৪।৪৫	৮৬	২
পাণ্ডবদিগের ব্যূহ দেখিয়া কর্ণের প্রতিব্যূহ নির্ম্মাণ এবং কর্ণ শল্য সংবাদ ...	৪৬	৯১	১
সংকুল যুদ্ধ ...	৪৭।৪৮	৯৫	ঐ
কর্ণ সমীপে যুধিষ্ঠিরের পরাভব ও সংকুল যুদ্ধ ...	৪৯	৯৮	২

Digitized by Google

প্রকরণ	অধ্যায়	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ
ভীমের নিকটে কর্ণের পরাজয়	৫০	১০২	ঐ
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রাদি সংহার-পূর্ব্বক ভীমের পুনর্ব্বার কর্ণের সহিত যুদ্ধ ও ঘোরতর বিক্রম প্রকাশ	৫১	১০৪	ঐ
তুমুল যুদ্ধ	৫২	১০৭	ঐ
সংশপ্তকদিগের সহিত অর্জ্জুনের ভয়ানক যুদ্ধ	৫৩	১০৯	ঐ
কৃপের নিকটে শিখণ্ডীর পরাজয়, সুকেতু বধ এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন সমীপে কৃতবর্ম্মার পরাজয়	৫৪	১১১	১
অশ্বত্থামার মহাবিক্রম প্রকাশ এবং যুধিষ্ঠিরের পলায়ন	৫৫	১১৩	ঐ
দুর্য্যোধনের বিপুল বিক্রম প্রকটনানন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন সমীপে পরাজয়, কর্ণ ভীম অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামার অসীম পরাক্রম প্রকাশ এবং অর্জ্জুনের নিকট অশ্বত্থামার পরাজয়	৫৬	১১৪	২
অশ্বত্থামার ধৃষ্টদ্যুম্ন বধে প্রতিজ্ঞা	৫৭	১২০	২
যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে যাইবার সময়ে অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের রণভূমির অবস্থা প্রদর্শন	৫৮	১২১	ঐ
অশ্বত্থামার নিকটে ধৃষ্টদ্যুম্নের এবং অর্জ্জুন সমীপে অশ্বত্থামার পরাজয়	৫৯	১২৩	ঐ
অর্জ্জুন সমীপে কৃষ্ণের যুধিষ্ঠিরের বিপদ সংঘটন ও ভীমের অসীম বিক্রম বর্ণন	৬০	১২৬	১
সংকুলযুদ্ধে কর্ণ সমীপে শিখণ্ডীর, সহদেব সমীপে উলূকের, সাত্যকি সমীপে শকুনির, ভীম সমীপে দুর্য্যোধনের, কৃপ সমীপে যুধামন্যুর ও কৃতবর্ম্ম সমীপে উত্তমৌজার পরাজয় এবং ভীমের অতুল্য পরাক্রম প্রকাশ	৬১	১২৯	২
কর্ণের সহিত সংগ্রামে যুধিষ্ঠিরের পুনর্ব্বার পরাজয়	৬২।৬৩	১৩২	ঐ
অর্জ্জুন সমীপে অশ্বত্থামার পরাজয়, কর্ণার্জ্জুনের ঘোর বিক্রম প্রকটন এবং যুধিষ্ঠির দর্শনার্থে অর্জ্জুনের গমন	৬৪	১৩৫	ঐ
কৃষ্ণার্জ্জুনের যুধিষ্ঠির দর্শন	৬৫	১৩৮	১
কৃষ্ণার্জ্জুন দর্শনে কর্ণের বধ অনুমান করত হৃষ্টচিত্তে যুধিষ্ঠিরের কর্ণ নিপাত-বিষয়ে জিজ্ঞাসা	৬৬	১৩৯	ঐ
যুধিষ্ঠির সমীপে যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণন-পূর্ব্বক অর্জ্জুনের কর্ণবধে প্রতিজ্ঞা	৬৭	১৪১	২
কর্ণের জীবিত থাকা শ্রবণে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরের অর্জ্জুন প্রতি ভৎসনা এবং কোন সমর্থ ব্যক্তিকে গাণ্ডীব প্রদানার্থে আদেশ	৬৮	১৪৩	১
‘অন্যকে গাণ্ডীব দাও’ এইরূপ উক্তিকারী পুরুষের বিনাশে প্রতিজ্ঞা থাকায় অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের এইরূপ বচনে তদ্বধার্থ খড়্গ উত্থাপিত করিলে তাঁহার প্রতি কৃষ্ণের বলাক কৌশিকোপাখ্যানাদি বিবিধ নিদর্শন প্রদর্শন-দ্বারা সবিস্তর উপদেশ এবং কৌশলক্রমে প্রতিজ্ঞা পালনের উপায় নির্দ্দেশ	৬৯	১৪৪	ঐ
কৃষ্ণের উপদেশ ক্রমে অর্জ্জুনের যুধিষ্ঠির প্রতি পরুষ সম্ভাষণ, তজ্জনিত পাপ-			

Digitized by Google

প্রকরণ	অধ্যায়	পৃষ্ঠ	স্তম্ভ
মোচনার্থে আত্মগুণানুকীর্ত্তন ও যুধিষ্ঠির সমীপে অনুনয় প্রদর্শন; যুধিষ্ঠিরের অভিমান জন্মিলে তাঁহার প্রতি কৃষ্ণের সান্ত্বনা এবং কৃষ্ণের প্রতি যুধিষ্ঠিরের ভূরি প্রশংসা	৭০	১৪৮	২
যুধিষ্ঠিরের প্রতি অর্জ্জুনের পুনর্ব্বার প্রসাদন, প্রীতি-সহকারে ভ্রাতৃদ্বয়ের মেলন এবং কর্ণবধে অর্জ্জুনের পুনর্ব্বার প্রতিজ্ঞা	৭১	১৫২	১
অর্জ্জুনের প্রতি বহুল প্রশংসা-পূর্ব্বক কৃষ্ণের কর্ণবধার্থে উৎসাহ প্রদান	৭২	১৫৩	২
অর্জ্জুনের প্রতি বারংবার প্রশংসা করিয়া কৃষ্ণের আদ্যোপান্ত যুদ্ধবৃত্তান্ত কথন-পূর্ব্বক অরিবধার্থে উত্তেজন	৭৩	১৫৫	ঐ
কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়া অর্জ্জুনের কর্ণবধে দৃঢ়সংকল্প ও আত্মশ্লাঘা	৭৪	১৬০	ঐ
সংকুলযুদ্ধে উত্তমৌজা হইতে সুসেনের বধ	৭৫	১৬২	ঐ
ভীমের বহুল নাগাদি নিপাতনানন্তর সারথির প্রতি সায়ক-সংখ্যা জিজ্ঞাসা, শক্রসংহারে দৃঢ়সংকল্প ও যুধিষ্ঠিরের কুশল সংবাদ না পাওয়ায় উদ্বেগ এবং ধনঞ্জয়ের আগমনবার্ত্তা কথন-দ্বারা তাঁহার প্রতি সারথির সান্ত্বনা	৭৬	১৬৩	ঐ
ভীমার্জ্জুনের অসীম বিক্রম প্রকাশ এবং ভীম সমীপে পরাজিত শকুনিকে লইয়া দুর্য্যোধনের পলায়ন	৭৭	১৬৬	১
কর্ণের ঘোরতর বীরত্ব প্রকটন	৭৮	১৬৯	২
শল্যের উপদেশ শ্রবণে কর্ণের কৃষ্ণার্জ্জুন প্রশংসা-পূর্ব্বক আত্মশ্লাঘা এবং অর্জ্জুনের বিশিষ্ট বিক্রম প্রকাশ	৭৯	১৭২	১
অর্জ্জুনের ও ভীমের ভূরি বিক্রম প্রকাশ	৮০।৮১	১৭৬	২
ভীম ও দুঃশাসনের যুদ্ধ	৮২	১৮০	১
দুঃশাসন বধ	৮৩	১৮২	ঐ
দুর্য্যোধনের নিষঙ্গীপ্রভৃতি দশ সহোদর বধ এবং বৃষসেন সমীপে নকুলের পরাজয়	৮৪	১৮৪	ঐ
কুলিন্দরাজ-পুত্রাদি ও বৃষসেন বধ	৮৫	১৮৭	১
অর্জ্জুনাভিমুখে প্রস্থিত কর্ণের রথ ও মাহাত্ম্যাদি বর্ণন-পূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের তদ্বধার্থে অনুরোধ এবং অর্জ্জুনের তাহাতে উৎসাহ-পূর্ব্বক সম্মতি	৮৬	১৮৮	২
কর্ণার্জ্জুনের যুদ্ধার্থে সমাগম; দেবাসুরাদির বিভাগক্রমে উভয়ের পক্ষ অবলম্বন; বিজয়োপলক্ষে ইন্দ্র ও সূর্য্যের বিবাদ; ইন্দ্রের জিজ্ঞাসায় ব্রহ্মা ও ঈশানের অর্জ্জুন-বিজয়-বিষয়ক নিশ্চয়াখ্যান; দ্বৈরথযুদ্ধের উপক্রম	৮৭	১৮৯	২
কর্ণার্জ্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধারম্ভ; অর্জ্জুন-কৃত বহু সংখ্য সৈন্য সংহার সন্দর্শনে দুর্য্যোধনের প্রতি অশ্বত্থামার যুদ্ধে নিবৃত্ত হইবার উপদেশ এবং তাহাতে তাঁহার অসম্মতি	৮৮	১৯৪	১
কর্ণার্জ্জুনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ; খাণ্ডবদাহমুক্ত তক্ষক নাগপুত্রের কর্ণের সর্পমুখ বাণ-			

Digitized by Google

মধ্যে প্রবেশ; কর্ণের ঐ বাণ সন্ধান; তদ্দর্শনে কৃষ্ণ ভূগর্ভে রথ প্রবেশিত করিলে ঐ শর-দ্বারা অর্জ্জুনের কিরীট কর্ত্তন; নাগ কর্ণ-সমক্ষে আসিয়া অর্জ্জুনোদ্দেশে আপনাকে পুনরায় শররূপে নিক্ষিপ্ত করিতে কহিলে তৎপ্রতি কর্ণের প্রত্যাখ্যান; নাগ স্বয়ং শররূপে অর্জ্জুন-বধার্থে উদ্যত হইলে কৃষ্ণের উপদেশে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক তাহার সংহার; অর্জ্জুন-শরে কর্ণের কিরীট, কুণ্ডল ও কবচ কর্ত্তন এবং নিতান্ত ক্ষত বিক্ষত হওয়ায় মোহ ও অবসাদ প্রাপ্তি; কর্ণকে অবসন্ন দেখিয়া অর্জ্জুন যুদ্ধে নিবৃত্ত হইলে তৎপ্রতি কৃষ্ণের নিষেধ; শাপ-প্রভাবে কর্ণের রথচক্র নিমজ্জন ও ব্রহ্মাস্ত্র বিস্মরণ; কর্ণ বারংবার ধর্ম্মকে নিন্দা করিয়া তুমুল যুদ্ধ করিতে থাকিলে, কৃষ্ণের উপদেশে অর্জ্জুনের ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান; কর্ণ-কর্ত্তৃক বারংবার অর্জ্জুনের জ্যা ছেদন ও বিবিধ অস্ত্র নিবারণ; অর্জ্জুনকে পীড়িত দর্শনে কৃষ্ণের তাঁহার প্রতি উৎকৃষ্ট অস্ত্র ত্যাগার্থে উপদেশ; অর্জ্জুন রুদ্রদৈবত দিব্য অস্ত্র প্রয়োগে উদ্যত হইলে ও পৃথিবী অধিকরূপে কর্ণের রথচক্র গ্রাস করিলে তাঁহার অর্জ্জুনের নিকটে মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবার নিমিত্তে প্রার্থনা ... ৯০ ২০১ ২

কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক কর্ণের ভর্ৎসনা; কর্ণার্জ্জুনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ; অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক কর্ণের সংহার; এবং কর্ণসারথি শল্যের অপযান ... ... ৯১ ২০৭ ঐ

কৌরবপক্ষের বিষাদ; পাণ্ডব-পক্ষের হর্ষ; শল্যের দুর্য্যোধনকে কর্ণবধ-সংবাদ-সংবলিত প্রবোধ প্রদান ৯২ ২১১ ১

কৌরব-সৈন্যের পলায়ন; দুর্য্যোধনের আদেশে তদীয় সারথির অর্জ্জুন-নিকটে গমনোদ্যোগ; বহুল কৌরব-সৈন্যের বিনাশ ও পলায়ন; পাণ্ডবদিগের সহিত দুর্য্যোধনের যুদ্ধ ও পলায়মান সৈন্যদিগকে অবস্থাপিত করিয়া যুদ্ধার্থে উপদেশ প্রদান ৯৩ ২১১ ২

শল্যের উপদেশে দুর্য্যোধন প্রভৃতির শিবিরে গমন; কর্ণের প্রশংসা; কর্ণবধে নদী-প্রভৃতির স্রোতোরাহিত্যাদি; এবং বহুল সৈন্যবধ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের কৃষ্ণসহ শিবিরে গমন ও আনন্দ প্রাপ্তি ... ... ৯৪ ২১৪ ঐ

কৌরবদিগের পলায়ন ৯৫ ২১৮ ১

কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের প্রশংসা; ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি রথী ও সৈনিকদিগকে সাবধানে থাকিতে আদেশ করিয়া অর্জ্জুনকে লইয়া কৃষ্ণের যুধিষ্ঠির নিকটে গমন ও কর্ণবধ সংবাদ কথন; যুধিষ্ঠিরের হর্ষ ও রণস্থলে গমন; কর্ণকে নিহত দেখিয়া তৎ-কর্ত্তৃক কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রশংসা; পাঞ্চালাদি-কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের স্তুতিবাদ; তাঁহাদিগের সকলের শিবিরে গমন; কর্ণবধ বার্ত্তা শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রাদির ভূতলে পতন; বিদুরাদি-কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের উত্থাপন; এবং কর্ণপর্ব্ব পাঠাদির ফল কীর্ত্তন ৯৬ ২১৮ ২

কর্ণপর্ব্ব সূচীপত্র সমাপ্ত।



Digitized by Google

Digitized by Google

মহাভারত।

কর্ণপর্ব্ব।

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী সরস্বতী ও ব্যাসদেবকে নমস্কার করিয়া পুরাণাদি কীর্ত্তন করিবেক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে পর দুর্য্যোধন-প্রভৃতি নৃপগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন-চিত্তে অশ্বত্থামার সন্নিধানে গমন করিলেন। দ্রোণের নিমিত্ত অনুশোচনা করত তাঁহারা সকলেই মোহ-দ্বারা হত-সামর্থ্য ও শোকার্ত্ত হইয়া তাঁহারে পরিবেষ্টন করিয়া বসিলেন; পরে শাস্ত্র-নির্ণীত বিবিধ হেতুবাদ-দ্বারা কৃপীপুত্রকে মুহূর্ত্ত কাল সান্ত্বনা করিয়া নিশাগমে নিজ নিজ নিকেতনে প্রতিগমন করিলেন। হে কৌরব্য! সেই আবাস-সমুদায়েও ভূপালগণ সুখ লাভ করিতে পারিলেন না; দারুণ লোক-ক্ষয় চিন্তা করত তাঁহাদের নিদ্রা হইল না। বিশেষত নরপতি সুযোধন, কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনি, ইহাঁরা সেই রজনীতে দুর্য্যোধন-ভবনে মিলিত হইয়া মহানুভাব পাণ্ডুনন্দনগণের ক্লেশকদম্ব চিন্তা করত কিছুতেই আর নিদ্রা লাভ করিতে পারিলেন না। দ্যূতক্রীড়ার পাণ্ডবেরা যে সর্ব্বতোভাবে ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং দ্রৌপদীকে যে সভা-মধ্যে আনয়ন করা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করত তাঁহারা অতিশয় উদ্বিগ্ন-চিত্তে বারম্বার শোক করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! পাশক্রীড়া-নিবন্ধন সেই সমস্ত ক্লেশরাশি চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদের সেই শত বর্ষ-সমা রজনী অতিদুঃখে অতিবাহিতা হইল। অনন্তর প্রভাতকালে সকলে দৈবের শাসনবর্ত্তী হইয়া বিহিত-বিধান-দ্বারা আবশ্যক কার্য্য-সমুদায় নির্ব্বাহ করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তাঁহারা শোক-মোহ পরিহার-পূর্ব্বক অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যকলাপ সমাধা করিয়া যুদ্ধ-সজ্জা করিতে আজ্ঞা দিলেন, পরে মাঙ্গল্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক কর্ণকে সেনাপতি করিয়া গো, সুবর্ণ, অলঙ্কার ও বহু-মূল্য বস্ত্র এবং দধিপাত্র, ঘৃত ও অক্ষত-দ্বারা ব্রাহ্মণগণের পূজা-বিধানান্তে সূত-মাগধ-বন্দীদিগের জয়-শব্দে ও আশীর্ব্বচনে বন্দ্যমান হইয়া যুদ্ধার্থে বিনির্গত হইলেন।

হে রাজন্! এ দিকে পাণ্ডুপুত্রগণও পূর্ব্বাহ্ণিক ক্রিয়া-কলাপ-সমাপনান্তে যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয় হইয়া শিবির হইতে নির্গত হইলেন। তদনন্তর পরস্পর জয়াভিলাষী কুরু পাণ্ডবগণের লোমাঞ্চকর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। হে মহারাজ! কর্ণ সেনাপতি হইলে কুরুপাণ্ডব-সৈন্যের যে দুই দিবস যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা অতিশয় ভয়ানক। অনন্তর কর্ণ রণক্ষেত্রে বহু-সংখ্য শত্রু-সৈন্য বিনষ্ট করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের প্রত্যক্ষেই অর্জ্জুন-কর্তৃক নিপাতিত হইলেন। তৎ পরে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে আসিয়া, কুরুক্ষেত্রে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিধানে তৎসমুদয় নিবেদন করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্রবর! অম্বিকাতনয় বৃদ্ধ রাজা, মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণের নিধন-বার্ত্তা

Digitized by Google

শুনিয়া সাতিশয় শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি দুর্য্যোধনের হিতৈষী কর্ণের নিপাত শ্রবণে দুঃখিত হইয়া কি প্রকারে প্রাণ-ধারণ করিলেন? সেই কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র যাঁহার প্রতি পুত্রগণের জয়াশা স্থির করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি নিহত হইলে কি রূপে জীবিত রহিলেন? কর্ণ নিহত হইয়াছেন শুনিয়াও রাজা যখন প্রাণ ত্যাগ করেন নাই, তখন আমি অনুমান করি যে, অতিকষ্টে পতিত হইলেও মানবগণের মৃত্যু লাভ করা দুঃসাধ্য। হে ব্রহ্মন্! অতি প্রাচীন ভীষ্ম, বাহ্লীক, দ্রোণ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা ও অন্যান্য সুহৃদ্গণকে এবং পুত্রপৌত্র সকলকে নিহত হইতে শুনিয়াও রাজা যে প্রাণ-বিসর্জ্জন করেন নাই, ইহা আমি দুষ্কর বোধ করি। হে দ্বিজবর! আমি পূর্ব্ব পুরুষগণের সুমহৎ চরিত শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হইতেছি না, অতএব আপনি এই সমুদয় বৃত্তান্ত বিস্তারক্রমে আমার নিকটে বর্ণন করুন।

জনমেজয়-বাক্যে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।১।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কর্ণ নিহত হইলে সঞ্জয় তখন অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া বায়ু-সম-বেগগামী বাহনগণ-দ্বারা যামিনী-যোগে হস্তিনা-পুরে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন-চিত্তে ধৃতরাষ্ট্রের বান্ধব-বিরহিত আলয়ে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সেই বৃদ্ধ মহীপতিকে মোহ-দ্বারা হতসামর্থ্য দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তক দ্বারা তাঁহার পদদ্বয় বন্দনা করিলেন। মহীপাল ধৃতরাষ্ট্রকে যথাবিধি পূজা করিয়া সঞ্জয় 'হা কষ্ট!' এই বলিয়া বক্তব্য বিষয় কহিতে লাগিলেন। "হে নৃপবর! আমি সঞ্জয় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি; আপনি সুখে আছেন ত? নিজ দোষে আপদ্গ্রস্ত হইয়া এক্ষণে বিমোহিত হইতেছেন না ত? ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও কেশবের কথিত হিত-বাক্য-সমস্ত যে গ্রহণ করেন নাই, তাহা স্মরণ করিয়া ব্যথিত হইতেছেন না ত? সভা-মধ্যে রাম নারদ কণ্ব-প্রভৃতি মুনিগণের উপদিষ্ট হিত-বাক্য যে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া আপনকার অন্তঃকরণে ত দুঃখ উপস্থিত হইতেছে না? আপনকার হিত-সাধনে তৎপর ভীষ্ম দ্রোণ-প্রভৃতি সুহৃদ্বর্গ সমরে শত্রুগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন স্মরণ করিয়া আপনি ব্যথা প্রাপ্ত হইতেছেন না ত?" সূততনয় সঞ্জয় কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ কহিলে পর রাজা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দুঃখার্ত্ত হইয়া এই কথা কহিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! দিব্যাস্ত্রধারী মহাবীর ভীষ্ম ও পরম ধানুষ্কী দ্রোণ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া আমার মন নিতান্ত দুঃখিত রহিয়াছে, বসুর অবতারভূত যে মহাতেজস্বী ভীষ্ম প্রতি দিন কবচাবৃত দশ সহস্র রথ সংহার করিয়াছেন, দ্রুপদ-নন্দন শিখণ্ডী, অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সেই বীরপুরুষকে বিনাশ করিল, ইহা শুনিয়া আমার চিত্ত নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছে। ভৃগুনন্দন পরশুরাম যে মহাত্মাকে বাল্যকালে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করাইয়াছিলেন এবং মহাস্ত্র সম্প্রদান করিয়াছিলেন; যাঁহার প্রসাদে মহারথ কুন্তীপুত্রগণ ও অন্যান্য নরাধিপেরা মহারথী হইয়াছেন; সংগ্রামে ধৃষ্টদ্যুম্ন-কর্ত্তৃক সেই ধনুর্দ্ধর সত্যসন্ধ দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলেন, ইহা শ্রবণে আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছে। লোক-মধ্যে চতুর্ব্বিধ অস্ত্র-বিদ্যায় যাঁহাদের সমান পুরুষ আর বিদ্যমান নাই, সেই ভীষ্ম দ্রোণ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া আমার মন অত্যন্ত সন্তাপিত আছে। হে সঞ্জয়! ত্রৈলোক্যে যাঁহার তুল্য অস্ত্র-শিক্ষা-নিপুণ মনুষ্য নাই, সেই দ্রোণ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া আমার পুত্রেরা কি করিয়াছিল? পাণ্ডুতনয় মহাত্মা ধনঞ্জয় সংশপ্তক সৈন্য সকলকে বিক্রম-পূর্ব্বক শমন-সদনে প্রেরণ করিলে, ধীমান্ অশ্বত্থামার নারায়ণাস্ত্রে নষ্ট হইলে এবং সৈন্য সমুদয় পলায়ন করিলে মদীয় তনয়েরা কি করিয়াছিল? অর্ণবপোত ভগ্ন হইলে তদারূঢ় ব্যক্তিরা যেমন

Digitized by Google

সমুদ্রে ভাসমান হয়, বোধ করি, দ্রোণ নিহত হইলে তদাশ্রিত সৈন্যেরা শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়া সেই রূপ ইতস্তত পলায়মান হইয়াছিল। হে সঞ্জয়! সৈন্য সকল প্রস্থান করিলে দুর্য্যোধনের, কর্ণের, ভোজরাজ কৃতবর্ম্মার, মদ্ররাজ শল্যের, অশ্বত্থামার, কৃপাচার্য্যের, আমার অপর সন্তানগণের ও অন্যান্য নরপতিদিগের মুখবর্ণ কিরূপ হইয়াছিল? এই সমুদয় এবং পাণ্ডু-নন্দনগণের ও মদীয় তনয় সকলের বিক্রম বিষয় তুমি যথাবৎ আমার নিকটে বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনকার দোষে কুরুকুলে যাহা ঘটিয়াছে, তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইবেন না, যেহেতু ধীর ব্যক্তি দৈব-সঙ্কটিত দুর্নিমিত্তে ব্যথিত হয়েন না। মনুষ্যগণের যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, দৈব-প্রযুক্ত তাহাও ঘটিতে পারে এবং যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাও না ঘটিতে পারে; অতএব দৈবাধীন শুভাশুভ বিষয়ের প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে ধীর ব্যক্তিরা আত্মাকে ব্যথিত করেন না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এ বিষয়ে আমার কোন অধিক ব্যথা নাই; ইহা পরম দৈব বলিয়াই আমি বিবেচনা করি, অতএব তুমি যথেচ্ছাক্রমে কহিতে থাক।

সঞ্জয়-ধৃতরাষ্ট্র-সংবাদে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে, আপনকার মহারথ পুত্রগণ ম্লানবদন ও বিষণ্ণ-চিত্ত হইলেন এবং সমস্ত শস্ত্রধারিগণ অবাঙ্মুখ হইয়া রহিলেন; সকলেই শোকার্ত্ত হওয়ায় পরস্পর অবলোকন ও বাক্যালাপে বিরত হইলেন। হে ভারত! আপনকার বহু-সংখ্য সৈন্যগণ তাঁহাদিগকে ব্যথিত দেখিয়া দুঃখে ও ভয়ে বিহ্বল হইয়া বারম্বার মৃত্যুই চিন্তা করিতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্যকে যুদ্ধে হত দেখিয়া তাহাদিগের করাগ্র হইতে রক্তাক্ত অস্ত্র সমস্ত ভ্রষ্ট হইতে লাগিল। হে রাজেন্দ্র! অঙ্গবদ্ধ সেই বহুতর অস্ত্রজাত লম্বমান হওয়াতে, আকাশে লম্বমান অকল্যাণ-সূচক নক্ষত্র-পুঞ্জের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন আপনকার সৈন্যকে তাদৃশ নিস্তব্ধ ও গত-সত্ত্বের ন্যায় অবস্থিত দেখিয়া কহিলেন, হে বীর সকল! তোমাদিগের বাহুবীর্য্য আশ্রয় করিয়াই আমি পাণ্ডবগণকে সমরে আহ্বান করিয়াছি এবং এই যুদ্ধেরও আরম্ভ করিয়াছি, পরন্তু সম্প্রতি দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে তোমাদিগকে বিষণ্ণ দেখিতেছি। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে সকল যোদ্ধারাই সমরে হত হয়। সংগ্রাম-স্থলে যুধ্যমান জনের হয় জয়, না হয় বধ হইয়া থাকে; ইহাতে আর বিচিত্র কি? অতএব সকলে সর্ব্বতোমুখ হইয়া যুদ্ধ কর। দেখ, এই মহাবলশালী মহাধনুর্দ্ধারী মহাত্মা সূর্য্য-নন্দন কর্ণ দিব্যাস্ত্র শস্ত্র ধারণ করত সমরে বিচরণ করিতেছেন। কুন্তীসুত মন্দাত্মা ধনঞ্জয়, সিংহ-সমরে ক্ষুদ্র মৃগগণের ন্যায় ভয়-বিহ্বল হইয়া যাঁহার যুদ্ধে সততই নিবৃত্ত হয়; মহাবল ভীমসেন অযুত মত্তমাতঙ্গ-সম পরাক্রান্ত হইয়াও মানুষ-যুদ্ধে যদ্দ্বারা তাদৃশ দুরবস্থাপন্ন হইয়াছিল এবং সেই দিব্যাস্ত্রবেত্তা শৌর্য্যশালী মায়াবী ঘটোৎকচ সমরে ঘোরতর নিনাদ করত যাঁহার অমোঘ শক্তি-দ্বারা নিহত হইয়াছে; অদ্য সংগ্রামে সকলে সেই অপারবীর্য্য সত্যসন্ধ ধীমান্ কর্ণের বাহু-দ্বয়ের অনন্ত বল অবলোকন করিবে। অদ্য তোমরা পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগের সৈন্যগণের উপরে মহাত্মা দ্রোণ-পুত্র ও রাধাতনয়ের অতুল্য বিক্রম দর্শন করিবে। হে বীরগণ! তোমাদের সকলে মিলিত হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যেকেই কর্ণ বা অশ্বত্থামার সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়াও সসৈন্য পাণ্ডুনন্দনগণকে সমরে সংহার করিতে সমর্থ। ফলত অদ্য তোমরা পরস্পর বীর্য্যশালী ও কৃতাস্ত্র দেখিবে, সন্দেহ নাই।

সঞ্জয় কহিলেন, হে অনঘ! আপনকার পুত্র মহা-

Digitized by Google

বীর্য্য দুর্য্যোধন সৈনিকদিগকে এইরূপ কহিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ-পূর্ব্বক তখন কর্ণকে সেনাপতি করিলেন। হে রাজন্! রণ-দুঃসহ মহারথ কর্ণ সেনাপতি হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি সৃঞ্জয়, পাঞ্চাল, বিদেহ ও কৈকয়াদি যোধগণকে অনাদর করিয়া সকলের সাক্ষাতেই সাতিশয় সৈন্য-বিমর্দ্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার শরাসন হইতে পুঙ্খাগ্রদেশে সংসক্ত ভ্রমর-পঙক্তির ন্যায় শত শত শায়ক-ধারা প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তিনি বলশালী পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের নিপীড়ন-পূর্ব্বক সহস্র সহস্র যোধগণকে নিহত করিয়া পরিশেষে অর্জ্জুন-কর্তৃক নিপাতিত হইলেন।

সঞ্জয়-বাক্যে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ৩।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অম্বিকা-তনয় রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই কথা শুনিয়া অপার-শোক-সাগরে নিমগ্ন হইলেন, দুর্য্যোধনকে হত বলিয়া জ্ঞান করিলেন এবং বিহ্বল হইয়া চৈতন্য-শূন্য মাতঙ্গের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইলেন। হে ভরতসত্তম! সেই নৃপশ্রেষ্ঠ শোক-বিহ্বল হইয়া ধরাতলশায়ী হইলে অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণের সুমহান্ আর্ত্তনিনাদ উত্থিত হইল এবং সেই শব্দ পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইল। ভরত-কুল-কামিনীগণ মহাঘোর শোকার্ণবে নিমগ্ন ও অতিমাত্র সন্তপ্ত হইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন। হে ভরতর্ষভ! রাজ্ঞী গান্ধারী ও অন্তঃপুরবাসিনী সমুদয় কামিনীগণ রাজসন্নিধানে আগমন-পূর্ব্বক বিচেতনা হইয়া ভূমিতলে পতিতা হইলেন। মহারাজ! পুরবাসিনীরা অজস্র-নেত্রবারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং আতুরা ও মুহ্যমানা হইলেন দেখিয়া সঞ্জয় তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। স্ত্রীগণ আশ্বস্ত হইয়াও বাতাহত-কদলীর ন্যায় বারম্বার কম্পিত হইতে লাগিলেন। বিদুরও তৎকালে সেই জ্ঞাননেত্র নরেশ্বর কৌরবরাজের বদনাম্বুজে বারিসেচন-পূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করিতে থাকিলেন। হে বিশাম্পতে! রাজা ধৃতরাষ্ট্র অল্পে অল্পে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া স্ত্রীগণের তাদৃশী অবস্থা অবগত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় মৌনভাবে বসিয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া পুনঃপুন নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিজ পুত্রগণের নিন্দা ও পাণ্ডবগণের ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন এবং মুহুর্মুহু কম্পমানকলেবরে চিন্তা করত সুবল-পুত্র শকুনির ও আপনার বুদ্ধির প্রতি বহুতর নিন্দা করিলেন। অনন্তর নরপতি ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক চিত্ত স্থির করিয়া গবল্গণ-তনয় সূত সঞ্জয়কে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি যে সকল কথা কহিলে আমি তৎসমুদয় শ্রবণ করিলাম। আমার পুত্র দুর্য্যোধন নিরন্তর জয়াভিলাষী; এক্ষণে জয় বিষয়ে নিরাশ হইয়া শমন-সদনে গমন করে নাই ত? হে সূত! তুমি যে কথা বলিয়াছ, তাহা পুনরায় যথার্থ রূপে আমার নিকটে প্রকাশ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! সঞ্জয় নৃপতি-কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বলিলেন, মহারাজ! মহারথ কর্ণ সমরে শরীর-নিরপেক্ষ সূতনন্দন মহাধনুর্দ্ধারী ভ্রাতৃবর্গ ও পুত্রগণের সহিত নিহত হইয়াছেন এবং যশস্বী পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন যুদ্ধ-স্থলে ক্রোধে দুঃশাসনের বক্ষঃস্থলস্থ রুধির পান-পূর্ব্বক প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্র-শোকে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অম্বিকা-নন্দন ধৃতরাষ্ট্র ইহা শুনিয়া শোকাকুল-চিত্তে সূত-তনয় সঞ্জয়কে কহিলেন, হে বৎস! আমার অদীর্ঘদর্শী পুত্রের দুর্নীতিতে সূর্য্যসূত কর্ণ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি; শোক আমার মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছে। অধুনা আমি দুঃখ-

পারতরণে অভিলাষী হইয়াছি; অতএব কুরু ও পাণ্ডবগণ-মধ্যে কে কে জীবিত আছে এবং কাহারা বা মৃত হইয়াছে, ইহা কহিয়া তুমি আমার সংশয় নিবারণ কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাপ্রতাপশালী যুদ্ধ-দুর্দ্ধর্ষ শান্তনুতনয় ভীষ্ম, দশ দিবস মধ্যে বহু-সংখ্য সৃঞ্জয় ও পাঞ্চাল সৈনা সংহার করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং নিপাতিত হইয়াছেন। অনন্তর স্বর্ণরথ মহাধনুর্দ্ধর দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণাচার্য্য, পাঞ্চালদিগের রথ-সমূহ বিনাশ-পূর্ব্বক প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছেন। সূর্য্য-নন্দন কর্ণ, মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণের হতাবশিষ্ট সৈন্যের অর্দ্ধভাগ বিনাশ করিয়া স্বয়ং নিহত হইয়াছেন। মহারাজ! মহাবল-পরাক্রান্ত রাজপুত্র বিবিংশতি আনর্ত্তদিগের শত শত সৈন্য সংহার-পূর্ব্বক সংগ্রামে জীবন পরিহার করিয়াছেন। অনন্তর আপনকার পুত্র মহাবীর বিকর্ণ, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্মরণ করত শত্রুগণের অভিমুখবর্ত্তী হইয়া বাহন-বিহীন ও অস্ত্রবিহীন হইলে ভীমসেন দুর্যোধন-কৃত বহুতর ভয়ঙ্কর পরিক্লেশ ও স্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে নিপাতিত করিলেন। অবন্তি-দেশীয় রাজপুত্র মহাবল বিন্দ ও অনুবিন্দ দুষ্কর যুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া শমন-সদনে প্রস্থিত হইয়াছেন। হে রাজন্! যে বীরবর আপনকার শাসনে থাকিয়া সিন্ধুরাজ্য-প্রভৃতি দশ রাজ্য বশে রাখিয়াছিলেন, অর্জ্জুন শাণিত শর বর্ষণ-দ্বারা একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা জয় করিয়া সেই মহাবীর্য্য জয়দ্রথকে বধ করিয়াছেন। সেইরূপ, যুদ্ধবিশারদ বলশালী দুর্যোধন-পুত্র লক্ষ্মণ পিতার শাসনে থাকিয়া অভিমন্যু-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন এবং দ্রৌপদী-নন্দন বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক মহাবাহু রণ-দুঃসহ বীরবর দুঃশাসন-সুতকে কৃতান্ত-ভবনে প্রেরণ করিয়াছেন। সতত ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম-নিরত যে ধর্ম্মাত্মা নরপতি ভগদত্ত, সাগর-সন্নিহিত অনুপদেশ-বাসী কিরাতগণের অধিপতি এবং দেবরাজের বহুমান-ভাজন প্রিয় সুহৃৎ ছিলেন, অর্জ্জুন বিক্রম-পূর্ব্বক তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়াছেন। হে রাজন্! সেইরূপ কৌরব-দায়াদ সোমদত্ত-তনয় বীরবর মহাযশা ভূরিশ্রবা সংগ্রামে সাত্যকি-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন এবং ক্ষত্রিয়-ধুরন্ধর শ্রুতায়ু সংগ্রাম-স্থলে নির্ভয়ে বিচরণ করত অর্জ্জুনের অমোঘ শরাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। হে মহারাজ! নিয়ত-ক্রোধাসক্ত, যুদ্ধ-বিশারদ, অস্ত্র-নিপুণ আপনকার পুত্র দুঃশাসন সমরে ভীমসেন-কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন এবং যাঁহার বহু-সহস্র অদ্ভুত গজগামী সৈন্য ছিল, সেই সুদক্ষিণ সংগ্রামে অর্জ্জুন-বাণে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। কোশলাধিপতি বহুশত শত্রু সংহার করিয়া অভিমন্যু-কর্ত্তৃক বিক্রম-পূর্ব্বক শমন-সদনে প্রেরিত হইয়াছেন। আপনকার পুত্র চিত্রসেন মহারথ ভীমসেন-সহ বহুবার যুদ্ধ করিয়া তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। শত্রুগণের ভয়-বর্দ্ধনকারী অসিচর্ম্মধারী বীরবর শ্রীমান্ মদ্ররাজ-ভ্রাতা, অভিমন্যু-কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন। যে মহাতেজা শীঘ্রাস্ত্র বৃষসেন সমরে কর্ণ-তুল্য দৃঢ়-বিক্রমশালী ছিলেন, ধনঞ্জয় অভিমন্যুর বধ ও আত্ম-প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া কর্ণের সাক্ষাতেই তাঁহাকে কৃতান্ত-নিকেতনে প্রেরণ করিয়াছেন। যিনি পাণ্ডবগণের প্রতি নিয়ত বৈরভাব প্রকাশ করিতেন, সেই মহীপতি শ্রুতায়ু অর্জ্জুনের সহিত শত্রুতা-প্রখ্যাপন-পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন। হে রাজন্! সহদেব আত্ম-মাতুলের স্বর্গরথ বিক্রান্ত শল্যনন্দনকে সমরে সংহার করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়বর মহাবল বিক্রান্ত বৃদ্ধ রাজা ভগীরথ ও কৈকেয় অতুল্য পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক নিহত হইয়াছেন। মহারাজ! নকুল সমরে শ্যেন-সম বিচরণ করত কৃত-বুদ্ধি মহাবল ভগদত্ত-পুত্রকে সংহার করিয়াছেন এবং আপনকার পিতামহ মহাবল-পরাক্রান্ত বাহ্লিক বাহ্লিকগণের সহিত ভীমসেন-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। মগধেশ্বর জরাসন্ধ-সুত মহাবল জয়ৎসেন সমরে মহাত্মা অভিমন্যুর হস্তে শমন-সদনে গমন

Digitized by Google

করিয়াছেন। শূরমানী মহারথ দুর্ম্মুখ ও দুঃসহ নামক আপনকার পুত্রদ্বয় ভীমসেনের গদাঘাতে নিহত হইয়াছেন। দুর্ম্মর্ষণ, দুর্ব্বিষহ ও মহারথ দুর্জ্জয় এবং কলিঙ্গ ও বৃষক-নামক যুদ্ধবিশারদ ভ্রাতৃ-দ্বয় বহুতর দুষ্কর সমর কর্ম্ম করিয়া শমন-ভবনে গমন করিয়াছেন। আপনকার মন্ত্রী সূততনয় মহাবীর্য্যবান্ বৃষবর্ম্মা বিক্রান্ত ভীমসেন-কর্ত্তৃক যম-সদনে প্রেরিত হইয়াছেন। অযুত মাতঙ্গ-তুল্য বলশালী মহারাজ পৌরব স্বীয় সৈন্যগণের সহিত সংগ্রামে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। হে মহারাজ! সমরকারী দুই সহস্র বশাতি-সৈন্য এবং সমুদায় বিক্রান্ত শূরসেন সেনা সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। কবচধারী সংপ্রহারী সমর-দুর্দ্ধর্ষ অভীষাহ-সৈন্য ও রথশ্রেষ্ঠ শিবি-সৈন্য কলিঙ্গ-দেশীয় সৈন্যগণের সহিত হত হইয়াছে। সংগ্রামে সাতিশয় কোপাসক্ত ও অপরাঙ্মুখ যে সকল বীর পুরুষ গোকুলে নিয়ত সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিল, সংশপ্তকদিগের সহচর সেই গোপালকেরা বহু-সহস্র সংশপ্তক-সৈন্য-শ্রেণীর সহিত ধনঞ্জয়-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। মহারাজ! ভবদীয় কার্য্য-সম্পাদনে নিতান্ত বিক্রান্ত বৃষক ও অচল নামক আপনকার শ্যালক নৃপতি-দ্বয়কে অর্জ্জুন শমন-সদনে প্রেরণ করিয়াছেন। নামে ও কার্য্যে উগ্রকর্ম্মা পরম ধানুষ্কী মহাবাহু শাল্বরাজ ভীমসেন-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। সুহৃৎ-কার্য্য-সম্পাদনে পরাক্রান্ত ওঘবান্ ও বৃহন্ত উভয়েই সংগ্রামে একদা কৃতান্ত-নিকেতনে গমন করিয়াছেন। হে বিশাম্পতে! রথিশ্রেষ্ঠ ক্ষেমধূর্ত্তি, সংগ্রামে ভীমসেনের গদাঘাতে নিহত হইয়াছেন এবং পরম ধনুর্দ্ধর মহাবল রাজা জলসন্ধ সমরে সুবিপুল শত্রুক্ষয় করিয়া সাত্যকি-কর্ত্তৃক হত হইয়াছেন। গর্দ্দভ ও খচ্চর-নামক রথাবয়ব-দ্বারা যান-বিশিষ্ট রাক্ষসপতি অলায়ুধকে ঘটোৎকচ বিক্রম-পূর্ব্বক যম-সদনে প্রেরণ করিয়াছেন। অধিরথ সূতপুত্র রাধাগর্ভ-সম্ভূত মহারথ ভ্রাতৃগণ, কৈকেয় সৈন্যসকল এবং প্রচণ্ড বিক্রমশালী মালব, মদ্রক, দ্রাবিড়, যৌধেয়, ললিত্থ, ক্ষুদ্রক, উশীনর, মাবেল্লক, তুণ্ডিকের, সাবিত্রী-পুত্র-প্রভৃতি যোদ্ধৃবৃন্দ ও পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ-দেশবাসী সৈন্য-সমুদায় সমরে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। পত্তিবৃন্দ, নিযুত অশ্ব, রথ-সমূহ এবং শ্রেষ্ঠতর কুঞ্জর-যুথ সমরে বিনষ্ট হইয়াছে। উৎকৃষ্ট বসন ভূষণ কবচ ধ্বজ ও আয়ুধ-সমন্বিত, কুলশীল-বিবর্জ্জিত শূর পুরুষেরা এবং অমিত-বলশালী পরস্পর বধাভিলাষী অপর বীরেরা মহাকালের বশীভূত হইয়া সকলেই অক্লিষ্টকর্ম্মা অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক সমরে সংহার-দশায় উপনীত হইয়াছেন। এই সমস্ত এবং অন্যান্য বহু-সংখ্য নৃপতিবর্গ স্বীয় স্বীয় সৈন্যগণের সহিত সংগ্রামে সহস্র সহস্র সংখ্যায় নিহত হইয়াছেন। হে রাজন্! আপনি আমারে যে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহার বিবরণ এই। কর্ণার্জ্জুন সংগ্রামে এইরূপ্ মহান্ বিধ্বংস হইয়াছিল। যেমন দেবরাজ মহেন্দ্র সঙ্গে বৃত্রাসুর, রাম-সহ রাক্ষসপতি রাবণ, কৃষ্ণ সঙ্গে মুর ও নরকাসুর, কার্ত্তিকেয় সহ যুদ্ধদুর্ম্মদ শৌর্য্য-সম্পন্ন মহিষ-দানব, রুদ্র সঙ্গে অন্ধক-দৈত্য এবং অতুল্যবলশালী ভৃগু-নন্দন পরশুরাম-সহ বীরবর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ত্রৈলোক্য-বিখ্যাত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া জ্ঞাতি-বান্ধবগণের সহিত সমরে নিহত হইয়াছিলেন, সেইরূপ রণ-দর্পিত যোদ্ধৃবর কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত দ্বৈরথ সংগ্রাম করিয়া অমাত্য বান্ধব-সহ শমন-সদনে প্রস্থিত হইয়াছেন। মহারাজ! যাঁহা হইতে শত্রুতার আরম্ভ হয় এবং যাঁহার প্রতি আপনকার পুত্রগণের জয়ের আশা ছিল, অদ্য পাণ্ডবেরা সেই কর্ণ-রূপ পারাবার উত্তীর্ণ হইয়াছেন। হিত-বাদী বন্ধুবর্গ আপনাকে পুনঃপুন বলিলেও আপনি পূর্ব্বে যাহা বোধগম্য করিতে পারেন নাই, সেই মহানিষ্টকর ব্যসন সংপ্রতি সমাগত হইয়াছে। হে রাজন্! আপনি রাজ্যকামী পুত্রগণের হিতৈষী হইয়া কেবল অহিত সমস্তই সঙ্কলন করিয়া-

Digitized by Google

ছিলেন, এক্ষণে তৎসমুদায়ের ফল এই উপস্থিত।

সঞ্জয়-বাক্যে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫।

—•❀•—

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, বৎস সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ সংগ্রামে অস্মৎপক্ষীয় যে সমস্ত সৈন্য বিনাশ করিয়াছে তাহা কহিলে, সম্প্রতি মদীয় পুত্রাদি-কর্ত্তৃক পাণ্ডুপুত্র-দিগের কে কে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা কহ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সমর-বিক্রান্ত মহা-প্রাণ ও মহাবল কুন্তিরাজ-বংশীয়েরা সংগ্রামে অমাত্য ও অনুগত বন্ধুবান্ধবগণের সহিত ভীষ্ম-কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন। বিজয়ে অনুরক্ত শত শত নারায়ণ-সৈন্য, বল্লব-সৈন্য ও রাম-সৈন্যদিগকেও ভীষ্ম সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছেন। সমরে অর্জ্জু-নের তুল্য প্রভাব ও বলশালী সত্যজিৎ এবং যুদ্ধ-বিশারদ মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল-সৈন্যগণ সত্যসন্ধ দ্রো-ণের সহিত যুদ্ধে শমন-সদনে গমন করিয়াছে। মিত্রার্থে পরাক্রান্ত বৃদ্ধ নরপতি বিরাট ও দ্রুপদ স্বসন্তান-সহ দ্রোণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। হে বিভো! যিনি বাল্যাবস্থাতেই কৃষ্ণ, বলদেব ও অর্জ্জুনের সমান সমরকারী হইয়াছিলেন, সেই রণ-বিশারদ দুর্দ্ধর্ষ অভিমন্যু শত্রুগণকে সাতিশয় বি-মর্দ্দিত করিলে, ছয় জন মহারথ মহামাত্র অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে অসমর্থ হইয়া তাঁহার ঐ পুত্রকে বেষ্টন করিলেন এবং সকলে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে অবস্থিত সেই বীরবর সুভদ্রানন্দনকে বিরথ করিলে দুঃশা-সন-তনয় তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়াছেন। শ্রীমান্ পট-চ্চর-নিহন্তা অম্বষ্ঠের সহিত মহতী সেনায় পরিবৃত হইয়া মিত্রের নিমিত্তে পরাক্রম প্রকাশ করত সমরে দুর্য্যোধন-সুত বীর লক্ষ্মণের সন্নিহিত হইয়া সুমহৎ যুদ্ধ করিয়া শমন-সদনে প্রস্থিত হইয়াছেন। অস্ত্রশাস্ত্রবেত্তা রণদর্পিত মহাধনুর্দ্ধর বৃহন্তকে দুঃশা-সন বিক্রম-পূর্ব্বক কৃতান্ত-নিকেতনে প্রেরণ করিয়া-ছেন। সুহৃৎ-কার্য্য-সাধনে পরাক্রমশালী সমর-দর্পিত রাজা মণিমান্ ও দণ্ডধার এবং মহারথ ভোজরাজ অংশুমান্ সংগ্রামে ভরদ্বাজ-তনয় দ্রোণ-কর্ত্তৃক সসৈন্যে নিহত হইয়াছেন। হে ভারত! সমুদ্রসেন সমুদ্র-প্রদেশবাসী সপুত্র চিত্রসেনকে বল-পূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছেন। মহারাজ! অনূপদেশ-বাসী নীল ও বীর্য্যবান্ ব্যাঘ্রদত্ত, অশ্বত্থামা-কর্ত্তৃক যম-সদনে প্রেরিত হইয়াছেন। চিত্রায়ুধ ও চিত্র-যোধী উভয়ে সুমহৎ যুদ্ধ করিয়া বিচিত্র যুদ্ধমার্গ-বেদী বিকর্ণের বিক্রম-দ্বারা সংগ্রামে প্রাণ পরি-ত্যাগ করিয়াছেন। কৈকেয়, সংগ্রামে ভীমসেন-সম পরাক্রান্ত কৈকেয়-সৈন্য-পরিবৃত নিজ ভ্রাতাকে বি-ক্রম-পূর্ব্বক সংহার করিয়াছেন। হে মহারাজ! আপনার পুত্র দুর্ম্মুখ পর্ব্বতবাসী প্রতাপশালী গদা-যুদ্ধকারী জনমেজয়কে বিনষ্ট করিয়াছেন। রোচ-মান অর্থাৎ দীপ্তিশালী গ্রহ-যুগলের ন্যায় রোচ-মান-নামক নরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় দ্রোণের শরসংযোগে যুগপৎ স্বর্গলোকে উপনীত হইয়াছেন। হে নর-পতে! প্রকৃষ্টরূপে সমরকারী পরাক্রমশালী অন্যান্য ভূরি ভূরি নৃপবরেরাও বহুতর দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া শমন-সদনে প্রস্থিত হইয়াছেন। ধনঞ্জয়ের মাতুল কুন্তিভোজ পুরুজিৎ সংগ্রামে দ্রোণের শর-সমূহ-সহকারে সমর-নির্জ্জিত লোক-সমুদায়ে গমন করি-য়াছেন। বহুতর কাশিক-সেনাপরিবৃত শত্রু-পরাভব-কারী কাশিরাজ, বসুদান পুত্র-সহ সংগ্রাম করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অমিতৌজা, যুধামন্যু ও বীর্য্যশালী উত্তমৌজা শত শত শূর সংহার করিয়া অস্মদীয় সৈন্য-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। হে ভারত! পাঞ্চাল-দেশীয় মহাধনুর্দ্ধর মিত্রবর্ম্মা ও ক্ষত্রধর্ম্মা দ্রোণ-কর্ত্তৃক কৃতান্ত-নিকেতনে প্রেরিত হইয়াছেন। হে আর্য্য! আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ, শিখণ্ডি-সুত যোধপতি বীর্য্যবান্ ক্ষত্রদেবকে সমরে সংহার করি-য়াছেন। মহাবল-সম্পন্ন বীরবর সুচিত্র ও চিত্রবর্ম্মা পিতা পুত্রে সমরে বিচরণ করত দ্রোণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। হে মহারাজ! পর্ব্বকালে সাগর যেমন জলক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া প্রশান্তভাব অবলম্বন করে,

সেইরূপ বার্দ্ধক্ষেমি সংগ্রামে অস্ত্রক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া পরমা-শান্তিলাভ করিয়াছেন। হে রাজন্! কুরুশ্রেষ্ঠ সেনাবিন্দু সমরে শত্রু-সমূহ-দহন করত কৌরবেন্দ্র বাহ্লীক-কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন। চেদিগণের প্রধান রথী ধৃষ্টকেতু দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া কৃতান্ত-নিকেতনে প্রস্থান করিয়াছেন। পাণ্ডবকার্য্যার্থে পরাক্রান্ত বীর্য্যবান্ সত্যধৃতিও সমরে শত্রুমর্দ্দন-পূর্ব্বক শমন-সদনে উপনীত হইয়াছেন। শিশুপাল-সুত মহীপতি সুকেতু সমরে সপত্ন-সমূহ সংহার করিয়া দ্রোণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। বিরাটপুত্র মহাবল-সম্পন্ন উত্তর ও শঙ্খ দুঃসাধ্য কর্ম্ম করিয়া যমালয়ে গমন করিয়াছেন। মৎস্যদেশীয় বীরবর সত্যধৃতি, বীর্য্যশালী মদিরাশ্ব ও বিক্রান্ত সূর্য্যদত্তও দ্রোণ শরে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। হে মহারাজ! যুধ্যমান পরাক্রান্ত শ্রেণিমান্ সংগ্রামে অসাধ্য কার্য্যকদম্ব নির্ব্বাহ-পূর্ব্বক কৃতান্ত-নিকেতনে গমন করিয়াছেন। যুদ্ধবিক্রান্ত শত্রু-শূর-সংহারকারী অস্ত্রশাস্ত্রবিশারদ মগধরাজও ভীম-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া অধুনা সমর-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। বসুদানও সমরে সাতিশয় বৈরি হনন করিয়া ভরদ্বাজ-তনয়ের বিক্রমে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন পাণ্ডবগণের আরও বহুতর মহারথ বীর পুরুষ বিক্রান্ত দ্রোণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। হে মহারাজ! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা কহিলাম।

সঞ্জয়-বাক্যে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।



ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যখন প্রধান পুরুষেরা নিহত হইয়াছেন, তখন আমার এই হতাবশিষ্ট সৈন্যের আর কিছুমাত্র অবশেষ দেখিতে পাই না। সেই বীরবর মহাধনুর্দ্ধর কুরুসত্তম ভীষ্ম দ্রোণ আমার নিমিত্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া আমার জীবনে আর প্রয়োজন কি? যাঁহার বাহুবল দশ সহস্র মাতঙ্গ বলের তুল্য, সেই সমর-শোভাকর কর্ণের বিনাশও আমি কোন ক্রমে সহ্য করিতে পারি না। হে বাগ্মিপ্রবর সূততনয় সঞ্জয়! প্রধান প্রধান বীরগণ নিহত হইলে পর আমার এই সৈন্যমধ্যে যাহারা আহত না হইয়া জীবিত আছে, তাহাদের কথা আমারে বল। অদ্য তুমি যাহাদিগের মরণ বর্ণন করিলে, তাহা শুনিয়া, সম্প্রতি যাহারা জীবিত আছে, তাহাদিগের সকলকেই আমার মৃত বোধ হইতেছে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দ্বিজসত্তম দ্রোণাচার্য্য যাঁহাকে প্রভা-পূর্ণ চতুর্ব্বিধ বিচিত্র মহাস্ত্র-সমস্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং দিব্য অস্ত্র সকলও যাঁহার হস্তে নিহিত রাখিয়াছিলেন, সেই দৃঢ়ায়ুধ, দৃঢ়মুষ্টি, শীঘ্রহস্ত, অব্যর্থকারী, দূরপাতী, মহারথ, মহাত্মা অশ্বত্থামা আপনকার নিমিত্তে যুদ্ধাভিলাষী হইয়া ব্যবস্থিত আছেন। আনর্ত্তদেশবাসী সাত্বত-বংশবরিষ্ঠ মহারথ অস্ত্রশাস্ত্র বিশারদ হৃদিকাত্মজ স্বয়ং ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা, আপনকার নিমিত্তে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন। যিনি ভাগিনেয় পাণ্ডবেয়গণকে পরিত্যাগ করিয়াও দুর্য্যোধন-সমীপে প্রতিশ্রুত নিজ বাক্য সত্য করিতে সমুৎসুক আছেন, ভবদীয় সেনানীগণের অগ্রগণ্য সেই ইন্দ্র-সমান-বীর্য্যবান্, সমরে দুষ্কম্পনীয়, দুরাধর্ষ, বলশালী, আর্ত্তায়নি শল্য, যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে সংগ্রামে সূতপুত্রের তেজোবধ অঙ্গীকার করিয়া ভবদীয় হিতার্থে যুদ্ধ করিতে উদ্যুক্ত রহিয়াছেন। সিন্ধু পর্ব্বত নদী কাম্বোজ বনায়ু ও বাহ্লিক প্রদেশ-জাত সৎকুল-সম্ভূত অশ্বসমূহ-দ্বারা শোভন সৈন্য সমন্বিত গান্ধাররাজ শকুনি, আপনকার নিমিত্তে যুদ্ধাভিলাষী হইয়া সংগ্রামে ব্যবস্থিত আছেন। মহারাজ! বহুবিধ বিচিত্রাস্ত্রযোধী শরদ্বৎপুত্র মহাবল-সম্পন্ন কৃপাচার্য্যও বিপুলতর ভার-সহিষ্ণু বিচিত্র শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক যুদ্ধকামনায় ব্যবস্থিত রহিয়াছেন। মহাধনুর্দ্ধারী নরপ্রবীর কৈকেয়রাজ-তনয়, সদশ্বযুক্ত শোভনপতাকান্বিত রথোত্তমে আরোহণ-পূর্ব্বক ত্বদর্থে সমর

করিতে উদ্যুক্ত আছেন। মহারাজ! নির্ম্মল গগনমণ্ডলে দীপ্যমান মার্ত্তণ্ডসমান ত্বদীয় তনয় কুরু-প্রবীর পুরুমিত্র সূর্য্যাগ্নি-তুল্য দীপ্তিশালী রথে সমারোহণ-পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রস্তুত আছেন। গজযূথ-মধ্যস্থিত মহাবীর্য্য দুর্য্যোধন স্বর্ণালঙ্কৃত রথে অবস্থিতি করত প্রধান প্রধান সৈনিকগণ সমভিব্যাহারে সমরে যুদ্ধার্থে ব্যবস্থিত রহিয়াছেন। সেই কমল-কান্তি পুরুষপ্রবীর, সুবর্ণ-চিত্রিত বর্ম্ম ধারণে অল্প ধূমযুক্ত অনল ও মেঘান্তরিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তিশালী হইয়া, রাজগণ-মধ্যে বিরাজ করিতেছেন।

অপিচ আপনকার পুত্র অসিচর্ম্ম-ধারী সুষেণ, বীরবর সত্যসেন ও চিত্রসেন যুদ্ধকামনায় হৃষ্ট-চিত্তে সমরে অবস্থিত আছেন। চিত্রায়ুধ শ্রুতবর্ম্মা জয় শল সত্যব্রত দুঃশল প্রভৃতি শ্রীনিষেবী বলিষ্ঠ ভারতরাজপুত্রেরাও সমরাভিলাষে প্রস্তুত রহিয়াছেন। কৈতব্যাধিপতি শূরমানী রাজপুত্র শক্রহা হয়, হস্তী, রথ ও পদাতিগণ-সমভিব্যাহারে সমরে বিচরণ করত ভবদীয় হিতার্থে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া প্রস্তুত আছেন। হে নরেন্দ্র! শ্রুতায়ু, শ্রুতায়ুধ, চিত্রাঙ্গদ ও চিত্রবর্ম্মা, রণ-বিশারদ এই সমস্ত মান-ভাজন সত্যসন্ধ নরপ্রবীরগণ এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাত্মা কর্ণ-নন্দন যুদ্ধাভিলাষে রণক্ষেত্রে প্রস্তুত রহিয়াছেন। কর্ণের উত্তমাস্ত্রকোবিদ লঘুহস্ত অপর দুই পুত্রও অল্পবীর্য্য-পুরুষের দুর্ভেদ্য সুমহৎ বল সমাশ্রয়-পূর্ব্বক ত্বদীয় হিতার্থে সংগ্রাম করিতে উদ্যুক্ত আছেন। হে মহারাজ! দুর্য্যোধন এই সমস্ত প্রধান প্রধান যোধবৃন্দ ও অপরিমিত প্রভাবশালী অপরাপর যোধ-প্রবীরগণের সহিত গজযূথ-মধ্যে অবস্থিত হইয়া মহেন্দ্রের ন্যায় বিজয়ার্থে প্রস্তুত রহিয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, যাঁহারা শত্রুগণ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া জীবিত আছেন এবং যাঁহারা তাহাদের হস্তে নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বিবরণ যথাবৎ বর্ণিত হইল; আমাদের জয় হইবার যে কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, তাহা ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, তৎকালে এই কথা কহিতে কহিতে স্বকীয় হতভূয়িষ্ঠ সৈন্যের কিয়ন্মাত্র অবশিষ্ট আছে, শুনিয়া শোক-ব্যাকুল-চিত্ত ও মুহ্যমান হইয়া কহিলেন, তাত সঞ্জয়! তুমি মুহূর্ত্তকাল স্থির হও; এই সুমহৎ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে; মন মুগ্ধ ও অঙ্গ সকল অবসন্ন হইতেছে। এই কথা বলিবার পর অম্বিকা-তনয় মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র বিচেতন হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন।

সঞ্জয়বাক্যে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭॥



জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজবর! সংগ্রামে কর্ণ হত হইয়াছেন এবং পুত্রেরাও অনেকে নিপাতিত হইয়াছেন, শুনিয়া নরপতি ধৃতরাষ্ট্র, কিঞ্চিৎ চৈতন্য লাভ করিবার পর কি বলিয়াছিলেন? পুত্র-বিয়োগ জন্য তিনি পরম দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; তৎকালে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি সেই সমস্ত আমার নিকটে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অম্বিকাতনয় নরপতি ধৃতরাষ্ট্র অত্যদ্ভুত পদার্থের ন্যায় অশ্রদ্ধেয় কর্ণবধ-সমাচার শ্রবণ করিয়া সর্ব্ব-ভূতের মোহজনক ভয়ানক সুমেরু-পতন, মহামতি ভার্গবের চিত্তবিভ্রম, ভীষণ-কর্ম্মা দেবরাজ ইন্দ্রের বিপক্ষ হইতে পরাজয়, মহাদ্যুতি দিবাকরের আকাশ হইতে ভূমিতে পতন, অনন্ত জলনিধি অতলস্পর্শ সাগরের নিঃশেষে শোষণ, পৃথিবী আকাশ দিক ও বারির সম্পূর্ণ বিনাশ এবং পাপপুণ্য-জনিত উভয়বিধ কর্ম্মের বৈফল্য যেমন নিতান্ত অযুক্ত, অচিন্তনীয় ও অদ্ভুত, সমরে কর্ণের নিধনকেও সেইরূপ জ্ঞান করিলেন, এবং নিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করত 'অপর প্রাণিগণেরও এইরূপ অবস্থা ঘটিবে, সুতরাং এ কুল আর রহিল না,' ইহা অবধারণ করিয়া শোকানলে দগ্ধ ও

Digitized by Google

দহ্যমান ভুজঙ্গের ন্যায় শিথিলাঙ্গ হইয়া দীনভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে নিতান্ত দুঃখিতচিত্তে হাহা রবে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! বৃষভের ন্যায় স্কন্ধ নেত্র গতি ও গর্জ্জন-বিশিষ্ট বীর্য্যবান্ কর্ণ, কেশরী ও মাতঙ্গের তুল্য বিক্রমশালী ছিলেন। বজ্রের ন্যায় দৃঢ়কায় যে যুবা পুরুষ, সুরপতি শত্রুভাবাপন্ন হইলেও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে, বৃষভযুদ্ধে বৃষভের ন্যায়, অপরাঙ্মুখ ছিলেন; যাঁহার জ্যাতলশব্দে ও শরবর্ষণ-নিনাদে অশ্ব, রথ, মাতঙ্গ ও পদাতিকেরা সংগ্রামে তিষ্ঠিতে অশক্ত হইত; শত্রু-সমূহ-সংহারকারী অক্ষয়সত্ত্ব-সম্পন্ন যে মহাবাহুকে আশ্রয় করিয়া দুর্য্যোধন মহারথ পাণ্ডবগণের সহিত বৈরতা করিয়াছিল; সেই সর্ব্বরথিপ্রবর অসহ্য-বিক্রম পুরুষব্যাঘ্র কর্ণ কিপ্রকারে সমরে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক নিহত হইলেন? স্বকীয় বাহুবলাবলম্বী যে বীরপুরুষ, ধনঞ্জয়কে, কৃষ্ণকে, সমুদয় বৃষ্ণিবংশীয়দিগকে ও অন্যান্য শত্রুগণকে নিয়তই অবজ্ঞা করিতেন; যিনি, রাজ্যাভিলাষী লোভ-মোহিত অর্ব্বাচীন মন্দমতি দুর্য্যোধনকে “আমিই একাকী সংগ্রামে অপরাজিত শার্ঙ্গধনুর্দ্ধারী কৃষ্ণকে ও গাণ্ডীবী ধনঞ্জয়কে দিব্যরথ হইতে যুগপৎ নিপাতিত করিব” সতত এইরূপ কহিতেন; দুর্য্যোধনের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধিহেতু যিনি পূর্ব্বে অতি বলশালী গান্ধার, মদ্রক, মৎস্য, ত্রিগর্ত্ত, তঙ্গণ ও খশ-প্রভৃতি অতি দুর্জ্জয় শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এবং পাঞ্চাল, বিদেহ, কুলিন্দ, কাশী, কোশল, সুহ্ম, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, নিষধ, পুণ্ড্রকীচক, বৎস, তরল, অশ্মক, ও ঋষিকদেশীয় বীরগণকে কঙ্কপত্রান্বিত সুশাণিত সুতীক্ষ্ণ শরসমূহ-দ্বারা সমরে জয় করিয়া করপ্রদ করিয়াছিলেন; সংপ্রতিও যিনি দুর্য্যোধনের বিজয়ার্থে সমুৎসুক ছিলেন; সেই পরমাস্ত্রবেত্তা, সেনারক্ষক কর্ণ, শৌর্য্যসম্পন্ন বলশালী শত্রু পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক সমরে কিপ্রকারে নিহত হইলেন! হে সঞ্জয়! দেবগণ-মধ্যে মহেন্দ্র যেমন শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ মনুষ্যগণ-মধ্যে কর্ণই প্রধান; এই উভয় ব্যতীত লোকে তৃতীয় কোন ব্যক্তি প্রধান আছে, তাহা আমরা শ্রবণ করি নাই। যেমন অশ্বগণ-মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবাঃ শ্রেষ্ঠ, যক্ষগণ-মধ্যে কুবের শ্রেষ্ঠ এবং দেবগণ-মধ্যে বাসব শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ যোধগণ-মধ্যে কর্ণই প্রধান। যিনি, বীর্য্যশালী শূর ও সমর্থ নৃপতিগণ-কর্ত্তৃক অপরাজিত হইয়া, দুর্য্যোধনের ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি হেতু সমুদয় পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন; মগধরাজ জরাসন্ধ সান্ত্ববাদ, মান, অর্থ ও গৌরব-দ্বারা যাঁহাকে সহায়রূপে লাভ করিয়া যাদব ও কৌরবব্যতীত সমুদয় ক্ষত্রিয় ভূপতিগণকে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন; সেই কর্ণকে অর্জ্জুন দ্বৈরথ-যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছে শুনিয়া আমি, সাগরে ভগ্নপোতব্যক্তির ন্যায়, শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছি। রথিপ্রবর নরশ্রেষ্ঠ কর্ণকে দ্বৈরথযু[illegible] নিহত শুনিয়া আমি, সমুদ্রে তরণী-বিহীন ব্যক্তি[illegible]র ন্যায়, শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। হে সঞ্জয়! [illegible] ঈদৃশ দুঃখসমূহ সহ্যকরিয়াও আমি যখন জীবি[illegible] রহিয়াছি, তখন নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে, আ[illegible]র হৃদয় বজ্র হইতেও দৃঢ়তর ও দুর্ভেদ্য। হে [illegible]! জ্ঞাতি কুটুম্ব মিত্রগণের এইরূপ পরাভব শ্রবণ [illegible] করিয়া আমাভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি জীবনধারণে স[illegible] হয়? হে সঞ্জয়! আমি বিষ, অগ্নি অথবা পর্ব্ব[illegible] হইতে পতন প্রার্থনা করিতেছি, যেহেতু এপ্র[illegible] দুঃসহ দুঃখ আর সহ্য করিতে পারি না।

ধৃতরাষ্ট্র-বাক্যে অষ্টম অধ্যায় [illegible]প্ত ॥৮॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সাধু[illegible]েরা আপনকার ঐশ্বর্য্য, কুল, কীর্ত্তি, তপস্যা ও [illegible]জ্ঞান দর্শনে আপনাকে নহুষনন্দন যযাতির তুল্য [illegible] জ্ঞান করেন; আপনি শাস্ত্রজ্ঞান-বিষয়ে মহর্ষি-তুল্য [illegible] এবং কৃতিবিষয়েও কৃতার্থ হইয়াছেন; অতএব [illegible] স্থির করুন, অন্তঃকরণকে আর বিষাদে প্রণিহি[illegible] করিবেন না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! শাল[illegible] কর্ণ বধ[illegible]

সংগ্রামে নিহত হইয়াছেন, তখন আমি দৈবকেই পরম জ্ঞান করিতেছি, পৌরুষ নিরর্থক। যিনি যুধিষ্ঠিরের সৈন্য ও পাঞ্চালগণের রথ-সমূহ সংহার করিয়া শরবর্ষণ-দ্বারা সর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী ব্যক্তিগণকে সন্তাপিত করিয়াছিলেন; এবং বজ্রপাণি ইন্দ্র যেমন অসুরগণকে মোহিত করেন, সেইরূপ যিনি পাণ্ডবগণকে সমরে মোহিত করিয়াছিলেন, সেই মহারথ কর্ণ কিরূপে নিহত হইয়া বাতাহত বৃক্ষের ন্যায় শয়ান রহিয়াছেন! হে সঞ্জয়! আমি উচ্ছলিত জলনিধির ন্যায় শোকের অন্ত দেখিতেছি না; উত্তরোত্তর আমার অত্যন্ত চিন্তা-বৃদ্ধি হইতেছে ও মূর্চ্ছা জন্মিতেছে।

কর্ণের নিধন ও অর্জ্জুনের বিজয় শ্রবণে কর্ণের নিধন আমার অবিশ্বাস্য বোধ হইতেছে। হা! আমার এই সুকঠিন হৃদয় নিশ্চয় বজ্রসারময় হইবে, নতুবা সেই পুরুষ-প্রধান কর্ণ হত হইয়াছেন শুনিয়াও ইহা সহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হইতেছে না কেন! কর্ণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে সমধিক দুঃখিত হইয়াও আমি যখন জীবিত আছি, তখন নিশ্চয় অনুমান হইতেছে, পূর্ব্বে বিধাতা আমার পরমায়ুর পরিমাণ অতি দীর্ঘ করিয়া থাকিবেন। হে সঞ্জয়! সম্প্রতি সুহৃদ্বিহীন হইয়া আমাকে এইরূপ নিন্দনীয় দুর্দশাপন্ন হইতে হইল, ইহাতে আমার জীবিত থাকা বিড়ম্বনা মাত্র!

হা! এক্ষণে এই মন্দবুদ্ধিকে সকলের শোচ্য হইয়া দীনভাবে জীবন ধারণ করিতে হইবে! হে সঞ্জয়! পূর্ব্বে আমি সর্ব্বলোকের পূজিত ছিলাম, সম্প্রতি শত্রু-কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করিব! ভীষ্ম, দ্রোণ ও মহাত্মা কর্ণের বধে আমি নিরতিশয় দুঃখ-সাধন ঘোর বিপদ্‌গ্রাস্ত হইয়াছি! সংগ্রামে সূত-নন্দন নিহত হওয়াতে আমি এগক্ষের আর কিছুমাত্র অবশেষ দেখিতেছি না, যেহেতু কর্ণই মদীয় পুত্রগণের শত্রুসাগরে পারাবার-স্বরূপ ছিলেন। হা! শৌর্য্যশালী সূত-তনয় সমরে বহুতর শররাজি বিসর্জ্জন করত বিনিহত হইয়াছেন! সেই পুরুষবর ব্যতিরেকে আমার জীবিত থাকিবার আর প্রয়োজন কি! অধিরথ-তনয় শরপীড়িত হইয়া নিশ্চয়ই বজ্রপাত-বিদারিত ভূধর-শিখরের ন্যায় রথ হইতে নিপাতিত হইয়াছেন! যিনি মদীয় তনয়গণের অভয়দাতা ও বল-স্বরূপ ছিলেন এবং যাঁহা হইতে পাণ্ডবগণের ভয় হইয়াছিল, সকল ধনুর্দ্ধারিগণের উপমাস্পদ সেই মহাধনুর্দ্ধর বীরপুরুষ, মাতঙ্গ যেমন মত্ত দ্বিপেন্দ্র-কর্ত্তৃক নিপাতিত হয়, সেইরূপ অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে অবশ্যই পৃথিবীর শোভা-সম্পাদন করত, দেবেন্দ্র-বিদারিত পর্ব্বতের ন্যায়, শয়ন করিয়া রহিয়াছেন! যেমন পঙ্গুর অধ্বগমন, দরিদ্রের বাঞ্ছিত ও তৃষিত ব্যক্তির মুখনির্গত-জলবিন্দু অসম্ভাবিত, দুর্য্যোধনের অভিপ্রায়ও সেইরূপ অলীকবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। আহা! কালের কি দুরতিক্রমণীয় বিচিত্র গতি!— দৈবের কি আশ্চর্য্য শক্তি! যাহা যেরূপে চিন্তিত হইয়াছিল, তাহা অন্যরূপে পরিণত হইল!

বৎস সঞ্জয়! আমার পুত্র দুঃশাসন কি দীনাত্মা হীনপৌরুষ ও কাতর হইয়া পলায়ন করত বিনিহত হইয়াছে? সেই শূরপুরুষ দীনের ন্যায় আচরণ করেনাই ত? অন্যান্য ক্ষত্রিয়েরা যেমন পরাঙ্মুখ হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে, সেরূপ হয় নাই ত?—হা! যুধিষ্ঠির সর্ব্বদাই দুর্য্যোধনকে কহিতেন "ভ্রাতঃ! যুদ্ধ করিও না" দুর্য্যোধন মূঢ়ের ন্যায়, পথ্য ঔষধ তুল্য যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য গ্রাহ্য করে নাই। মহাত্মা ভীষ্ম যখন শরশয্যায় শয়ন করিয়া পানীয় প্রার্থনা করিয়া ছিলেন, তৎকালে সুমহাযশা পাণ্ডু-নন্দন অর্জ্জুন শরদ্বারা মেদিনীতল ভেদ করিয়া জল-ধারা উৎপাদন করিয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া সেই মহাবাহু ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিলেন, "বৎস! পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রামে নিবৃত্ত হও; আমার মৃত্যুতেই তোমাদের এই যুদ্ধের পর্য্যবসান হউক; অতঃপর

পাণ্ডুনন্দনগণের সহিত ভ্রাতৃভাবে এই পৃথিবী সম্ভোগ কর।” দুর্য্যোধন সেই দীর্ঘদর্শীর বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া সম্প্রতি শোকাকুল হইতেছে। সেই বাক্যের ফল এই উপস্থিত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! আমিও দ্যূতক্রীড়া হইতে দারুণ কষ্ট পাইলাম;—হতপুত্র ও নিহতামাত্য হইয়া ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় হইয়া থাকিলাম! যেমন বালকেরা কোন বিহঙ্গ ধরিয়া তাহার পক্ষদ্বয় ছেদন করত হৃষ্টচিত্তে তাহাকে বিসর্জ্জন করে, পক্ষী পক্ষচ্ছেদ-হেতু উড্ডীন হইতে সমর্থ হয় না, আমিও সেই ছিন্নপক্ষ-বিহঙ্গের ন্যায় গতি-রহিত হইলাম! দীন, ক্ষীণ, সর্ব্বার্থ-বিহীন ও জ্ঞাতি-বন্ধুবিবর্জ্জিত এবং শত্রুগণের বশতাপন্ন হইয়া কোন্ দিকে গমন করিব, কিছুই স্থির বুঝিতে পারিতেছি না!

হে সঞ্জয়! দুর্য্যোধনের কার্য্যসিদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি হেতু যিনি কাম্বোজ অম্বষ্ঠ কৈকেয় গান্ধার বিদেহ-প্রভৃতি দেশজাত বীরগণকে সমরে পরাজিত করিয়া অখণ্ড ভূমণ্ডল জয় করিয়াছিলেন, সেই মহাধনুর্দ্ধর প্রভাব-সম্পন্ন কর্ণ, সংগ্রামে মহাবাহু শূরবর পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অবশেষে অর্জ্জুন-হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে, যুদ্ধস্থলে কোন্ কোন্ বীর উপস্থিত ছিল, তাহা আমারে বল। সংগ্রামে পাণ্ডবেরা কি সকলকেই বিনষ্ট করিয়াছে? কাহাকেও পরিত্যাগ করে নাই? হে তাত! অস্মৎপক্ষীয় বীরগণ যেরূপে নিপাতিত হইয়াছেন, তাহা তুমি পূর্ব্বেই বলিয়াছ। শস্ত্রধারি-সমুদায়ের প্রধান ভীষ্ম প্রতিযুদ্ধ করণে পরাঙ্মুখ হইলে শিখণ্ডী শাণিত শরবর্ষণ-দ্বারা তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছে। সেইরূপ মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে সমুদয় অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বহুতর শরজালে সমাকীর্ণ হইয়া ধ্যানস্থ থাকিলে, দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন খড়্গ প্রহার-দ্বারা তাঁহার প্রাণ বধ করিয়াছে। আমি শুনিয়াছি, পাণ্ডবেরা ভেদ, বিশেষত ছলের-দ্বারাই ভীষ্ম দ্রোণকে নিহত করিয়াছে, নতুবা তাঁহারা যথান্যায়ে যুদ্ধ করিলে স্বয়ং বজ্রপাণি ইন্দ্রও তাঁহাদিগকে যে সংহার করিতে সমর্থ হয়েন না, তাহা আমি তোমারে সত্যই বলিতেছি। ভীষ্ম দ্রোণ ত অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নিহত হইয়াছেন, পরন্তু ইন্দ্রোপম বীরবর কর্ণ সংগ্রামে বহুতর দিব্যাস্ত্র-সমস্ত নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত থাকিলেও মৃত্যু কিপ্রকারে তাঁহারে স্পর্শ করিল? হা! পুরন্দর কুণ্ডল-যুগলের বিনিময়ে যাঁহারে বৈরিবিঘাতিনী বিদ্যুৎপ্রভা কণকভূষণা দিব্যাশক্তি সম্প্রদান করিয়াছিলেন; যাঁহার কাঞ্চন-ভূষণ পত্রযুক্ত শত্রুনাশন সর্পমুখ-নামক দিব্য শর চন্দন-মধ্যে নিহিত থাকিত; যিনি ভীষ্ম দ্রোণ-প্রভৃতি মহারথ বীরগণকে অবজ্ঞা করিয়া পরশুরাম-সন্নিধানে ব্রহ্মাস্ত্র-প্রয়োগ শিক্ষা করিয়াছিলেন; যে মহাবাহু, দ্রোণ-প্রভৃতি বীরগণকে শরপীড়িত ও বিমুখ হইতে দেখিয়া শাণিত বা[illegible]ণ বর্ষণ-দ্বারা অভিমন্যুর শরাসন ছেদন করিয়াছি[illegible]লেন; যিনি অযুত-হস্তিতুল্য-বলশালী, বায়ুসম-বে[illegible]গামী, অক্ষয় সত্ত্ব-সম্পন্ন ভীমসেনকে সহসা বির[illegible] করিয়া উপহাস করিয়াছিলেন এবং সন্নতপর্ব্ব [illegible] দৃঢ় শরসমূহ-দ্বারা সহদেবকে বিরথ ও পরাজিত [illegible]রিয়া কেবল কৃপা-পূর্ব্বক ধর্ম্মহানি বিবেচনায় তাহা[illegible] বিনষ্ট করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন; যিনি [illegible]য়া-সহস্র বিস্তারকারী জয়াভিলাষী রাক্ষসপতি [illegible]টোৎকচকে ইন্দ্র-দত্ত একঘ্নীশক্তি-দ্বারা নিহত করি[illegible]ছিলেন; অপিচ বীর্য্যবান্ ধনঞ্জয় যাঁহার যুদ্ধে ভীত [illegible]হইয়া এতাবৎ-কাল পর্য্যন্ত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই[illegible] পারেন নাই, সেই মহারথ কর্ণ সমরে কিপ্রকারে [illegible]হত হইলেন! যদি তাঁহার রথ ভগ্ন, শরাসন বি[illegible] ও অস্ত্র সকল বিনষ্ট না হইয়াছিল, তবে শত্রুরা তাঁ[illegible]রে কিপ্রকারে সংহার করিল? শার্দ্দূল সম [illegible]গামী পুরুষ-শার্দ্দূল কর্ণ সংগ্রামে বিপুল শরাস[illegible] আস্ফালন এবং ঘোরতর শর ও দিব্যাস্ত্র সকল বিস[illegible] করিতে থাকিলে কোন্ ব্যক্তি তাঁহারে পরাজি[illegible] করিতে সমর্থ হয়? তুমি যখন তাঁহার সংহারে[illegible] কথা আমারে

বলিতেছ, তখন আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তাঁহার ধনুর্গুণ ছিন্ন, রথ ধরাতলে নিপতিত এবং অস্ত্র সকল বিনষ্ট হইয়াছিল ; ইহা ব্যতিরেকে তাঁহার বিনাশের প্রতি অন্য কোন কারণই দেখিতেছি না। 'যাবৎ অর্জ্জুনকে সংহার না করি, তাবৎকাল পাদ-প্রক্ষালন করাইব না' যে মহাত্মার এই ঘোরতর সুদৃঢ় ব্রত ছিল ; পুরুষ-প্রবর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাঁহা হইতে ভীত হইয়া অরণ্যে ত্রয়োদশ বৎসর নিয়ত নিদ্রা লাভ করিতে পারিতেন না ; যে মহাত্মা বীর-বরের বীর্য্য অবলম্বন করিয়া মৎপুত্র দুর্য্যোধন বল-পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের ভার্য্যাকে সভা-মধ্যে আনয়ন করাইয়াছিল ; যে বীর-পুরুষ সেই সভা-মধ্যে কুরু-গণের সন্নিধানে পাণ্ডব-সকলের প্রত্যক্ষেই পাঞ্চালীকে দাসভার্য্যা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন এবং "কৃষ্ণে! তুমি আপন পতি-সকলকে অবিদ্যমান জ্ঞান কর ; যদিও তাহারা বর্ত্তমান আছে তথাপি অসার তিলের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়াছে ; অতএব হে বরবর্ণিনি ! তুমি অন্য পতি ভজনা কর " রোষ-বশত এইরূপ রুক্ষ বাক্য সকল শ্রবণ করাইয়াছিলেন ; সেই সূতনন্দন কর্ণ কিপ্রকারে শত্রু-কর্ত্তৃক নিহত হইলেন ?

হে সঞ্জয়! যিনি গাণ্ডীব-ধনুর্ম্মুক্ত সায়ক সকলের উগ্র স্পর্শ চিন্তা না করিয়া পাঞ্চালীকে পতিহীনা বলিয়া সম্বোধন করত পাণ্ডবগণের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ; স্ববাহুবলে দর্পিত হওয়াতে যাঁহার সজনার্দ্দন ও সপুত্র পাণ্ডুপুত্র-গণের প্রতি মুহূর্ত্তকালও ভয় হয় নাই ; সেই কর্ণের সংহার করিতে, পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, প্রতিকূলে প্রবৃত্ত বাসব-সহ দেবগণও সমর্থ হয়েন, আমার এমন বিশ্বাস হয় না।

হে তাত ! কর্ণ ধনুতে জ্যারোপণ ও তলত্র-যুগল গ্রহণ করিলে কোন বীর-পুরুষ তাঁহার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইত না। পৃথিবী শশাঙ্ক-প্রভারহিতা ও নিনাদ-করহীনা হইলেও হইতে পারে, তথাপি সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ সেই পুরুষেন্দ্রের বিনাশ সম্ভাবিত নহে। মন্দাত্মা দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন, যে কর্ণের এবং সহোদর দুঃশাসনের সাহায্যে বাসুদেবকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, সম্প্রতি সেই বৃষস্কন্ধ সূর্য্য-নন্দনকে নিপাতিত এবং দুঃশাসনকেও নিহত দেখিয়া, বোধ হয়, অবশ্যই শোকাকুল হইয়াছে। হে সঞ্জয় ! দুর্য্যোধন কর্ণকে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক দ্বৈরথ-সমরে নিহত এবং পাণ্ডুপুত্রগণকে জয়-যুক্ত দেখিয়া কি কহিয়াছিল ? সেই অপকৃষ্ট পুত্র সমরে দুর্ম্মর্ষণ ও বৃষসেনকে বিনষ্ট, মহারথগণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান সৈন্য সকলকে ছিন্নভিন্ন, সংগ্রাম-পরাঙ্মুখ নৃপতিগণকে পলায়ন-পরায়ণ এবং রথি-সমুদয়কে বিদ্রুত দেখিয়া, বোধ হয়, নিরতিশয় শোকব্যাকুল হইতেছে। হে সঞ্জয় ! অবিনীত, অভিমানী, অজিতেন্দ্রিয়, দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্য সকলকে হতোৎসাহ দেখিয়া কি কহিয়াছিল ? সুহৃদ্গণ বারম্বার বারণ করিলেও দুর্য্যোধন তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া স্বয়ং সুমহৎ বৈর উত্থাপন করিয়াছিল, অধুনা সংগ্রামে ভূরি ভূরি বলক্ষয় দর্শনে কি কহিয়াছিল ? তাহার ভ্রাতা দুঃশাসন সমরে ভীমসেন-কর্ত্তৃক পীতরক্ত ও নিহত হইল দেখিয়া দুর্য্যোধন কি কহিয়াছিল ? সভা-মধ্যে গান্ধাররাজের সহিত " কর্ণ সংগ্রামে অর্জ্জুনকে বিনষ্ট করিবেন " এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া এক্ষণে সেই কর্ণের বিনাশ দর্শনে দুর্য্যোধন কি কহিয়াছিল ? হে তাত! সুবলপুত্র শকুনি পূর্ব্বে হৃষ্ট-চিত্তে দ্যূত-ক্রীড়া করত যুধিষ্ঠিরকে বঞ্চিত করিয়া এক্ষণে কর্ণের বিনাশ দর্শনে কি কহিয়াছিল ? সাত্বতদিগের মহারথ মহাধনুর্দ্ধারী হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মা কর্ণকে হত দেখিয়া কি কহিলেন ? হে সঞ্জয় ! ধনুর্ব্বিদ্যা-জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা যাঁহার নিকটে শিক্ষা করেন, সেই সুরূপ-সম্পন্ন দর্শনীয় মহাযশা ধীমান্ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কর্ণের বিনাশ দর্শনে কি কহিলেন ? হে বৎস! ধনুর্ব্বেদে আচার্য্য রথসত্তম গৌতমবংশীয় শারদ্বত কৃপাচার্য্য, কর্ণের

Digitized by Google

সারথ্যকার্য্যে-নিযুক্ত সমর-শোভাকর মহাধনুর্দ্ধর রথিপ্রবর সৌবীরেশ্বর বলশালী মদ্ররাজ শল্য, রণ-দুর্জ্জয় যোধগণ ও পৃথিবীস্থ যে সকল রাজারা যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়াছেন, কর্ণকে হত দেখিয়া তাঁহারা সকলে কি কহিলেন? হে সঞ্জয়! নরশ্রেষ্ঠ বীরবর মহারথ দ্রোণ নিহত হইলে কোন্ কোন্ ব্যক্তি ভাগানুসারে মদীয় সৈন্যগণের সম্মুখবর্ত্তী ছিলেন? রথিশ্রেষ্ঠ মদ্ররাজ শল্য কিপ্রকারে কর্ণের সারথ্য-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমার নিকটে বর্ণন কর। হে সঞ্জয়! যুদ্ধমান বীরবর সূতপুত্রের দক্ষিণচক্র কাহারা রক্ষা করিয়াছিল? কাহাদিগের-দ্বারা তাঁহার বামচক্র রক্ষিত হইয়াছিল, এবং কাহারাই বা তাঁহার পৃষ্ঠ-রক্ষক হইয়াছিল? কোন্ কোন্ শূরপুরুষ কর্ণকে পরিত্যাগ করেন নাই? এবং কোন্ ক্ষুদ্রাশয়েরাই বা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল? তোমরা সকলে সমবেত থাকিলেও তোমাদিগের প্রত্যক্ষে কিপ্রকারে মহারথ কর্ণ নিহত হইলেন? তৎকালে শৌর্য্য-সম্পন্ন মহারথেরা বারিদবিসৃষ্ট বারিধারাবৎ শরবর্ষণ করত কি প্রকারে পাণ্ডবদিগের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং কি কারণেই বা সেই সর্পমুখ-নামক উৎকৃষ্ট দিব্য শর ব্যর্থ হইল? এই সকল আমার নিকটে প্রকাশ কর। হে সঞ্জয়! যখন প্রধান-পুরুষেরা বিনষ্ট হইয়াছেন, তখন আমার এই হতোৎসাহ সৈন্যের আর কিছুমাত্র অবশেষ দেখিতেছি না। আমার নিমিত্তে যাঁহারা প্রাণপণ করিয়াছিলেন, সেই বীরবর মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম দ্রোণ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া আমার জীবিত থাকিবার আর প্রয়োজন কি? যাঁহার বাহুবল দশসহস্র মাতঙ্গবলের তুল্য ছিল, সেই কর্ণকে পাণ্ডবেরা যে বিনষ্ট করিয়াছে, ইহা আমার নিতান্তই অসহ্য হইতেছে। হে সঞ্জয়! দ্রোণ নিহত হইলে শত্রুদিগের সহিত সংগ্রামে নরবীর কৌরবগণের যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, কুন্তীতনয়েরা কর্ণের সহিত যেরূপে যুদ্ধ যোজনা করিয়াছিল এবং শত্রুহন্তা কর্ণ যেপ্রকারে যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, সেই সকল বৃত্তান্ত আমারে বল।

ধৃতরাষ্ট্রানুতাপে নবম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯।



সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সেই দিন পরম ধানুষ্কী দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে, মহারথ অশ্বত্থামার সংকল্প ব্যর্থ হইলে এবং কৌরবদিগের সৈন্য সকল পলায়মান হইলে কুন্তীতনয় স্বীয় সৈন্যকে ব্যূহনিবদ্ধ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন, পার্থকে এইরূপে অবস্থিত জানিয়া এবং নিজ-সৈন্য সকলকে পলায়ন করিতে দেখিয়া উহাদিগকে পৌরুষ-দ্বারা নিবারণ করিলেন। তৎকালে তিনি নিজ-বাহুবীর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক স্বকীয়-সৈনিকদিগকে যুদ্ধার্থে অবস্থাপিত করত, চিরয[illegible]পরায়ণ, জয়-প্রাপ্ত, হৃষ্টচিত্ত, শত্রু পাণ্ডবগণের সহি[illegible]ত বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া সায়ংসময়ে তাঁহাদিগকে সৈ[illegible]-প্রত্যাহার করাই-লেন। অনন্তর কৌরবেরা স্বীয় [illegible] সৈন্যগণকে প্রত্যাহৃত করিয়া শিবির-প্রবেশ-পূর্ব্ব[illegible] সুখকর দিব্যাসনে অবস্থিত দেবগণবৎ বহুমূল্য-অ[illegible]রণান্বিত উৎকৃষ্ট পর্য্যঙ্কে উপবেশন করত পর[illegible] মন্ত্রণা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে রা[illegible] দুর্য্যোধন সুমধুর মনোহর বাক্যে সেই মহা ধনুর্দ্ধ[illegible] সকলকে সমুচিত সম্ভাষণ-পূর্ব্বক কহিলেন, হে নৃ[illegible]গণ! আপনারা সকলেই সুবুদ্ধি-সম্পন্ন, অতএব [illegible]সা করি, এরূপ অবস্থায় আমাদের কোন্ কার্য্য [illegible]শাক এবং কি করাই বা কর্ত্তব্য, এই বিষয়ে [illegible]পনারা সকলে অবিলম্বে নিজ নিজ মত প্রকাশ [illegible]ন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! [illegible]তি দুর্য্যোধন এইরূপ কহিলে, সিংহাসনস্থ সমরা[illegible]লাষী নরবরেরা তখন শূরত্ব-সূচক নানাবিধ [illegible]ঙ্গী করিতে লাগিলেন। মেধাবী বাগ্মী আচার্য্য[illegible] অশ্বত্থামা সমরে প্রাণ বিসর্জ্জনেচ্ছু সেই সম[illegible]ন রাজাদিগের ইঙ্গিতজ্ঞ হইয়া রাজা দুর্য্যোধনে[illegible]বাক্যকথনে

মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন। মহারাজ! পণ্ডিতেরা রাগ, যোগ, দক্ষতা ও নয়, অর্থাৎ স্বামি-ভক্তি, দেশকাল ও শাস্ত্রানুরূপ চেষ্টিত, কার্য্যে উদ্যম এবং সন্ধি-বিগ্রহাদি ষাড়্গুণ্যের সম্যক্ প্রয়োগ, এই কয়েকটিকে বিজয়-সাধক উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; পরন্তু এ সমস্তই দৈবাশ্রিত। আমাদিগের দেবকল্প, মহারথ, লোকপ্রবীর, নীতিজ্ঞ, যোগজ্ঞ, কার্য্যকুশল ও অনুরক্ত যে সকল যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহারা হত হইয়াছেন; তথাপি আমাদিগের বিজয়ের প্রতি একবারে নিরাশ হওয়া বিহিত নহে; যে হেতু সর্ব্ব-বিষয়ক সুনীতি-দ্বারা দৈবকেও অনুকূল করা যাইতে পারে। অতএব হে ভারত! আমরা সর্ব্বগুণোপেত পুরুষ-পুঙ্গব কর্ণকেই সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিব। কর্ণকে সেনাপতি করিয়া সংগ্রামে শত্রু-সমস্ত সংহার করিতে পারিব; যেহেতু এই অতি বলশালী শূরপুরুষ অস্ত্রশাস্ত্র-বিশারদ, যুদ্ধদুর্ম্মদ ও শমন-সদৃশ অসহনীয়, সুতরাং সমরে শত্রু-জয়ে সমর্থ হইবেন।

মহারাজ! আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন আচার্য্য-তনয়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণের প্রতি তখন পূর্ব্বাপেক্ষা মহতী আশা করিলেন। হে ভারত! ভীষ্ম দ্রোণ হত হইলে কর্ণই পাণ্ডবগণকে জয় করিবেন, দুর্য্যোধনের মনে এই যে আশা ছিল, তিনি সেই আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়া আশ্বস্ত হইলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন আচার্য্য-তনয়ের সেই প্রীতি-সংকার-সংযুক্ত, তথ্য, আত্ম-হিতকর, কল্যাণময়, প্রিয় বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া রাধানন্দনের বাহুবীর্য্য আশ্রয় করত স্থির-চিত্তে তাঁহারে কহিলেন, হে মহাবাহো! আমার প্রতি তোমার যে পরম সৌহৃদ্য আছে, তাহা আমি জানি এবং তোমার বীর্য্যও আমার অবিদিত নাই, তথাপি তোমাকে কিছু হিতবাক্য কহিতেছি। হে বীর! তুমি অভিজ্ঞতর এবং চিরকাল আমার প্রধান সহায়; সম্প্রতি মদ্বাক্য শ্রবণে যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই কর। আমার সেনাপতি অতিরথী ভীষ্ম দ্রোণ সমরে নিহত হইয়াছেন, সম্প্রতি তদ্দ্বয়াপেক্ষা অধিকতর বলশালী তুমিই আমার সেনাপতি হও। হে রাধেয়! সেই মহাধনুর্দ্ধর বৃদ্ধ বীরদ্বয় উভয়েই ধনঞ্জয়ের প্রতি অনুকূল, ইহা জানিয়াও আমি তোমার কথাক্রমে তাঁহাদিগকে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়াছিলাম। পিতামহ ভীষ্ম, পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহ-পরতন্ত্র হইয়া তাহাদিগকে দশদিবস রক্ষা করিয়াছিলেন। তোমার অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করাতেই অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে পুরঃসর করিয়া প্রতাপবান্ ভীষ্মকে মহাসমরে বিনষ্ট করিয়াছে। হে পুরুষব্যাঘ্র! সেই মহাধনুর্দ্ধর হত হইয়া শরশয্যাগত হইলে, তোমার বচনানুসারে দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি হইয়াছিলেন। আমার বোধ হয়, তিনিও নিজ শিষ্য বলিয়া পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছেন। শিখণ্ডী যেমন ভীষ্মকে বিনষ্ট করিয়াছিল, সেইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নও ত্বরান্বিত হইয়া বৃদ্ধ দ্রোণাচার্য্যের প্রাণ-সংহার করিয়াছে। সেই নিহত প্রধান-পুরুষদ্বয় অপেক্ষা সমরে অপরিমিত-পরাক্রম-শালী যোদ্ধা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, তোমার মত এমন আর কোনব্যক্তিকেই আমি চিন্তা করিয়া দেখিতে পাই না। অদ্য তুমিই আমাদিগের বিজয়-সাধনে সমর্থ, ইহাতে সংশয় নাই। যাহাতে আমাদের জয় হইতে পারে, তুমি প্রথমে, মধ্যে ও শেষে সেইরূপ হিতেরই বিধান করিয়াছ। অতএব সমর্থ ধুরন্ধরের ন্যায় অদ্য তোমারই এই যুদ্ধভার ধারণ করা উচিত। তুমি যত্ন-পূর্ব্বক আপনিই আপনাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত কর। দেব-সেনাপতি অকল্প-সত্ত্ব-সম্পন্ন প্রভু কার্ত্তিকেয় যেমন সুরসেনা রক্ষা করেন, সেইরূপ তুমি এই ধার্ত্তরাষ্ট্রী সেনা রক্ষা কর; —দেবরাজ মহেন্দ্র যেমন দানবদল সংহার করেন, তদ্রূপ আমার সমুদয় শত্রুবল বিনষ্ট কর। মহারথ পাণ্ডবগণ ও পাঞ্চালেরা তোমাকে সমরে অবস্থিত দেখিয়া, বিষ্ণুদর্শনে দানবগণের ন্যায়, অবশ্যই

পলায়ন-পরায়ণ হইবে। হে পুরুষপুঙ্গব! তুমিই এই মহতী চমূ চালনা কর, যেহেতু তোমাকে সংগ্রামে অবস্থিত ও যত্ন-পরায়ণ দেখিলে মন্দবুদ্ধি পাণ্ডবেরা পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও অন্যান্য অমাত্যগণের সহিত নিঃসন্দেহ পলায়ন করিবে। যেমন অভ্যুদিত মার্ত্তণ্ড স্বকীয়-তেজঃপুঞ্জ-দ্বারা জগন্মণ্ডল প্রতপ্ত করত গাঢ় তিমির অপনীত করেন, সেইরূপ তুমি শত্রুগণকে সংহার কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ভীষ্মদ্রোণ হত হইলে কর্ণই পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিবেন, দুর্য্যোধনের অন্তঃকরণে এই যে মহতী আশা হইয়াছিল, তিনি সেই আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়াই তখন কর্ণকে এইরূপ কহিলেন, কর্ণ! পার্থ তোমার সম্মুখীন হইয়া কদাচ সংগ্রাম করিতে সমুৎসুক হইবে না।

কর্ণ কহিলেন, হে গান্ধারীনন্দন মহারাজ! পূর্ব্বে আমি আপনকার নিকটে এই কথা বলিয়াছিলাম, যে জনার্দ্দন ও পুত্রগণের সহিত সমুদয় পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করিব; সুতরাং এক্ষণে অবশ্যই আপনকার সেনাপতি হইব, সংশয় নাই; আপনি স্থির হউন এবং পাণ্ডবগণকে পরাজিত বলিয়াই জ্ঞান করুন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কর্ণ এইরূপ কহিলে, যেমন দেবরাজ ইন্দ্র কার্ত্তিকেয়কে সেনানী করিতে অমরগণের সহিত গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন, সেইরূপ নরপতি দুর্য্যোধন, সূতনন্দনকে সেনাপতি পদ প্রদান-দ্বারা সৎকৃত করিতে নৃপগণের সহিত গাত্রোত্থান করিলেন। হে রাজন্! তদনন্তর দুর্য্যোধন-প্রভৃতি জয়াভিলাষী ভূপাল সকল পট্টবস্ত্রাবৃত ঔড়ুম্বর-নির্ম্মিত আসনে সুখাসীন কর্ণকে বারিপূর্ণ-মন্ত্রপূত কণকময় কুম্ভ, দন্তিদন্ত, খড়্গি-খড়্গ ও বৃষশৃঙ্গ এবং মণিমুক্তাযুক্ত পুণ্যগন্ধ ওষধি ও শাস্ত্রবিহিত-বিধানে সুসংগৃহীত অন্যান্য সামগ্রী-সমূহ-দ্বারা যথাবিধি অভিষিক্ত করিলেন। মহাত্মা কর্ণ উৎকৃষ্ট আসনে অভিষিক্ত হইলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও সম্মানভাজন শূদ্র সকল তাঁহারে স্তব করিতে লাগিলেন। হে নৃপসত্তম! শত্রু-সংহারকারী রাধেয় অভিষিক্ত হইয়া প্রধান প্রধান বিপ্র সকলকে গো, সুবর্ণ ও অন্যান্য ধন দানে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহাদিগের-দ্বারা স্বস্তিবাচন করিলেন। সেই বন্দিগণ ও ব্রাহ্মণেরা পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে রাধেয়! এই মহারণে তুমি গোবিন্দ ও অনুগামী ব্যক্তিবর্গের সহিত সেই পার্থগণকে পরাজিত কর;—অভ্যুদিত ভানুমান্ যেমন প্রখর করনিকর-দ্বারা নিয়ত ধ্বান্ত বিধ্বংস করেন, সেইরূপ আমাদিগের বিজয়ার্থে তুমি সপাঞ্চাল পাণ্ডুপুত্রগণের সংহার কর। কেশব-সহ কৃতঘ্ন পাণ্ডবেরা প্রদীপ্ত রবিকিরণের ন্যায় ত্বদীয় করবিমুক্ত শররাজীর বিলোকনে কদাচ সমর্থ হইবে না। শর মর্শন করা দূরে থাকুক, তুমি সংগ্রামে শস্ত্র গ্রহণ করিলে, মহেন্দ্র-সন্নিধানে দানবগণের ন্যায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালেরা তোমার সম্মুখে অবস্থিত হইতেই পারিবে না।

হে মহারাজ! সেই অপরিমিত প্রভাশালী রাধানন্দন অভিষিক্ত হইয়া অপর দিবাকরের ন্যায় অতিরিক্ত রূপ-সম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। আপনকার পুত্র কালপ্রেরিত দুর্য্যোধনও তাঁহাকে সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত করিয়া তখন আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। অরিন্দম কর্ণ সেনাপতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যোদয় মাত্রে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে আজ্ঞা দিলেন। হে ভারত! কর্ণ তবদীয়-তনয়গণে পরিবৃত হইয়া, তারকাসুর-সংহারকর সমরে সুরগণ-পরিবেষ্টিত কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন।

কর্ণাভিষেকে দশম অধ্যায় সমাপ্ত। ১০।

—:০:—

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! অসাধারণ বীর্য্যশক্তি-সম্পন্ন সূর্য্যতনয় কর্ণ তৎকালে সেনাপতি হইয়া নরপতি দুর্য্যোধনের উক্তরূপ ভ্রাতৃ-সমুচিত স্নেহযু-

Digitized by Google

বাক্য শ্রবণে আদিত্যের অভ্যুদয়কালে সৈন্যগণের যুদ্ধোদ্যোগ করণে আজ্ঞা দিয়া পশ্চাৎ কি করিয়াছিলেন, তাহা আমারে বল।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনকার পুত্রগণ কর্ণের অভিপ্রায় জানিয়া সৈন্য সকলকে আনন্দসূচক-তূর্য্যধ্বনি-পূর্ব্বক যুদ্ধোদ্যোগে অনুমতি করিলেন। বিগাঢ় শেষ নিশায় আপনকার সৈন্যগণের 'যুদ্ধসজ্জা কর যুদ্ধসজ্জা কর' সহসা এই সুমহান্ শব্দ উপস্থিত হইল।

হে রাজন্! অনন্তর সমর-সজ্জা সময়ে তুরঙ্গগণের হ্রেষারব, মাতঙ্গ সকলের বৃংহিত, আবরণ-যুক্ত রথসমুদায়ের শব্দ, পদাতিকদিগের কোলাহল ও ত্বরান্বিত, যোধবৃন্দের পরস্পর চীৎকার, এই সমস্ত একত্রিত হইয়া গগণস্পর্শী সুমহান্ তুমুল নিনাদ হইতে লাগিল। তদনন্তর কর্ণ, শ্বেতপতাকা-যুক্ত, শ্বেতবর্ণঅশ্বান্বিত, হেমপৃষ্ঠ শরাসন ও নাগকক্ষ-চিহ্নিত কেতু-যুক্ত, শত শত শরাসন ও তূণপূর্ণ, অঙ্গদ কিঙ্কিণী ও আবরণ-বস্ত্রালঙ্কৃত, শতঘ্নী শক্তি শূল তোমর-প্রভৃতি প্রহরণ-ধারী, বিমল সূর্য্যতুল্য প্রভায় দীপ্যমান রথে আরোহণ করিয়া স্বর্ণজালালঙ্কৃত শঙ্খধ্বনি ও সুবর্ণ-বিভূষিত সুবিপুল শরাসন পরিচালন করত দৃশ্যমান হইলেন। হে আর্য্য! কৌরবগণ উদয়োন্মুখ তিমিরহারী দিবাকরের ন্যায় রথি-প্রবর মহাধনুর্দ্ধর দুরাসদ কর্ণকে রথস্থ দেখিয়া কেহই আর ভীষ্মের, দ্রোণের বা অন্যান্য যোধগণের মৃত্যু জন্য বিপদ্ জ্ঞান করিলেন না। হে নরশার্দ্দূল! অনন্তর মহাধনুর্দ্ধারী শত্রুতাপন কর্ণ শঙ্খশব্দে যোধগণকে সত্বর করত কৌরবদিগের সুমহৎ বল চালনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তৎকালে মকরাকার ব্যূহ বিন্যাস-পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিবার অভিলাষে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মহারাজ! মকরের মুখভাগে স্বয়ং কর্ণ, নেত্রদ্বয়ে শৌর্য্যসম্পন্ন শকুনি ও মহারথ উলূক, মস্তকে অশ্বত্থামা, গ্রীবায় দুর্য্যোধনের সমুদায় সহোদরগণ, মধ্যভাগে বহুতর সৈন্য-সমন্বিত রাজা দুর্য্যোধন, বামপাদে গোপজাতীয় যুদ্ধ-দুর্ম্মদ নারায়ণ সৈন্যে পরিবৃত কৃতবর্ম্মা, দক্ষিণপাদে দাক্ষিণাত্য ও মহাধনুর্দ্ধর ত্রিগর্ত্ত সৈনিকগণে পরিবৃত সত্যবিক্রান্ত কৃপাচার্য্য, বাম অনুপাদে মদ্রদেশীয় বহুল সৈন্য-সহ শল্য, দক্ষিণ অনুপাদে সহস্ররথান্বিত ও তিনশত হস্তিযুক্ত সত্যপ্রতিজ্ঞ সুষেণ এবং পুচ্ছদেশে বহুলসেনাপরিবৃত মহাবীর্য্য-সম্পন্ন ভ্রাতৃ-ভূপতিদ্বয় চিত্র ও চিত্রসেন অবস্থিত হইলেন।

হে রাজেন্দ্র! পুরুষ-পুঙ্গব কর্ণ সেইরূপে যুদ্ধযাত্রা করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়ের মুখাবলোকনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, ভ্রাতঃ! এই সংগ্রামে কর্ণ মহারথ-বীরগণে পরিরক্ষিত কৌরব-সৈন্যকে যেরূপে সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা অবলোকন কর। দুর্য্যোধনের প্রধান প্রধান যোধগণ নিহত হওয়ায় এই মহতী চমূ-মধ্যে অসার সৈনিকমাত্র অবশিষ্ট আছে; সুতরাং আমি ইহাকে তৃণতুল্য বোধ করিতেছি। দেব অসুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর মহোরগাদি-সম্বলিত স্থাবরজঙ্গমাত্মক লোকত্রয় যাঁহারে পরাজিত করিতে পারে না, সেই রথি-প্রবর মহাধনুর্দ্ধারী একমাত্র কর্ণই ইহাতে বিরাজ করিতেছেন। অতএব হে মহাবাহো অর্জ্জুন! অদ্য তাঁহারে বিনষ্ট করিলেই তোমার বিজয় হইতে পারে এবং আমারও দ্বাদশবর্ষব্যাপী হৃদয়-শল্য উদ্ধৃত হয়, এইরূপ বিবেচনা করিয়া অদ্য স্বেচ্ছানুসারে ব্যূহ বিন্যাস কর।

শ্বেতবাহন তৃতীয় পাণ্ডব, অগ্রজের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সৈন্যের প্রতিকূলে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে নিজ সৈন্যের ব্যূহ বিন্যাস করিলেন। ব্যূহের বামভাগে ভীমসেন, দক্ষিণাংশে মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন, মধ্যভাগে রাজা যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন, ধর্ম্মরাজের পশ্চাদ্ভাগে নকুল ও সহদেব ব্যবস্থিত হইলেন। পাঞ্চালরাজপুত্র যুধামন্যু ও উত্তমৌজা চক্ররক্ষক হইলেন। তাঁহারা অর্জ্জুনের রক্ষাধীন ছিলেন,

Digitized by Google

সুতরাং সংগ্রামে তাঁহারে পরিত্যাগ করেন নাই। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বীরবর নৃপতিগণ কবচ ধারণ করিয়া যথাসাধ্য যত্ন ও উৎসাহ-পূর্ব্বক ভাগানুসারে ব্যূহের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত রহিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাধানুষ্ক পাণ্ডবগণ ও ভবদীয় তনয়েরা এইরূপে মহাব্যূহ বিন্যাস করিয়া যুদ্ধের নিমিত্তেই মনোনিবেশ করিলেন। দুর্য্যোধন ও তাঁহার বান্ধবগণ কর্ণ-দ্বারা সমরে ভবদীয় সৈন্যের ব্যূহ-বিন্যাস দর্শনে পাণ্ডবগণকে নিহত বলিয়াই জ্ঞান করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরও নিজ সেনার ব্যূহ দর্শনে ভবদীয় পুত্রগণকে ও কর্ণকে হত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। হে জনাধিপ! অনন্তর উভয় সেনার চতুর্দ্দিকে শঙ্খ ভেরী পণব আনক দুন্দুভি ডিণ্ডিম ঝর্ঝর প্রভৃতি বাদ্য সকলের মহাশব্দ হইতে লাগিল। জয়াভিলাষী শূর সকলের সিংহনাদ, তুরঙ্গের হ্রেষিত, মাতঙ্গের বৃংহিত ও রথচক্রের উগ্র শব্দে দশ দিক্ পরিব্যাপ্ত হইল। ব্যূহের অগ্রভাগে মহাধনুর্দ্ধর কর্ণকে বর্ত্তমান দেখিয়া কেহই আর দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যুজন্য বিপদ্ জ্ঞান করিল না। উভয়-সৈন্য-মধ্যে যোধগণ বলপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের সংহারার্থে যুদ্ধ করিতে হৃষ্টচিত্ত হইল। মহারাজ! সেই রণস্থলে কর্ণ ও অর্জ্জুন পরস্পর ব্যবস্থিত দেখিয়া যত্ন ও সংরম্ভ-সহকারে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কুরু-পাণ্ডব উভয় সৈন্য যেন নৃত্য করিতে করিতে পরস্পর মিলিত হইল। সমরাভিলাষী যোধগণ স্ব স্ব সহকারী ও তৎসহকারী সৈনিকগণের সহিত নির্গত হইলেন। তদনন্তর পরস্পর হননোন্মুখ অশ্বী, রথী, গজী ও পদাতিকগণের সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

যুদ্ধারম্ভে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১১।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সেই দেবাসুর-সদৃশ সুবৃহৎ সৈন্যদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া অতি হৃষ্ট-চিত্তে সংগ্রাম আরম্ভ করিল। অশ্বী, গজী, রথী ও প্রচণ্ড বিক্রম-শালী পদাতিকগণ দেহ ও পাপের ধ্বংসবিধায়ী নিরতিশয় সংপ্রহারে প্রবৃত্ত হইল। নরসিংহেরা নরসিংহগণের কান্তি ও গন্ধে পূর্ণচন্দ্র, প্রভাকর ও কমল সকলের তুল্য উত্তমাঙ্গ-সমূহ-দ্বারা ধরণীকে সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন;— অর্দ্ধচন্দ্র ভল্ল ক্ষুরপ্র অসি পট্টিশ পরশু-প্রভৃতি প্রহরণ-সমূহ-দ্বারা যোধগণের মস্তক সকল ছেদন করিতে থাকিলেন। স্থূল ও দীর্ঘবাহু-বিশিষ্ট বীরেরা স্ব-সদৃশ বীরদিগের আয়ুধ ও অঙ্গদ-যুক্ত বাহু সমস্ত ধরাতলে পাতিত করিলে তৎসমুদায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। করতল ও অঙ্গুলি সকলের রক্তিমাবর্ণ এবং আয়ুধ ও অঙ্গদ সকলের প্রভা একত্র হওয়ায় ঐ ছিন্নবাহু-সমুদায়ের একরূপ স্ফূর্ত্তি হইল, যেন রণভূমি, গরুড়বিনাশিত পঞ্চমুখ প্রচণ্ড ভুজঙ্গাবলি-দ্বারা দীপ্তি পাইতে থাকিল। স্বর্গবাসী লোকেরা যেমন পুণ্যক্ষয়ে বি[illegible]মান সকল হইতে পতিত হয়, সেইরূপ বৈরিবিহ[illegible] বীরবর্গ হস্তী, অশ্ব ও রথ-সমস্ত হইতে ভূমিতলে [illegible] পতিত হইতে লাগিল। কোন কোন বীর সম[illegible]র অধিকতর বীর্য্যসম্পন্ন যোধগণের গুরুতর গদা, [illegible]পরিঘ ও মুষলাঘাতে শত শত খণ্ডে চূর্ণিত হইয়া [illegible]ড়িল। সেই তুমুল সংগ্রামে, রথ-দ্বারা রথ সকল, [illegible] মত্ত হস্তিগণ-দ্বারা মত্ত করিযূথ এবং অশ্বারোহ দ্বারা [illegible] অশ্বারোহ সমুদয় মথিত হইতে লাগিল। রথ-দ্বারা [illegible] পদাতিগণ, মাতঙ্গ-দ্বারা রথ সকল, পত্তি-দ্বারা অশ্বা[illegible]হ সমুদয়, অশ্বারোহ-দ্বারা পদাতিক সকল, না[illegible]-দ্বারা রথ রথ পদাতি, পত্তি-দ্বারা রথ অশ্ব [illegible] অশ্ব-দ্বারা রথ পত্তি হস্তী এবং রথ-দ্বারা পদাতি [illegible] হস্তি সকল নিহত হইয়া ভূমিশায়ী হইল। অ[illegible] রথী, গজী ও পদাতি সৈনিকেরা হস্ত, পদ, অস্ত্র [illegible] রথ-দ্বারা অশ্বী, রথী, গজী ও পদাতিক সৈনিকদিগে[illegible] সাদিগণ মর্দন করিতে লাগিল। এইরূপে শূরগণ [illegible] সৈনিককে হত ও আহত করিতে আরম্ভ করিলে [illegible] সেনা-প্রভৃতি পাণ্ডবেরা আমাদিগের সৈন্যের প্র[illegible] ধাবমান হই.

Digitized by Google

লেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীপুত্র-সকল, প্রভদ্রকগণ, সাত্যকি, চেকিতান, দ্রাবিড়দেশীয় সৈনিক-সমুদয় এবং পাণ্ড্য, চোল ও কেরল সৈন্যগণ, সকলেই সেই মহাব্যূহে পরিবৃত হইয়া অগ্রসর হইল। হে রাজন্! সেই সুদৃঢ়-বক্ষস্থল, দীর্ঘ-বাহু, অত্যুচ্চ-দেহ, বিশাল-লোচন, রক্ত-দন্ত, নানাবর্ণ-বিচিত্রিত বসন ও শিরোভূষণে বিভূষিত, বিবিধ গন্ধদ্রব্য-চূর্ণে বিলেপিত-সর্ব্বাঙ্গ, মত্তমাতঙ্গ-তুল্য বিক্রান্ত, বারণ-বলেরও নিবারণ-কারী, খড়্গধারী ও পাশপাণি বীর-গণ পরস্পর তুল্য-মৃত্যু জ্ঞান করত কেহই কাহাকে পরিত্যাগ করিল না। সাত্যকির ঘোরতর রূপ ও পরাক্রম-শালী, বিবিধভূষণ-ধারী, দীর্ঘ কেশী ও প্রিয়ম্বদ অন্ধ্রজাতীয় পত্তিবৃন্দ ধনুর্ব্বাণ ধারণ-পূর্ব্বক প্রধাবিত হইল। অনন্তর চেদি, পাঞ্চাল, কেকয়, করূষ, কোশল, কাঞ্চী ও মগধদেশীয় শূরেরাও দ্রুত-বেগে ধাবমান হইল। তাহাদিগের মধ্যে রথী, অশ্ববার, গজারোহ ও উগ্রমূর্ত্তি প্রধান প্রধান পদাতি সকল বিবিধবাদ্য-ধ্বনি শ্রবণে হৃষ্টচিত্ত হইয়া নৃত্য ও হাস্য করিতে লাগিল।

সেই মহাসৈন্যের-মধ্যে প্রধান প্রধান মহামাত্র-গণে পরিবেষ্টিত বৃকোদর গজস্কন্ধে আরোহণ-পূর্ব্বক ত্বদীয় সৈন্যগণের অভিমুখীন হইলেন। সেই প্রচণ্ডতর মাতঙ্গরাজ বিধিবৎ সুসজ্জিত হইয়া বৃকোদরকে ধারণ করত, উদয়াচল-ভবনের অগ্রভাগে দিবাকর উদিত হইলে ঐ পর্ব্বতের যাদৃশী শোভা হয়, সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল এবং তাহার উৎকৃষ্ট রত্নরাজি-ভূষিত লৌহময় বর্ম্ম, নক্ষত্রনিচিত শারদীয় নভোমণ্ডলের ন্যায় প্রকাশিত হইল। চারু-মৌক্তিক-বিরাজিত উত্তমালঙ্কার-ভূষিত ভীমসেন স্বকর তোমর পরিচালন করত শারদীয় মাধ্যাহ্নিক দিবা-করের ন্যায় তেজোদ্বারা বিপক্ষগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! গজারূঢ় ক্ষেমধূর্ত্তি দূর হইতে ভীমের সেই মাতঙ্গকে দর্শন করিয়া প্রসন্ন-চিত্তে প্রসন্নতর-চিত্ত ভীমসেনকে আহ্বান করত ধাবমান হইলেন। অনন্তর উভয়ের সবৃক্ষ মহা-পর্ব্বত-তুল্য ভয়ঙ্কর দ্বিরদদ্বয়ের যদৃচ্ছাক্রমে যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই বীরদ্বয়ের গজবর-যুগল পরস্পর সংগ্রাম আরম্ভ করিলে তাঁহারা সূর্য্যরশ্মি-প্রতিম তোমরাস্ত্র-দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রবল-রূপে বিদ্ধ করিয়া চীৎকার করিতে থাকিলেন; পরে মাতঙ্গ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক মণ্ডলাকারে বিচরণ করত ধনুর্ব্বাণ লইয়া পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সিংহনাদ বাহ্বাস্ফোট ও বাণশব্দ শ্রবণ করিয়া সকলেই আনন্দিত হইল। সেই মহাবল-পরাক্রান্ত রণকোবিদ বীরদ্বয় বাত-কম্পিত-পতাকাযুক্ত সমুন্নততর করিযুগলে পুনরায় আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরস্পর শরাসন ছেদন করিয়া বারি বর্ষণ-দ্বারা বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায়, শক্তি তোমর বর্ষণ-দ্বারা গর্জ্জন করিতে থাকিলেন। তৎকালে ক্ষেমধূর্ত্তি সিংহনাদ করত অতিবেগে সপ্তসংখ্যক তোমর নিক্ষিপ্ত করিয়া ভীমসেনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে ভীমসেন ক্রোধে প্রজ্বলিত-কায় হইয়া অঙ্গ সংলগ্ন তোমরগণ-দ্বারা, মেঘাবলি-দ্বারা সপ্তাশ্ব প্রভাকরের ন্যায় শোভিত হইলেন। অনন্তর তিনি যত্নবান্ হইয়া ভাস্করসম-প্রভান্বিত বেগগামী লৌহ-ময় তোমর বিসর্জ্জন করিলেন। তদনন্তর কুলূতা-ধিপতি ক্ষেমধূর্ত্তি ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক দশ শায়ক-দ্বারা তোমর ছিন্ন করিয়া ষষ্টিশর-দ্বারা বৃকোদরকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে ভীমসেন ধনু গ্রহণ করিয়া ঘন-গর্জ্জন-তুল্য সিংহনাদ করত শরবর্ষণ-দ্বারা শত্রুর হস্তীকে নিপীড়িত করিলেন। ক্ষেমধূর্ত্তির হস্তী ভী-মসেনের বাণে পীড়িত হইয়া, পুনঃপুন নিবারিত হইলেও, পবনচালিত জলদের ন্যায়, সংগ্রামস্থলে স্থি-তিতে অশক্ত হইল। পবনপ্রেরিত মেঘ যেমন মহা-বাত-পরিচালিত মেঘের পশ্চাৎ ধাবিত হয়, সেইরূপ ভীমসেনের নাগরাজ ক্ষেমধূর্ত্তির দ্বিরদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। প্রতাপ-শালী ক্ষেমধূর্ত্তি

Digitized by Google

নিজ মাতঙ্গকে নিবারিত করিয়া ভীমসেনের ধাবমান কুঞ্জরকে শর-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন এবং উত্তমরূপে বিসর্জ্জিত আনতপর্ব্ব ক্ষুরধার শায়ক-দ্বারা শত্রুর শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক তদীয় কুঞ্জরকে নিষ্পীড়িত করিলেন। অনন্তর ক্ষেমধূর্ত্তি সংগ্রামে ক্রুদ্ধ হইয়া নারাচনিচয়-দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার দ্বিরদেরও সমুদয় মর্ম্মস্থানে আঘাত করিলেন। হে ভারত! ভীমসেনের সেই মহানাগ ক্ষেমধূর্ত্তির বাণে বিদ্ধ হইয়া মহীতলে পতিত হইল। মাতঙ্গের পতন না হইতে হইতেই ভীমসেন লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডায়মান হইয়া গদাঘাতে ক্ষেমধূর্ত্তির কুঞ্জরকেও চূর্ণিত করিয়া ফেলিলেন। ক্ষেমধূর্ত্তি সেই বিমর্দ্দিত মাতঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অস্ত্র উত্থাপন করত ভীমসেনের প্রতি ধাবিত হইলে, বৃকোদর গদা-দ্বারা তাঁহার সংহার করিলেন। খড়্গপাণি ক্ষেমধূর্ত্তি গদাহত ও গতপ্রাণ হইয়া, অশনি-বিদারিত শৈলসন্নিধানে বজ্রহত সিংহের ন্যায় সেই নিহত নিজ-মাতঙ্গের পার্শ্বে নিপতিত হইলেন। হে ভরতর্ষভ! কুরুদিগের যশস্কর সেই নরপতিকে নিহত দেখিয়া তবদীয় সৈন্যগণ ব্যথিত-চিত্তে পলায়ন-পরায়ণ হইল।

ক্ষেমধূর্ত্তিবধে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১২।



সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর বীরবর কর্ণ, পাণ্ডব-সেনার প্রতি সন্নতপর্ব্ব-শর-সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই মহারথ পাণ্ডবেরা যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সমক্ষেই দুর্য্যোধনের বাহিনীকে নিহত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সেইরূপ কর্ণও কর্ম্মকারপরিমার্জ্জিত প্রভাকর-করপ্রভ সুতীক্ষ্ণ নারাচ-নিচয়-দ্বারা পাণ্ডবী চমূ হনন করিতে আরম্ভ করিলেন। হে ভারত! বিপক্ষদিগের মাতঙ্গ সকল তদীয় বাণে তাড়িত হইয়া ভয়ঙ্কর নিনাদ করত অবসন্ন ও ম্লানভাবে দশদিক্ ভ্রমণ করিতে লাগিল। হে নৃপতে! সুতনন্দন এইরূপে পাণ্ডবসৈন্য সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, নকুল সেই মহারথের প্রতি সত্বর ধাবমান হইলেন। সেই বীরক্ষয়কর সমরে ভীমসেন অভিমুখাগত অশ্বত্থামার প্রতি, সাত্যকি কেকয়দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দের প্রতি, চিত্রসেন রাজা শ্রুতকর্ম্মার প্রতি, প্রতিবিন্ধ্য বিচিত্র কেতন ও শরাসন-যুক্ত চিত্রের প্রতি, দুর্য্যোধন ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি, ধনঞ্জয় ক্রোধান্বিত সমুদয় সংশপ্তক সৈন্যের প্রতি, ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃপাচার্য্যের প্রতি, অক্ষয়সত্ব-সম্পন্ন শিখণ্ডী কৃতবর্ম্মার প্রতি, শ্রুতকীর্ত্তি শল্যের প্রতি এবং মাদ্রীপুত্র প্রতাপবান্ সহদেব আপনকার পুত্র দুঃশাসনের প্রতি দুষ্কর কর্ম্ম করত ধাবমান হইলেন। হে ভারত! সংগ্রামে বিন্দ ও অনুবিন্দ সাত্যকিকে এবং সাত্যকিও তাঁহাদিগকে প্রদীপ্ত শরবর্ষণ-দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। মাতঙ্গদ্বয় যেমন দ[illegible]যুগল-দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গকে বিদ্ধ করে, তদ্রূ[illegible] সেই বীর্য্য-সম্পন্ন ভ্রাতৃদ্বয় মহারণে বাণরাজি-দ্বা[illegible] সাত্যকির হৃদয়ে অতিশয় আঘাত করিলেন এব[illegible] সাত্যকির শরাঘাতে তাঁহাদিগের মর্ম্মস্থান [illegible] হইলে তাঁহারা শায়ক বর্ষণ-দ্বারা সত্যকর্ম্মা সা[illegible]কিকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! সা[illegible]কি হাস্য পূর্ব্বক শরবর্ষণ-দ্বারা দশদিক্ আচ্ছন্ন [illegible] তাঁহাদিগকে নিবারিত করিলেন। সাত্যকির [illegible]বর্ষণ-দ্বারা নিবার্য্যমাণ হইয়াও তাঁহারা নি[illegible]য়ক-সমূহ-দ্বারা অবিলম্বে তাঁহার রথ আচ্ছন্ন করি[illegible]লেন। মহাযশা শূরতনয় সমরে শাণিতশর-দ্বারা [illegible]দিগের বিচিত্র ধনুর্দ্দ্বয় ছেদন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে [illegible] নিবারিত করিলেন, পরন্তু বিন্দ ও অনুবিন্দ অপর [illegible]চিত্র শরাসনযুগল ও মহাশায়ক সকল গ্রহণ [illegible]রিয়া তদ্দ্বারা সাত্যকিকে আচ্ছন্ন করত দ্রুতপ[illegible] ও সুকৌশলে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলে[illegible]। তাঁহাদিগের ধনুর্ম্মুক্ত কঙ্কপত্র-ভূষিত স্বর্ণালঙ্কৃত [illegible]য়ক সমস্ত দশদিক্ প্রকাশিত করত সাত্যকির উপ[illegible] পতিত হইল। সেই মহাযুদ্ধে তাঁহাদিগের বাণ [illegible] ঘোরতর

অন্ধকার হইল এবং সেই মহারথগণ পরস্পর পরস্পরের শরাসন ছেদন করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর যুদ্ধদুর্ম্মদ সাত্যকি, সংগ্রামে ক্রুদ্ধ হইয়া, অপর এক শরাসন গ্রহণ ও তাহাতে জ্যারোপণ-পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র অস্ত্র-দ্বারা অনুবিন্দের শিরশ্ছেদন করিলেন। মহারণে নিহত শম্বরাসুরের মস্তকের ন্যায়, অনুবিন্দের সেই কুণ্ডলালঙ্কৃত মহামস্তক সমস্ত কৈকেয়দিগকে শোকাতুর করত শীঘ্র ধরাতলে পতিত হইল। শৌর্য্য-শালী অনুবিন্দকে নিহত দেখিয়া তাঁহার ভ্রাতা মহারথ বিন্দ অপর এক ধনুতে জ্যারোপণ-পূর্ব্বক সাত্যকিরে পরিবারিত করিলেন, এবং স্বর্ণপুঙ্খ ষষ্টিসংখ্য শাণিত শায়ক-দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করত "স্থির হও, স্থির হও," এই কথা বলিতে লাগিলেন। অনন্তর কৈকেয়দিগের মহারথ বিন্দ শীঘ্রহস্তে সাত্যকির বাহুদ্বয় ও বক্ষস্থলে বহুসহস্র বাণ বিসর্জ্জন করিলেন। হে রাজন্! সত্যবিক্রম সাত্যকি শর-দ্বারা ক্ষতসর্ব্বাঙ্গ হইয়া সপুষ্প কিংশুক তরুর ন্যায় শোভিত হইলেন। সমরে মহাত্মা কৈকেয়ের শরে বিদ্ধ হইয়া সাত্যকি যেন হাস্য করিতে করিতে পঞ্চবিংশতি শায়ক-দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সেই রথি-প্রবরেরা উভয়ে উভয়ের শোভন ধনুশ্ছেদন করিয়া সারথি ও অশ্ব সকল সংহার-পূর্ব্বক বিরথ হইয়া অসিযুদ্ধ করিতে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। দেবাসুর-সমরে মহাবল বল ও বাসব যেরূপ শোভা পাইয়াছিলেন, সেই মুক্তাহার-যুক্ত অসিবরধারী সাত্যকি ও বিন্দ শতচন্দ্র-চিত্রিত চর্ম্ম-যুগল গ্রহণ-পূর্ব্বক রণস্থলে তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা মহারণে মণ্ডলাকারে বিচরণ করত সংগ্রামার্থে পরস্পর সত্বর সন্নিহিত হইলেন এবং পরস্পরের বধনিমিত্ত অত্যন্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সাত্বত-কোপাবিষ্ট সাত্যকি, বিন্দের সেই ফলক দুইভাগে ছেদন করিলেন। কৈকেয়াধিপতি বিন্দও উক্তরূপে সাত্যকির শততারকাপরিকীর্ণ চর্ম্ম ছেদন-পূর্ব্বক মণ্ডলগতি ও গত-প্রত্যাগত গতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কৈকেয়রাজ অসিবর ধারণ-পূর্ব্বক এইরূপে মহারঙ্গভূমি-মধ্যে বিচরণ করিতে থাকিলে, সাত্যকি সত্বর হইয়া বক্রহস্তে তাঁহাকে ছেদন করিলেন। হে রাজন্! মহাধনুর্দ্ধর বিন্দ কবচের সহিত দুই খণ্ডে ছিন্ন হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় মহারণে পতিত হইলেন। শৌর্য্য-সম্পন্ন রথ-সত্তম শত্রু-তাপন সাত্যকি সংগ্রামে তাঁহাকে নিহত করিয়া অবিলম্বে যুধামন্যুর রথে আরোহণ করিলেন, পরে অপর এক সুসজ্জিত রথে অবস্থান-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কৈকেয়দিগের মহৎ সৈন্যকে শরানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই বধ্যমানা মহতী চমূ সাত্যকির শরবর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া শত্রুকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন করিল।

বিন্দানুবিন্দবধে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥



সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর শ্রুতকর্ম্মা ক্রুদ্ধ হইয়া সমরে পঞ্চাশৎ শায়ক-দ্বারা চিত্রসেন-মহীপতিকে আঘাত করিলেন। অভিসারাধিপতি চিত্রসেনও নতপর্ব্ব নব শর-দ্বারা শ্রুতকর্ম্মাকে আঘাত করিয়া পঞ্চবাণ-দ্বারা তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর শ্রুতকর্ম্মা সাতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া সেনামুখে চিত্রসেনের মর্ম্মদেশে সুতীক্ষ্ণ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ! মহাত্মা শ্রুতকর্ম্মার নারাচ-দ্বারা অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া সেই বীরবর মোহিত ও মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। ইত্যবসরে মহাযশা শ্রুতকীর্ত্তি, ভূপতি শ্রুতকর্ম্মাকে নবতি শর-দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। মহারথ চিত্রসেনও কিয়ৎকালানন্তর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ভল্ল-দ্বারা তাঁহার ধনুশ্ছেদন-পূর্ব্বক সপ্ত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। শ্রুতকর্ম্মা শত্রুবেগ সংহারক সুবর্ণভূষিত অপর এক শরাসন গ্রহণ করিয়া শরতরঙ্গরাজি-সহকারে চিত্রসেনকে বিচিত্ররূপ-ধারী করিলেন। বি-

চিত্রমাল্যধারী যুবা রাজা চিত্রসেন শরে শরে চিত্রিত হইয়া, গোযূথ-মধ্যবর্ত্তী শৃঙ্গাদিমণ্ডিত প্রাপ্তবয়স্ক বৃষভের ন্যায়, রঙ্গভূমি-মধ্যে শোভা-ভাজন হইলেন। অনন্তর সেই শূরবর বেগে নারাচ নিক্ষেপ করত শ্রুতকর্ম্মার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিলেন, এবং "থাক থাক" পুনঃপুন এই কথা কহিতে লাগিলেন। শ্রুতকর্ম্মা সমরে নারাচবিদ্ধ হইলে, পর্ব্বত হইতে গৈরিক-রসের ন্যায়, তাঁহার গাত্র হইতে রুধির-ক্ষরণ হইতে লাগিল। সেই বীরবর, রুধির-দ্বারা লিপ্ত ও সমুদ্ভাসিত-কলেবর হইয়া, কুসুমিত কিংশুক তরুর ন্যায় শোভিত হইলেন। হে মহারাজ! বিপক্ষাক্রান্ত শ্রুতকর্ম্মা তখন ক্রোধান্বিত হইয়া চিত্রসেনের বৈরিবারণ কার্ম্মুক খানি দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন, অনন্তর সেই ছিন্নধন্বা মহাত্মাকে স্বপুঙ্খযুক্ত তিনশত নারাচ-দ্বারা আচ্ছন্ন ও বিদ্ধ করত অপর এক সুশাণিত তীক্ষ্ণ ভল্ল-দ্বারা তাঁহার শিরস্ত্রাণসহ মস্তক হরণ করিলেন। স্বর্গ হইতে মহীতলে যদৃচ্ছাক্রমে পতিত চন্দ্রমার ন্যায় চিত্রসেনের সেই দীপ্তিশালী মস্তক ভূমিতলে পতিত হইল। হে আর্য্য! চিত্রসেনের সেই সৈন্যগণ অভিসারেশ্বরকে নিহত দেখিয়া অতি বেগে পলায়ন করিল। অনন্তর, অন্তকালে প্রেতরাজ কৃতান্ত যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া সর্ব্বভূত সংহার করেন, তদ্রূপ সেই মহাধনুর্দ্ধর শ্রুতকর্ম্মা ক্রোধপরীত হইয়া শরবর্ষণ-দ্বারা সেই সমস্ত সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। হে নরপতে! আপনকার মহাধনুর্দ্ধর পৌত্র-কর্তৃক বধ্যমান হইয়া তাহারা দাবদগ্ধ গজযূথের ন্যায় দিকে দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। শ্রুতকর্ম্মা তাহাদিগকে বিপক্ষজয়ে নিরুৎসাহ ও পলায়ন-পরায়ণ দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ শায়ক-দ্বারা তাড়িত করত বিরাজ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর প্রতিবিন্ধ্য সমরে অবতীর্ণ হইয়া পঞ্চশর-দ্বারা চিত্রকে বিদ্ধ করিয়া তিন বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন এবং এক বাণে তাঁহার রথধ্বজ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ধ্বজ ছিন্ন করিয়া তিনি স্বর্ণপুঙ্খ উজ্জ্বলাগ্র কঙ্কপত্রবেগিত নয় ভল্ল-দ্বারা চিত্রের বাহু-যুগল ও বক্ষস্থল আহত করিলেন। হে ভারত! তৎপরে প্রতিবিন্ধ্য শায়ক-সমূহ-দ্বারা তাঁহার ধনুশ্ছেদন-পূর্ব্বক শাণিত পঞ্চবাণ-দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর চিত্র স্বর্ণঘণ্টা-যুক্ত দুরাসদ অগ্নিশিখার ন্যায় ভয়ানক এক শক্তি গ্রহণ করিয়া আপনকার পৌত্র প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি নিক্ষিপ্ত করিলেন। প্রতিবিন্ধ্য যেন হাস্য করিতে করিতে সমরে উল্কার ন্যায় সম্মুখে আপতিত সেই শক্তিকে তৎক্ষণাৎ তিন খণ্ডে ছিন্ন করিলেন। প্রতিবিন্ধ্যের শাণিত শর-সমূহে ত্রিখণ্ডিত হইয়া সেই শক্তি সর্ব্বভূতের ভয়োৎপাদন-কারী প্রলয়কালীন বজ্রের ন্যায় সংগ্রামস্থ লোক সকলের ত্রাস জন্মাইয়া ভূমিতে পতিত হইল। শক্তি বিনষ্ট হইল দেখিয়া চিত্র তখন ক্রোধ-পূর্ব্বক স্বর্ণজাল-মণ্ডিত মহাগদা লইয়া প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহারণে চিত্র-নিক্ষিপ্ত সেই ভীষণ গদা প্রতিবিন্ধ্যের সারথি ও অশ্ব সকল বিনষ্ট করিল এবং রথ ভগ্ন করিয়া বেগে ভূতলে পতিত হইল। হে ভারত! রথ ভগ্ন হইবার সময়েই প্রতিবিন্ধ্য লম্ফ-প্রদানে তাহা হইতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া চিত্রের প্রতি স্বর্ণঘণ্টালঙ্কৃত এক শক্তি নিক্ষিপ্ত করিলেন। মহারাজ! মহামনা রাজা চিত্র সেই পতনোন্মুখ শক্তিটা গ্রহণ করিলেন এবং তাহাই লইয়া প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই মহাপ্রভা শক্তি সমরে শূরবর প্রতিবিন্ধ্যকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার দক্ষিণ বাহু ভেদ করিয়া ভূমিতলে পতিত হইল এবং বজ্রের ন্যায় সেই প্রদেশকে উদ্ভাসিত করিল। হে রাজন্! অনন্তর প্রতিবিন্ধ্য অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া চিত্রের বিনাশ বাসনায় হেমভূষিত এক তোমর প্রেরণ করিলেন। সেই তোমর চিত্রের বর্ম্ম ও হৃদয় ভেদ করিয়া, গর্ত্তমধ্যে মহাসর্পের ন্যায়, বেগে ভূমিগর্ভে প্রবিষ্ট হইল।

Digitized by Google

তোমর-দ্বারা সমাহত রাজা চিত্রও তখন পরিঘ-তুল্য স্থূল ও বিশাল বাহু-যুগল প্রসারণ-পূর্ব্বক ভূমি শায়ী হইলেন। হে মহারাজ! ভবদীয় সমর-শোভাকর সৈনিকগণ চিত্রকে নিহত দেখিয়া সর্ব্ব দিক্ হইতে বেগে প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি ধাবিত হইল এবং মেঘমণ্ডল যেমন সূর্য্যদেবকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ বহুবিধ বাণ ও কিঙ্কিণী-যুক্ত শতঘ্নী শস্ত্র-সমূহ বর্ষণ-দ্বারা তাঁহারে আচ্ছন্ন করিল। মহাবাহু প্রতিবিন্ধ্য সমরে সেই সমস্ত সৈন্যকে শরজালে পীড়িত করত, বজ্রপাণি দেবরাজ যেমন অসুর-সৈন্য ভগ্ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভবদীয় সৈন্যকে পলায়ন-পরায়ণ করিলেন। হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ সংগ্রামে এইরূপে ভবদীয় সৈন্যগণকে আঘাত করিতে থাকিলে, তাহারা পবন-প্রহিত মেঘের ন্যায় সহসা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল। এইরূপে বল সকল আহত ও সর্ব্বদিকে পলায়মান হইলে, একমাত্র অশ্বত্থামা মহাবল ভীমসেনকে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর দেবাসুর-সংগ্রামে বৃত্র ও বাসবের ন্যায়, তাঁহাদিগের সহসা ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

চিত্রবধে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৪॥



সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মর্ম্মবেদী শীঘ্রহস্ত অশ্বত্থামা অতিমাত্র ত্বরান্বিত হইয়া অস্ত্র-নৈপুণ্য প্রদর্শন করত বাণ-দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার সমুদয় মর্ম্মস্থান লক্ষ্য করিয়া শাণিত নবতি শর-দ্বারা পুনরায় আঘাত করিলেন। হে রাজন্! ভীমসেন, অশ্বত্থামার নিশিত শায়ক-সমূহে আচ্ছন্ন হইয়া অংশুমালী দিবাকরের ন্যায় শোভিত হইলেন এবং সুবিমুক্ত শর-সহস্র-দ্বারা দ্রোণনন্দনকে আচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অশ্বত্থামা অবলীলাক্রমে শর-[illegible] সকল নিবারিত করিয়া পাণ্ডুপুত্রের ললাটে এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। হে নৃপ! বনচারী গর্ব্বিত খড়্গ অর্থাৎ গণ্ডার যেমন ললাটে শৃঙ্গ ধারণ করে, পরাক্রান্ত ভীমসেন সেইরূপ ললাটস্থ বাণ ধারণ করিয়া অবলীলাক্রমে শরত্রয়-দ্বারা অশ্বত্থামার ললাট বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে ঐ ব্রাহ্মণ ললাটস্থ বাণত্রয়-দ্বারা বর্ষাকাল-পরিষিক্ত ত্রিশৃঙ্গ গিরিবরের ন্যায় শোভিত হইলেন। অনন্তর দ্রোণ-নন্দন শত শত শর-দ্বারা পাণ্ডুপুত্রকে পীড়িত করিলেন, কিন্তু বায়ু যেমন পর্ব্বতকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ তাঁহাকে কম্পিত করিতে সক্ষম হইলেন না। অশ্বত্থামা যেমন ভীমের প্রতি বাণ বর্ষণ করিলেন, সেইরূপ ভীমও সম্যক্ হৃষ্টচিত্তে অশ্বত্থামাকে শরশত-দ্বারা পীড়িত করিলেন; কিন্তু জলপ্রবাহ যেমন অচলকে সচল করিতে অসমর্থ, সেইরূপ তাঁহাকে বিচলিত করিতে অপারক হইলেন। সেই উৎকট-বলশালী মহারথ বীরদ্বয় উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ-পূর্ব্বক পরস্পর ঘোরতর শরবর্ষণ-দ্বারা পরস্পরকে আচ্ছন্ন করত, লোকক্ষয়কর প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায়, শোভিত হইতে লাগিলেন। বোধ হইল, যেন তাঁহাদিগের নিজ কিরণ-স্বরূপ শরোত্তম সকল তাঁহাদিগকে তাপিত করিতে লাগিল। অনন্তর সেই নরবর-যুগল মহারণে নির্ভয়-চিত্তে শর-সমূহ-বর্ষণ-দ্বারা পরস্পর আক্রমণ ও প্রতিকারে যত্ন করত, শায়ক-স্বরূপ দন্ত ও ধনুঃস্বরূপ মুখযুক্ত ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র-যুগলের ন্যায়, রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদিগ্ব্যাপী শরজালে তাঁহারা, গগণে জলদজালাচ্ছন্ন দিবাকর ও নিশাকরের ন্যায় কখন অদৃশ্য হইতে থাকিলেন, আবার মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে মেঘজাল-বিমুক্ত মঙ্গল ও বুধগ্রহের ন্যায় উভয়েই প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর সেই সুদারুণ সংগ্রাম-সময়ে অশ্বত্থামা, বৃষ্টিধারায় পর্ব্বতের ন্যায়, তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণধারায় ভীমসেনকে আচ্ছন্ন করত তাঁহারে আপনার দক্ষিণভাগে অবস্থাপিত করিলেন। পরন্তু ভীম শত্রুর সেই বিজয়লক্ষণ সহ্য করিতে পারিলেন না। হে রাজন্! তিনি অশ্বত্থামার দক্ষিণভাগ হইতেই মণ্ডল গতি ও

Digitized by Google

গতপ্রত্যাগতগতি সকলের বিভাগ-ক্রমে তাহার প্রতিকার করিতে লাগিলেন। মণ্ডলস্থান ও বিবিধ মার্গে পরিভ্রমণ করত সেই পুরুষ-সিংহযুগলের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। উভয়েই সম্পূর্ণ আয়ত শরাসন হইতে শররাজি বিসর্জ্জন করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি আঘাত করত প্রাণ বধের উত্তম যত্ন করিলেন এবং পরস্পর বিরথ করিতেও চেষ্টিত হইলেন। পরে মহারথ অশ্বত্থামা মহাস্ত্র সকল প্রাদুর্ভূত করিলে ভীম তদ্রূপ অস্ত্র-দ্বারাই তৎসমুদয় নিবারিত করিলেন। মহারাজ! তদনন্তর, প্রলয়-কালে গ্রহগণ-মধ্যে যেমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ উভয়ের ঘোরতর অস্ত্রযুদ্ধ হইল। হে ভারত! উভয়বীরের হস্ত-বিমুক্ত বাণ সকল আপনকার সৈন্যের চতুষ্পার্শ্বে সর্ব্বদিক্ উদ্ভাসিত করত পরস্পর সংলগ্ন হইতে লাগিল। প্রজাপুঞ্জের বিধ্বংস সময়ে গগনমণ্ডল উল্কাপাতে আবৃত হইয়া যেরূপ ভয়ানক হইয়াছিল, অশ্বত্থামা ও ভীমের বাণ-সমূহে আচ্ছন্ন হইয়াও সেইরূপ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। হে ভরত-নন্দন! বাণ সকলের পরস্পর অভিঘাতে তথায় প্রদীপ্ত শিখা ও স্ফুলিঙ্গ-যুক্ত অগ্নি উত্থিত হইয়া উভয় সৈন্যকে দগ্ধ করিতে লাগিল। মহারাজ! সেই রণস্থলে সিদ্ধ-পুরুষেরা আগমন করত এই কথা বলিলেন, “পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেসকল যুদ্ধ হইয়াছিল, এই যুদ্ধ তৎসমুদায়কেই অতিক্রম করিতেছে। অন্যান্য যুদ্ধ ইহার ষোড়শাংশের একাংশ তুল্যও নহে। ঈদৃশ যুদ্ধ পুনর্ব্বার কখনই ঘটিবে না। অহো! এই ব্রাহ্মণ-কুমার ও ক্ষত্রিয়-নন্দন কি অসাধারণ জ্ঞান-সম্পন্ন! ইহাঁদিগের কি পরাক্রম! কি শৌর্য্য! ভীমসেনের কি অতুল বল! অশ্বত্থামার কি অস্ত্রপ্রয়োগ-নৈপুণ্য! ইহাঁদিগের বীর্য্যের সারত্ব ও সৌষ্ঠব অতি আশ্চর্য্য! এই নরব্যাঘ্র উভয় বীরকে সংগ্রামে কালান্তক যমোপম ভয়ঙ্কর রূপে অবস্থিত দেখিয়া, বোধ হয়, রুদ্রদ্বয়, কি ভাস্করদ্বয় কি যমদ্বয় রণস্থলে বিচরণ করিতেছেন।” সিদ্ধগণের এই সকল বাক্য মুহুর্মুহুঃ শ্রুত হইতে লাগিল এবং সমবেত সুরগণেরও সিংহনাদ হইতে থাকিল। সিদ্ধ ও চারণগণ তাঁহাদিগের এই অচিন্ত্য ও অদ্ভুত কর্ম্ম অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন। দেবগণ সিদ্ধবর্গ ও মহর্ষি সকল তৎকালে ভীমসেন ও অশ্বত্থামাকে সাধু শব্দে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! সমরে পরস্পর কৃতাপরাধ সেই মহারথ শূরদ্বয় চক্ষুর্দ্বয় উৎক্ষেপণ-পূর্ব্বক পরস্পর নিরীক্ষণ করিলেন, ক্রোধে আরক্তলোচন ও কম্পিতাধর হইয়া দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ ও ওষ্ঠাধর দংশন করিতে লাগিলেন এবং শররূপ বারি ও শস্ত্র-প্রভারূপ বিদ্যুৎ-যুক্ত মেঘ-স্বরূপ হইয়া শরবর্ষণ-দ্বারা উভয়ে উভয়কে আচ্ছন্ন করিলেন। বোধ হইল বাণ ধারা বারিধারার ন্যায় ও শস্ত্র সকল বিদ্যুতের তুল্য প্রকাশিত হইতে লাগিল। সেই মহাসংগ্রামে তাঁহারা উভয়ে বাণ-দ্বারা পরস্পরের রথধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণকে বিদ্ধ করিয়া পরস্পরকে বিদ্ধ করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর উভয়ে উভয়ের [illegible] বধাভিলাষী হইয়া ক্রোধভরে বাণ গ্রহণ-পূর্ব্বক [illegible] বিলম্বে পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সে[illegible] অগ্রভাগে শরনিকর-দ্বারা বিরাজমান সেই বজ্র[illegible]-বেগগামী দুরাসদ মহাবীরদ্বয় পরস্পর সন্নিহি[illegible] হইয়া পরস্পরকে আঘাত করিলেন এবং পরস্পরে[illegible] বেগ ও শর-দ্বারা অতিমাত্র আহত হইয়া তখন [illegible] রথোপরি পতিত হইলেন। হে রাজন্! অনন্তর [illegible]থি সমুদায় সৈন্যের সমক্ষে অশ্বত্থামাকে অচে[illegible] দেখিয়া রণস্থল হইতে লইয়া গেল। এইরূপ ভী[illegible]সেনের সারথিও শত্রুতাপন পাণ্ডু-তনয়কে সমরে [illegible] মুহু বিহ্বল হইতে দেখিয়া তাঁহাকে রথে লইয়া [illegible] স্থান করিল।

অশ্বত্থামা ও ভীমসেনের যুদ্ধে প[illegible] অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! [illegible]প্তক সৈন্য-গণের ও অশ্বত্থামার সহিত অর্জ্জুনে[illegible] এবং অন্যান্য

Digitized by Google

ভূপালগণের সহিত পাণ্ডবদিগের যেরূপে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আমার নিকটে বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বীরগণের শত্রুদিগের সহিত দেহ, প্রাণ ও পাপের বিনাশ-কারী যেপ্রকার সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা আমি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। বৈরিবিঘাতক ধনঞ্জয় সাগর-সন্নিভ সংশপ্তক সৈন্যের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে, প্রবল বায়ু যেমন সমুদ্রকে বিলোড়িত করে, সেইরূপ বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন, এবং শাণিত ভল্ল-সমূহ-দ্বারা বীরগণের পূর্ণচন্দ্র-প্রতিম-বদনান্বিত, সুন্দর নেত্র ভ্রূ ও দশন যুক্ত, মস্তক সকল ছেদন করিয়া নালশূন্য সরসীরুহ-সদৃশ তৎসমুদায়-দ্বারা পৃথিবীকে অচিরে আস্তীর্ণ করিলেন। হে রাজন্! সংগ্রামে অর্জ্জুন বিপক্ষগণের সুবর্তুল, আয়ত, পুষ্ট, শস্ত্র ও তলত্র-যুক্ত, অগুরুচন্দন-ভূষিত, পঞ্চমুখ-ভুজগগণ-তুল্য বাহু সকল ক্ষুরধার-শর-দ্বারা ছেদন করিতে থাকিলেন; অশ্ব, সারথি, ধ্বজ, শরাসন, শায়ক, হস্ত ও অরত্নি-সমস্ত ভল্ল সকল-দ্বারা পুনঃ পুন ছেদন করিলেন এবং আরোহি-সহ রথ, হস্তী ও হয়গণকে বহু সহস্র বাণ নিক্ষেপ-দ্বারা কৃতান্ত-নিকেতনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তখন সংশপ্তকদিগের প্রধান প্রধান বীরগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, ঋতুমতী গবীর নিমিত্তে কোপাবিষ্ট বৃষভেরা যেমন গর্জ্জন করিতে করিতে অপর বৃষভের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ হুংকার করিয়া তাঁহার অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন এবং বৃষভেরা যেমন শৃঙ্গ-দ্বারা অপর বৃষভকে তাড়না করে, সেইরূপ শরনিকর-দ্বারা সেই আহব-কারী ধনঞ্জয়কে আঘাত করিতে লাগিলেন। ত্রৈলোক্য-বিজয়কালে দেবরাজ বজ্রপাণির সহিত দৈত্যগণের যেপ্রকার লোমাঞ্চকর ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল, অর্জ্জুন ও উক্ত বীরপুরুষগণের যুদ্ধও তদ্রূপ হইয়া উঠিল। অর্জ্জুন নিজ অস্ত্র-দ্বারা শত্রুগণের সর্ব্বদিক্ হইতে আপতিত অস্ত্র সমস্ত নিবারণ-পূর্ব্বক অবিলম্বে বহুতর বাণ বর্ষণ-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগের প্রাণ হরণ করিতে লাগিলেন। ফলত সমীরণ যেমন মহামেঘ সকলকে ছিন্ন-ভিন্ন করে, শত্রুগণের ভয়বর্দ্ধন-কারী ধনঞ্জয় সেইরূপ বিপক্ষদিগের রথ-সমস্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া দর্শকগণের বিস্ময়োৎপাদন করত একাকী সহস্র মহারথের কর্ম্ম করিলেন। উক্ত রথ সমুদায়ের ত্রিবেণু, চক্র, অক্ষ, ধ্বজ, যোক্ত্র, প্রগ্রহ, বর্ম্ম, কুবর, বন্ধুর, যুগ, অক্ষপ্রমণ্ডল, অশ্ব, সারথি, যোধ, আয়ুধ ও তূণীর, সমস্ত অঙ্গই ছিন্ন হইল। সেই সময়ে সিদ্ধ, দেবর্ষি ও চারণগণ স্তব করিতে লাগিলেন; দেবদুন্দুভি সকল শব্দিত হইতে লাগিল; কৃষ্ণার্জ্জুনের মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে থাকিল; এবং এইরূপ আকাশবাণী হইল যে, যে বীরযুগল নিত্যকাল চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির দীপ্তি, পবনের বল ও সূর্য্যের প্রভা ধারণ করেন, তাঁহারাই এই কৃষ্ণার্জ্জুন।—ইহাঁরা সর্ব্বভূত-প্রবর বীরবর নরনারায়ণ। এক রথে স্থিত এই বীরদ্বয়, ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের ন্যায় অজেয়।

হে ভারত! এই মহাশ্চর্য্য বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়া দ্রোণ-তনয় অশ্বত্থামা সম্যক্ যত্নশীল হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং শত্রুসংহার-কর-শরনিকর-বর্ষণ-কারী ধনঞ্জয়কে বাণযুক্ত হস্ত-দ্বারা সহাস্য বদনে আহ্বান-পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীর! যদি তুমি আমাকে উপযুক্ত অতিথির ন্যায় উপস্থিত বলিয়া মান, তবে অদ্য সর্ব্বতোভাবে আমারে যুদ্ধের আতিথ্য প্রদান কর। সমরাভিলাষী আচার্য্য-তনয়ের এইরূপ আহ্বানে অর্জ্জুন আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মাধব! আমাকে সংশপ্তক সৈন্য বধ করিতে হইবে, এদিকে অশ্বত্থামাও যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতেছেন, ইহার মধ্যে অগ্রে কর্ত্তব্য কি, তাহা আমারে বল; যদি তোমার মত হয়, তবে অভ্যুত্থান-পূর্ব্বক ইহাঁরে অতিথি-সৎকার প্রদান কর।

এইরূপ কথিত হইয়া কেশিসূদন কৃষ্ণ জয়-সংক্রান্ত নিয়মানুসারে আহূত পার্থকে, বায়ু যেমন

ইন্দ্রকে যজ্ঞস্থলে বহন করেন, সেইরূপ যুদ্ধস্থলে অশ্বত্থামার নিকটে লইয়া গেলেন এবং সেই রণোৎসুক-চিত্ত দ্রোণ-তনয়কে আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক কহিলেন, "অশ্বত্থামন্! তুমি স্থির হইয়া শীঘ্র প্রহার কর ও অর্জ্জুনের বাণ সহ্য কর; যেহেতু অনুজীবিগণের প্রভু-প্রদত্ত অন্নপানাদি ভোগ নিমিত্ত প্রতিশোধের এই উপযুক্ত সময় উপস্থিত। ব্রাহ্মণগণের বিবাদ অতি লঘুতর, কিন্তু ক্ষত্রিয়দিগের জয়পরাজয় অতি গুরুতর ব্যাপার। তুমি মোহবশত অর্জ্জুনের নিকটে যে দিব্য সৎক্রিয়া প্রার্থনা করিতেছ, এক্ষণে তাহা লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া স্থিরভাবে ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ কর"। বাসুদেব কেশব এইরূপ কহিলে দ্বিজবর অশ্বত্থামা 'তাহাই হউক' বলিয়া ষষ্টি শায়ক-দ্বারা তাঁহাকে এবং শরত্রয়-দ্বারা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তিন বাণে তাঁহার শরাসন ছেদন করিলে, অশ্বত্থামা অন্য এক ভয়ঙ্কর ধনু গ্রহণ করিলেন, এবং নিমেষ-মধ্যে তাহাতে জ্যারোপণ-পূর্ব্বক বাসুদেবের প্রতি তিন শত বাণ এবং অর্জ্জুনের প্রতি সহস্র শর নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর দ্রোণনন্দন, কুপিত হইয়া ধনঞ্জয়কে সংগ্রামে সমাকৃরূপে স্তব্ধ করত তাঁহার প্রতি সহস্র সহস্র, অযুত অযুত, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ শর বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। হে আর্য্য! যোগবলে সেই ব্রহ্মবাদীর তূণ, ধনু, ধনুর্গুণ, বাহুদ্বয়, করযুগল, অঙ্গুলি-সকল, বক্ষস্থল, বদন, নাসিকা, নেত্র, কর্ণ, মস্তক, সমুদয় অঙ্গ, লোম, কবচ ও রথধ্বজ হইতে শায়ক-সমস্ত পতিত হইতে থাকিল। অশ্বত্থামা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে সেই সুমহৎ শরজাল-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া হৃষ্টচিত্তে মহামেঘ-সমূহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন তাঁহার সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, মাধব! দেখ গুরুপুত্র আমার প্রতি কি দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলেন, মনে করিয়াছেন, আমাদিগকে শরসদনে প্রবেশিত করিয়া বধ করিবেন; কিন্তু আমি নিজ শিক্ষা এবং সামর্থ্য-দ্বারা উহাঁর এই সঙ্কল্প সংহার করিতেছি। এই বলিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়, প্রভাকর যেমন নীহার সকল ছিন্ন ভিন্ন করেন, সেইরূপ অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত সেই সমুদয় শরের-মধ্যে প্রত্যেককে তিন তিন বাণে ছেদন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি পুনর্ব্বার সংশপ্তকগণের অশ্ব, গজ, রথ ও সারথি-সহলিত ধ্বজী, পত্তি ও রথী, সমুদয় সৈন্যকে সুতীক্ষ্ণ শায়ক-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে যুদ্ধস্থলে যাহারা যাহারা যে যে রূপ-বিশিষ্ট দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাদিগের সকলেই আপন আপন আত্মাকে শরজালে আচ্ছন্ন বোধ করিল। গাণ্ডীব-বিনির্ম্মুক্ত বহুবিধ বাণ সকল ক্রোশাধিক অন্তরে অবস্থিত করিযূথ, অশ্ববৃন্দ ও সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিল। যেমন মহারণ্য-মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল কুঠার-দ্বারা ছিন্ন হইয়া পতিত হয়, সেইরূপ ক্ষরন্মদ মাতঙ্গগণের শুণ্ড সকল বাণ-দ্বারা ছিন্ন হইয়া পতিত হইল, পশ্চাৎ বজ্রাহত পর্ব্বত-পুঞ্জের ন্যায় গজগণ সাদিসহ ভূতল-শায়ী হইতে লাগিল। ধনঞ্জয় গন্ধর্ব্বনগর সম সুসজ্জিত, [illegible] সুবিনীত হয়-যুক্ত, যুদ্ধদুর্ম্মদ যোধগণে সমান্বিত র[illegible]থ-সমস্ত শরজালে খণ্ড খণ্ড করত রথস্থিত বিপক্ষগ[illegible]ণের প্রতি নিরন্তর বাণ বর্ষণ করিতে থাকিলেন [illegible] এবং উত্তমালঙ্কার-ভূষিত অশ্বারোহিগণকে ও পত্তি[illegible] কলেবরও বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। যুগান্তকালে[illegible] মার্ত্তণ্ড-স্বরূপ ধনঞ্জয় দুঃশোষসাগর-স্বরূপ সং[illegible]ক সৈন্যকে সুতীক্ষ্ণ শরকিরণ-দ্বারা শুষ্ক করিয়া [illegible]লিলেন; পরে ত্বরান্বিত হইয়া, বাসব যেমন বজ্র[illegible]দ্বারা পর্ব্বত ভে[illegible] করেন, সেইরূপ সূর্য্য-সদৃশ মহা[illegible]শালী মহাস্ত্র-নিচয়-দ্বারা দ্রোণ-তনয়রূপ মহা[illegible]লকে পুনর্ব্বার নিরতিশয় বিদ্ধ করিলেন। সমরা[illegible]শালী আচার্য্য-পুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তখন অশ্ব ও [illegible] সারথির সহিত অর্জ্জুনকে বাণজালে বিদ্ধ করিবার [illegible]মিত্তে যথাশক্ত[illegible] হইলেন এবং অর্জ্জুনও নিজ শর[illegible]দ্বারা তাঁহার নিক্ষিপ্ত বাণ সকল ছিন্ন করিয়া ফে[illegible]লেন। অনন্তর

অশ্বত্থামা নিরতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া, কমনীয় অতিথির প্রতি যেমন গৃহ সমর্পণ করে, সেইরূপ অর্জ্জুনের প্রতি শররাশি বিসর্জ্জন করিলেন। তদনন্তর, দাতা ব্যক্তি যেমন পংক্তি-বহির্ভূত যাচককে পরিত্যাগ করিয়া পংক্তিগ্রাহ্ যাচকের অভিলাষ পূর্ণ করেন, সেইরূপ অর্জ্জুন সংশপ্তক সৈন্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া অশ্বত্থামার প্রতি ধাবমান হইলেন।

অশ্বত্থামার্জ্জুন যুদ্ধে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥১৬॥



সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আকাশ-মণ্ডলে নক্ষত্রকে লক্ষ্য করিয়া শুক্র ও বৃহস্পতির যাদৃশ যুদ্ধ হয়, সেইরূপ তাঁহাদের তুল্য কান্তিশালী অর্জ্জুন ও অশ্বত্থামার ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়ে বিপথগামী গ্রহদ্বয়ের ন্যায় লোক সকলের ত্রাস-জনক হইয়া সুতীক্ষ্ণ শাণিত শরকিরণ-দ্বারা পরস্পরকে সন্তাপিত করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন নারাচ-দ্বারা অশ্বত্থামার ভ্রূমধ্য বিদ্ধ করিলে দ্রোণ-নন্দন ঊর্দ্ধরশ্মি রবির ন্যায় তদ্দ্বারা শোভিত হইলেন। তদনন্তর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অশ্বত্থামার শত শত শরে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া নিজ কর-নিকর-প্রদীপ্ত যুগান্তকালীন দিবাকরের ন্যায় শোভাশালী হইলেন। অতঃপর বাসুদেব অভিভূত হইলে, অর্জ্জুন অশ্বত্থামার প্রতি এক সর্ব্বতোধার অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন এবং বজ্রাগ্নি ও যমদণ্ডকল্প বাণ-রাজি-দ্বারা তাঁহারে আহত করিলেন। অমিত-তেজস্বী অতি ঘোর-কর্ম্মা অশ্বত্থামা, যাদৃশ শরে আহত হইলে কৃতান্তও ব্যথিত হন, অতি প্রচণ্ড বেগশালী তাদৃশ সুপ্রযুক্ত শায়ক-সমূহ-দ্বারা কেশব ও অর্জ্জুনের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিলেন। ধনঞ্জয় যত্নপরায়ণ অশ্বত্থামার শর সকল সুপুঙ্খযুক্ত দ্বিগুণতর শরবর্ষণ দ্বারা সংহরণ-পূর্ব্বক অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত সেই বীরবরকে আচ্ছন্ন করিয়া সংশপ্তক সৈন্য-মধ্যে আগমন করিলেন এবং সুমুক্ত-বিশিখপুঞ্জ-সহকারে, অপরাঙ্মুখে অবস্থিত শত্রুগণের ধনুর্ব্বাণ, তূণ, ধনুর্গুণ, বাহু, কর, করতলস্থ শস্ত্র, ছত্র, কেতু, অশ্ব, রথ-দণ্ড, বস্ত্র, মাল্য, ভূষণ, বর্ম্ম, চর্ম্ম, চিত্তরঞ্জন প্রিয়বস্তু সমুদায় ও মস্তক সমস্ত ছেদন করিতে লাগিলেন। সমরে কৃতযত্ন বীরবর যোধপুরুষেরা যে সকল সুসজ্জিত রথ, অশ্ব ও মাতঙ্গের উপরি অবস্থিতি করিতেছিলেন, অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত শর শত-দ্বারা নিরস্ত হইয়া তৎসমুদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই নিপতিত হইতে লাগিলেন। কিরীট, মাল্য ও মুকুট-কদম্বে সমুজ্জ্বল, প্রভাকর, পদ্ম ও পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ বদনান্বিত, নর-মস্তক সমস্ত ভল্ল অর্দ্ধচন্দ্র ক্ষুরপ্র-প্রভৃতি বাণ-নিবহে কর্ত্তিত হইয়া ধরাতলে নিরন্তর পতিত হইতে থাকিল। অনন্তর অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ ও নিষাদ দেশীয় বীরগণ ঐরাবত-সদৃশ গজবৃন্দে আরোহণ-পূর্ব্বক দেবারি-দর্প-হারী সুমহাতেজস্বী অর্জ্জুনকে হনন করিতে অভিলাষী হইয়া ধাবমান হইলেন। ধনঞ্জয় তাঁহাদিগের মাতঙ্গ সকলের বর্ম্ম, মর্ম্ম, কর, সাদী, ধ্বজ ও পতাকা সকল ছেদন করিলেন, পশ্চাৎ তাহারা বজ্রাহত শৈলশিখরের ন্যায় পৃথিবীতলে পতিত হইল।

এইরূপে সেই গজ-সৈন্য সকল ছিন্ন-ভিন্ন হইলে, বায়ু যেমন মেঘজাল-দ্বারা সমুদিত অংশুমালীকে আবৃত করে, সেইরূপ অর্জ্জুন বালার্কবর্ণ শরসমূহ-দ্বারা গুরুপুত্রকে আচ্ছন্ন করিলেন। অনন্তর দ্রোণ-নন্দন শায়ক-সমূহ-দ্বারা অর্জ্জুনের শর-সমুদয় নিরসন-পূর্ব্বক, বর্ষাকালের আরম্ভে মেঘ যেমন আকাশ-মণ্ডলে চন্দ্র-সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করত গর্জ্জন করে, তদ্রূপ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে শরজালে আচ্ছাদিত করিয়া ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন সেই সমস্ত শস্ত্র-দ্বারা পীড়িত হইয়া অশ্বত্থামা ও তদীয় অন্যান্য সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সহসা বাণান্ধকার অপনীত করিয়া সকলকেই সুপুঙ্খযুক্ত শরনিকর-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। সংগ্রামে সব্যসাচী কোন্ সময়ে বাণ সকলের গ্রহণ, সন্ধান বা পরিত্যাগ করিলেন, তাহা কাহারও দৃষ্টিগোচর

Digitized by Google

হইল না; পরন্তু তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, রথ ও পদাতি সকল পরস্পর সংঘটিত ও হত হইয়া রহিয়াছে, ইহাই সকলে দেখিতে পাইল। তখন অশ্বত্থামা সত্বর হইয়া উত্তম উত্তম দশটি নারাচ সন্ধান-পূর্ব্বক একপ শীঘ্রহস্তে ও সুকৌশলে নিক্ষেপ করিলেন, যে বোধ হইল, যেন একটি মাত্র নারাচ নিক্ষিপ্ত হইতেছে। ঐ নারাচ সকলের মধ্যে তিনি পাঁচটি-দ্বারা অর্জ্জুনকে এবং অপর পাঁচটি-দ্বারা কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিলেন। সেই কুবের ও ইন্দ্র-তুল্য সর্ব্বমনুষ্য মুখ্য কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উক্ত বাণে আহত হইয়া রুধির স্রাব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে তদ্রূপ অভিভূত দেখিয়া সকলে বিবেচনা করিল, ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য অশ্বত্থামার প্রহারে তাঁহারা সমরে নিহত হইলেন। অনন্তর দশার্হপতি কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন “আর অনবধান করিতেছ কেন? অবিলম্বে এই যোদ্ধাকে বিনষ্ট কর। ব্যাধির প্রতিকার না করিয়া উপেক্ষা করিলে তাহা যেমন ক্রমে ক্রমে কষ্টকর ও দোষজনক হইয়া উঠে, উপেক্ষিত হইলে ইনিও সেইরূপ হইতে পারেন।” অপ্রমত্ত ধনঞ্জয় কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণে তাহাই করিতেছি বলিয়া সাতিশয় প্রযত্ন-সহকারে বাণ বর্ষণ-দ্বারা অশ্বত্থামার চন্দনসার-চর্চ্চিত ভুজযুগল, বক্ষস্থল, মস্তক ও উপমাশূন্য ঊরুদ্বয় ক্ষতবিক্ষত করিলেন। সমরে অতিমাত্র ক্রোধাসক্ত হইয়া তিনি গাণ্ডীবমুক্ত বিকর্ণাস্ত্র-সমূহ-দ্বারা অশ্বত্থামাকেও নিঃশেষে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার অশ্বগণকেও বল্গাচ্ছেদন-পূর্ব্বক ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিলেন। বাণবিদ্ধ বাহনগণ অশ্বত্থামাকে লইয়া অতি দূরে গমন করিল। হে আর্য্য! গোতমবংশ-বরিষ্ঠ মতিমান্ তরস্বী দ্রোণ-নন্দন অর্জ্জুনশরে দৃঢ়তর অভিভূত হইয়া পবন-সম-বেগগামী বাহনগণ-দ্বারা স্থানান্তরিত হইলে মনে মনে বিবেচনা করিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক পার্থের সহিত যুদ্ধ করিতে আর অভিলাষী হইলেন না। তিনি জানিতেন কৃষ্ণার্জ্জুন সংগ্রামে নিয়তই জয়ী হইয়া থাকেন, সুতরাং হতোৎসাহ ও হতাস্ত্রশস্ত্র হইয়া কর্ণের অশ্বরথ-নরসঙ্কুল সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অশ্বগণকে সংযত ও আশ্বস্ত করিয়া তথায় নিবিষ্ট হইলেন। মন্ত্রৌষধিক্রিয়াযোগ-দ্বারা দেহ হইতে ব্যাধি যেমন নিঃসৃত হয়, সেইরূপ অশ্বত্থামা সমরে অনেচ্ছু হইয়া অশ্বগণ-দ্বারা রণ-স্থল হইতে অপসৃত হইলে, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন বাতোদ্ধূত পতাকাযুক্ত ঘোরতর শব্দশালী রথ-দ্বারা সংশপ্তক সৈন্যগণের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অশ্বত্থাম-পরাজয়ে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭।



সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর উত্তরদিকে পাণ্ডবসেনা-মধ্যে দণ্ডধার-কর্ত্তৃক বধ্যমান অশ্ব, রথ, মাতঙ্গ ও পত্তিগণের মহাশব্দ উত্থিত হইল। কেশব গরুড় ও বায়ুসম-বেগগামী অশ্বগণকে চালনা করিতে করিতেই সহসা রথবেগ নিবারণ করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, অতুল্য বিক্রমশালী মাগধ-প্রবর দণ্ডধার শত্রুবল সংহারকারী মাতঙ্গ, [illegible] অস্ত্রশিক্ষা বা সামর্থ্য, কোন বিষয়েই ভগদত্ত অ[illegible]ক্ষা ন্যূন নহেন; অতএব অগ্রে ইহাঁকে নিহত ক[illegible]য়া পশ্চাৎ সংশপ্তক সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিও। [illegible] কথা বলিবার পরেই তিনি অর্জ্জুনকে দণ্ডধার-[illegible]সন্নিধানে লইয়া গেলেন। গ্রহগণ-মধ্যে অসহনীয় [illegible]কেতুগ্রহের ন্যায় গজযুদ্ধে অসহনীয় সেই দারুণ কর্ম্ম[illegible]রী মাগধ-প্রবর, ধূমকেতুরূপী উৎপাতগ্রহ যেম[illegible] সমগ্র ভূমণ্ডল বিলোড়িত করে, সেইরূপ বিপক্ষ[illegible] সৈন্য সমুদয় প্রমথিত করিতে লাগিলেন। [illegible] বীরবর শত্রুমর্দ্দন ও মহামেঘ-তুল্য গর্জ্জন-ক[illegible] গজাসুর সম সুসজ্জিত গজরাজে আরোহণ [illegible] শর-দ্বারা সহস্র সহস্র অশ্ব, রথ, মাতঙ্গ ও সৈ[illegible]ন্যগণকে বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার [illegible] সেই মাতঙ্গবর, তুরঙ্গ সারথি-সম্বলিত রথ ও মনুষ্য[illegible]সকলকে আক্রমণ-পূর্ব্বক পাদচতুষ্টয়-দ্বারা চূর্ণি[illegible] করিল, পরন্তু [illegible] দ্বারা করিগণকে বিমর্দ্দিত করি[illegible] থাকিল এবং

শুণ্ড-দ্বারা কালচক্রের ন্যায় সমুদয় সংহার করিতে লাগিল। মাতঙ্গেরা যেমন মর্ম্মর শব্দে ঘনতর নলবন দলন করে, দণ্ডধার ঐ পরাক্রান্ত গজবর-দ্বারা কৃষ্ণলৌহ-নির্ম্মিত-বর্ম্মালঙ্কৃত অশ্ব ও সাদিগণকে নিপাতিত করিয়া পদাতি-বৃন্দের সহিত সেইরূপ বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন জ্যাতল ও রথচক্র-সমুদায়ের নিনাদে এবং মৃদঙ্গ ভেরী ও শঙ্খ-সমূহের শব্দে পরিপূর্ণ, সহস্র সহস্র অশ্ব রথ ও মাতঙ্গগণে সমাকীর্ণ রণস্থলে উত্তম রথোপরি আরোহণ করিয়া সেই গজ-রাজের প্রতি আক্রমণ করিলে পর দণ্ডধার তাঁহার প্রতি দ্বাদশ, কৃষ্ণের প্রতি ষোড়শ ও প্রত্যেক অশ্বের প্রতি তিন তিন বাণ নিক্ষেপ-পূর্ব্বক বারম্বার হাস্য করত উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ধনঞ্জয় ভল্ল-নিচয়-দ্বারা মগধরাজের ধনুর্গুণ, বাণ, কার্ম্মুক, অলঙ্কৃত রথ-ধ্বজ ও পাদরক্ষকগণের সহিত সারথি সকলকে ছিন্ন করিলে তিনি সাতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া পবন-তুল্য বেগশালী, মদ-ক্ষরিত-গণ্ড, মেঘ-সদৃশ প্রকাণ্ড-কায় মাতঙ্গ-দ্বারা অর্জ্জুনকে অতিমাত্র বিক্ষোভিত করিতে অভিলাষী হইয়া ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণের প্রতি তোমর-নিকর-দ্বারা আঘাত করিলেন। অনন্তর পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন, ক্ষুরাখ্য শর ত্রয়-দ্বারা তাঁহার করিকর-সন্নিভ বাহু-দ্বয় ও পূর্ণেন্দু-সদৃশ-মুখান্বিত মস্তক এককালেই ছেদন করিলেন এবং তৎপরে তাঁহার হস্তীর প্রতি শত শত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। স্বর্ণ-নির্ম্মিত-বর্ম্মধারী গজরাজ, অর্জ্জুনের কাঞ্চন-ভূষিত শায়ক-সমূহ-দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া, রাত্রিকালে পর্ব্বতে দাবাগ্নি-দ্বারা ওষধি বৃক্ষ প্রজ্বলিত হইলে ঐ পর্ব্বতের যাদৃশী শোভা হয়, তাদৃশী শোভা পাইতে লাগিল এবং বেদনায় পীড়িত, বিমুগ্ধ ও অস্থির-চিত্ত হইয়া মেঘনাদ-তুল্য নিনাদ-সহকারে ইতস্তত প্রধাবন ও পরিভ্রমণ করত বজ্র-বিদারিত শৈলের ন্যায়, মহামাত্রের সহিত মহীতলে পতিত হইল।

সংগ্রামে দণ্ডধার নিহত হইলে তদীয় ভ্রাতা দণ্ড কৃষ্ণার্জ্জুনের বিনাশ-সাধনে অভিলাষী হইয়া হিমালয়-শিখর-সম, হিমের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, সুবর্ণ-মালা-ভূষিত হস্তীর দ্বারা আগমন করিলেন এবং বাসুদেবের প্রতি সূর্য্যকর-প্রতিম শাণিত তোমর-ত্রয় ও অর্জ্জুনের প্রতি উক্ত রূপ পঞ্চ তোমর নিক্ষেপ করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ করত রণ-ক্ষেত্রকে প্রতিনাদিত করিতে থাকিলেন। তখন ধনঞ্জয় তাঁহার বাহু-দ্বয় ছেদন করিলেন। সেই চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গদ-বিভূষিত তোমরধারী ভুজ-যুগল ক্ষুরাস্ত্র-দ্বারা অতিমাত্র ছিন্ন হইয়া গজ হইতে ভূমিতলে যুগপৎ পতিত হইবার সময়ে এরূপ শোভা পাইতে লাগিল যে, বোধ হইল, যেন পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে মনোহর মহা-সর্প-যুগল পতিত হইতেছে। অনন্তর অর্জ্জুন অর্দ্ধ-চন্দ্র বাণ-দ্বারা দণ্ডের শিরশ্ছেদন করিলেন। স্বীয় রুধিরে আর্দ্র সেই ছিন্ন মস্তক হস্তী হইতে যখন ক্ষিতিতলে পতিত হয়, তখন অস্তাচল হইতে পশ্চিম দিকে পতন-শীল দিবাকরের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল। অনন্তর অর্জ্জুন দিবাকর-কর-সদৃশ সুতীক্ষ্ণ শায়ক-সমূহ-দ্বারা ধবল জলদ-তুল্য গজরাজকে বিদ্ধ করিলে, সে সাতিশয় নিনাদ করত, কুলিশাহত হিমাচল-শিখরের ন্যায়, ভূমিতলে পতিত হইল। পরে তৎ সদৃশ যে সমস্ত গজোত্তম জয়েচ্ছায় সমাগত হইল, অর্জ্জুন তৎসমুদায়কেও উক্ত গজ-দ্বয়ের ন্যায় সমরে নিপাতিত করিলেন। তৎপরে সুমহৎ শত্রু-সৈন্য ক্রমে ক্রমে ভগ্ন হইতে লাগিল। অশ্ব, রথ, মাতঙ্গ ও বহু ভাবী ভূরি ভূরি সৈনিক পুরুষ সংগ্রামে পরস্পর অতিমাত্র আহত ও প্রস্খলিত হইয়া ভূমি-শয্যায় শয়ন করিল। অনন্তর দেবগণ দেবরাজকে যেমন বেষ্টন করেন, সেইরূপ অর্জ্জুনের সৈন্যগণ অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টন করিয়া কহিল, হে বীর! কৃতান্ত হইতে প্রজাদিগের যেরূপ ভয় হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি হইতে আমাদের তদ্রূপ ভয় হইয়াছিল, ভাগ্যক্রমে আপনি সেই শত্রুকে নিহত করিলেন। হে শত্রুহন্! বলিষ্ঠ শত্রুগণ-কর্ত্তৃক

Digitized by Google

প্রপীড়িত এই সমস্ত লোককে আপনি যদি ভয় হইতে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে ইহাদিগের নিধনে আমাদের যাদৃশ হর্ষ হইয়াছে, ইহাদিগেরই তাদৃশ হর্ষ হইত। অর্জ্জুন সুহৃদ্গণের পুনঃপুন কথিত উক্ত রূপ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাহাদিগের যথানুরূপ প্রতিপূজা-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সংশপ্তক-সৈনা সংহারার্থে যাত্রা করিলেন।

দণ্ডধার-বধে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মঙ্গলগ্রহ যেমন অতি বক্রগতি-দ্বারা লোক সংহার করে, সেইরূপ জয়শীল ধনঞ্জয় পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিয়া সংশপ্তক-সৈনাগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। হে ভারত! অশ্ব, রথ, মাতঙ্গ ও পদাতিক সৈনিকেরা অর্জ্জুন বাণে আহত হইয়া কেহ বিচলিত, কেহ ভ্রামিত, কেহ নষ্ট, কেহ পতিত, কেহ কেহ বা ম্লান হইতে লাগিল। অর্জ্জুন সংগ্রামে প্রতিযুদ্ধকারী বিপক্ষ বীরগণের অশ্ব, অশ্ববার, সারথি, ধ্বজ, ধনুর্ব্বাণ, হস্ত, হস্তস্থিত শস্ত্র, বাহু ও মস্তক-সমস্ত, ভল্ল ক্ষুরপ্র অর্দ্ধচন্দ্র বৎসদন্ত-প্রভৃতি বাণ-নিকর-দ্বারা ছেদন করিতে লাগিলেন। বৃষভেরা যেমন পুষ্পবতী গবীর প্রতি আসক্ত হইয়া অন্য বৃষভের উপরি আক্রমণ করে, সেইরূপ শত শত সহস্র সহস্র শূরগণ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। ত্রৈলোক্য বিজয় কালে দেবরাজের সহিত দৈত্যগণের যাদৃশ লোমাঞ্চকর যুদ্ধ হইয়াছিল, অর্জ্জুনের সহিত উক্ত বীরগণের তাদৃশ ভয়ানক সংগ্রাম হইতে লাগিল। উগ্রায়ুধের পুত্র, দন্দশূক-সর্পতুল্য শর ত্রয়-দ্বারা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলে, ধনঞ্জয় তাহার দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিলেন। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বীরগণ সর্ব্বতোভাবে ক্রুদ্ধ হইয়া, বর্ষা কালে পবন-প্রেরিত মেঘ সকল যেমন হিমালয়ের উপরি বর্ষণ করে, সেইরূপ অর্জ্জুনের প্রতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন ধনঞ্জয় নিজ অস্ত্র-দ্বারা বিপক্ষগণের অস্ত্র সকল নিবারণ করিয়া সুবিমুক্ত শর-সমূহ-দ্বারা ভূরি ভূরি বৈরি বিনাশ করিলেন এবং রথ-সমুদায়ের ত্রিবেণু, অশ্ব, সারথি, পৃষ্ঠরক্ষক, আয়ুধ, চক্র, তূণ, কেতন, প্রগ্রহ, অশ্ববন্ধন-রজ্জু, অক্ষ, অনুকর্ষ, যুগ ও বর্ম্ম-সমস্ত বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। ধনিগণের গৃহ সকল অগ্নি, বায়ু বা বারি-দ্বারা ভগ্ন হইলে যে রূপ হয়, সংগ্রামে সেই বহুতর শ্রেষ্ঠ রথ সকল ভগ্ন হইয়া তদ্রূপ শোভায় শোভিত হইল। বজ্রপাত-জনিত অগ্নিদ্বারা শৈল-শিখরস্থ গৃহ-সমস্ত যেমন পতিত হয়, বজ্রাশনি-সম শর-সমূহ-দ্বারা দ্বিরদ-যূথের বর্ম্ম সকল ছিন্ন ভিন্ন হইলে তাহারা সেইরূপ পতিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন-তাড়িত বহুসংখ্য অশ্বগণের জিহ্বা ও অন্ত্র সকল নির্গত হওয়ায় তাহারা দুর্দর্শনীয় ভয়ানক আকার ধারণ করিয়া রক্তাক্ত দুর্ব্বল কলেবরে আরোহীর সহিত অবনীতলে পতিত হইল। হে আর্য্য! তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও মানবগণ অর্জ্জুন-বাণে বিদ্ধ হইয়া ভ্রান্ত, স্খলিত, পতিত, নিনাদিত ও ম্লান হইতে লাগিল। ফলত দেবরাজ ম[illegible]হেন্দ্র যেমন দানবদল সংহার করিয়াছিলেন, সেই[illegible]রূপ অর্জ্জুন বজ্র, অশনি ও বিষ-সদৃশ বহুতর শাণি[illegible] শর-সমূহ-দ্বারা শত্রুগণকে সংহার করিতে লাগি[illegible]লেন। মহামূল্য বর্ম্মাভরণ বিবিধ রূপ ও উৎকৃষ্ট [illegible]অস্ত্রধারী বীরগণ ধনঞ্জয়-কর্ত্তৃক রথ ও ধ্বজের সহিত [illegible]হত হইয়া ভূমি শয্যায় শয়ন করিল। সুপ্রসিদ্ধ [illegible] [illegible]নিন্দ্য ও শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন পুণ্যকর্ম্মা মনুষ্যগণ সম[illegible] বিজিত হইয়া শরীর-দ্বারা পৃথিবীতলে পতন এব[illegible] [illegible]দগ্র কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গে আরোহণ করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর আপনক[illegible] নানা-জনপদাধ্যক্ষ বীরগণ জাতক্রোধ হইয়া অ[illegible] রথ ও মাতঙ্গে আরোহণ-পূর্ব্বক স্বগণ-সহ রথিব[illegible] অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং পদাতি[illegible] [illegible]ও জিঘাংসা-পরবশ হইয়া বেগগামী বিবিধ অ[illegible] নিক্ষেপ করত ধাবিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন-[illegible] [illegible] সমীরণ যোগ-রূপ মহামেঘ-বিমুক্ত আয়ুধ-বর্ষণ-[illegible] [illegible] মহাবর্ষণ শা-

র-সমূহ-দ্বারা বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। রণ-লোকেরা দেখিল, ধনঞ্জয় হয়, হস্তী, রথ ও ক-সৈন্য-সমন্বিত মহাশস্ত্র-সমূহ-সঙ্কুল তরণী-স্তর সমর-সাগর মহাস্ত্র শস্ত্র-রূপ সেতু-দ্বারা রূপে উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ করিতেছেন। বাসুদেব কহিলেন, পার্থ! অনর্থক ক্রীড়া ছ কেন? এই সংশপ্তক-সৈন্যগণকে সংহার পশ্চাৎ কর্ণের বধে সত্বর হও। অর্জ্জুন, "তাহাই হইবে" কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া, দেব-রাজ যেমন দানবগণকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, সেই-রূপ বল-পূর্ব্বক শস্ত্র বর্ষণ-দ্বারা সংশপ্তক সৈন্য-সকলকে তাড়িত করিয়া বধ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! তিনি কোন্ সময়ে শর সমুদায়ের গ্রহণ, সন্ধান বা মোচন করিতে থাকিলেন, সমর-স্থিত লোকেরা সতর্ক থাকিয়াও কেহই তাহা জানিতে পারিল না; পরন্তু গোবিন্দ, হংসগণ যেমন সরোবরে প্রবেশ করে, সেইরূপ সূর্য্যকিরণ-সম শুভ্রবর্ণ সেই সুতীক্ষ্ণ শায়ক সকল সৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলেন। অনন্তর এইরূপে লোক-ক্ষয় হইতে থাকিলে, কৃষ্ণ সমর-ভূমি নিরীক্ষণ করিয়া ধনঞ্জয়কে কহিলেন, পার্থ! দুর্য্যোধনের নিমিত্ত পৃথিবীর নৃপতি-কুলের এই অতি ভয়ঙ্কর মহান্ বিধ্বংস উপস্থিত। হে ভরত-কুল-প্রদীপ! দেখ, এই মহাধানুষ্কিগণের কণক-ভূষিত শরাসন, ভূষণ, তূণ, স্বর্ণ-পুঙ্খময় সন্নত-পর্ব্ব শর, নির্ম্মোক-বিমুক্ত-পন্নগ-সদৃশ তৈল-মার্জ্জিত নারাচ, হেম-ভূষিত বিচিত্র তোমর, স্বর্ণ-পৃষ্ঠ বর্ম্ম, সুবর্ণময় প্রাস, কণক-বিভূষিত শক্তি, স্বর্ণময় পট্টসম্বদ্ধ বিপুল গদা, কাঞ্চনময় খড়্গ, হেমভূষিত পট্টিশ, কণক-বিচিত্রিত-দণ্ড সুশাণিত পরশু, পরিঘ, ভিন্দিপাল, ভুষণ্ডী, কণয়, লৌহময় কুম্ভ ও গুরুতর মুষল সকল ইতস্তত পতিত রহিয়াছে। বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্রধারী জয়াভিলাষী তরস্বী যোধগণ গতপ্রাণ হইয়াও জীবিত বৎ দৃষ্ট হইতেছে। দেখ, কাহার গাত্র গদা-ঘাতে বিমথিত, কাহার মস্তক মুষল-দ্বারা বিদারিত, কেহ কেহ অশ্ব, গজ বা রথ-দ্বারা ক্ষুণ্ণ; এরূপ সহস্র সহস্র যোধগণ পতিত রহিয়াছে। হে বৈরিবিঘাতক! শর শক্তি খড়্গ তোমর নিস্ত্রিংশ পট্টিশ কুন্ত লগুড় নখর-প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ-দ্বারা ছিন্ন মনুষ্য গজ বাজি-প্রভৃতির রুধির-প্রবাহ-পরিপ্লুত মৃতশরীর-নিকরে রণভূমি আচ্ছন্ন হইয়াছে। হে ভারত! তেজস্বী বীর-বর্গের চন্দন-রস-চর্চ্চিত কেয়ূরাঙ্গদ-ভূষিত তলত্র-যুক্ত শুভ-লক্ষণান্বিত ছিন্ন-বাহু, অঙ্গুলিত্র-সহ অলঙ্কৃত ভুজাগ্র, করিকর-সদৃশ উরু এবং উৎকৃষ্ট চূড়ামণি ও কুণ্ডল-নিচয়ে সমুজ্জ্বল মস্তক-সমস্ত দ্বারা মেদিনী দীপ্তিমতী রহিয়াছে। এই দেখ, কণক-কিঙ্কিণী-সমন্বিত শোভন রথ-সমুদায় বহু প্রকারে ভগ্ন এবং নানা-রূপ অশ্ব সকল শোণিতে পরিপ্লুত রহিয়াছে; পর্ব্বত-তুল্য মাতঙ্গগণ রসনা-নিঃসারণ-পূর্ব্বক শয়ান আছে; রথের ক্রোড়-স্থিত কাষ্ঠ, তূণ, পতাকা, বিবিধ ধ্বজ, যোধগণের মহাশঙ্খ, সুবর্ণ বারণ-চামর, বিচিত্র বৈজয়ন্তী, নিহত গজ-যোধী, বিবিধ-গণের পৃষ্ঠাবরণ, সুকল্পিত বহুতর কম্বল, দ্বারা বর্ণ-বিচিত্রিত বিপাটিত কুথ, পতিত গজ দণ্ড-চূর্ণীকৃত অসংখ্য ঘণ্টা খণ্ড, বৈদূর্য্য-মণি-নির্ম্মি তর-যুক্ত অঙ্কুশ, অশ্বগণের যুগ-ভূষণ রত্নচিত্রি শ্চদ ও বিচিত্র মণি-চিত্রিত কণক-পরিষ্কৃত রচিত পৃষ্ঠাস্তরণ, সাদিগণের ধ্বজাগ্রে সং সুবর্ণ-বিকৃত কুথ আর ভূপালগণের চূড়ামণি, কাঞ্চনমালা, ছত্র, চামর ও ব্যজন সমুদয় রণ ইতস্তত পতিত রহিয়াছে; এবং চন্দ্র ও নক্ষত্র ন্যায় দীপ্তিশালী সুচারু কুণ্ডল-যুক্ত শ্মশ্রু-পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ বদন-নিবহে মহীতল সমাকীর্ণ য়াছে। সরোবর যেমন কুমুদ উৎপল ও সর সমূহ-দ্বারা বিকসিত হয়, সেইরূপ কুমুদো রহিয়া ন্বিত বদন-বৃন্দে ধরাতল পরিব্যাপ্ত দেখ, শরৎকালীন নক্ষত্রমালার ন্যায় নরমুণ্ড শালিনী সমর-ভূমি তারাগণ-বিচিত্রিত নির্ম্মল-চ

কিরণ-সমুদ্ভাসিত নভোমণ্ডলের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। হে অর্জ্জুন! দেবলোকে দেবরাজের ন্যায়, এই মহাসমরে তুমি যে কর্ম্ম করিয়াছ, তাহা তোমারই অনুরূপ।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এইরূপে রণভূমি দেখাইতে দেখাইতে গমন করত সহসা দুর্য্যোধন-সৈন্য-মধ্যে সুমহান্ শব্দ শ্রবণ করিলেন। তথায় শঙ্খ দুন্দুভি ভেরী পটহ-প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র সকলের ঘোরতর নির্ঘোষ, অশ্ব-রথ-গজ-নিনাদ ও সুদারুণ শস্ত্র-শব্দ হইতেছিল। হে মহারাজ! কৃষ্ণ বেগগামী তুরগগণ-দ্বারা সেই সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক পাণ্ড্যরাজ-দ্বারা ত্বদীয় সৈন্য সকলকে বিমর্দ্দিত দেখিয়া সুস্থির হইলেন। সেই অস্ত্রপ্রয়োগ-দক্ষ বীরবর সংগ্রামে, গতাসুদিগের সংহারকারী অন্তকের ন্যায়, বিবিধ বাণ-দ্বারা শত্রু-সমূহের সংহার করিতে লাগিলেন এবং গজ বাজি মনুষ্যগণের শরীর শাণিত শর-সমূহ দ্বারা বিদ্ধ করত তাহাদিগকে গতপ্রাণ করিয়া ভূমিতলে পাতিত করিতে থাকিলেন। ফলত প্রহারিশ্রেষ্ঠ পাণ্ড্যরাজ নিজ শায়ক-দ্বারা শত্রুপক্ষীয় বীরগণের অস্ত্র শস্ত্র সকল ছেদন করিয়া, দেবরাজ যেমন অসুরগণের বিনাশ করেন, সেইরূপ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সঙ্কুল-যুদ্ধে ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি লোক-বিখ্যাত বীরবর পাণ্ড্যরাজের বৃত্তান্ত পূর্ব্বে আমাকে কহিয়াছ, কিন্তু সংগ্রামে তাঁহার পরাক্রম কিরূপ, তাহা কিছুই কহ নাই; অতএব অদ্য তাঁহার বিক্রম, শিক্ষা, প্রভাব, বীর্য্য, প্রমাণ ও দর্পাদির বিষয় বিস্তারক্রমে আমার নিকটে বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি ভীষ্ম কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা কর্ণ অর্জ্জুন বাসুদেব-প্রভৃতি যে সকল মহারথগণকে ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন, পাণ্ড্যরাজ নিজ বীর্য্য-গৌরবে সেই সকল মহারথকে অধিক্ষেপ করেন। কোন জনেশ্বরকেই তিনি আপনার সমকক্ষ জ্ঞান করেন না। যে ব্যক্তি, অন্যের কথা দূরে থাকুক, ভীষ্ম দ্রোণের সহিত নিজ তুল্যতা সহ্য করিতে এবং বাসুদেব ও অর্জ্জুন হইতে আপনার ন্যূনতা স্বীকার করিতে সম্মত নহেন, সেই সর্ব্ব-শস্ত্রধারি-প্রবর নৃপতিশ্রেষ্ঠ পাণ্ড্য, অবমানিত অন্তকের ন্যায়, কর্ণের সৈন্য-হননে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই উৎকৃষ্ট অশ্ব রথ ও পদাতিকুল-সঙ্কুল কর্ণ-বল পাণ্ড্য-কর্ত্তৃক অভিহত হইয়া কুলালচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল। প্রচণ্ড পবন-বেগে মেঘ সকল যেরূপ পরিচালিত হয়, সেইরূপ পাণ্ড্যরাজ-বিনিক্ষিপ্ত শর-সংঘাত-দ্বারা অশ্ব সারথি ধ্বজশূন্য রথ সকল ও আয়ুধ-বিচ্যুত মাতঙ্গগণ অতিদূরে নিক্ষিপ্ত হইল। দেবরাজ বজ্র-দ্বারা যেমন শৈল সংহার করেন, সেইরূপ পাণ্ড্যরাজ ধ্বজ-পতাকাহীন বিপক্ষ-বারণ ও অস্ত্রশূন্য গজারোহী সৈন্যগণকে পাদরক্ষক সেনার সহিত সংহনন করিতে লাগিলেন। শক্তি প্রাস তূণীরাদি-সম্বলিত অশ্বারোহ ও হয়গণ এবং পুলিন্দ, খশ, বাহ্লীক, নিষাদ, অন্ধ্রক, তঙ্গণ, দাক্ষিণাত্য ও ভোজ-প্রভৃতি সমর-কর্কশ শূরগণকে বাণ-দ্বারা শস্ত্র ও কবচ-হীন করিয়া তাহাদিগের দেহ-মন্দির হইতে প্রাণ পবন নিঃসারণ করিলেন।

অনন্তর যোধপ্রবর অশ্বত্থামা পাণ্ড্যরাজকে এইরূপ অকুতোভয়ে বাণ-দ্বারা চতুরঙ্গ বল সংহনন করিতে দেখিয়া নির্ভীক চিত্তে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং যৎকালে তিনি নির্ভয়ে যুদ্ধ করত যেন নৃত্য করিতেছিলেন, তখন মধুর বচনে তাঁহারে সম্ভাষণ ও সস্মিত-বদনে আহ্বান-পূর্ব্বক কহিলেন, হে নলিনাক্ষ নরপতে। তোমার বংশ ও শাস্ত্রজ্ঞান অতিবিশিষ্ট, শরীর বজ্রতুল্য কঠিন এবং বল ও পৌরুষ সর্ব্বলোক-বিখ্যাত। তুমি সুবিস্তীর্ণ বাহুদ্বয়ে মুষ্টিদেশে সংশ্লিষ্ট আয়ত জ্যা-যুক্ত শরাসন ধারণ ও পুনঃপুন বিস্ফারণ করিয়া মহামেঘের

Digitized by Google

ন্যায় শোভিত হইতেছ এবং মহাবেগশালী শর-বর্ষণ-দ্বারা শত্রুগণকে ক্ষত বিক্ষত করিতেছ, অতএব সংগ্রামে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন, মদ্ব্যতীত এমন কোন যোদ্ধাকেই আমি দেখিতে পাই না। হে রাজন্! তুমি নির্ভয়-চিত্তে ভীমবল সিংহের ন্যায় এই রণ-কাননে বিচরণ করত মৃগযূথ-তুল্য বহুল চতুরঙ্গ সৈন্য সকলকে একাকী প্রমথিত করিতেছ এবং সুমহৎ রথ-নির্ঘোষ-দ্বারা ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত ঘোরতর নিনাদ-যুক্ত শস্যঘাতী শরৎকালীন মেঘের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছ; অতএব দেবদেব ত্রিলোচনের সহিত অন্ধক দানব যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল, সেইরূপ তুমি তূণ হইতে বিষধর-সদৃশ সুতীক্ষ্ণ শায়ক সকল নিষ্ক্রামণ-পূর্ব্বক আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর।

অশ্বত্থামা এইরূপ কহিলে, মলয়ধ্বজ পাণ্ড্যরাজ "তাহাই হউক, প্রহার কর" এই কথা বলিয়া তৎকর্তৃক তাড়িত হইয়া দ্রোণ-নন্দনকে কর্ণি-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। আচার্য্যসত্তম দ্রোণ-তনয় গর্ব্বিত হইয়া পাণ্ড্যরাজের প্রতি অগ্নিশিখা-সদৃশ অত্যুগ্র সুতীক্ষ্ণ মর্ম্মভেদী বাণ সকল নিক্ষেপ করিয়া পশ্চাৎ ঊর্দ্ধ্বমুখী, অভিমুখী, তির্য্যক্, নন্দা, গোমূত্রিকা, ধ্রুবা, স্খলিতা, যমকা, আক্রান্তা ও ক্রুষ্টা, এই দশ প্রকার গতি-সংযুক্ত শাণিতাগ্র মর্ম্মভেদী অপর নারাচ-সমূহও বর্ষণ করিলেন। পাণ্ড্যরাজ নিশিত নব শর-দ্বারা সেই সমস্ত বাণ ছেদন করিয়া শর-চতুষ্টয়-দ্বারা অশ্বত্থামার অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ গতপ্রাণ হইল। নিশিত নব শায়ক-দ্বারা দিবাকর-তুল্য তেজস্বী অশ্বত্থামার শর-সমূহ নিবারণ করিবার পর পাণ্ড্যরাজ তাঁহার বিস্তৃত ধনুগুণ ছেদন করিলেন। তখন বৈরিবিঘাতক দ্রোণ-নন্দন মৌর্ব্বী-শূন্য শরাসনে পুনরায় মৌর্ব্বী যোজনা-পূর্ব্বক, অশ্বপাল-চালিত অপর অশ্ববর সকল আনিয়া রথে যোজনা করিয়া দেখিয়া শত্রুর প্রতি শর সহস্র নিক্ষেপ করিলেন এবং তদ্দ্বারা দিঙ্মণ্ডল ও গগণমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা অশ্বত্থামা এইরূপে সেই সমস্ত শর নিক্ষেপ করিতে থাকিলে, পুরুষপুঙ্গব পাণ্ড্যরাজ সেই বিমুক্ত বাণ সকলকে অক্ষয় জানিয়াও সাতিশয় প্রযত্ন-সহকারে ছেদন করিয়া তাঁহার চক্ররক্ষক-দ্বয়কে নিশিত শর বর্ষণ-দ্বারা শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর দ্রোণ-নন্দন বিপক্ষের শীঘ্রাস্ত্রতা দর্শনে শরাসন মণ্ডলাকার করিয়া বারি-বর্ষণশীল মহেন্দ্রের ন্যায়, বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে আর্য্য! অষ্ট বৃষভে যে শকট বহন করে, এইরূপ অষ্ট-শকট-বাহ্য আয়ুধ সকল অশ্বত্থামা দিবসের অষ্টভাগ অর্থাৎ চারিদণ্ড কাল-মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

হে মহারাজ! সংগ্রাম-স্থলে যে যে ব্যক্তি সেই ক্রোধপরীত অন্তক-তুল্য কালান্তক যমোপম দ্রোণ-পুত্রকে দর্শন করিয়াছিল, তন্মধ্যে প্রায় অনেকেই বিচেতন হইয়াছিল। বর্ষাকালে মেঘ যেমন বৃষ্টি-ধারা বর্ষণ-দ্বারা বৃক্ষ-পর্ব্বত-সম্বলিত ধরাতল প্লাবিত করে, সেইরূপ আচার্য্য-নন্দন অশ্বত্থামা বাণ-বৃষ্টি-দ্বারা সেই সকল সৈন্যকে আচ্ছন্ন করিলেন। পাণ্ড্য-স্বরূপ পবন, অশ্বত্থামা-স্বরূপ মেঘমুক্ত সেই সুদুঃসহ বাণ-বর্ষণকে বায়ব্যাস্ত্র-দ্বারা সংক্ষিপ্ত করিয়া, হর্ষভরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। দ্রোণ-তনয় সেই পুনঃপুন নিনাদকারী পাণ্ড্যরাজের অগুরুচন্দন-ভূষিত মলয়-প্রতিম কেতু ছেদন করিয়া তাঁহার অশ্ব-চতুষ্টয় বিনষ্ট করিলেন। অনন্তর এক বাণে সারথির সংহার এবং অর্দ্ধচন্দ্র বাণে শরাসনের ছেদন করিয়া মহামেঘ-নিস্বন রথখানিকে তিল তিল পরিমাণে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অশ্বত্থামা নিজ অস্ত্র-দ্বারা বিপক্ষের অস্ত্র সকল নিবারণ ও সমুদয় আয়ুধ ছেদন-পূর্ব্বক তাঁহাকে হস্তগত করিয়াও কেবল সমরেচ্ছায় নিহত করিলেন না। ইত্যবসরে মহাবল কর্ণ, গজ-সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পাণ্ডবগণের সুমহৎ বল সকল দমন করিতে লাগিলেন। হে ভারত! তিনি রথিগণকে বিরথ এবং

গজারোহ ও অশ্ববার যোধগণকেও সন্নতপর্ব্ব শর-সমূহ-সহকারে সমাচ্ছাদিত করিতে থাকিলেন।

এদিকে মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ-নন্দন যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা-হেতু রথিবর পাণ্ড্যরাজকে কেবল বিরথ করিলেন, বিনষ্ট করিলেন না। এমন সময়ে কোন হতস্বামিক ত্বরান্বিত প্রতিশব্দানুগামী বলশালী সুসজ্জিত করিবর দ্রোণ-পুত্রের শর-সমূহে আহত হইয়া সত্বর প্রতিদ্বন্দ্বী হস্তীর প্রতি গর্জ্জন করত অতিবেগে আসিয়া পাণ্ড্যরাজের নিকটে উপস্থিত হইল। মলয়াচলাধিপতি গজ-যুদ্ধপণ্ডিত পাণ্ড্যরাজ সত্বর হইয়া, শব্দায়মান কেশরী যেমন শিখরি-শেখরে আরোহণ করে, তদ্রূপ গর্জ্জন করিতে করিতে সেই শৈলসানু-সন্নিভ সমাগত গজরাজোপরি আরোহণ করিলেন এবং বল-পূর্ব্বক অস্ত্রপ্রয়োগে দৃঢ়তর প্রযত্ন-পরবশ ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গজরাজকে অঙ্কুশ-দ্বারা পরিপীড়ন-পূর্ব্বক দিবাকরকর-তুল্য-প্রভান্বিত তোমর গ্রহণ করিয়া হর্ষভরে "হত হইলে হত হইলে" এইরূপ বারংবার নিনাদ-সহকারে অতিবেগে গুরুনন্দনের প্রতি নিক্ষিপ্ত করত তাঁহার উৎকৃষ্টতর বসন মাল্য সুবর্ণ মণি মুক্তা হিরকাদি-ভূষিত কিরীট ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহেন্দ্রের বজ্রপাতে আহত পর্ব্বত-শৃঙ্গ যেমন মহাশব্দে মহীতলে পতিত হইয়া চূর্ণিত হয়, সেইরূপ সেই চন্দ্রসূর্য্য-গ্রহ-পাবক-সম-দীপ্তিশালী কিরীট অতিমাত্র আঘাতে ভূতলে পতিত হইয়া চূর্ণ হইল। তাহাতে অশ্বত্থামা পদাহত সর্পরাজের ন্যায় পরম-ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যমদণ্ড-সদৃশ শত্রুসংহারক চতুর্দ্দশ শায়ক গ্রহণ করিলেন। তন্মধ্যে পঞ্চ শর-দ্বারা তিনি দ্বিরদের পাদচতুষ্টয় ও শুণ্ডাগ্র ছেদন করিলেন এবং বাণ-ত্রয়-দ্বারা পাণ্ড্যরাজের বাহু-দ্বয় ও মস্তক ছেদন করিয়া অপর ছয় বিশিখাঘাতে তদীয় অনুচর উত্তম-প্রতিভান্বিত ছয়জন মহারথের প্রাণ বিনাশ করিলেন। নরপালের সেই সুবর্ণ মণি মুক্তা হীরকাদি-ভূষণে বিভূষিত, সুবৃত্ত, আয়ত ও চন্দন-রস-চর্চ্চিত ভুজদ্বয় গরুড়-হত ভুজগ-যুগলের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইয়া বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তাঁহার সেই পূর্ণচন্দ্র-নিভানন, রোষ-লোহিত বিস্তৃত-নেত্রযুক্ত, উন্নত-নাসিকান্বিত, কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তকটিও বিশাখা-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী শশধরের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইয়া বিরাজিত হইতে লাগিল। সুনিপুণ যোদ্ধা অশ্বত্থামার উৎকৃষ্ট পঞ্চ শরে সেই মাতঙ্গ-দেহ ষড়্ভাগে বিভক্ত এবং শর-ত্রয়ে নৃপ-শরীর চতুর্ভাগে বিভক্ত হইলে, ঐ দশ অংশ দশ দেবতার উদ্দেশে কল্পিত দশাংশ হবির ন্যায় হইল। পিতৃলোক-প্রিয়-চিতানল যেমন মৃতদেহ-রূপ হবিঃ প্রাপ্তে পিতৃগণের তৃপ্তি-সম্পাদন করিয়া পরিশেষে সলিল-প্রবাহ-সেচনে নির্ব্বাণ হয়, তদ্রূপ সেই পাণ্ড্যরাজ স্বাধিকৃত বহুল অশ্ব নর কুঞ্জরগণকে খণ্ড খণ্ড করত রাক্ষসদিগের আহাররূপে প্রদান করিয়া পরিশেষে অশ্বত্থামার শরনিকর প্রহারে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর আপনকার পুত্র নরপতি দুর্য্যোধন সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া সমাপ্ত-বিদ্য ও কৃতবু[illegible]ত্য গুরু-নন্দনের নিকটে আসিয়া, বলিরাজ পরা[illegible]জিত হইলে দেবরাজ যেমন বিষ্ণুর পূজা করিয়া[illegible]ছিলেন, সেইরূপ হৃষ্ট-চিত্তে তাঁহার নিরতিশয় পূজা [illegible] করিলেন।

পাণ্ড্যবধে বিংশ অধ্যায় স[illegible]। ২০।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! [illegible] পাণ্ড্যরাজ সমরে
নিধন প্রাপ্ত হইলে এবং বীরব[illegible] কর্ণ শত্রুসৈন্য
প্রভগ্ন করিলে, অর্জ্জুন কি করি[illegible]ছিলেন? সেই
বীরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুনন্দন অস্ত্র শাস্ত্রে [illegible]বিদ্য, বলবান্
যোগযুক্ত এবং "তুমি সর্ব্বভূত-মধ্যে [illegible] অজেয় হইবে"
মহাত্মা মহাদেবের এইরূপ অনু[illegible]য় অনুগৃহীত;
সুতরাং সেই বৈরিবিঘাতক ধনঞ্জয় [illegible] হইতেই সুমহৎ
ভয় সম্ভাবনা; অতএব হে সঞ্জয় [illegible] এই যুদ্ধে পার্থ
যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে [illegible] বল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পা[illegible] নিহত হইলে
কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই হিত-বাক্য ব[illegible]লেন যে, আমি

... হইতে অপগত মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে ও ... শকে দেখিতে পাইতেছি না। সম্প্রতি যুধি-... অপর পাণ্ডবেরা পুনরায় সমরে আসিয়া ... শত্রুসৈন্য ভগ্ন করিয়া দিয়াছেন এবং কর্ণও ...ার সংকল্পানুসারে সৃঞ্জয়-সৈন্য-সকলের ও অশ্ব-রথ-মাতঙ্গগণের অতিশয় বিমর্দ্দন ...ছেন। বীর্য্যবান্ বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই সমু-... কহিলেন। ধনঞ্জয় কৃষ্ণের মুখে এই সমু-... করিয়া এবং ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের ঘোরতর ...য় দেখিয়া কহিলেন, হে হৃষীকেশ! শীঘ্র ...সকে চালনা কর। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের বচনানু-... প্রতিযোধী রথ দ্বারা তথা হইতে সমরস্থলে ... করিলেন। তথায় পুনরায় সুদারুণ সংগ্রাম প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। ভয়-শূন্য কুরু পাণ্ডবেরা পুন-র্ব্বার তথায় সমাগত হইয়াছিলেন। ভীমসেন-প্রমুখ পাণ্ডবগণ এবং কর্ণ-প্রমুখ অস্মৎ পক্ষীয়গণ, উভয় পক্ষেরই পুনর্ব্বার সমাগম হইয়াছিল। হে নৃপসত্তম! যমরাজের রাজ্যপুষ্টি নিমিত্তে পুনরায় কর্ণের ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কুরু পাণ্ডব সৈন্য-গণ পরস্পর পরস্পরের জিঘাংসা-পরবশ হইয়া অবিলম্বে ধনুর্ব্বাণ পরিঘ অসি পট্টিশ তোমর মুষল ভুষুণ্ডী শক্তি খড়্গ পরশু গদা প্রাস শাণিত কুন্ত ভিন্দিপাল অঙ্কুশ-প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া সমর-ভূমিতে অবতীর্ণ হইল। সৈন্যদল রথ-চক্র শব্দে ধরাতল এবং বাণ ও ধনুষ্টঙ্কার নিনাদে গগণ-মণ্ডল ও দিগ্বিদিক্ সকল প্রতিনাদিত করত বিপক্ষ-বলের অভিমুখে ধাবমান হইল। কলহ-সাগর সন্ত-রণেচ্ছু বীরগণ উক্ত সুমহৎ শব্দ শ্রবণে সংহৃষ্ট হইয়া বীরগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগি-লেন। জ্যা-শব্দ, তলত্র-নিনাদ, ধনুষ্টঙ্কার, কুঞ্জর-যূথের বৃংহিত এবং আক্রমণকারী পদাতিক-সৈন্য-সকলের চীৎকার শব্দ একত্র হইয়া এক সুমহান্ তুমুল-ধ্বনি উত্থিত করিল। সৈনিকগণ সেই সমর-স্থলে শূর-সকলের সিংহনাদ ও বিবিধ বাণ শব্দ শ্রবণে কেহ অতিশয় ত্রস্ত, কেহ পতিত, কেহ বা ম্লান হইতে লাগিল। বীরবর মহারথ কর্ণ সেই নিনাদকারী শস্ত্র বর্ষুক ভূরি ভূরি বিপক্ষ-সৈনাকে শর বর্ষণ-দ্বারা প্রমথিত করিতে লাগিলেন। তিনি শরনিকর-সহকারে পাঞ্চাল-দেশীয় পঞ্চ বীরকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন এবং অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত পঞ্চ দশ রথ ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। বীরবর কর্ণ সমর-ভূমি-মধ্যে এইরূপে নিজ বিক্রম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে, পাণ্ডব-পক্ষীয় যোধ-প্রধান অস্ত্রপ্রয়োগ-কুশল মহাবীরগণ শরজালে গগণতল আচ্ছন্ন করত তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিলেন। অনন্তর যূথপতি মাতঙ্গ যেমন সারসাদি জলচর-বিহঙ্গ-কুলাকীর্ণ পুষ্করিণীকে দলন করে, সেইরূপ কর্ণ শায়ক-সমূহ বর্ষণ-দ্বারা বিপক্ষ-সেনা বিলোড়ন করত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং উৎকৃষ্ট শরাসন সঞ্চালন করিতে করিতে নিশিত শায়ক-দ্বারা বিপক্ষ বল-সকলের মস্তক উৎপাটন-পূর্ব্বক পৃথিবীতলে পাতিত করিতে লাগিলেন। যোধগণের চর্ম্ম ও বর্ম্ম সকল তদীয় শরের দ্বিতীয় সংস্পর্শ আর সহ্য করে নাই, একাঘাতেই সংছিন্ন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইতে থাকিল। কশা-দ্বারা যেমন ঘোটক সকলকে আঘাত করে, সেইরূপ কর্ণ শরাসন-মৌর্বী-বিক্ষিপ্ত, কবচ দেহ ও প্রাণের সংহারক শর-সমূহ-দ্বারা জ্যা-ঘাতাবরণ-প্রদেশে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং সিংহ যেমন মৃগগণকে নিষ্পীড়িত করে, সেইরূপ শর-পথবর্ত্তী পাণ্ডু সৃঞ্জয় ও পাঞ্চাল-সৈন্যদিগকে নিরতিশয় বিমর্দ্দিত করিতে থাকিলেন।

হে আর্য্য! অনন্তর পাঞ্চালরাজ, তদীয় পুত্রগণ, নকুল, সহদেব ও সাত্যকি, একযোগ হইয়া কর্ণের প্রতি ধাবিত হইলেন। এইরূপে কুরু পা... ও পাণ্ডব-সৈন্য যুদ্ধব্যায়ামে প্রবৃত্ত হইলে সুস... কবচধারী, শিরস্ত্রাণ-ভূষিত, মহাবল-সম্পন্ন যো... সমরে প্রিয় প্রাণ বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক অতিমাত্র প্রথ... গর্জ্জন, পরস্পর আহ্বান ও বহুতর সগর্ব্ব-বচন ...

Digitized by Google

টন করত উত্থাপিত যমদণ্ড-সদৃশ গদা মুষল পরিঘ-প্রভৃতি প্রহরণ-সমূহ-দ্বারা পরস্পর আঘাত করিতে লাগিল এবং পরস্পর তাড়িত হওয়ায় কেহ কেহ মস্তিষ্ক-বিরহিত, কেহ কেহ বা নয়ন-বিহীন হইয়া গাত্র-দ্বারা রুধির ক্ষরণ করিতে করিতে ধরাশায়ী হইতে থাকিল। দন্তপূর্ণ রক্তাক্ত দাড়িম-তুল্য মুখ-যুক্ত কোন কোন সৈনিকেরা গতাসু হইয়াও শস্ত্রপূর্ণ থাকায় জীবিতের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। সেই সংগ্রাম-মহাসাগরে নিময় ক্রোধপরীত সৈনিক-গণ-মধ্যে কেহ কেহ পরশু-দ্বারা বিপক্ষবর্গের তক্ষণ, কেহ কেহ পট্টিশ ও অসি-দ্বারা ছেদন, কেহ কেহ শক্তি-দ্বারা ভেদন, কেহ কেহ ভিন্দিপাল-দ্বারা ক্ষেপণ, কেহ কেহ নখর-দ্বারা সংকর্ত্তন, কেহ কেহ বা প্রাস ও তোমর-দ্বারা হনন করিতে থাকিল এবং এইরূপে পরস্পর নিহত, রক্তাক্ত ও গতপ্রাণ হইয়া, ছিন্ন রক্তচন্দন যেমন স্বকীয় সুন্দর রস ক্ষরণ করে, সেইরূপ রক্ত ক্ষরণ করিতে করিতে ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল। রথ-দ্বারা রথ সকল, গজ-দ্বারা গজ-যূথ, যোধগণ-দ্বারা যোদ্ধৃবৃন্দ এবং তুরগ-দ্বারা তুরগ-সমস্ত সহস্র সহস্র সংখ্যায় নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিল। ধ্বজ, ছত্র, করিকর এবং মনুষ্যগণের মস্তক ও হস্ত সকল ক্ষুর ভল্ল ও অর্দ্ধ-চন্দ্র-দ্বারা ছিন্ন হইয়া মহীতলে পতিত হইল। সংগ্রামে যোধগণ বিপক্ষদিগের হয়, হস্তী, রথ ও পদাতি-সকলকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল এবং অশ্ব-বারেরা খুরগণের মস্তক ও মাতঙ্গগণের হস্ত-সমস্ত ছেদন করিতে থাকিল। পদাতিকেরা লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক হস্তী ও রথের উপরে আঘাত করিলে, তৎ সমুদায় ধ্বজ পতাকার সহিত বিশীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল। কেহ হত, কেহ হন্যমান, কেহ বা পতিত, সর্ব্বত্রই এইরূপ দৃষ্ট হইল। পত্তিগণ অশ্বারোহ সৈন্যসকলকে পাইয়া সত্বর নিহত করিল এবং পত্তিরাও অশ্বারোহ সৈন্য-দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিল। নিহত সৈনিকদিগের মুখমণ্ডল মর্দ্দিত-পঙ্কজ-তুল্য এবং গাত্র প্রম্লান মাল্যের ন্যায় শোচনীয় হইল। হে মহারাজ! তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও যোধগণের নিরতিশয় সুরূপ-সম্পন্ন শরীর সকল ক্ষারক্লিন্ন মলিন বসনের ন্যায় অতিমাত্র কুদৃশ্য হইয়াছিল।

সঙ্কুল যুদ্ধে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২১।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! মহামাত্রগণ নরপতি দুর্য্যোধনের অনুজ্ঞাক্রমে দ্রুপদ-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত করিবার বাসনায় ক্রোধান্বিত হইয়া গজারোহণে তদভিমুখে ধাবমান হইল। অনন্তর প্রাচ্য দাক্ষিণাত্য অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্রক মগধ তাম্রলিপ্ত মেকল কোশল মদ্র দশার্ণ নিষধ-প্রভৃতি দেশবাসী গজ-যুদ্ধ-বিশারদ উৎকৃষ্ট যোধগণ সমরে বর্ষণকারী বারিধরের ন্যায়, পাঞ্চাল-বলের প্রতি শর তোমর নারাচ-প্রভৃতি বর্ষণ করিতে লাগিল। ধৃষ্টদ্যুম্ন পার্ষ্ণি অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্কুশ-দ্বারা প্রেরিত অতিমাত্র মর্দ্দনাভিলাষী সেই দ্বিরদগণকে বাণ ও নারাচ বর্ষণে আচ্ছন্ন করিলেন। হে ভরত-নন্দন! তিনি শৈল-সন্নিভ মাতঙ্গগণের প্রত্যেককে দশ অষ্ট বা ষট্-সংখ্যক শাণিত শায়ক দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। ঘন-তর-ঘনমণ্ডল যেমন দিবাকরকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ দ্বিরদ-যূথ ধৃষ্টদ্যুম্নকে আবৃত করিলে, পাণ্ডু পাঞ্চাল সৈন্যগণ তাঁহার সাহায্যার্থে ঘোরতর সিংহনাদ করত শাণিত শস্ত্র-হস্তে প্রস্থিত হইল এবং মৌর্ব্বী-রূপ বীণাধ্বনি ও করতল-তালধ্বনি-বিশিষ্ট বীর-সমুচিত নৃত্য করিতে করিতে বারণগণের উপরি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। মেঘ সকল যেমন পর্ব্বতোপরি বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ বীর্য্য-সম্পন্ন নকুল সহদেব দ্রৌপদী-পুত্রগণ প্রভদ্রকগণ সাত্যকি শিখণ্ডী চেকিতান-প্রভৃতি বীরবর্গ চতুর্দ্দিকে শর নিক্ষেপ করিতে থাকিলেন। এদিকে ম্লেচ্ছগণ-প্রেরিত সেই অতিক্রোধান্বিত গজ সকল অশ্ব রথ নরগণকে শুণ্ড ও পদ-দ্বারা আক্রমণ-পূর্ব্বক বিম-

Digitized by Google

র্দ্দিত এবং দন্তাগ্র-দ্বারা দেহ ভেদ-পূর্ব্বক অত্যন্ত বল-সহকারে ধরাতলে নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। কোন কোন ভয়ানক সৈনিক গজ-দন্তে সংলগ্ন হইয়া নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বেই প্রাণ বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক পতিত হইল।

অনন্তর সাত্যকি খরতর নারাচ-দ্বারা স্বীয় সম্মুখ-বর্ত্তী বঙ্গরাজের মাতঙ্গের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিয়া তাহাকে ধরাতলে পাতিত করিলেন। বঙ্গরাজ নিজ শরীরে প্রহার না হয়, এইরূপ কৌশলে মাতঙ্গ হইতে উৎপতিত হইবার মানসে শরীর অবনত করিতেছেন, এমন সময়ে সাত্যকি নারাচ-দ্বারা তাঁহারও হৃদয় ভেদ করিলেন। বঙ্গরাজ তৎক্ষণাৎ ধরা-শায়ী হইলেন। পুণ্ড্ররাজের কুঞ্জর সচল অচলের ন্যায় অভিমুখাগত হইতে থাকিলে সহদেব প্রযত্ন-নিক্ষিপ্ত নারাচ-ত্রয়-সহকারে তাহারে আঘাত করিলেন এবং তাহার ধ্বজ, পতাকা, বর্ম্ম, সারথি ও জীবন বিনষ্ট করিয়া অঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। পরন্তু নকুল সহদেবকে নিবারণ করিয়া যমদণ্ড-সদৃশ তিনটি নারাচ-দ্বারা অঙ্গরাজকে এবং এক শত নারাচ-দ্বারা তদীয় মাতঙ্গকে নিপীড়িত করিলেন। অঙ্গরাজও নকুলের প্রতি দিবাকর-কর-সম-সমুজ্জ্বল অষ্ট শত তোমর নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু পাণ্ডুনন্দন নকুল তৎসমুদায়ের প্রত্যেককে তিন তিন খণ্ডে ছিন্ন করিয়া অর্দ্ধচন্দ্র-দ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ম্লেচ্ছরাজ নিহত হইয়া আপনার সেই কুঞ্জরের সহিত মহীতলে পতিত হইলেন। অনন্তর হস্তি-শিক্ষা-বিশারদ অঙ্গ-পুত্র নিহত হইলে অঙ্গদেশীয় মহামাত্রগণ ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলকে বিমর্দ্দিত করিবার আশয়ে শোভন-মুখ-বিশিষ্ট, কম্পিত-পতাকান্বিত স্বর্ণময় কক্ষা ও বর্ম্ম-দ্বারা সমলঙ্কৃত, প্রদীপ্ত শৈল-সন্নিভ কুঞ্জর-নিকর সমভিব্যাহারে তাঁহার প্রতি সত্বর ধাবমান হইল। তৎকালে মেকল, উৎকল, কলিঙ্গ, নিষধ, তামলিপ্ত-প্রভৃতি দেশবাসী সৈনিকেরাও শক্র-সংহারে সমুৎসুক হইয়া বিবিধ শায়ক ও তোমর সকল বর্ষণ করিতে লাগিল। গগণমণ্ডলে ঘনতর ঘনঘটা যেমন সূর্য্যমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ উক্ত সৈন্যগণ শরজালে পাণ্ডুনন্দন নকুলকে আ-বৃত করিলে, পাণ্ডু, পাঞ্চাল ও সোমকেরা অতি-মাত্র কোপাবিষ্ট হইয়া সংগ্রাম-ভূমি-মধ্যে অবতীর্ণ হইল। অনন্তর গজারোহী যোধবৃন্দের সহিত সহস্র সহস্র শর ও তোমর বর্ষণকারী রথিগণের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। নারাচ-নিচয়ে অতিশয় বিদ্ধ হওয়ায় মাতঙ্গগণের কুম্ভ, বিবিধ মর্ম্মস্থান, দন্ত ও ভূষণ সমুদয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সহদেব সেই গজবৃন্দ-মধ্যে অষ্ট-সংখ্যক মহানাগকে চতুঃ-ষষ্টি-সংখ্য সুতীক্ষ্ণ শায়ক-দ্বারা আঘাত করিলে, তাহারা হস্তিপকের সহিত অবিলম্বে ধরা-শায়ী হইল। কুলনন্দন নকুলও প্রযত্ন-সহকারে উত্তম শরাসনে জ্যারোপণ-পূর্ব্বক বেগগামী নারাচ-সমূহ-দ্বারা বিপক্ষ-কুঞ্জর-পুঞ্জের ধ্বংস করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, দ্রৌপদী-পুত্রগণ ও প্রভদ্রকগণ গজরাজগণের উপরি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন; সুতরাং শক্রদিগের মাতঙ্গ-রূপ পর্ব্বত সকল পাণ্ডু-যোধরূপ বারিধরের বাণ-রূপ বর্ষণ-দ্বারা নিহত হইয়া, বজ্রবর্ষণে ভূধর-নিকরের ন্যায়, ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। হে মহা-রাজ! পাণ্ডবদিগের রথী ও গজারোহী সৈন্যগণ এইরূপে ভবদীয় গজ সকলের সংহার করিয়া দেখিল, কুরু-পক্ষীয় সেনা সকল ভিন্নকূলা নদীর ন্যায় অতিবেগে পলায়ন করিতেছে। যুধিষ্ঠিরের সৈনিকেরা ঐ কুরুসৈন্যকে বিমর্দ্দিত ও বিক্ষোভিত করিয়া পরিশেষে কর্ণের প্রতি আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল।

সঙ্কুল-যুদ্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২২।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সহদেব ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপে কুরুবাহিনী দহন করিতে থাকিলে, দুঃশা-

সন তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। রণাঙ্গনস্থ মহারথগণ ঐ উভয় ভ্রাতাকে মহাসমরে সমবেত দেখিয়া ঘোরতর সিংহনাদ ও উত্তরীয় বসন কম্পন করিতে লাগিলেন। হে ভারত! অনন্তর দুঃশাসন ক্রোধাসক্ত হইয়া ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক শায়ক-ত্রয়ে বলশালী সহদেবের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। পরে সহদেব দুঃশাসনকে নারাচ-দ্বারা একবার বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সপ্ততি শরে এবং তদীয় সারথিকে শরত্রয়ে বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর সেই মহাসংগ্রামে দুঃশাসন পাণ্ডুনন্দনের শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক তাঁহার বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থলের উপরি ত্রিসপ্ততি শর নিক্ষেপ করিলে, সহদেব নিরতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া খড়্গ গ্রহণ-পূর্ব্বক ঘূর্ণায়মান করত দুঃশাসনের রথের প্রতি দ্রুতবেগে নিক্ষিপ্ত করিলেন। সেই মহান্ অসি দুঃশাসনের ধনুর্গুণ ও বাণ-সহ শরাসন ছেদন করিয়া যৎকালে ভূমিতলে পতিত হয়, তখন বোধ হইল, যেন আকাশ হইতে বিচ্যুত মহাসর্প ধরাতলে পড়িতে লাগিল। অনন্তর প্রতাপবান্ সহদেব অপর এক শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক দুঃশাসনকে লক্ষ্য করিয়া একটা সাংঘাতিক শর নিক্ষেপ করিলেন। বীর্য্যবান্ দুঃশাসন সেই যমদণ্ড-সদৃশ প্রভাশালী শায়ককে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া শিতধার খড়্গ-দ্বারা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর সেই শাণিত খড়্গখানা সহদেবের প্রতি সত্বর নিক্ষিপ্ত করিয়া ধনুঃশর গ্রহণ করিলেন। সহদেব সহসা সমুপাগত সেই খড়্গকে শাণিত শায়ক-দ্বারা অবলীলাক্রমে সমর-ভূতলে পাতিত করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর দুঃশাসন মহারণে সহদেবের রথ লক্ষ্য করিয়া অবিলম্বে চতুঃষষ্টি বাণ নিক্ষিপ্ত করিলেন। সহদেব বেগে সমাপতিত সেই বহু-সংখ্য শর-সমুদায়ের প্রত্যেককে পঞ্চ পঞ্চ বাণ-দ্বারা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে রাজন্! সমর-স্থলে আপনকার পুত্রের প্রেরিত শর সমস্ত নিবারিত করিবার পর পাণ্ডুনন্দন তাঁহার প্রতি অনেকানেক বাণ বর্ষণ করিলেন। দুঃশাসনও সেই সকল শরের প্রত্যেককে তিন তিন শরে ছেদন করিয়া এরূপ ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন যে, তদ্দারা মেদিনীমণ্ডল নিনাদিত হইল। মহারাজ! অনন্তর দুঃশাসন মাদ্রীনন্দনকে শর-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথির প্রতি নব বাণ প্রেরণ করিলে, প্রতাপবান্ সহদেব ক্রোধান্বিত হইয়া বল-পূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করত তাহাতে কালান্তক-যমোপম ঘোরতর একটা শর যোজনা করিয়া দুঃশাসনের প্রতি নিক্ষিপ্ত করিলেন। সেই শর অতিবেগে আসিয়া দুঃশাসনের বিশাল বর্ম্মভেদ-পূর্ব্বক তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া, ভুজঙ্গ যেমন বল্মীক-মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ পৃথিবী-মধ্যে প্রবেশ করিল। হে রাজন্! সহদেবের শরাঘাতে আপনকার সেই মহারথ পুত্র মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। সারথি তাঁহারে মূর্চ্ছান্বিত দেখিয়া এবং নিশিত শর-সমূহে আহত হওয়ায় অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইয়া সত্বর রথ লইয়া প্রস্থান করিল। পাণ্ডু-নন্দন এইরূপে সংগ্রামে দুঃশাসনকে পরাজিত করিয়া দুর্য্যোধনের সৈন্য নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক তাহাকে সর্ব্ব দিকে প্রমথিত করিতে লাগিলেন। হে ভরত-নন্দন মহারাজ! মনুষ্য যেমন রোষ-পরবশ হইয়া পিপীলিকাপুট মর্দ্দন করে, সহদেব কৌরবী সেনাকে সেইরূপ বিমর্দ্দিত করিয়াছিলেন।

সহদেব দুঃশাসন-যুদ্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৩।



সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সমরোৎসুক নকুল সহসা সংগ্রাম-স্থলে অবতীর্ণ হইয়া কৌরব-সৈন্য বিমর্দ্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সূর্য্যনন্দন কর্ণ তাঁহারে রোষভরে নিবারিত করিলেন। তখন নকুল হাস্য করিতে করিতে কর্ণকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হা পাপাত্মন্! তুমি যখন আমার নেত্রপথে পতিত হইলে, তখন বোধ হইতেছে, দেবতারা বহুকালের

Digitized by Google

পর আমার প্রতি সৌম্য-নয়নে অবলোকন করিলেন। রে দুরাত্মন্! তুমিই এই সমুদয় অনর্থ, বৈর ও কলহের মূল কারণ; তোমারই দোষে কৌরবেরা পরস্পর সমর করিয়া ক্রমে ক্রমে হীনবল হইতেছে; অতএব অদ্য আমি তোমাকে সংগ্রামে সংহার করিয়া বিজ্বর ও কৃতার্থ হইব। নকুল এইরূপ কহিলে সূতনন্দন কর্ণ, রাজপুত্রের বিশেষত ধনুর্দ্ধারীর উপযুক্ত এই প্রত্যুত্তর করিলেন, হে বীর! তুমি আমারে প্রহার কর, আমরা তোমার কতদূর পৌরুষ দেখি। হে শূর! অগ্রে সংগ্রামে শূরোচিত কর্ম্ম করিয়া পরে বাগাড়ম্বর করিও। হে তাত! শূরগণ সমরে কোন কথা না কহিয়া যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া থাকেন; অতএব তুমিও নিজ সাধ্যানুসারে আমার সহিত যুদ্ধ কর, আমি তোমার সমস্ত দর্প চূর্ণ করিব।

হে ভারত! কর্ণ এই কথা বলিয়া পাণ্ডুতনয় নকুলের প্রতি শীঘ্র প্রহারে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারে ত্রিসপ্ততি শায়ক-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। নকুল সূতপুত্রের শায়ক-দ্বারা বিদ্ধ হইয়া আশীবিষ-সদৃশ অশীতি বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিলে, মহাধনুর্দ্ধর সূতনন্দন স্বর্ণপুঙ্খ সুতীক্ষ্ণ ত্রিংশৎ শায়ক-দ্বারা নকুলের ধনুশ্ছেদন-পূর্ব্বক তাঁহাকে নিরতিশয় পীড়িত করিলেন। আশীবিষ ভুজঙ্গগণ যেমন পৃথিবী ভেদ করিয়া সলিল পান করে, সেইরূপ কর্ণ-নিক্ষিপ্ত শিলীমুখ সকল নকুলের কবচ ভেদ করিয়া তদীয় শরীরস্থ শোণিত পান করিল। হে মহারাজ! অনন্তর বৈরি-বিঘাতক নকুল নিরতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া সুবর্ণপৃষ্ঠ অপর এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক বিংশতি বাণ সন্ধান-দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন এবং শরত্রয়ে সারথিকে বিদ্ধ করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রাস্ত্র-দ্বারা কর্ণের ধনুশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সর্ব্বলোক-প্রধান মহারথ কর্ণ ছিন্নধন্বা হইলে, বীরবর মাদ্রীনন্দন হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে তিন শত শায়ক-দ্বারা আঘাত করিলেন। হে আর্য্য! ঋষিগণ ও দেবতা সকল মহারথ কর্ণকে নকুল-কর্ত্তৃক প্রপীড়িত দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর সূর্য্যনন্দন কর্ণ অপর এক কার্ম্মুক গ্রহণ-পূর্ব্বক পঞ্চ শর সন্ধান করিয়া তখন নকুলের স্কন্ধ-সন্ধিস্থলে অর্পণ করিলেন। ভগবান্ প্রভাকর ভুবন-মধ্যে প্রভা বিকীর্ণ করত যেমন স্বীয় রশ্মিজাল-দ্বারা সুশোভিত হন, মাদ্রীতনয় স্কন্ধস্থিত শায়ক-দ্বারা তদ্রূপ শোভা-ভাজন হইলেন। হে আর্য্য! অনন্তর নকুল সপ্ত শায়ক-দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার শরাসন ও ধনুষ্কোটি ছেদন করিলেন। কর্ণ সংগ্রাম-স্থলে অন্য এক অতিশয় বেগ-বিশিষ্ট শরাসন গ্রহণ করিয়া বাণ বর্ষণ-দ্বারা নকুলের চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিলেন। মহারথ মাদ্রী-নন্দন সহসা কর্ণচাপচ্যুত শায়ক-দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া বাণ বর্ষণ-দ্বারা অবিলম্বে সেই সকল শায়ক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! এইরূপে উভয়ে বাণ বর্ষণ করিতে থাকিলে, গগণমণ্ডলে কেবল বিস্তৃত বাণময় জাল দৃষ্ট হইতে লাগিল। খদ্যোত বা শলভপুঞ্জ উড্ডীন হইলে আকাশমণ্ডল যেরূপ আচ্ছন্ন হয়, তাঁহাদিগের শরাসন-বিচ্যুত শায়ক-সমূহ-দ্বারা সেইরূপ আচ্ছাদিত হইল। অনুক্ষণ পতনশীল সেই শ্রেণীকৃত স্বর্ণময় শায়ক সকল ক্রৌঞ্চ-শ্রেণীর ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল। তৎকালে নভোমণ্ডল বাণজালে আবৃত ও দিবাকর আচ্ছাদিত হইলে, আকাশমণ্ডলস্থ বিহঙ্গ-প্রভৃতি কোন জীবই ভূমিতলে পতিত হইতে সমর্থ হইল না। শর-সমূহ-দ্বারা আকাশ-পথ সর্ব্বত্র রুদ্ধ হইলে, সেই মহাত্ম-দ্বয় প্রলয়-কাল-সমুদিত ভাস্কর-যুগলের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিলেন।

হে রাজেন্দ্র! যেমন সোমক-সৈন্যগণ কর্ণচাপচ্যুত শায়কাঘাতে অতিমাত্র পীড়িত ও বেদনার্ত্ত হইয়া পলায়নপরায়ণ হইল, সেইরূপ আপনকার সৈনিকেরাও নকুলের বাণে বধ্যমান হইয়া পবন-প্রেরিত জলদাবলির ন্যায় দিকে দিকে পলায়ন করিতে

লাগিল। উভয় বীরের দিব্য মহাশর-নিকরে নিরন্তর তাড়িত হওয়ায় উভয় সৈন্যই শর-পতনস্থান অতিক্রম করিয়া দর্শকের ন্যায় দূরপ্রদেশে অবস্থিতি করিল। এইরূপে নকুল ও কর্ণের শরপাতে লোক সকল স্থানান্তরিত হইলে, সেই মহাত্মারা বাণ বর্ষণ-দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং সংগ্রামে উভয়ে উভয়ের সংহারে সমুৎসুক হইয়া সহসা দিব্যাস্ত্র-সমূহ সন্ধান-দ্বারা পরস্পরের শরীর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! সেই তুমুল সংগ্রাম সময়ে নকুলের শরাসন-মুক্ত কঙ্কপত্র-বিভূষিত শায়ক সকল যেমন সূতনন্দনকে আচ্ছন্ন করিয়া শূন্যপথে স্থিতি করিল, সেইরূপ সূর্য্য-সুত-প্রেরিত শিলীমুখ-সমুদয়ও পাণ্ডুপুত্রকে আচ্ছাদিত করিয়া আকাশ-মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল। হে ভারত! ঘনতর মেঘমণ্ডলে আচ্ছন্ন হইলে দিবাকর ও নিশাকর যেমন সকলের অদৃশ্য হন, সেইরূপ নকুল ও কর্ণ শরময় গৃহে প্রবেশ করিলে কেহই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল না। অনন্তর কর্ণ ক্রোধভরে সমরে ঘোরতর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শরবৃষ্টি-দ্বারা পুনর্ব্বার পাণ্ডুনন্দনের চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিলেন। মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন নকুল, জলদজালে আচ্ছাদিত ভাস্করের ন্যায়, সূর্য্যসুতের শর-সমূহে অতিশয় আচ্ছাদিত হইয়াও কিঞ্চিন্মাত্র ব্যথিত হইলেন না। হে আর্য্য! অনন্তর অধিরথ-তনয় হাস্য করিয়া সমরে শত শত ও সহস্র সহস্র শায়ক নিক্ষেপ করিলেন। সেই মহাত্মার বাণ বর্ষণে সমুদয় স্থান একচ্ছায় হইয়া উঠিল।— নিরন্তর পতনশীল শরোত্তম-সমূহ-দ্বারা যেন মেঘের ছায়া উৎপন্ন হইল। মহারাজ! অনন্তর কর্ণ অবলীলাক্রমে মহাত্মা নকুলের ধনুর্গুণ ছেদন করিয়া সারথিকে রথোপস্থ হইতে পাতিত করিলেন, পরে শাণিত শর-চতুষ্টয়-দ্বারা অশ্বচতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিয়া অচিরাৎ শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন এবং শর-সমূহ সহকারে ক্ষণ-কাল-মধ্যেই সেই দিব্য রথ, পতাকা, চক্ররক্ষক সকল, গদা, খড়্গ, শত চন্দ্র-চিত্রিত চর্ম্ম ও সমরোপযোগী সমুদয় সামগ্রী তিল তিল পরিমাণে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। হে মনুজেশ্বর! অনন্তর নকুল হতাশ্ব, বিরথ ও বর্ম্ম-বিহীন হইয়া অবিলম্বে রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক লৌহময় যষ্টি লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার সেই মহাঘোর পরিঘাস্ত্র উত্থাপিত হইলে সূতনন্দন ভার-সাধন শাণিত শায়ক-সমূহ-দ্বারা তাহার সংহার করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে নকুলকে আয়ুধ-বিহীন লক্ষ্য করিয়া কর্ণ সন্নতপর্ব্ব বহু-সংখ্য শর-দ্বারা তাঁহারে আঘাত করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে সম্যক্ রূপে পীড়িত করিতে পারিলেন না। মহারাজ! অনন্তর নকুল অধিকতর বলশালী যুদ্ধ-বিশারদ সূর্য্যসুতের নিরন্তর শর বর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া সহসা অতিশয় ব্যাকুল হইলেন এবং সমর-ভূমি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়নে যত্ন করিতে লাগিলেন। হে ভারত! তখন রাধানন্দন তাঁহার পশ্চাতে ধাবমান হইয়া পুনঃপুন হাস্য কর[illegible]ত তদীয় কণ্ঠদেশে জ্যা-যুক্ত শরাসন সমর্পণ করিলে[illegible]ন। সেই বিশাল শরাসন মাদ্রীতনয়ের কণ্ঠাসক্ত [illegible]ইলে, তিনি গগন-মণ্ডল-বিহারী পরিবেশ-প্রাপ্ত চ[illegible]মা অথবা ইন্দ্র-চাপ-পরিবৃত শ্যামল জলধরের [illegible]ন্যায় সুশোভিত হইলেন। অনন্তর কর্ণ তাঁহারে ক[illegible]লেন, "পাণ্ডব! তুমি কেবল অনর্থক বাগাড়ম্বর ক[illegible]ছিলে, সম্প্রতি বারংবার বধ্যমান হইয়া পুনরায় [illegible]ফুল্ল-চিত্তে সেই কথা বল। হে তাত! তুমি অধিক[illegible]র বলবীর্য্যশালী কৌরব-সেনানীদিগের সহিত সং[illegible]ম করিও না; সমকক্ষ ব্যক্তিগণের সহিত যুদ্ধ[illegible]করাই তোমার বিহিত হয়; অতএব এ বিষয়ে [illegible]জ্জিত হইও না। হে মাদ্রী-তনয়! এক্ষণে গৃহে [illegible]ন কিম্বা যেখানে কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় আছেন, [illegible]ই স্থানে যাও।" হে মহারাজ! শৌর্য্যসম্পন্ন ধর্ম্ম[illegible]র্ণ তৎকালে তাঁহারে এইরূপ কহিয়া পরিত[illegible]গ করিলেন। ঐ সময়ে নকুল তাঁহার বধ্যতা[illegible]প্র হইয়াছিলেন,

তথাপি তিনি তাঁহারে বিনষ্ট করিলেন না; কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। হে রাজন্! নকুল মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ-কর্তৃক প্রথমে প্রতাপিত পশ্চাৎ পরিত্যক্ত হইয়া লজ্জানম্র-মুখে যুধিষ্ঠিরের রথের দিকে গমন করিলেন এবং অতিশয় দুঃখ ও সন্তাপভরে কলস-স্থিত ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে রথোপরি আরোহণ করিলেন। কর্ণও তাঁহারে পরাজিত করিবার পর সত্বর হইয়া বৃহৎপতাকান্বিত শশধর-তুল্য-ধবলাশ্ব-যুক্ত রথারোহণে পাঞ্চাল-সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন।

মহারাজ! সেনাপতি কর্ণকে পাঞ্চাল মহারথগণের অভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া পাণ্ডব-সৈন্য-মধ্যে মহাকোলাহল উত্থিত হইল। দিনকর গগনমণ্ডলের মধ্যভাগ প্রাপ্ত হইলে, প্রভাব-সম্পন্ন সূত-নন্দন সমর-ভূমিতে চক্রের ন্যায় বিচরণ করত তথায় মহান্ বিধ্বংস আরম্ভ করিলেন। আমরা দেখিলাম, পাঞ্চালদিগের রথি-সমূহ বিকলাঙ্গ রথ সমস্ত-দ্বারা নীয়মান হইতেছিল। ঐ সকল রথের মধ্যে কতকগুলির চক্র, কতকগুলির বা অক্ষ ভগ্ন হইয়াছে; কতকগুলির ধ্বজ পতাকা ছিন্ন হইয়াছে; কতকগুলির অশ্ব আহত হইয়াছে এবং কতকগুলির সারথি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অপিচ কুঞ্জরগণ মহারণ্য-মধ্যে দাবানলে দগ্ধদেহ হইলে যেরূপ কাতর হইয়া বেড়ায়, সেই প্রকার ভয়ব্যাকুল হইয়া রণভূমির ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। হে আর্য্য! তন্মধ্যে কোন কোন মাতঙ্গের কুম্ভ বিদীর্ণ হওয়াতে রুধির-দ্বারা সমুদয় শরীর প্লাবিত হইয়াছে; কাহার শুণ্ড ছিন্ন হইয়াছে; কাহার বা গাত্রাবরণ ও পুচ্ছ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। মহাত্মা কর্ণের আঘাতে তৎসমুদয় ছিন্ন ভিন্ন মেঘের ন্যায় ধরাতলে পতিত রহিয়াছে। অপর বারণগণ কর্ণের শর তোমর প্রহারে ত্রাসিত হইয়া, শলভ সকল যেমন প্রদীপ্ত হুতাশনের অভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ সূতপুত্রের সম্মুখে যাইতে লাগিল। দেখিলাম, যেমন মেঘ হইতে বারি পতন হয়, সেইরূপ কোন কোন প্রকাণ্ডকায় শব্দায়মান দ্বিরদের সর্ব্ব শরীর হইতে শোণিত-ক্ষরণ হইতেছে; সমর-শোভিত শৌর্য্য-সম্পন্ন সাদি-সমস্ত নিহত হওয়ায় উত্তম উত্তম তুরঙ্গমগণ আভরণ-শূন্য হইয়া রণভূমির চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে; তাহাদের বক্ষস্থলাচ্ছাদন, পুচ্ছবন্ধ, কাংস্য রৌপ্য ও সুবর্ণময় ভূষণ, বল্গা, চামর, কুথ ও তূণীর সমস্ত ইতস্তত পতিত রহিয়াছে। হে ভারত! দেখিলাম, কবচ ও উষ্ণীষধারী অশ্ববার সৈন্য সকল প্রাস, খড়্গ ও ঋষ্টি প্রহারে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে; তন্মধ্যে কেহ কেহ নিহত, কেহ কেহ বধ্যমান, কেহ কেহ কম্পায়মান, কেহ কেহ বা নানা অঙ্গ ও অবয়ব-বিহীন হইয়া নানা স্থানে পতিত আছে। রথি সকল নিহত হইলে বেগগামী হয়গণ হেম-পরিষ্কৃত শূন্য রথ সমুদয় লইয়া দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিতেছে। সেই রথ সকলের মধ্যে কাহার অক্ষ, কুবর ও চক্র ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, কাহার ধ্বজপতাকা অপগত হইয়াছে, কাহার বা ঈষাদণ্ড ও বন্ধুর ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মহারাজ! দেখিলাম, কর্ণ-শর-সন্তপ্ত রথিগণ রথবিহীন হইয়া রঙ্গভূমি-মধ্যে ধাবমান হইতেছে; অপরে নিহত হইয়া পতিত আছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশস্ত্র, কেহ কেহ বা সশস্ত্রই রহিয়াছে। তারকাজাল-সমাচ্ছাদিত, উৎকৃষ্ট ঘণ্টাবলি-বিভূষিত ও নানা-বর্ণবিচিত্রিত পতাকা-সমূহে সমলঙ্কৃত বারণগণ সর্ব্ব দিকে ধাবমান হইতেছে। কর্ণ-শরাসন-বিমুক্ত শায়ক-সমূহ-দ্বারা বিচ্ছিন্ন বাহু, মস্তক, উরু ও অন্যান্য অবয়ব সর্ব্বত্র সমাকীর্ণ রহিয়াছে। শাণিত শায়ক-সহকারে সমর-ব্যাপারে প্রবৃত্ত, কর্ণশরাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন যোধগণের ঘোরতর ক্ষোভাতিশয় উপস্থিত হইল। আসন্ন-মৃত্যু পতঙ্গ সকল যেমন পাবকের অভিমুখে ধাবিত হয়, তদ্রূপ সেই সকল সৃঞ্জয়-সৈন্য সূতনন্দন-কর্তৃক বধ্যমান হইয়া

Digitized by Google

তাঁহারই অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সেই যুগান্ত-কালীন হুতাশন-সদৃশ মহারথ কর্ণ সৈন্য-সমূহ দহন করিতে থাকিলে, ক্ষত্রিয় সকল তাঁহাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়নে প্রযত্ন-পর হইল। পাঞ্চালদিগের হতাবশিষ্ট যে সমস্ত মহারথ বীরগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল, মহাবল-সম্পন্ন বীর্য্যবান্ তেজস্বী সূতনন্দন সেই ছিন্নবর্ম্মা ধ্বজ-শূন্য প্রভগ্ন সৈন্য সকলকে শর-নিকরে সমাকীর্ণ করত তাহাদের পৃষ্ঠদেশে ধাবমান হইলেন এবং মধ্যাহ্ন-কালীন প্রভাকর যেমন প্রাণিগণকে তাপিত করেন, সেইরূপ বাণজালে তাহাদিগকে তাপিত করিলেন।

কর্ণ-পরাক্রমে চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যুযুৎসু আপনকার পুত্রের মহবল বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন দেখিয়া, উলূক দ্রুতবেগে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং "স্থির হও, স্থির হও" এই কথা বলিতে লাগিলেন। অনন্তর যুযুৎসু, মহাশৈলোপরি বজ্রপাতের ন্যায়, উলূকের উপরি এক শিতধার শায়ক নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে উলূকও ক্রোধান্বিত হইয়া সমরে ক্ষুরপ্রাস্ত্র-দ্বারা আপনকার পুত্রের ধনুশ্ছেদন-পূর্ব্বক তাঁহাকে কর্ণি-দ্বারা তাড়িত করিলেন। হে ভরতর্ষভ! যুযুৎসু ক্রোধে আরক্ত-লোচন হইয়া সেই ছিন্নধনু পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্য এক সমধিক-বেগশালী বিশাল শরাসন গ্রহণ করিয়া উলূককে ষষ্টি শায়ক-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার সারথির প্রতি শর-ত্রয় নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে শরাঘাতে জর্জ্জরিত করিলেন। উলূকও সমরে ক্রুদ্ধ হইয়া যুযুৎসুকে স্বর্ণ-বিভূষিত বিংশতি বাণ-দ্বারা বিদ্ধ করিয়া, তাঁহার কাঞ্চনময় রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে রাজন্! যষ্টি ছিন্ন হওয়ায় সেই সুবর্ণময় মহাধ্বজ স্খলিত হইয়া যুযুৎসুর সম্মুখে পতিত হইল। কাঞ্চন-ধ্বজ ছিন্ন হইল দেখিয়া, যুযুৎসু ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া উলূকের বক্ষঃস্থলে পঞ্চ শায়ক-দ্বারা আঘাত করিলেন। হে ভরতসত্তম! উলূক সংগ্রামে তৈল-মার্জ্জিত ভল্ল-দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন, চতুর্ব্বাণে অশ্ব-চতুষ্টয় বিনষ্ট করিলেন এবং অপর এক বাণে তাঁহাকেও বিদ্ধ করিলেন। যুযুৎসু উক্ত বলিষ্ঠ-কর্ত্তৃক অতিশয় বিদ্ধ হইয়া অন্য রথের দিকে পলায়ন করিলেন। হে রাজন্! উলূক এইরূপে তাঁহাকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়া পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়-সৈন্যগণকে শাণিত শর বর্ষণ-দ্বারা নিহত করত সত্বর ধাবিত হইলেন।

হে মহারাজ! এ দিকে আপনকার পুত্র শ্রুতকর্ম্মা নির্ভয়-চিত্তে নিমেষার্দ্ধ-মধ্যে শতানীকের রথকে অশ্ব ও সারথি-শূন্য করিলেন। মহারথ শতানীক অশ্বহীন রথে অবস্থিতি করত নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আপনকার পুত্রের প্রতি এক গদা নিক্ষেপ করিলেন। হে আর্য্য! সেই গদা সারথি ও অশ্ব সহ রথকে চূর্ণীভূত করিয়া ধরণীকে যেন বিদারিত করত দ্রুতবেগে পতিত হইল। কুরুদিগের কীর্ত্তিবর্দ্ধনকারী সেই বীর-দ্বয় বিরথ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধ হইতে অপগত হইলেন। আপনকার পুত্র সসম্ভ্রমে বিবিংশুর রথে প্রবেশ করিলেন এবং শতানীকও সত্বর হইয়া প্রতিবিন্ধ্যের রথে আরূঢ় হইলেন।

হে ভারত! অনন্তর শকুনি সমধিক কোপাবিষ্ট হইয়া সুশাণিত শর-সমূহ-দ্বারা সুতসোমকে বিদ্ধ করিলেন; পরন্তু পয়ঃপ্রবাহ যেমন পর্ব্বতকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ তিনি তাঁহাকে কম্পিত করিতে পারিলেন না। মহারাজ! সুতসোম পিতার অত্যন্ত শত্রু শকুনিকে দেখিয়া বহু-সহস্র বাণ-দ্বারা আচ্ছন্ন করিলেন। সমরে শীঘ্রাস্ত্র, বিচিত্র-যোধী ও জয়-গর্ব্বিত শকুনি অপর শরনিকর-দ্বারা অবিলম্বে তৎসমুদয় শায়ক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে রাজন্! আপনকার শ্যালক সমরে নিশিত

Digitized by Google

শর বর্ষণ-দ্বারা সেই সমস্ত বাণ নিবারণ করিয়া ক্রোধ-কম্পিত-কলেবরে সুতসোমকে শর-ত্রয়-দ্বারা আঘাত করিলেন এবং তাঁহার অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ তিল তিল পরিমাণে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাহা দেখিয়া সকল লোকে আক্ষেপ-ধ্বনি করিতে লাগিল। হে আর্য্য! ধনুর্দ্ধর সুতসোম হতাশ্ব, বিরথ ও ছিন্ন-কেতন হইয়া উত্তম শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভূমিতলে দণ্ডায়মান হইলেন এবং শিলাশাণিত সুবর্ণপুঙ্খ শায়ক-সমূহ বর্ষণ-দ্বারা আপনকার শ্যালকের সেই রথ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। মহাযশা মহারথ শকুনি শলভ-সমূহ-সম শর-নিকরকে রথ-সমীপে সমাগত দেখিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যথিত হইলেন না, প্রত্যুত স্বীয় শররাজি-দ্বারা তৎসমুদায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। যাহা হউক, সুতসোম পাদচারী থাকিয়াও রথস্থ শকুনির সঙ্গে যে সম্যক্ রূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, তাঁহার সেই অবিশ্বাসযোগ্য অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া রণাঙ্গনস্থ যোধগণ ও আকাশ-মণ্ডলস্থ সিদ্ধগণ, সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। হে রাজন্! শকুনি মহাবেগ-যুক্ত সন্নত-পর্ব্ব তীক্ষ্ণ ভল্ল-নিচয়-দ্বারা সুতসোমের শরাসন ও তূণীর সকল ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সুতসোম ছিন্নধন্বা ও বিরথ হইয়া ইন্দ্রনীলমণি ও নীলপদ্মের বর্ণতুল্য-প্রভাশালী গজদন্তময়-মুষ্টিযুক্ত খড়্গ উত্তোলন-পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধী-সম্পন্ন সুতসোমের সেই নির্ম্মল গগণতল-তুল্য-কান্তি-বিশিষ্ট খড়্গখানি ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিলে, আমি তাঁহাকে সাক্ষাৎ কালদণ্ডের ন্যায় জ্ঞান করিলাম। মহারাজ! সেই সুশিক্ষিত ও বল-সম্পন্ন বীরবর অসিপত্র ধারণ-পূর্ব্বক রণস্থলের সর্ব্ব দিকে সহসা চতুর্দ্দশ প্রকার মণ্ডল-গতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন;—ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আধুত, আপ্লুত, প্লুত-নিঃসৃত, সম্পাত ও সমুদীর্ণ, অনুলোম বিলোম-ভেদে এই চতুর্দ্দশ-বিধ মণ্ডল-গতি প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর বীর্য্যবান্ শকুনি তাঁহার প্রতি বহুতর শর নিক্ষেপ করিলে, তৎসমুদয় পতিত না হইতেই সুতসোম উত্তম খড়্গ-দ্বারা অবিলম্বে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! অনন্তর সুবলাত্মজ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া সুতসোমের প্রতি পুনরায় আশীবিষ-সদৃশ শায়ক-সমূহ নিক্ষেপ করিলেন। গরুড়-তুল্য পরাক্রম-শালী সুতসোম শিক্ষা ও বল-সহকারে সমরে শীঘ্রাস্ত্রতা প্রদর্শন করত সে সকলও খড়্গ-দ্বারা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে রাজন্! সুতসোম তৎকালে মণ্ডলাবর্ত্তনে বিচরণ করিতে থাকিলে, মহাবল শকুনি সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রাস্ত্র-দ্বারা তাঁহার সুন্দর-দীপ্তিশালী খড়্গখানি ছেদন করিলেন। হে ভারত! শোভন-মুষ্টি-বিশিষ্ট সেই সুমহান্ অসি সহসা ছিন্ন হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। তাহার অর্দ্ধভাগ সুতসোমের হস্তে সংলগ্ন রহিল। মহারথ সুতসোম নিজ নিস্ত্রিংশকে ছিন্ন দেখিয়া লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ছয় পদ অগ্রসর হইয়া সেই শেষার্দ্ধ খড়্গ নিক্ষিপ্ত করিলে, তাহা মহাত্মা শকুনির সুবর্ণ ও হীরকে বিভূষিত ধনু ও ধনুর্গুণ ছেদন করিয়া অবিলম্বে ধরাতলে পতিত হইল। অনন্তর সুতসোম শ্রুতকীর্ত্তির বিশাল রথে গমন করিলেন। শকুনিও অপর এক সুদুর্জ্জয় ঘোরতর শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক বহুতর বৈরী বিনষ্ট করত পাণ্ডব-সেনার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। হে রাজন্! তথায় সৌবলকে নির্ভয়ে সমর-স্থলে বিচরণ করিতে দেখিয়া পাণ্ডবী-সেনা-মধ্যে ঘোরতর নিনাদ হইতে লাগিল। সকলে দেখিল, মহাত্মা শকুনি সেই উত্তম-শস্ত্রধারী গর্ব্বপূর্ণ অসংখ্য সৈন্য সকলকে পলায়ন-পরায়ণ করিতেছেন। হে মহারাজ! দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দানব-সৈন্য মর্দ্দন করিয়াছিলেন, সেইরূপ সুবল-নন্দন শকুনি পাণ্ডবী সেনা বিনাশ করিতে লাগিলেন।

শকুনি-সুতসোম-যুদ্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৫॥

Digitized by Google

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহারণ্য-মধ্যে শরভ যেমন গর্ব্বিত সিংহকে সমরে নিবারিত করে, তদ্রূপ কৃপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংগ্রামে নিবারিত করিলেন। হে ভারত! ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই বলিষ্ঠ গৌতম-কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিরুদ্ধ হইয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পাদ নিক্ষেপ করিতেও সমর্থ হইলেন না। রণস্থলে সমাগত লোক সকল কৃপাচার্য্যের রথকে ধৃষ্টদ্যুম্নের রথের প্রতি যাইতে দেখিয়া নিরতিশয় ভীত হইল এবং মনে করিল, অদ্য বুঝি ধৃষ্টদ্যুম্ন কাল-কবলে পতিত হইলেন। রথী ও অশ্ববার-প্রভৃতি সৈন্যগণ বিমনস্ক হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, "এই উদার-বুদ্ধি দিব্যাস্ত্রবেত্তা মহাতেজা নরবর কৃপাচার্য্য, দ্রোণের নিধনে নিশ্চয়ই নিতান্ত ক্রোধাসক্ত হইয়াছেন, অতএব অদ্য ইহাঁর হস্ত হইতে ধৃষ্টদ্যুম্ন পরিত্রাণ পান, এই সমুদয় সৈন্য সুমহৎ ভয় হইতে মুক্ত হয়, এই দ্বিজবর সমর-ভূমিতে সমাগত আমাদিগের সকলকে বিনষ্ট না করেন, তবেই মঙ্গল। ইহাঁর কৃতান্ত-সদৃশ যে প্রকার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বিলোকিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, অদ্য ইনি দ্রোণাচার্য্যের পদবীতে পদার্পণ অর্থাৎ মহামারীর সৃষ্টি করিবেন। বিশিষ্ট অস্ত্র ও বীর্য্যসম্পন্ন কৃপাচার্য্য সংগ্রামে নিয়তই শীঘ্রহস্ত ও বিজয়ী, তাহাতে আবার ক্রোধাক্রান্ত হইয়াছেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নও অদ্য মহাযুদ্ধে বিমুখের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন; সুতরাং আচার্য্য-হস্তে অনেকের প্রাণ-বিয়োগ সম্ভাবনা।" হে মহারাজ! কৃপ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধ-সংঘটন সময়ে ভবদীয় ও শত্রুপক্ষীয় সৈন্য সকলের এবম্বিধ বিবিধ বাক্য শ্রুত হইতে লাগিল। অনন্তর কৃপাচার্য্য ক্রোধে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্নের সমুদয় মর্ম্মস্থানে শর নিক্ষেপ করত তাঁহাকে পীড়িত করিলেন। সমরে মহাত্মা গৌতমের প্রহার প্রাপ্ত হওয়ায় ধৃষ্টদ্যুম্ন মহামোহে আবৃত হইয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারিলেন না। তাহাতে সারথি তাঁহারে কহিল, "হে দ্রুপদতনয়! আপনি কুশলে জীবিত আছেন ত? সংগ্রামে আপনকার এ প্রকার ব্যসন আমি কদাচ নয়নগোচর করি নাই। দ্বিজবর কৃপাচার্য্য আপনকার সমুদয় মর্ম্মস্থান লক্ষ্য করিয়া মর্ম্মভেদী শায়ক সমস্ত নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; পরন্তু দৈবযোগে তৎসমুদায় আপনকার মর্ম্ম-স্থানে নিপতিত হয় নাই। যিনি আপনকার বিক্রম বিহত করিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণকে আমি অবধ্য জ্ঞান করিতেছি, অতএব সাগর হইতে নদীবেগের ন্যায় শীঘ্র রথ নিবর্ত্তিত করি।" হে রাজন্! সারথি এই প্রকার কহিলে পর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহারে ধীরে ধীরে বলিলেন, "তাত! আমার মন মুগ্ধ এবং শরীর ঘর্ম্মাক্ত, কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে; অতএব যুদ্ধে ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া, যে স্থানে অর্জ্জুন আছেন, তথায় আমাকে লইয়া চল। হে সারথে! আমার অন্তঃকরণে একান্ত বিশ্বাস হইতেছে যে, অর্জ্জুন কিম্বা ভীমসেনের নিকটে যাইলেই অদ্য আমার মঙ্গল হইবে। হে মহারাজ! অনন্তর সারথি তুরগগণকে সত্বর করিয়া, যে স্থানে মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন ভবদীয় সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই স্থানের অভিমুখে যাইতে লাগিল। তখন অরিন্দম কৃপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের রথকে প্রধাবিত দেখিয়া শত শত বাণ বর্ষণ করত তাহার পশ্চাৎ গমনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মুহুর্মুহু শঙ্খ নিনাদ করত, মহেন্দ্র যেমন নমুচিকে দূরীকৃত করিয়াছিলেন, সেইরূপ দ্রুপদতনয়কে পলায়ন-পরায়ণ করিলেন।

অনন্তর কৃতবর্ম্মা যেন হাস্য করিতে করিতে ভীষ্ম-সংহারক দুর্জ্জয় শিখণ্ডীকে সমরে বারম্বার নিবারিত করিলেন। হে রাজন্! শিখণ্ডী হৃদিকবংশীয় মহারথ কৃতবর্ম্মাকে প্রাপ্ত হইয়া শাণিত পঞ্চ ভল্ল দ্বারা তাঁহার স্কন্ধসন্ধি-স্থলে আঘাত করিলেন; পরন্তু মহারথ কৃতবর্ম্মা অতিশয় ক্রোধাসক্ত হইয়া ষষ্টি শায়ক-দ্বারা তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া এক শরাঘাতে অবলীলাক্রমে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বীর্য্যবান্ দ্রুপদ-নন্দন

Digitized by Google

অপর এক ধনু গ্রহণ করিয়া ক্রোধভরে হৃদিকতনয়কে কহিলেন, "রে দুরাত্মন্! স্থির হও, স্থির হও"। হে রাজেন্দ্র! এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার প্রতি সুবর্ণপুঙ্খ সুশাণিত নবতি শর নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু কৃতবর্ম্মার কবচে সংলগ্ন হইয়া তৎসমুদায় ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। শায়ক সকল বিফল ও ভূমিতলে পতিত হইল দেখিয়া, শিখণ্ডী পুনরায় সুতীক্ষ্ন ক্ষুরপ্রাস্ত্র-দ্বারা তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন; পরে ক্রোধান্বিত হইয়া ভগ্নশৃঙ্গ ঋষভ-তুল্য সেই ছিন্নধন্বা হৃদিকাত্মজের বাহুদ্বয়ে ও বক্ষস্থলে অশীতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। কৃতবর্ম্মা শরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। কলসের মুখ হইতে যেমন জল নির্গত হয়, সেইরূপ তাঁহার গাত্র হইতে রুধির ক্ষরণ হইতে লাগিল। হে মহারাজ! প্রভাবসম্পন্ন কৃতবর্ম্মা রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া বর্ষা-দ্বারা ক্লেদযুক্ত গৈরিক পর্ব্বতের ন্যায় সুশোভিত হইলেন, পরে সগুণ ও সশর অপর এক শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক শিখণ্ডীর স্কন্ধদেশে বহুতর উৎকৃষ্ট শর নিক্ষেপ করিলেন। সুমহান্ বৃক্ষ যেমন বহুল শাখা প্রশাখা-দ্বারা সুশোভিত হয়, তদ্রূপ শিখণ্ডী স্কন্ধদেশ-স্থিত শায়ক-সমূহ-দ্বারা বিরাজিত হইলেন। পরস্পর পরস্পরকে অতিমাত্র বিদ্ধ করাতে রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া তাঁহারা, পরস্পর শৃঙ্গাঘাতে অভিহত বৃষভ-যুগলের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন। সেই মহারথ-দ্বয় পরস্পরের বধে প্রযত্ন-পরবশ হইয়া রথ দ্বারা সেই রণস্থলে সহস্র সহস্র বার মণ্ডল-গতিতে বিচরণ করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর যোধবর ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা সমরে স্বর্ণপুঙ্খ শিলা-শাণিত সপ্ততি শায়ক-দ্বারা শিখণ্ডীকে বিদ্ধ করিলেন; পরে ত্বরান্বিত হইয়া জীবনান্তকর অপর এক ঘোরতর শর তাঁহার প্রতি নিক্ষিপ্ত করিলেন। দ্রুপদনন্দন সেই শরে অভিহত হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন এবং অচেতন হইয়া সহসা ধ্বজ-যষ্টি আশ্রয় করিলেন। সারথি সেই রথিবরকে কৃতবর্ম্ম-শরে নিরতিশয় সন্তপ্ত ও পুনঃপুন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া অবিলম্বে যুদ্ধ হইতে লইয়া গেল। হে প্রভো! দ্রুপদ-নন্দন শৌর্য্যশালী শিখণ্ডী এইরূপে পরাজিত হইলে, পাণ্ডবী-সেনা সকল তাড়িত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

শিখণ্ডি-পলায়নে ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৬॥



সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর বায়ু যেমন তুলরাশিকে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করে, সেইরূপ শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুন ভবদীয় সৈন্য-সমূহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। এদিকে কৌরব, ত্রিগর্ত্ত, শিবি, শাল্ব, সংশপ্তক ও নারায়ণী সেনা সকল তাঁহার প্রতি আক্রমণ করিল। হে ভারত! সত্যসেন, চন্দ্রদেব, মিত্রদেব, শ্রুতঞ্জয়, সৌশ্রুতি, চিত্রসেন, মিত্রবর্ম্মা এবং নানা শস্ত্রবিশারদ মহাধনুর্দ্ধর ভ্রাতৃগণ ও পুত্রগণে পরিবেষ্টিত ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা সমরে শর-সমূহ-দ্বারা অর্জ্জুনকে সমাকীর্ণ করত, সাগরোপরি বারিদরাশির ন্যায়, সহসা অভিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু সেই শত শত সহস্র সহস্র যোধগণ সংগ্রামে অর্জ্জুনের সন্নিহিত হইয়া, সুপর্ণ-বিলোকনে পন্নগগণের ন্যায় সকলেই তেজোহীন হইয়া পড়িল। হে মহারাজ! শলভ সকল দহ্যমান হইয়াও যেমন হুতাশনকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ ঐ কুরুসৈন্য-সমুদয় সমরে পাণ্ডুনন্দন-কর্ত্তৃক আহত হইতে থাকিলেও তাঁহারে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইল না। সংগ্রামে সত্যসেন ত্রিসংখ্যক, মিত্রদেব ত্রিষষ্টি-সংখ্যক, চন্দ্রদেব সপ্তসংখ্যক, মিত্রবর্ম্মা ত্রিসপ্ততি-সংখ্যক, সৌশ্রুতি সপ্তসংখ্যক, শত্রুঞ্জয় বিংশতিসংখ্যক এবং সুশর্ম্মা নবসংখ্যক বাণ-দ্বারা ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। পাণ্ডু-নন্দন সমরে বহুলোকের শর-সমূহে বিদ্ধ হইয়া সেই সকল ভূপতিগণকে প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তিনি সৌশ্রুতিকে সপ্তসংখ্যক,

সত্যসেনকে ত্রিসংখ্যক, শত্রুঞ্জয়কে বিংশতি-সংখ্যক, চন্দ্রদেবকে অষ্টসংখ্যক, মিত্রদেবকে শত-সংখ্যক, শ্রুতসেনকে ত্রিসংখ্যক, মিত্রবর্ম্মাকে নব-সংখ্যক ও সুশর্ম্মাকে অষ্ট-সংখ্যক বাণে বিদ্ধ করিয়া এবং শাণিত শায়কাঘাতে সমরে শত্রুঞ্জয় রাজাকে নিহত করিয়া সৌশ্রুতির শরীর হইতে উষ্ণীষ-সহ মস্তকটা পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন; পরে ত্বরান্বিত হইয়া চন্দ্রদেবকেও শর-সমূহ-সহকারে শমন-সদনে উপনীত করিলেন এবং প্রযত্ন-পরায়ণ অন্যান্য মহারথগণের প্রত্যেককেও পঞ্চ পঞ্চ শরে প্রতিবারিত করিলেন। অনন্তর সত্যসেন ক্রোধাসক্ত হইয়া সমরে কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া এক ঘোরতর তোমর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই স্বর্ণদণ্ড লৌহময় তোমর মহানুভব মাধবের সব্যহস্ত ভেদ করিয়া তখন ধরণীতলে পতিত হইল। হে রাজন্! সেই মহাসংগ্রামে বাসুদেব তোমর-বিদ্ধ হইলে তাঁহার হস্ত হইতে রশ্মি ও কশা স্খলিত হইয়া পড়িল। পৃথা-তনয় ধনঞ্জয় কৃষ্ণকে বিভিন্নাঙ্গ দেখিয়া নিরতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং কহিলেন, "হে প্রভাবসম্পন্ন মহাবাহো! আমি শাণিত শর-সমূহ বর্ষণে সত্যসেনকে শমন-নিকেতনে প্রেরণ করিতেছি; অতএব উহার নিকটে অশ্ব সকল লইয়া চল"। মহাযশা বাসুদেব অবিলম্বে বল্গা ও কশা গ্রহণপূর্ব্বক সত্যসেনের রথের দিকে সেই অশ্ব সমস্ত লইয়া গেলেন। মহারথ ধনঞ্জয় বাসুদেবকে বিক্ষতাঙ্গ দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ শররাজি-দ্বারা অগ্রে সত্যসেনকে নিবারিত করিলেন, পরে শাণিত ভল্লনিচয়-সহকারে সেই মহীপতির কুণ্ডল-বিভূষিত মহামস্তক সেনা-সম্মুখে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে আর্য্য! সত্যসেনের শিরশ্ছেদন করিবার পর তিনি নিশিত বাণ-সমূহ-দ্বারা চিত্রবর্ম্মাকে এবং তীক্ষ্ণ বৎসদন্ত-দ্বারা তদীয় সারথিকে কৃতান্ত-নিকেতনে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বীর্য্যবান্ অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার শর শত-দ্বারা শত শত সহস্র সহস্র সংশপ্তক সৈন্য সকলকে পাতিত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! তৎপরে সেই মহারথ রজতপুঙ্খ ক্ষুরপ্র-দ্বারা মহানুভব মিত্রসেনের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং অতিশয় রোষভরে সুশর্ম্মার স্কন্ধসন্ধিস্থলেও আঘাত করিলেন।

অনন্তর সংশপ্তক-সৈন্য সমুদয় ক্রোধপরবশ হইয়া ঘোরতর নিনাদে দশ দিক্ আচ্ছন্ন করত ধনঞ্জয়কে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া শস্ত্র-সমূহ-সহকারে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। হে বিশাম্পতে! ইন্দ্র-তুল্য-পরাক্রান্ত অমেয়াত্মা মহারথ অর্জ্জুন তাহাদিগের অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া ঐন্দ্র অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। তাহাতে সহস্র সহস্র শর প্রাদুর্ভূত হইল। হে আর্য্য ভারত! সেই শর সকলের আঘাতে যে সমস্ত ধ্বজ, পতাকা, রথ, যুগ, অক্ষ, চক্র, কুবর, বরূথ, যোক্ত্র, রশ্মি, শরাসন, তূণ, বাণ, প্রাস, খড়্গ, গদা, পরিঘ, শক্তি, তোমর, পট্টিশ, শতঘ্নী, চক্র, অশ্ব, বাহু, ঊরু, মস্তক, মুকুট, কণ্ঠসূত্র, অঙ্গদ, কেয়ূর, হার, নিষ্ক, বর্ম্ম, ছত্র, ব্যজন-প্রভৃতি দ্রব্য-সমূহ ছিন্ন ভিন্ন ও পতিত হইল, তৎসমুদায়ের মহাশব্দ ইতস্ততঃ শ্রুত হইতে লাগিল। কুণ্ডল-সম্বলিত, সুলোচন-যুক্ত, পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ, ভূতল-পতিত মস্তক সমস্ত, আকাশমণ্ডলস্থ নক্ষত্রজালের ন্যায় দৃষ্ট হইতে থাকিল। কেবল মস্তক নহে, নিহত যোধগণের চন্দন-চর্চ্চিত, সুন্দর-মালা-মণ্ডিত, সুবসন-পরিহিত শরীর সকলও মহীতলে অবলোকিত হইল। ফলত নিহত রাজপুত্র ও মহাবল ক্ষত্রিয়গণ-দ্বারা তৎকালে সংগ্রামস্থল গন্ধর্ব্ব-নগর-তুল্য ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। বিশীর্ণ-শৈল-সকল-সদৃশ সমর-পতিত তুরঙ্গ ও মাতঙ্গগণের মৃতদেহে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় মহীতল প্রায় অগম্য হইয়া উঠিল। মহাত্মা ধনঞ্জয় ভল্লনিচয়-সহকারে যখন শত্রুগণকে নিহত এবং বহুসংখ্য হয় হস্তি সমস্ত সমাক্ষিপ্ত করিতে থাকিলেন, তখন তাঁহার রথচক্রের পথই রহিল না। হে আর্য্য! সেই রক্তকর্দ্দমময় সমরস্থলে বিচরণকারী অর্জ্জুনের রথচক্র

Digitized by Google

সকল যেন আতঙ্ক-প্রযুক্তই অবসন্ন হইয়া পড়িল। মন ও মারুততুল্য-বেগগামী তুরগগণ একান্ত পরিশ্রান্ত হইলেও সেই অবসন্ন রথচক্র সমুদয়কে মুহুর্মুহু বহন করিতে লাগিল। হে ভারত! মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডুপুত্রের প্রহারে সেই সমুদয় সৈন্যই প্রায় বিমুখ হইল, কেহই স্থির থাকিতে পারিল না। সমরবিজয়ী কুন্তীতনয় ধনঞ্জয় সংগ্রামে সেই বহুসংখ্য সংশপ্তক-সৈন্য জয় করিয়া তখন ধূমশূন্য প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় বিরাজমান হইলেন।

অর্জ্জুন-বিজয়ে সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠির ভূরি ভূরি শর নিক্ষেপ করিতে থাকিলে, রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ং নির্ভয়-চিত্তে তাঁহারে আক্রমণ করিলেন। আপনকার মহারথ পুত্র সহসা সমাগত হইতেছেন, এমন সময়ে ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে শীঘ্র বিদ্ধ করিয়া "স্থির হও, স্থির হও" এই কথা বলিলেন। তাহাতে দুর্য্যোধন নিতান্ত ক্রোধাসক্ত হইয়া নিশিত নব শায়ক-দ্বারা তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার সারথিকেও ভল্ল-দ্বারা তাড়িত করিলেন। অনন্তর মহারথ নরপতি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের প্রতি শিলা-শাণিত স্বর্ণপুঙ্খ ত্রয়োদশ বাণ নিক্ষিপ্ত করিলেন। তন্মধ্যে চারিটি-দ্বারা তিনি তাঁহার অশ্ব-চতুষ্টয়কে বিনষ্ট করিয়া পঞ্চম-দ্বারা সারথির মস্তকটা দেহ হইতে অপনীত করিলেন; ষষ্ঠ-দ্বারা ভূপতির ধ্বজ কর্ত্তন করিয়া সপ্তম শরে শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং অষ্টম দ্বারা খড়্গখানা ভূমিতলে পাতিত করিয়া অবশিষ্ট পঞ্চ বিশিখ-দ্বারা নরপতিকে নিরতিশয় পীড়িত করিলেন। রথের অশ্ব সকল নিহত হওয়ায় আপনকার পুত্র অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়া তাহা হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ধরাতলেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কর্ণ অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য-প্রভৃতি মহারথগণ মহারাজ দুর্য্যোধনকে তাদৃশ কষ্ট-প্রাপ্ত দেখিয়া তাঁহার রক্ষার্থে সহসা সন্নিহিত হইলেন। হে রাজন্! অনন্তর পাণ্ডু-নন্দনেরা সকলে যুধিষ্ঠিরকে পরিবেষ্টিত করিয়া সমরে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন। তৎপরে পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হইল। অনন্তর সেই মহাসমরে সহস্র সহস্র তূর্য্যধ্বনি হইতে লাগিল। হে মহীপতে! যে স্থানে পাঞ্চালেরা কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধার্থে সমাগত হইল, তথায় ঘোরতর কিলকিলা শব্দ উত্থিত হইল। পদাতিকেরা পদাতিকদিগের সহিত, গজারোহেরা গজারোহদিগের সহিত, রথিগণ রথিদিগের সহিত এবং অশ্বারোহেরা অশ্বারোহদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে উভয় পক্ষে সমরে পরস্পর মিলিত হইয়া বিবিধ, অচিন্তনীয়, শস্ত্রধারী, উত্তম দ্বন্দ্ব সমস্ত অতিশয় সুদৃশ্য হইল। সেই মহাবেগশালী শূরগণ সমরে পরস্পর বধাভিলাষী হইয়া সকলেই শীঘ্রহস্তে ও সুকৌশলে বিচিত্র রূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল। কেহ কাহারও পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিল না; সকলেই যোধগণের সমুচিত নিয়ম প্রতিপালন করত পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইল। হে রাজন্! সেই যুদ্ধ মুহূর্ত্তকালমাত্র দেখিতে সুন্দর হইয়াছিল, পরে উন্মত্তভাবে মর্য্যাদা শূন্য হইয়া উঠিল। নানা স্থানে ও নানা সময়ে রথী গজীকে প্রাপ্ত হইয়া নিশিত শায়ক-দ্বারা বিদারণ-পূর্ব্বক শমনসাৎ করিতে লাগিল। গজারোহেরা বহুসংখ্য অশ্বারোহগণের সন্নিহিত হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরজালে বিক্ষিপ্ত করত তাহাদিগকে অতিপ্রচণ্ড-রূপে বিদারিত করিতে থাকিল। নানা স্থান হইতে আপতিত বহুল অশ্বারোহগণ হয়োত্তমগণকে পরিবারিত করিয়া নিরতিশয় তলশব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং তাহাতে মহাগজ সকল ভীত ও পলায়িত হইতে থাকিলে তাহাদের পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে অত্যন্ত আঘাত করিতে লাগিল। হে মহারাজ! তৎকালে অতিবলশালী কোন কোন মদমত্ত মাতঙ্গ বহুল তুরঙ্গগণকে তা-

Digitized by Google

ড়িত ও দন্তাহত করিতে থাকিল; কেহ কেহ দন্ত-দ্বারা তাহাদিগকে অতিশয় বিমর্দ্দিত করিতে প্রবৃত্ত হইল; কেহ কেহ রোষপরবশ হইয়া আরোহি-সহ তুরগ সকলকে বিষাণ-দ্বারা বিদ্ধ করিল; কেহ কেহ বা কর-দ্বারা তাহাদিগকে গ্রহণ-পূর্ব্বক বেগে নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। আবার পদাতিকেরা ছিদ্র পাইয়া মাতঙ্গ সকলকে সর্ব্বতোভাবে আহত করিলে তাহারা ঘোরতর আর্ত্তনাদ করত দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। সেই মহাসংগ্রামে পদাতিকগণ রণাঙ্গনে আভরণ বিসর্জ্জন ও শীঘ্র লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক সহসা পলায়নপরায়ণ হইলে, মহাগজারূঢ় যোধ সকল বিজয়-লক্ষণ বোধে হস্তীদিগকে পরিণত করিয়া সেই বিচিত্র-ভূষণ সমস্ত গ্রহণ-পূর্ব্বক ভগ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাবেগশালী বলদর্পিত পদাতিক-দল, তৎকার্য্যে আসক্ত সেই গজারোহ সৈন্য সকলকে পরিবারিত করিয়া সংহার করিতে লাগিল। অপরে সুশিক্ষিত মাতঙ্গগণের শুণ্ড-দ্বারা আকাশ-মণ্ডলে বিক্ষিপ্ত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলে, দন্তাগ্র-সহকারে অতিমাত্র বিদ্ধ হইতে থাকিল। অপর কেহ কেহ দন্তদ্বারা সহসা গৃহীত ও বিমর্দ্দিত হইল। হে মহারাজ! প্রকাণ্ডকায় বারণগণ সৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোন কোন সৈনিক পুরুষকে পুনঃপুন বিক্ষিপ্ত করত ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ করিল। অপর বারণগণের অগ্রযায়ী অন্য সৈনিকেরা সমরে ব্যজনের ন্যায় ভ্রামিত হইয়া নিহত হইতে লাগিল। হে রাজন্! রণাঙ্গনের নানা স্থানে অসংখ্য শরীর সমস্ত অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া পতিত রহিল। নাগগণ দন্তান্তরাল, কুম্ভ ও দন্তবেষ্টপ্রদেশে প্রাস তোমর শক্তিপ্রভৃতি প্রহরণ-দ্বারা পুনঃপুন আহত হওয়ায় নিরতিশয় নিগৃহীত হইল। কোন কোন মাতঙ্গ নিতান্ত দারুণ পার্শ্বস্থ রথী ও অশ্ববার সৈন্যগণ-কর্ত্তৃক সমরে নিগৃহীত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। হে রাজন্! সেই ঘোররূপ ভয়ানক মহাসমরে গজারোহ সৈনিকেরা সহসা তোমর-প্রহারে বর্ম্মধারী পদাতি সৈন্যকে বেগে ভূপৃষ্ঠে বিমর্দ্দিত করিল। সেইরূপ স্থানে স্থানে বারণগণ কবচাবৃত রথ-সমূহের সন্নিহিত হইয়া সহসা দৃঢ়রূপে ধারণ-পূর্ব্বক তৎসমুদয় বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। বজ্রবিদারিত পর্ব্বত-শিখর যেমন মহীতলে পতিত হয়, তদ্রূপ মহাবল মাতঙ্গ-দল নারাচ-দ্বারা নিহত হইয়া ক্ষিতিতলশায়ী হইল। হে মহারাজ! উভয় পক্ষীয় যোধগণ পরস্পর সন্নিহিত হইয়া মুষ্টিপ্রহারে পরস্পরকে নিহত করিতে এবং কেশে কেশে আকর্ষণ-পূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত ও ভগ্নাঙ্গ করিতে লাগিল। কেহ কাহার ভুজদ্বয় উত্থাপিত করিয়া তাহাকে মহীতলে নিক্ষিপ্ত করত পদদ্বারা বক্ষঃস্থল আক্রমণ-পূর্ব্বক স্ফূর্ত্তিসহকারে তাহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিল, কেহ মৃত ব্যক্তিকেই পদাঘাত করিতে লাগিল, কেহ অসিলতা-দ্বারা কোন নিপতিত সৈনিকের মস্তক অপনীত করিল, কেহ বা জীবিত জনের শরীরে অস্ত্র প্রবেশিত করিতে থাকিল।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সমরে যোধগণের মুষ্টিযুদ্ধ, কেশগ্রহ-যুদ্ধ ও বাহুযুদ্ধ অতিশয় প্রচণ্ড ও ভয়ানক হইয়াছিল। এক জন এক জনকে আক্রমণ করিয়াছে, অপরে তাহার অপরিজ্ঞাত হইয়া সংগ্রামে ঐ আক্রান্ত ব্যক্তির প্রাণ হরণ করিল। এইরূপে যোধগণ নানাবিধ শস্ত্র-সহকারে নানা প্রকারে পরস্পর সমাসক্ত হওয়ায় তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, তথায় শত শত সহস্র সহস্র কবন্ধ উত্থিত হইল। শস্ত্র ও কবচ সকল শোণিত-দ্বারা সিক্ত হইয়া, মহারাগ-রঞ্জিত বস্ত্রের ন্যায় শোভমান হইল। হে রাজন্! এইরূপ সেই শস্ত্র-সঙ্কুল সুদারুণ মহৎ যুদ্ধ কল্লোলিত গঙ্গাপ্রবাহ-তুল্য উচ্চৈস্তর নিনাদ-দ্বারা সমুদয় জগৎ পরিপূর্ণ করিয়াছিল। জয়াভিলাষী শরাতুর রাজগণ 'যুদ্ধ করিতে হইবে' এই-মাত্র বোধে তৎকালে যুদ্ধ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে কে আত্মীয়, কে পর, তাহা আর বিজ্ঞাত হয় নাই।

Digitized by Google

হে মহারাজ! উভয় সৈন্যের বীরগণেরই এতাদৃশ ব্যাকুল-ভাব হইয়া উঠিয়াছিল যে, আত্মীয়েরা সমর-সমাগত আত্মীয় ও শত্রুদিগকে নির্ব্বিশেষে নিহত করিয়াছিল। হে মহীপাল! মাংস-শোণিত-কর্দ্দম-ময় রণস্থল প্রভগ্ন রথ ও বিনিপাতিত তুরঙ্গ মাতঙ্গ মনুষ্য-মণ্ডলী-দ্বারা অগম্য-প্রায় হইয়া উঠিল এবং ক্ষণকাল মধ্যে তথায় রুধির-প্রবাহ বহিতে লাগিল। হে রাজন্! কর্ণ পাঞ্চাল-সৈন্যগণকে, ধনঞ্জয় ত্রিগর্ত্ত-সেনা-সকলকে এবং ভীমসেন কৌরব-সৈন্য ও গজ-সৈন্য সমুদয়কে নিহত করিয়াছিলেন। সূর্য্য অপ-রাহ্নে পাদ নিক্ষেপ করিলে, কুরু পাণ্ডব সৈন্য-মধ্যে বিপুল-যশোভিলাষী বীরবর্গের এই প্রকারে ক্ষয় হইয়াছিল।

সঙ্কুল-যুদ্ধে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ২৮॥



ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি তোমার মুখে পুত্রগণের অপচয়-বৃত্তান্ত এবং অতি তীব্র বহুতর দুঃসহ দুঃখবার্ত্তা শ্রবণ করিলাম। যে প্রকার যুদ্ধ হইতেছে এবং তুমি আমাকে যে রূপ কহিতেছ, তাহাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কৌরবেরা আর জীবিত নাই। হে সূতনন্দন! তুমি বলিতেছ, নরপতি দুর্য্যোধন সেই মহারণে বিরথী-কৃত হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির কি রূপে তাঁহাকে তাদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন করিলেন? দুর্য্যোধনই বা তাঁহার কি করিয়াছিলেন এবং কি প্রকারেই বা অপরাহ্ন-কালে তাদৃশ লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইয়াছিল? হে সঞ্জয়! তুমি অতিশয় সুনিপুণ; অতএব যথার্থ রূপে আমার নিকটে উক্ত বিবরণ বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! উভয় পক্ষের সৈন্যগণ পরস্পর মিলিত হইয়া ভাগানুসারে যুদ্ধ করিতে থাকিলে, আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন অপর এক রথে আরোহণ করিলেন এবং বিষধর ভুজগের ন্যায় ঘোরতর ক্রোধাসক্ত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দেখিবামাত্র সত্বর সারথিকে কহিলেন, সারথে! যাও, যাও; যে স্থানে কবচধারী পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির ধ্রিয়মাণ ছত্র-দ্বারা সুশোভিত হইয়া আছেন, তুমি অবিলম্বে আমাকে তথায় লইয়া চল। নরপতি সারথিকে এইরূপ আদেশ করিলে পর, সূতবর সেই সংযুগ-স্থলে ভূপালের সুন্দর স্যন্দনখানি যুধি-ষ্ঠিরের অভিমুখে পরিচালিত করিতে লাগিল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মত্ত কুঞ্জর তুল্য ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ সারথিকে সুযোধনের সন্নিহিত হইতে আদেশ করিলেন। সেই অসীম বীর্য্য-সম্পন্ন যুদ্ধ-দুর্ম্মদ রথ-সত্তম বীরবর ভ্রাতৃদ্বয় যুদ্ধার্থে সমাগত হইলেন এবং একত্র মিলিত হইয়া অতিশয় রোষভরে বি-শাল শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক শর-সমূহ-সহকারে সমরে পরস্পর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে আর্য্য! অন-ন্তর রাজা দুর্য্যোধন শিলা-শাণিত ভল্ল-দ্বারা ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠিরের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধনু-শ্ছেদনে কোপ-প্রদীপ্ত ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির সেই অপ-মান সহনে অসহিষ্ণু হইয়া ছিন্ন শরাসন নিক্ষিপ্ত করিয়া ক্রোধ-সংরক্ত-লোচনে অপর এক কার্ম্মুক গ্রহণ-পূর্ব্বক সেনামুখে দুর্য্যোধনের কার্ম্মুক ও রথ-ধ্বজ কর্ত্তন করিলেন। দুর্য্যোধনও তৎক্ষণাৎ অন্য ধনু লইয়া যুধিষ্ঠিরকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। হে মহারাজ! অতিশয় ক্রোধান্বিত সিংহ-যুগলের ন্যায়, সেই মহারথদ্বয় পরস্পর বিজয়েচ্ছায় নিতান্ত ক্রোধ-পরবশ হইয়া এইরূপে পরস্পরের প্রতি শায়ক-সমূহ বর্ষণ করিতে, শব্দায়মান বৃষ-দ্বয় তুল্য পরস্পর আহত করিতে এবং পরস্পর ছিদ্রানুসন্ধান করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর আকর্ণ-পূর্ণ সন্ধানে বিনির্ম্মুক্ত শর-সমূহের আঘাতে উভয়েই ক্ষত বিক্ষত হইয়া কুসুমিত কিংশুক তরু-দ্বয়ের ন্যায় বিরাজমান হইলেন। হে রাজন্! অনন্তর সেই নরপতি-দ্বয় মুহুর্মুহু ঘোরতর সিংহনাদ, তল-শব্দ, ধনুষ্টঙ্কার ও শঙ্খ-ধ্বনি করত পরস্পর পরস্পরকে নিরতিশয় পীড়িত করিলেন। তৎ পরে রাজা যুধি-ষ্ঠির ক্রোধান্বিত হইয়া বজ্র-তুল্য বেগশালী অসহ-

Digitized by Google

নীয় শর-ত্রয়-দ্বারা আপনকার পুত্রের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। মহীপতি দুর্য্যোধনও স্বর্ণপুঙ্খ শিলা-শাণিত সুতীক্ষ্ণ পঞ্চ বাণ-দ্বারা তাঁহাকে অবিলম্বে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। হে ভারত! অনন্তর তিনি সর্ব্ব-লৌহময়ী মহোল্কা-সদৃশী এক সুতীক্ষ্ণা শক্তি নিক্ষেপ করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই শক্তিকে সহসা সমীপে আসিতে দেখিয়া শাণিত শর-ত্রয়-দ্বারা তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং পঞ্চ শায়কে দুর্য্যোধনকেও বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সেই স্বর্ণদণ্ডান্বিতা শিখিশিখা-সদৃশী মহতী শক্তি পতনশীল মহোল্কার ন্যায় মহাশব্দে নিপতিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। হে পৃথ্বীপতে! শক্তি বিনিহতা হইল দেখিয়া আপনকার পুত্র নিশিত নব শায়ক-দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল-পরাক্রান্ত শত্রুতাপন ধর্ম্মনন্দন, বলবান্ বিপক্ষের শরে অতিশয় বিদ্ধ হওয়ায় ক্রুদ্ধ ও ত্বরান্বিত হইয়া, দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া এক বাণ গ্রহণ করিলেন এবং সেই শায়ক শরাসনে যোজনা করিয়া অবিলম্বে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ঐ বাণ আপনকার পুত্র মহারথ দুর্য্যোধনকে বাধিত করিয়া ধরণীতলে পতিত হইল। অনন্তর দুর্য্যোধন কোপাবিষ্ট হইয়া এক গদা উত্তোলন-পূর্ব্বক কলহের অন্তবিধান বাসনায় বেগে ধর্ম্মরাজের প্রতি ধাবিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ গদাধারী দুর্য্যোধনকে দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় অবলোকন করিয়া রথে থাকিয়াই আপনকার পুত্রের প্রতি একটা প্রজ্বলিত মহোল্কা-সদৃশী দীপ্যমানা মহাবেগান্বিতা মহাশক্তি প্রেরণ করিলেন। বক্ষঃস্থলে সেই শক্তির আঘাত লাগায় দুর্য্যোধন মর্ম্মান্তিক বিদ্ধ ও অতিমাত্র কম্পিত-হৃদয় হইয়া পতিত ও মুগ্ধ হইলেন। অনন্তর ভীমসেন স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "মহারাজ! নরপতি দুর্য্যোধন আপনকার বধ্য নহেন"। ভীমের এই কথায় যুধিষ্ঠির সংগ্রামে নিবৃত্ত হইলেন। এদিকে কৃতবর্ম্মা রাজা দুর্য্যোধনকে বিপদ-সাগরে নিমগ্ন দেখিয়া সত্বর সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহারে গ্রহণ করিলেন। তখন ভীমসেনও হেমফলক-পরিষ্কৃতা গদা হস্তে লইয়া সংগ্রামে কৃতবর্ম্মার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বেগে ধাবমান হইলেন। হে মহারাজ! অপরাহ্ন কালে সমর-বিজয়াভিলাষী ভবদীয় যোধগণের এইরূপে বিপক্ষ পক্ষের সহিত সেই যুদ্ধ হইয়াছিল।

সঙ্কুল-যুদ্ধে উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৯।

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর ভবদীয় যুদ্ধদুর্ম্মদ সৈনিকেরা কর্ণকে পুরঃসর করিয়া পুনর্ব্বার আগমনপূর্ব্বক দেবাসুর-সম যুদ্ধ আরম্ভ করিল। দ্বিরদ রথ পদাতি সাদিপ্রভৃতি যোধগণ অশ্ব, গজ, রথ, পদাতি ও শঙ্খ-সকলের ধ্বনিতে এবং বিবিধ অস্ত্রপাতজনিত দারুণ শব্দে সর্ব্বতোভাবে হৃষ্ট ও রুষ্ট হইয়া পরস্পরাভিমুখে হতাহত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই মহাসমরে অশ্ববার. রথী ও গজারোহী পুরুষ-প্রবরেরা অশ্ব-গজাদি বাহনগণকে শাণিত পরশু, অসি, পট্টিশ ও বহুবিধ বাণ-রাশি বর্ষণ-দ্বারা অবসাদিত করিলেন এবং বাহনেরাও আরোহী পুরুষদিগকে ব্যাকুলিত করিতে লাগিল। কমলদিনকর-সুধাংশু-সন্নিভ, বিশদ-দশন-রাজি-বিরাজিত সুন্দর-মুখ-নয়ন-নাসিকা-সমন্বিত, মনোহর-মুকুটকুণ্ডলালঙ্কৃত নর-মস্তক-সমস্ত-দ্বারা সমাকীর্ণ হইয়া রণস্থল বিচিত্র শোভা-ভাজন হইল। শত শত পরিঘ, মুষল, শক্তি, তোমর, নখর, ভুষণ্ডি ও গদার আঘাতে সহস্র সহস্র তুরঙ্গ মাতঙ্গ পদাতি সৈনিকেরা নিহত হইতে থাকিলে, তথায় রুধির নদীর প্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। শত্রুগণ-কর্তৃক বহুতর রথাশ্ব-নর-কুঞ্জর বিনিহত হওয়ায় সেই সমুদয় সৈন্য প্রচণ্ড ক্ষতযুক্ত ও ভয়ঙ্কর-দর্শন হইয়া প্রজাক্ষয়কালীন কৃতান্ত-রাষ্ট্রের ন্যায় প্রতিভাত হইল। হে নরেশ্বর! অনন্তর ভবদীয় যোধগণ এবং আপনকার দেবকুমার-সদৃশ পরাক্রান্ত কুরুবংশাবতংস পুত্রগণ

অপরিমিত বল-সকলকে অগ্রসর করিয়া সমরে সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তৎকালে সেই নরবর-তুরগ-রথ-কুঞ্জর-নিকর-সমাকুল লবণ-জলধি-তুল্য ঘোরতর শব্দায়মান সুরাসুর-সেনা-সদৃশ সুমহৎ সৈন্য অতিশয় মনোহর অথচ ভয়ঙ্কর হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর সুরপতি-সম বিক্রমশালী রবি-তনয় কর্ণ, বাসুদেব-তুল্য যুদ্ধ-বিশারদ শিনিপ্রবীর সাত্যকিকে দিনকর-কর-সদৃশ প্রখরতর শর-সমূহ-দ্বারা আঘাত করিলেন। তখন শিনিশ্রেষ্ঠ সাত্যকিও ত্বরান্বিত হইয়া সেই রথ-বাজি-সারথি-সহ পুরুষবর কর্ণকে সমরে ভুজগ-বিষ-সমপ্রভ বিবিধ বিশিখ বর্ষণ-দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! ভবদীয় অতিরথী সুহৃদ্গণ হয়, হস্তী, রথ ও পদাতিগণের সহিত সাত্যকি-শরে প্রপীড়িত রথশ্রেষ্ঠ বসুষেণের অভি-মুখে সত্বর ধাবমান হইলেন। তৎকালে অতি ত্বরা-ন্বিত ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রমুখ শত্রুগণ-কর্তৃক পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া আপনকার সেই সাগর-তুল্য মহৎ সৈন্য পলায়ন করিতে লাগিল এবং অশ্ব নর রথ কুঞ্জর-নিচয়ের মহান্ বিধ্বংস হইল।

অনন্তর পুরুষ-প্রবর অর্জ্জুন ও কেশব কৃতাহ্নিক হইয়া যথাবিধানে ভগবান্ মহাদেবের পূজাবিধি সমাপনান্তে বৈরি-বিনাশে নিশ্চয় করিয়া অচিরাৎ ভবদীয় বল-সকলকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহা-দিগের শত্রুগণ তখন শ্বেত-তুরঙ্গ-যুক্ত পবন-কম্পিত-ধ্বজ-পতাকান্বিত, জলদ-নিনাদ-সম নিস্বন-কারী, সমীপাগত রথখানিকে হৃতচিত্ত হইয়া অবলোকন করিতে লাগিল। অনন্তর অর্জ্জুন গাণ্ডীব শরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক রথ-মধ্যে যেন নৃত্য করিতে করি-তে আকাশমণ্ডল ও দিক্ বিদিক্ সকল শর বর্ষণ-দ্বারা আচ্ছন্ন করিলেন। বায়ু যেমন মেঘ সকলকে ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ ধনঞ্জয় বিপক্ষ পক্ষের আয়ুধ, ধ্বজ ও সারথি-সহ দেব-যান-সদৃশ স্যন্দন-সমূহকে শরজালে সংসক্ত করত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং হস্তী, হস্তিপক, অশ্ব, সাদী, পত্তি, ধ্বজ, পতাকা ও আয়ুধ সকলকে শায়কাঘাত-দ্বারা শমন-সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর একাকী দুর্য্যোধন সেই কুপিত-কৃতান্ত-তুল্য অনি-বার্য্য মহারথ অর্জ্জুনের প্রতি অবক্রগামী বাণরাশি বর্ষণ করত ধাবমান হইলেন। অর্জ্জুন সপ্ত শায়ক-দ্বারা তাঁহার শরাসন, সারথি, অশ্ব-চতুষ্টয় ও পতা-কা ছেদন করিয়া এক বাণে ছত্র ছেদন করিয়া কে-লিলেন এবং ছিদ্র পাইয়া দুর্য্যোধনের প্রতি প্রাণ-ঘাতক অপর এক উত্তম শর নিক্ষেপ করিলেন; পরন্তু অশ্বত্থামা উহাকে সপ্ত খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় শর-সমূহ-দ্বারা দ্রোণ-নন্দনের শরাসন ছেদন ও তুরঙ্গগণকে নিহত করি-য়া কৃপাচার্য্যেরও প্রচণ্ড চাপ ছেদন করিয়া ফেলি-লেন, পরে কৃতবর্ম্মার ধনু ও ধ্বজ কর্ত্তন-পূর্ব্বক হয়-গণকে নিহত করিলেন এবং পরিশেষে দুঃশাসনের শরাসন ছেদন করিয়া কর্ণের প্রতি ধাবিত হইলেন। অনন্তর কর্ণ সাত্যকিকে পরিত্যাগ করিয়া সত্বরভাবে অর্জ্জুনকে শরত্রয়ে বিদ্ধ করিয়া বিংশতি শায়ক-দ্বারা তাঁহাকে ও কৃষ্ণকে পুনঃপুন বিদ্ধ করিতে লাগি-লেন। কোপাবিষ্ট বাসবের ন্যায় সমরে শত্রুগণের নিধনকারী বীরবর কর্ণের বহুতর শায়ক নিক্ষেপ করিতে কিছুমাত্র শ্রান্তি হইল না।

অনন্তর সাত্যকি আসিয়া একোনশত প্রচণ্ডতর শাণিত শর-দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় এক শত শর বিসর্জ্জন করিলেন। পরে পাণ্ডব-পক্ষের প্রধান প্রধান বীর-সমুদয় কর্ণকে পীড়িত করিতে লাগিলেন। যুধামন্যু, শিখণ্ডী, দ্রৌপদী-পুত্রগণ, প্রভদ্রকগণ, উত্তমৌজা, যুযুৎসু, নকুল, সহদেব, দ্রুপদ, বলবান্ চেকিতান, ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির এবং চেদি, কারূষ, মৎস্য ও কৈকয়দিগের যোধবর্গ, সক-লেই কর্ণবধে কৃতনিশ্চয় হইয়া অশ্ব, রথ, মাতঙ্গ ও উৎকট-বিক্রমশালী পত্তিবৃন্দ-দ্বারা তাঁহারে পরিবৃত করিয়া বহুতর কঠোর-বাক্যে সম্ভাষণ করত সমরে

Digitized by Google

নানাবিধ শস্ত্রে সমাকীর্ণ করিলেন। প্রবল পবন যেমন বৃক্ষ সকলকে ভগ্ন করিয়া দূরে লইয়া ফেলে, সেইরূপ কর্ণ শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা সেই শস্ত্রবৃষ্টিকে বহু খণ্ডে ছিন্ন করিয়া অস্ত্রবীর্য্য-সহকারে সুদূরে বিক্ষিপ্ত করিলেন। অনন্তর দৃষ্ট হইল, তিনি ঘোরতর ক্রোধাসক্ত হইয়া মহামাত্র-সহ মাতঙ্গ সমুদয়কে সাদি-সহ হয়গণকে এবং রথী ও পত্তি-ব্যূহকে শমনসদনে প্রেরণ করিতেছেন। কর্ণের অস্ত্র-তেজে পাণ্ডবগণের সৈন্য সকল নিহত হইতে থাকিলে, কেহ শস্ত্র-হীন, কেহ বা জর্জ্জরিত-দেহ হইয়া প্রায় সকলেই সমরে পরাঙ্মুখ হইল।

অনন্তর ধনঞ্জয় অবলীলাক্রমে নিজ অস্ত্র-দ্বারা কর্ণের অস্ত্র-সমস্ত প্রতিহত করিয়া শরবৃষ্টি-সহকারে ভূমণ্ডল, আকাশমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তন্মধ্যে কতকগুলি শায়ক মুষল ও পরিঘের ন্যায়, অন্য কতকগুলি শতঘ্নীর ন্যায় এবং অপর কতকগুলি প্রখরতর বজ্রের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। তৎসমুদায়-দ্বারা বধ্যমান হইয়া সেই অশ্ব-গজ-রথ-পদাতি-সমন্বিত সমস্ত সৈন্য নিমীলিত-নয়নে নিরতিশয় ভ্রমণ ও আর্ত্তনাদ করিতে থাকিল। অশ্ব গজ ও পদাতিগণ তৎকালে এরূপ যুদ্ধ প্রাপ্ত হইল যে, তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার আর সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং বাণে বাণে জর্জ্জরিত, আর্ত্ত ও ভীত হইয়া সকলেই তখন পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। হে মহারাজ! তৎকালে ভবদীয় যোধগণ জয়াভিলাষী হইয়া যুদ্ধে সংসক্ত হইয়াছেন, এমন সময়ে ভগবান্ ভানুমান্ ক্রমে ক্রমে অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন। অন্ধকারে, বিশেষত ধূলিজালে সকল স্থান আচ্ছন্ন হওয়ায় আমরা তাৎকালিক শুভ বা অশুভ কিছুই জানিতে পারিলাম না। হে ভরত-শ্রেষ্ঠ! সেই মহাধনুর্দ্ধরগণ রাত্রি-যুদ্ধে ভীত হইয়া সমুদয় যোধগণের সহিত রণস্থল হইতে অপগত হইলেন। হে রাজন্! দিবাবসানে কৌরবেরা পলায়ন-পরায়ণ হইলে পাণ্ডবগণ তখন জয়লাভে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া বিবিধ বাদিত্র-ধ্বনি, সিংহনাদ ও আস্ফালন-সহকারে শত্রুদিগকে উপহাস এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে স্তব করিতে করিতে স্ব-শিবিরে যাত্রা করিলেন। সেই বীরগণ সংগ্রামের উপসংহার করিলে নরেশ্বর সৈনিকেরা সকলেই পাণ্ডুনন্দনগণের প্রতি বহুতর আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। যুদ্ধের বিরাম হইলে পর নরবর পাণ্ডবগণ তথায় সমধিক আহ্লাদিত হইয়া নিজ শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভূরি ভূরি রাক্ষস, পিশাচ ও শ্বাপদ সকল সেই প্রেতভূমি-সদৃশ ভয়ঙ্কর সমর-স্থলে আসিয়া বিচরণ করিতে লাগিল।

প্রথম দিবস-যুদ্ধে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩০।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, অর্জ্জুন স্বচ্ছন্দক্রমেই তোমাদের সকলকে আহত করিয়াছেন; যেহেতু সংগ্রামে তিনি আততায়ী হইলে কৃতান্তও তাঁহার নিকট হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন না। ধনঞ্জয় একাকীই সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছিলেন; একাকীই অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন; একাকীই এই ভূমণ্ডল জয় করিয়া সমুদয় ভূপালগণকে করপ্রদ করিয়াছিলেন; দিব্য শরাসন লাভ করিয়া একাকীই নিবাতকবচ দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন; কিরাতবেশে দেবদেব মহাদেবের সহিত একাকীই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; একাকীই ঘোষযাত্রা-কালে দুর্য্যোধনপ্রভৃতি ভরত-পুত্রগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং একাকীই সদাশিবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। সেই প্রচণ্ড-তেজস্বী বীর পুরুষ একাকীই সমুদয় মহীপালগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন; অতএব পাণ্ডবেরা কোনক্রমে নিন্দনীয় নহেন, সর্ব্বথাই প্রশংসাযোগ্য; তাঁহারা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা অসঙ্কোচে ব্যক্ত কর। হে সূত! সমরের অবহার হইলে পর দুর্য্যোধন তখন কি করিলেন?

Digitized by Google

সঞ্জয় কহিলেন, বিপক্ষ-বিনির্জ্জিত অভিমানী কৌরবগণ তাড়িত, বিচ্ছিন্নাঙ্গ, বাহন হইতে পাতিত, বর্ম্ম-বিহীন, নিরায়ুধ ও বাহন-হীন হইয়া পাদাক্রান্ত ভগ্নদংষ্ট্র হতবিষ ভুজগ-নিচয়ের ন্যায় দুঃখিতান্তঃকরণে ও কাতর-স্বরে শিবির-মধ্যে প্রবেশ করত পুনর্ব্বার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কর্ণ ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কর-দ্বারা কর-নিষ্পীড়ন-পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের দিকে দৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগের সকলকে কহিলেন, সংগ্রামে অর্জ্জুন নিয়তই যত্নবান্ দৃঢ় দক্ষ ও ধৈর্য্যসম্পন্ন; তাহাতে আবার কৃষ্ণ, যে সময়ে যাহা করিতে হইবে, তাহা তাহার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেন। সে অবিচার-পূর্ব্বক সহসা অস্ত্র-প্রয়োগ করিয়া অদ্য আমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে; কিন্তু হে মহীপাল! আগামী বাসরে আমি তাহার সমুদয় সংকল্প বিহত করিব।

কর্ণ এইরূপ কহিলে, নরপতি দুর্য্যোধন তাহাই হইবে বলিয়া নৃপবর সকলকে গমনে অনুমতি করিলেন। ভূপালেরা তৎকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া স্ব স্ব আবাসে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা সুখে রজনী যাপন করিয়া প্রভাত সময়ে হৃষ্ট-চিত্তে যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন; পরে রণস্থলে আসিয়া দেখিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রযত্ন-সহকারে বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের সম্মত এক দুর্জ্জয় ব্যূহ বিন্যাস করিয়াছেন। অনন্তর বৈরিবীর-বিঘাতক দুর্য্যোধন তৎকালে বৃষভ-স্কন্ধ শত্রুচ্ছেদী মহাবীর কর্ণকে স্মরণ করিলেন। যিনি যুদ্ধে পুরন্দর-তুল্য, বলে মরুদ্গণ-সম এবং বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্য-সদৃশ, সেই সমর-বিজয়ী কর্ণের প্রতি রাজার চিত্ত ধাবিত হইল। কেবল রাজার নহে, অন্যান্য সৈনাগণের মনও বিপদ্‌কালে বন্ধু-সদৃশ মহাধনুর্দ্ধর কর্ণের প্রতিই প্রবণ হইল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মন্দবুদ্ধিগণ! সূর্য্য-তনয় কর্ণের প্রতি তোমাদিগের মন গিয়াছিল বটে, কিন্তু শীতার্ত্ত ব্যক্তিরা ভাস্করকে যেরূপ নিরীক্ষণ করে, তোমরাও কর্ণকে সেইরূপ দেখিতে পাইয়াছিলে ত? হে সঞ্জয়! সৈন্যগণের অবহারান্তে পুনর্ব্বার যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে সূর্য্যপুত্র কর্ণ কি প্রকারে তথায় যুদ্ধ করিলেন এবং পাণ্ডবেরাই বা কি রূপে তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন? মহাবাহু কর্ণ একাকীই সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণকে সংহার করিতে সক্ষম। সমরে কর্ণের ভুজদ্বয়ের বীর্য্য দেবরাজ ও বিষ্ণুর বাহুবীর্য্য-তুল্য বলিয়া অভিমত। সেই মহাত্মার শস্ত্র সকল ও বিক্রম অতিভয়ঙ্কর। রাজা দুর্য্যোধন কর্ণকে আশ্রয় করিয়াই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই হেতু মহারথ কর্ণও দুর্য্যোধনকে যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক নিরতিশয় পীড়িত হইতে এবং পাণ্ডবগণকে অত্যন্ত পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া সমরে দৃঢ়প্রযত্ন হইয়াছেন। এক্ষণে মূঢ়মতি দুর্য্যোধন সমরে পুনর্ব্বার কর্ণকে আশ্রয় করিয়া কেশব-সহ সপুত্র পাণ্ডুপুত্রগণকে জয় করিতে উৎসাহবান্ হইতেছে! অহো! ইহা কি সুমহৎ দুঃখের বিষয় যে, মহাবীর কর্ণ অতিমাত্র রণোৎসুক হইয়াও যুদ্ধে পাণ্ডবগণ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না! ইহাতে দৈবকেই পরম কারণ বলিয়া নিশ্চয় বোধ হইতেছে। অহো! সম্প্রতি দ্যূত-ক্রীড়ার কি ঘোরতর বিপরিণাম হইতেছে! হে সঞ্জয়! আমাকে বারংবার দুর্য্যোধন-কৃত শল্যস্বরূপ কত ভয়ঙ্কর তীব্রতর দুঃখই সহ্য করিতে হইবে! হে তাত! কেবল দুর্য্যোধন নহে, নিয়ত আগ্রহান্বিত এবং রাজার প্রতি অনুরক্ত মহাবাহু কর্ণও দ্যূতকালে শকুনিকে নীতিমান্ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন। হে সঞ্জয়! মহাযোদ্ধা বীরগণ বর্ত্তমান থাকিতেও যখন পুত্রদিগকে এইরূপে নিত্যই বিনির্জ্জিত ও নিহত হইতে শুনিলাম, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সংগ্রামে কেহই পাণ্ডবদিগের নিবারক নাই; তাহারা যেন স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রবেশ করত মহামারীর সৃষ্টি করিতেছে! ফলত দৈবই সর্ব্বোপরি বলবান্।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্ম-সম্মত পূর্ব্ব নিমিত্ত-সমস্ত বিশেষ রূপে চিন্তা করিয়া দেখুন। যে কার্য্য অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, মনুষ্য পশ্চাৎ তাহার নিমিত্তে চিন্তা করিলে তাহাতে তাহার ফলসিদ্ধিও হয় না, অধিকন্তু সে চিন্তাতেই বিনষ্ট হয়। আপনি বিশেষজ্ঞ হইয়াও পূর্ব্বে যে যুক্তাযুক্ত বিচার করেন নাই, সেই জন্যেই আপনকার এই কার্য্য এক্ষণে সুদুরপরাহত হইয়াছে। হে রাজন্! আমরা পূর্ব্বে বারম্বার আপনাকে বলিয়াছিলাম, পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন না। আপনি মোহবশত সে কথা গ্রাহ্য করেন নাই; প্রত্যুত পাণ্ডবগণের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার-সকলের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; সুতরাং আপনকার নিমিত্তই পার্থিব-কুলের এই ভয়ঙ্কর জনক্ষয় হইতেছে। হে অক্ষয়-সত্ত্ব সম্পন্ন ভরতর্ষভ! যে বিষয় অতীত হইয়াছে, অধুনা তাহার প্রতীকারের আর উপায় নাই, অতএব তজ্জন্য আপনি শোক করিবেন না। অতঃপর যে প্রকারে ভয়ানক সংগ্রামের সংঘটন হয়, তাহা সম্পূর্ণ রূপে শ্রবণ করুন।

সেই রজনী প্রভাতা হইলে মহাবাহু কর্ণ রাজা দুর্য্যোধনের নিকটে আসিয়া কহিলেন, মহারাজ! অদ্য আমি যশস্বী তৃতীয় পাণ্ডবের সহিত সমরে সম্মিলিত হইব। হয় আমিই সেই বীরকে নিহত করিব, কিম্বা তিনিই আমার প্রাণ বিনাশ করিবেন, এই উভয়ের মধ্যে একটি ঘটনা হইবেই হইবে। হে ভরত-কুলপালক মহীপতে! আমি ও অর্জ্জুন উভয়েই বহু কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম, সুতরাং আমার সঙ্গে তাহার সম্যক্-রূপে যুদ্ধ হয় নাই; পরন্তু আমার প্রজ্ঞানুযায়ী এই বাক্য শ্রবণ করুন। আমি সমরে ধনঞ্জয়কে নিহত না করিয়া প্রত্যাগমন করিব না। এই সৈন্য-মধ্যে অনেকানেক প্রধান বীর বিনষ্ট হইয়াছেন এবং আমিও ইন্দ্রদত্তা একঘ্নী শক্তিতে বঞ্চিত হইয়াছি। আমি সংগ্রামে অবস্থিত হইলে অর্জ্জুন আমাকে এই হীন অবস্থায় আক্রমণ করিবে; অতএব হে জনেশ্বর! এ বিষয়ে যাহা শ্রেয়স্কর হইতে পারে, তাহা বোধগম্য করুন। আমার ও অর্জ্জুনের দিব্যাস্ত্র সকলের বীর্য্য সমানই আছে, পরন্তু মহৎ ব্যাপার সকলের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নিশ্চয় এবং অস্ত্র সকলের শীঘ্র প্রয়োগ, দূরপাতন, প্রয়োগ-নৈপুণ্য ও পাতন বিষয়ে সব্যসাচী আমার সমান নহে। হে ভারত! বল, শৌর্য্য, শস্ত্র-বিজ্ঞান, বিক্রম ও লক্ষ্যাবধারণবিষয়েও ধনঞ্জয় আমার সমকক্ষ নহে। আমার বিজয়-নামক শরাসন যাবতীয় কার্ম্মুকের প্রধান। বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের প্রিয়াভিলাষী হইয়া তাঁহার নিমিত্তে তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হে রাজন্! দেবরাজ সেই শরাসন অবলম্বন করিয়া দৈত্যগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন। তাহার ঘোরতর নির্ঘোষ দ্বারা দানব-দলের দশ দিক্ বিভ্রান্ত হইয়াছিল। সুরপতি সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রিয়তম দিব্য শরাসন পরশুরামকে অর্পণ করিয়াছিলেন। পরশুরাম তাহা আমারে সম্প্রদান করিয়াছেন। আমি সেই ধনু আশ্রয় করিয়া, দেবরাজ যেমন সমাগত দানব-দলের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহাবাহু সমর-বিজয়ী অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব। যাহার প্রভাবে ভূমণ্ডল একবিংশতিবার বিনির্জ্জিত হইয়াছিল, পরশুরাম-প্রদত্ত সেই ভয়ঙ্কর শরাসন গাণ্ডীব হইতেও শ্রেষ্ঠতর। যাহার দ্বারা আমি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব, পরশুরাম সেই কোদণ্ডের অমানুষ কর্ম্ম-সকল বর্ণন করিয়া আমারে তাহা প্রদান করিয়াছেন; অতএব হে দুর্য্যোধন! অদ্য আমি সমরে বিজয়ি-শ্রেষ্ঠ বীরবর ধনঞ্জয়কে নিহত করিয়া তোমাকে বান্ধবগণের সহিত আনন্দিত করিব। হে মহীপাল! অদ্য গিরি-বন-দ্বীপ-সম্বলিতা সসাগরা বসুন্ধরা হতবীরা হইয়া আপনকার পুত্র-পৌত্রাদি-বর্গে প্রতিষ্ঠিতা হইবে। আপনকার বিশিষ্টরূপ প্রিয়-সাধনার্থে অদ্য আমার কিছুই অসাধ্য নাই। সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মানুরক্ত জিতেন্দ্রিয় পুরুষের ফলসিদ্ধির ন্যায়, অদ্য সকলই

Digitized by Google

আমার অনায়াস-সাধ্য হইবে। তরু যেমন অগ্নিকে সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ ধনঞ্জয় সমরে আমার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। পরন্তু আমি অর্জ্জুন অপেক্ষা যে যে অংশে হীন রহিয়াছি, তাহা আমার অবশ্য বক্তব্য। তাহার শরাসনের মৌর্ব্বী অমানুষী ও বিশাল তূণদ্বয় অক্ষয় এবং স্বয়ং গোবিন্দ তাহার সারথি; আমার তাদৃশ তূণ, জ্যা বা সারথি নাই। হে রাজন্! তাহার ধনুঃশ্রেষ্ঠ দিব্য গাণ্ডীব সমরে জীর্ণ হইবার নহে। আমারও বিজয়-নামক উত্তম দিব্য মহাশরাসন রহিয়াছে। সেই কার্ম্মুক-দ্বারা আমি সংগ্রামে অর্জ্জুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইব। কিন্তু বীরবর ধনঞ্জয় যে যে বিষয়ে আমা অপেক্ষা প্রধান আছে তাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। হে বীর! সর্ব্বলোক-পূজিত যদুপতি বাসুদেব অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছেন এবং সর্ব্বলোকের অচ্ছেদ্য অগ্নিদত্ত কাঞ্চন-ভূষণ দিব্য রথ রহিয়াছে। তাহার অশ্বগণও মনের ন্যায় বেগগামী এবং দীপ্তিশালী দিব্য বানর-ধ্বজও অতিশয় বিস্ময়কর। তাহাতে আবার জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কৃষ্ণ সেই রথ রক্ষা করিতেছেন। আমি এই সকল দ্রব্যে হীন হইয়াও পাণ্ডবের সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা করিতেছি। পরন্তু শৌরির সমকক্ষ এই সমর-শোভাকর শল্যরাজ যদি আমার সারথি হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনকার বিজয় লাভ হইতে পারে; অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র! অন্যের দুঃসাধ্য মদীয় সারথ্যকর্ম্মে শল্যই ব্রতী হউন; শকট-সমুদয় আমার নারাচ গার্দ্ধপত্র-প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র-সমস্ত বহন করুক এবং উত্তম অশ্বযুক্ত প্রধান প্রধান রথ সকল সর্ব্বদাই আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে থাকুক। একপ হইলে আমি উপকরণ-সমুদায়ে অর্জ্জুন অপেক্ষা প্রধান হইব। শল্যও কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবেন এবং আমিও ধনঞ্জয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইব। শত্রুসংহারকারী বাসুদেব যেরূপ অশ্বতত্ত্বের অভিজ্ঞ, মহারথ শল্যও সেইরূপ হয়-হৃদয়-পরিজ্ঞানে সুনিপুণ। বাহুবীর্য্যে কেহই মদ্ররাজের সমকক্ষ নাই। যেমন অস্ত্র-প্রয়োগ-বিষয়ে কোন ধনুর্দ্ধরই আমার সমান নাই, সেইরূপ অশ্বতত্ত্ব-পরিজ্ঞানে কোন ব্যক্তিই শল্যের তুল্য নাই। অতএব শল্য সারথ্য স্বীকার করিলে আমার রথ অবশ্যই অর্জ্জুনের রথ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে। বাসব সহ দেবগণও তাহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবেন না। হে কুরুসত্তম! এইরূপ করা হইলে আমি রথস্থ হইয়া ধনঞ্জয় অপেক্ষা উপকরণ-সমুদায়েও শ্রেষ্ঠ হইব এবং তাহাকে জয় করিতেও পারিব; অতএব হে শত্রুতাপন মহারাজ! ইচ্ছা করি, আপনি ইহার অনুষ্ঠান করেন। আমার এই অভিলাষ সম্পাদিত হউক; এই উপযুক্ত সময় যেন আপনাদিগকে অতিক্রম না করে। হে ভারত! একপ করিলে আমার সমুদয় অভিলাষানুরূপ সাহায্য করা হইবে; অনন্তর সংগ্রামে আমি যাহা করিব, তাহা দেখিতেই পাইবেন। হে রাজন্! সমরে সমাগত পাণ্ডবগণকে আমি সর্ব্বথা পরাজিত করিব। আমার সংগ্রামে দেব দানবেরাও নিরাপদে গমন করিতে সক্ষম হয়েন না; মানুষী-গর্ভসম্ভূত পাণ্ডুতনয়েরা কিপ্রকারে পরিত্রাণ পাইবে?

সঞ্জয় কহিলেন, সমর-শোভাকর রাধানন্দন কর্ণ এইরূপ কহিলে পর আপনকার পুত্র অতিমাত্র হৃষ্টচিত্তে তাঁহারে সম্যক্ সৎকার-পূর্ব্বক কহিলেন, "কর্ণ! তুমি যেরূপ মন্ত্রণা করিতেছ, আমি সেইরূপই করিব। উত্তম অশ্বযুক্ত সজ্জীকৃত স্যন্দন-সকল সমরে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবে; শকট সকল তোমার নারাচ ও গার্দ্ধপত্র-সমস্ত বহন করিবে এবং আমরাও সমুদয় মহীপালগণের সহিত তোমার অনুগামী হইব"। মহারাজ! আপনকার পুত্র প্রতাপবান্ রাজা দুর্য্যোধন এইরূপ কহিয়া মদ্ররাজের সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক তাঁহারে পশ্চাদুক্ত এই কথা বলিতে লাগিলেন।

কর্ণদুর্য্যোধন-সংবাদে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩১।

Digitized by Google

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনকার পুত্র মহারথ মদ্ররাজের সন্নিহিত হইয়া সপ্রণয় সম্ভাষণ-পূর্ব্বক বিনীতভাবে এই কথা বলিলেন, হে অরাতি-কুল-সন্তাপ-বর্দ্ধন সমর-শূর শত্রুসৈন্য-ভয়ঙ্কর বাগ্মিপ্রবর সত্যব্রত মহাভাগ মদ্রেশ্বর! কর্ণ নৃপতি-কেশরিগণ-মধ্যে আপনাকেই যে বরণ করিতেছেন, তাঁহার বক্তৃতাতেই আপনি তাহা শ্রবণ করিয়াছেন। হে অপ্রতিবীর্য্য মদ্রপতে! সেই হেতু আমিও অদ্য বিপক্ষ পক্ষ ক্ষয় করিবার নিমিত্তে আপনাকে অবনত-মস্তকে বিনয়-সহকারে প্রার্থনা করিতেছি; অতএব হে রথিশ্রেষ্ঠ! আপনি পার্থের বিনাশার্থে এবং আমার হিত নিমিত্তে প্রণয়-পূর্ব্বক সারথ্যকর্ম্ম করুন। আপনি সারথি হইলেই কর্ণ আমার শত্রু-সকলকে পরাজিত করিবেন। হে মহাভাগ! সংগ্রামে আপনিই বাসুদেবের সমকক্ষ; সুতরাং আপনা ব্যতিরেকে কর্ণের অশ্ব-রশ্মি গ্রহণ করিবার যোগ্য-পাত্র আর কেহই নাই; অতএব সমরকালে ব্রহ্মা যেমন মহেশ্বরকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ কর্ণকে আপনি সর্ব্বথা রক্ষা করুন। হে মদ্রেশ্বর! কৃষ্ণ যেমন ধনঞ্জয়কে সমুদয় আপদ্ হইতে সর্ব্ব প্রকারে রক্ষা করিতেছেন, সেইরূপ আপনি কর্ণকে অদ্য প্রতিপালন করুন। হে পৃথিবীপতে! বীর্য্যবান্ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, আপনি, কৃতবর্ম্মা, শকুনি, অশ্বত্থামা ও আমি, এই আমাদিগের প্রধান বল। শত্রুসৈন্য-সংহার-বিষয়ে এই নয়জনের নয়-ভাগ কল্পিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণের অংশ একণে অপগত হইয়াছে। তাঁহারা আপন ভাগদ্বয় অতিক্রম করিয়া আমার শত্রু-দিগকে বিনষ্ট করিয়াছেন। হে অনঘ! সেই হিত-কারী বৃদ্ধ নর-শার্দ্দূল-যুগল অন্যের দুঃসাধ্য কঠিন কর্ম্ম সমাধান-পূর্ব্বক ছল-দ্বারা নিহত হইয়া মর্ত্ত-লোক হইতে সুরলোকে গমন করিয়াছেন। এইরূপ সাহায্যকারী অন্যান্য পুরুষ-শার্দ্দূলেরাও সমরে শত্রুগণ-কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অস্মদীয় ভূরি ভূরি সৈনিকগণও সংগ্রামে নিজ নিজ সাধ্যানুসারে মহতী চেষ্টা করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক অমরপুরে প্রেরিত হইয়াছে। হে নরাধিপ! পাণ্ডবেরা অল্প-সংখ্যক হইয়াও যখন পূর্ব্বে এইরূপে আমার অধিকাংশ সৈন্য বিনষ্ট করিয়াছে, তখন একণে যে ইহাদিগকে নিহত করিবে, তাহাতে আর সংশয় কি? কুন্তী-তনয়েরা সকলেই মহাত্মা, সত্যবিক্রম ও বলিষ্ঠ; অতএব হে পার্থিব! যাহাতে তাহারা আমার অবশিষ্ট বল-সকল সংহার করিতে না পারে, তাহা আপনি করুন। হে বিভো! পাণ্ডবেরা এই সৈন্যকে সমরে বীর-শূন্য করিয়াছে। হে পুরুষব্যাঘ্র! কেবল মহাবাহু কর্ণ এবং সর্ব্বলোক-মহারথ আপনি, এই দুই জনমাত্র আমার প্রিয় ও হিতকার্য্যে রত রহিয়াছেন। হে মদ্রেশ্বর শল্য! অদ্য কর্ণ সমরে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি আমার মহতী জয়াশাও রহিয়াছে; পরন্তু আপনা ব্যতিরেকে ভূমণ্ডলে তাঁহার উত্তম সারথি কেহই নাই। অতএব হে রাজন্! সমরে কৃষ্ণ যেমন অর্জ্জুনের উত্তম সারথি হইয়াছেন, সেইরূপ আপনিও কর্ণের রথে অশ্বনিয়ন্তা হউন। হে আর্য্য! সংগ্রামে কৃষ্ণের সহকৃত ও রক্ষিত হইয়া অর্জ্জুন যে সকল কর্ম্ম করিতেছে, তৎসমুদয় আপনকার প্রত্যক্ষই হইতেছে। পূর্ব্বে কোন যুদ্ধে অর্জ্জুন একপে বিপক্ষদিগকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই; ইদানীং কৃষ্ণের সহিত সম্মিলিত হওয়ায় উহার বিক্রম বৃদ্ধি হইয়াছে। হে মদ্রেশ্বর! কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া পার্থ প্রতি দিনই সমরে মহতী কৌরব-সেনাকে বিদ্রাবিত করিতে দৃষ্ট হইতেছে। হে মহাপ্রভ! সম্প্রতি কর্ণের ও আপনকার ভাগ অবশিষ্ট আছে; আপনি কর্ণের সমভিব্যাহারে এক সময়েই সংগ্রামে সেই অংশ বিনষ্ট করুন। সূর্য্য যেমন অরুণের সহিত মিলিত হইয়া অন্ধকার অপনোদন করেন, সেইরূপ আপনি কর্ণের সহিত মিলিত

হইয়া মহাসমরে অর্জ্জুনকে বিনষ্ট করুন। তরুণ-ভাস্কর কান্তি কর্ণ ও শল্যকে সমরে উত্থানশীল সূর্য্য-যুগল-তুল্য অবলোকন করিয়া বিপক্ষ-পক্ষীয় মহারথ সকল দশ দিকে পলায়ন করুক। হে আর্য্য! সূর্য্য ও অরুণকে দেখিয়া তমোরাশি যেমন নাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আপনাদিগকে দেখিয়া কুন্তী-তনয়েরা পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণের সহিত নষ্ট হউক। কর্ণ রথিগণের প্রধান এবং আপনিও সারথি-সমুদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; সুতরাং যুদ্ধে আপনাদিগের তুল্য হইতে পারে, পৃথিবী-মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিই নাই। অতএব কৃষ্ণ যেমন সকল অবস্থায় অর্জ্জুনকে রক্ষা করিতেছেন, সেইরূপ আপনিও সংগ্রামে কর্ণকে রক্ষা করুন। হে মহীপতে! আপনি সারথি হইলে ইনি, পাণ্ডবদিগের কথা দূরে থাকুক, সংগ্রামে বাসব-সহ দেবগণেরও অধর্ষণীয় হইবেন; অতএব আমার বাক্যে আপনি শঙ্কা করিবেন না।

সঞ্জয় কহিলেন, দুর্য্যোধনের বাক্য শুনিয়া শল্য একবারে ক্রোধে অধৈর্য্য হইলেন; ললাট-মধ্যে ত্রিশিখান্বিত ভ্রুকুটীভঙ্গী করিয়া পুনঃপুন হস্তদ্বয় কম্পিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভীষণ চক্ষুর্দ্বয় ক্রোধে আরক্তবর্ণ হইল। অনন্তর কুল, ঐশ্বর্য্য, শাস্ত্রজ্ঞান ও পরাক্রমে দর্পিত সেই মহাবাহু মদ্র-পতি ক্রোধ-লোহিত বিশাল-নেত্র-যুগল ঘূর্ণায়মান করত এই কথা বলিতে লাগিলেন। "হে গান্ধারী-তনয়! তুমি যে নিঃশঙ্ক-চিত্তে আমাকে সারথ্য করিতে আদেশ করিতেছ, ইহাতে নিশ্চয়ই আমার অবমান করিতেছ; অথবা আমার বলবীর্য্যাদির প্রতি সর্ব্বতোভাবে শঙ্কা করিতেছ। তুমি কর্ণকে আমা অপেক্ষা অধিকতর যুদ্ধবীর জানিয়া প্রশংসা করিতেছ বটে, কিন্তু আমি সমরে রাধেয়-কে আত্ম-সমকক্ষ বলিয়াও জ্ঞান করি না। হে কুরু-নন্দন ধরণীপতে! বিপক্ষ-সৈন্য-সংহার-বিষয়ে আমার যে অংশ কল্পিত হইয়াছে, তুমি তদপেক্ষাও অধিক অংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দাও, আমি সংগ্রামে তাহা বিনষ্ট করিয়া যথা-স্থানে গমন করিব। অথবা আমি একাকীই যুদ্ধ করিব; সমরে অদ্য শত্রুগণকে দগ্ধ করিতে থাকিলে, তুমি আমার কতদূর বীর্য্য অবলোকন কর। হে কৌরব-শ্রেষ্ঠ! মাদৃশ পুরুষ হৃদয়-মধ্যে অভিমান স্থাপন করিয়া কখন কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না; অতএব এ বিষয়ে তুমি আমার প্রতি শঙ্কা করিও না এবং যুদ্ধস্থলে আমাকে অবমানিত করিতেও কোন ক্রমে চেষ্টা করিও না। হে গান্ধারী-তনয়! আমার এই বজ্র-শরীর-তুল্য পীবর ভুজ-দ্বয় বিলোকন কর এবং এই বিচিত্র শরাসন, আশীবিষ-সদৃশ শর-সমুদায়, বাতবেগিত সদশ্বযুক্ত রথ ও হেমপট্ট-বিভূষিতা গদার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ কর। হে পার্থিব! আমি ক্রুদ্ধ হইলে স্বীয় তেজঃপুঞ্জ প্রভাবে মহীতলকে বিদীর্ণ, পর্ব্বত-সমুদয়কে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং সমুদ্র-সকলকে শুষ্ক করিতে পারি। অতএব হে রাজন্! তুমি আমাকে ঈদৃশ যুদ্ধবীর ও শত্রু-নিগ্রহে সমর্থ জানিয়াও সমরে অপেক্ষাকৃত হীন-সামর্থ্য অধিরথ-তনয়ের সারথ্যকর্ম্মে কি হেতু নিযুক্ত করিতেছ? হে রাজেন্দ্র! আমাকে এই অযোগ্য নীচকার্য্যে নিযুক্ত করা তোমার উচিত নহে। আমি শ্রেষ্ঠ হইয়া পাপিষ্ঠজনের আজ্ঞাবহ হইতে কোন ক্রমে উৎসাহ করি না। যে ব্যক্তি প্রীতি-সহকারে সমুপাগত ও বশে স্থিত গরিষ্ঠ পুরুষকে পাপীয়ান্ জনের বশবর্ত্তী করে, তাহার পাপ ঐ অধমের অপেক্ষাও গুরুতর। হে ভারত! এইরূপ শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত আছে যে, ব্রহ্মা মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরুযুগল হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্রদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন; অনন্তর সেই চতুর্ব্বর্ণের পরস্পর সংযোগে প্রতিলোম ও অনুলোম-জাত বর্ণসঙ্কর-সমুদায়ের উৎপত্তি হয়। ক্ষত্রিয়েরা রক্ষাকর্ত্তা, করসংগ্রহীতা ও দাতা বলিয়া স্মৃত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা লোকের অনুগ্রহার্থে

Digitized by Google

যাজন, অধ্যাপন ও বিশুদ্ধ প্রতিগ্রহ করিবার উদ্দেশে প্রজাপতি-কর্ত্তৃক ভূমণ্ডলে স্থাপিত হইয়াছেন। বৈশ্যদিগের ধর্ম্ম কৃষি, পশুপালন ও দান। শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের পরিচর্য্যা-কার্য্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে অনঘ! এক্ষণে আমার এই বাক্য শ্রবণ কর; শূদ্রেরা যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের পরিচারক, সেইরূপ সূতেরাও ক্ষত্রিয়দিগের পরিচারক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; ক্ষত্রিয়েরা কখন সূতদিগের পরিচারক হন নাই। হে বৈরিবল-সূদন নরপতে! আমিও রাজর্ষিকুল-সম্ভূত মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা, বন্দিগণের সেবনীয় ও স্তবনীয় এবং মহারথ-নামে বিখ্যাত হইয়াছি; অতএব এতাদৃশ মান্য হইয়াও আমি সমরে সূতনন্দনের সারথ্য করিতে কোন মতেই উৎসাহ করিতে পারি না। হে গান্ধারী-তনয়! আমি অবমান-ভাজন হইয়া কোন ক্রমেই যুদ্ধ করিব না; অতএব তোমাকে বিজ্ঞাপন করিতেছি, অদ্যই নিজ গৃহে গমন করিব"।

সঞ্জয় কহিলেন, সমর-শোভাকর নর-শার্দ্দূল শল্য অমর্ষ-পরবশ হইয়া এইরূপ কথনানন্তর নৃপকুল-মধ্য হইতে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক শীঘ্র প্রস্থান করিলেন। তখন আপনকার পুত্র তাঁহারে সপ্রণয় সম্ভাষণ ও বহু মানপ্রদর্শন-পূর্ব্বক নিরুদ্ধ করিয়া সর্ব্বার্থসাধক মধুর-বচনে কহিতে লাগিলেন; হে জনাধিপ শল্য! আপনি যেরূপ কহিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই; তাহা সর্ব্বথাই যথার্থ; পরন্তু আমার অনুরোধ করিবার কোন অভিপ্রায় আছে, তাহা বোধগম্য করুন। হে রাজন্! কর্ণও আপনা অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাপন্ন নহেন এবং আপনকার প্রতিও আমি শঙ্কা করিতেছি না; কেন না যাহা মিথ্যা হইতে পারে, মদ্রেশ্বর শল্যরাজ তাহা কদাচ করিতে পারেন না। আমার এইরূপ প্রতীতি আছে যে, আপনকার পূর্ব্ব-পুরুষ-প্রবরেরা ঋত অর্থাৎ সত্যই বলিতেন, সেই হেতু আপনি ‘আর্ত্তায়নি’ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন। হে মানপ্রদ! সমরক্ষেত্রে আপনি শত্রুগণের শল্য-স্বরূপ হইয়াছেন, এই জন্যই পৃথিবীতলে আপনকার নাম ‘শল্য’ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। হে বহুল-দক্ষিণাপ্রদ ধর্ম্মজ্ঞ! পূর্ব্বে আমার প্রিয়কার্য্য-সাধনার্থে আপনি যেরূপ কহিয়াছিলেন এবং এখনও যাহা যাহা কহিলেন, তাহা সম্পন্ন করুন। সংগ্রামে আপনি প্রধান প্রধান অশ্ব সকলের সংযমনে সুনিপুণ, এই নিমিত্তেই আপনাকে আমরা সারথ্যে বরণ করিতেছি; নতুবা কর্ণও আপনা অপেক্ষা অধিক বীর্য্যবান্ নহেন এবং আমিও অধিক বীর্য্যবান্ নহি। হে তাত! কর্ণ যেমন গুণ-সমূহে ধনঞ্জয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ আপনাকেও লোকে বাসুদেব অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে। হে নরর্ষভ! কর্ণ কেবল অস্ত্র-সমস্ত-দ্বারাই অর্জ্জুন হইতে উৎকৃষ্ট, কিন্তু আপনি হয়জ্ঞান ও বল, উভয়-বিষয়েই কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। হে মদ্ররাজ! মহামনা বাসুদেব যে পরিমাণে অশ্বতত্ত্ব জানেন, আপনি তদপেক্ষা দ্বিগুণ জানেন, সন্দেহ নাই।

শল্য কহিলেন, হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ গান্ধারী-তনয়! তুমি সৈন্য-মধ্যে আমাকে যে দেবকীপুত্র অপেক্ষা বিশিষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছ, ইহাতে আমি তোমার প্রতি প্রীতিমান্ হইলাম। হে বীর! তুমি যেরূপ অভিলাষ করিতেছ, তদনুসারে আমি অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত যশস্বী কর্ণের সারথ্যকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলাম; পরন্তু বৈকর্ত্তনের প্রতি আমার এই একটি নিয়ম রহিল যে, আমি ইচ্ছানুসারে উহাঁর নিকটে বাক্যপ্রয়োগ করিব।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতসত্তম রাজেন্দ্র! আপনকার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের সহিত মদ্ররাজপুত্র শল্যকে ‘তাহাই হইবে’ এই কথা বলিলেন।

শল্য-সারথ্য-স্বীকারে দ্বাত্রিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥



Digitized by Google

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাজর্ষি-সত্তম প্রভো মদ্রাধিপ! আমি পুনরায় আপনাকে যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে দেবতা ও অসুরগণের সংগ্রামে যাহা ঘটিয়াছিল, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় আমার পিতার নিকটে সেই বৃত্তান্তটি বর্ণন করিয়াছিলেন। এক্ষণে আপনকার নিকটে আমি তাহা অদ্যোপান্ত কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ইহাতে আপনি কোন সন্দেহ করিবেন না। হে রাজন্! যাহাতে তারকাসুর নিহত হয়, পরস্পর-বিজয়াভিলাষী দেব ও অসুরগণের সেই যুদ্ধ অতিভয়ঙ্কর হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, তারকাসুরের সংহার হওয়াতেই তৎকালে দৈত্যেরা দেবগণ-কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছিল। হে শত্রুতাপন পৃথিবীপতে! দৈত্যদল-পরাজিত হইলে তারকাসুরের তারাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী নামে তিন পুত্র উগ্রতর তপস্যায় মনোনিবেশ করত পরম নিয়মে অবস্থিত হইয়া তপশ্চরণ-দ্বারা শরীর শুষ্ক করিতে লাগিল। বরদাতা পিতামহ ব্রহ্মা তাহাদিগের দম, নিয়ম, সমাধি ও তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে বরপ্রদান করিতে উৎসুক হইলেন। হে রাজন্! তাহারা সকলেই একবাক্য হইয়া সর্ব্বলোক-পিতামহ-সন্নিধানে তখন সর্ব্বভূত-মধ্যে সর্ব্বদা অবধ্যত্ব প্রার্থনা করিল। সর্ব্বলোকেশ্বর প্রভু পিতামহ দৈত্যগণের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, "হে অসুরগণ! সর্ব্বভূতের অবধ্য হওয়া সম্ভবপর নহে, অতএব তোমরা অতিপ্রেত বরপ্রাপ্তি-বিষয়ে নিবৃত্ত হও; যদি অপর কোন প্রকার বর অভিলষিত হয়, প্রার্থনা কর"। হে রাজন্! অনন্তর তাহারা সমবেত হইয়া বারংবার বহু প্রকার বিচার করিয়া পরিশেষে সর্ব্বলোকেশ্বর পিতামহকে প্রণাম-পূর্ব্বক এই কথা বলিল, "হে দেব পিতামহ! তুমি আমাদিগকে এই বর প্রদান কর যে, ইহলোকে তোমার প্রসাদে পুরস্কৃত হইয়া আমরা যেন তিনজনে তিন পুরে অবস্থান-পূর্ব্বক এই মহীমণ্ডলের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারি। হে অনঘ! সহস্র বর্ষ পরে আমরা যখন সকলে পরস্পর সম্মিলিত হইব, তখন পুরত্রয়ও একত্ব প্রাপ্ত হইবে। হে ভগবন্! পুরত্রয় একীভূত হইলে যে দেবশ্রেষ্ঠ এক বাণে ইহাকে বিনষ্ট করিতে পারিবেন, তিনিই আমাদিগের নিহন্তা হইবেন"। দেব প্রজাপতি তাহাদিগকে 'তথাস্তু' বলিয়া স্বর্গপুরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে অসুরেরা বরলাভে প্রীত হইয়া পরস্পর পরামর্শ-পূর্ব্বক পুরত্রয় নির্ম্মাণার্থে দৈত্য দানবপূজিত জরা-রহিত, সর্ব্ব-কর্ম্মদক্ষ ময়-নামক মহাসুরকে বরণ করিল। অনন্তর ধীসম্পন্ন ময়দানব নিজ তপস্যা প্রভাবে পুরত্রয় নির্ম্মাণ করিল। তন্মধ্যে একটি কাঞ্চনময়, একটি রৌপ্যময় আর একটি কৃষ্ণলৌহময় হইল। হে পৃথিবীশ! কাঞ্চনপুর সুরলোকে, রৌপ্যপুর অন্তরীক্ষে এবং লৌহপুর ভূমি-মধ্যে চক্রোপরি রহিল। প্রত্যেক পুর দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে শত যোজন পরিমিত, প্রকাণ্ড প্রাকার ও তোরণ-সমন্বিত, উৎকৃষ্ট গৃহ-নিকরে সমাকীর্ণ, অসংকীর্ণ মহাপথ-বিশিষ্ট এবং বহুতর মন্দির, অট্টালিকা, প্রাসাদ ও দ্বার-সমুদায়ে সুশোভিত। হে রাজন্! উক্ত অসুরেরা ঐ পুর-ত্রয়ে পৃথক্ পৃথক্ রাজা হইল। মনোহর কাঞ্চনপুর মহাত্মা তারকাক্ষের, রৌপ্যপুর কমলাক্ষের এবং লৌহপুর বিদ্যুন্মালীর হইল। সেই তিন দৈত্যরাজ স্বীয় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে শীঘ্র লোকত্রয় আক্রমণ করিয়া সুস্থির হইল এবং বলিতে লাগিল, "প্রজাপতি আবার কে?" ঐ প্রতিবীর-বিরহিত সর্ব্বপ্রধান দানবত্রয়-সমীপে প্রযুত প্রযুত, কোটি কোটি, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ, দানব-সমস্ত নানা স্থান হইতে আসিয়া সমবেত হইল। ঐ সকল সুগর্ব্বিত মাংসাশী দানব-দল পূর্ব্বে দেবগণ-কর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়াছিল, এক্ষণে মহৎ ঐশ্বর্য্য অভিলাষ করত ত্রিপুরদুর্গে আশ্রয় লইল। ময়দানব ঐ সকল দানবদিগের সমুদায় আবশ্যক দ্রব্যের সংস্থান করিয়া দিল; তাহাকে

আশ্রয় করিয়াই তাহারা সকলে অকুতোভয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। ত্রিপুরের আশ্রিত যে কোন ব্যক্তি মনে মনে যে যে অভিলাষ করিত, ময়দানব মায়া-দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহার সেই সেই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দিত।

এইরূপে কিয়ৎ কাল অতীত হইলে, তারকাক্ষের তনয় মহাবল পরাক্রান্ত হরিনামা দানব ঘোরতর তপস্যা-দ্বারা পিতামহকে পরিতুষ্ট করিল এবং তাঁহাকে প্রসন্ন হইতে দেখিয়া এই বর প্রার্থনা করিল যে, আমাদিগের পুরমধ্যে এতাদৃশী একটি বাপী হউক, যাহাতে শস্ত্র-দ্বারা বিনিহত জনগণকে নিক্ষিপ্ত করিলে তাহারা বলবত্তর হইতে পারে। হে প্রভো ! তারকাক্ষ-তনয় সেই বীর্য্যবান্ হরিদানব ঐ বর লাভ করিয়া তথায় মৃতসঞ্জীবনী বাপীর সৃষ্টি করিল। যে সকল দৈত্য যেরূপে ও যে বেশে মৃত হইয়া সেই বাপী-মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইত, তাহারা তাদৃশ রূপে ও তাদৃশ বেশেই জীবিত হইয়া উঠিত। হে রাজন্! মহতী তপস্যায় সিদ্ধ ত্রিপুরাধীশ্বর দানবেরা উক্ত বাপী লাভে পুনর্ব্বার দেবগণের ভয়বর্দ্ধন হইয়া লোক-সকলের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিল। সংগ্রামে তাহাদিগের কোন প্রকারে বিনাশ হইল না; সুতরাং তাহারা লোভ-মোহে অভিভূত, বিচেতন ও নির্লজ্জ হইয়া যজ্ঞক্রিয়াদি নির্দ্দিষ্ট লোক-মর্য্যাদা-সমস্ত সম্যক্ রূপে বিলুপ্ত করিয়া ফেলিল। বরদানে দর্পিত হওয়ায় সেই দুষ্টাচার দানবেরা অনুচর-সহ দেবগণকে দূরীভূত করিয়া স্বেচ্ছানুসারে নানা সময়ে নানা স্থানে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহারা সুরপুরবাসীদিগের প্রিয়তর ক্রীড়া-কানন-সকল, ঋষিগণের পুণ্যাশ্রম-সমুদয়, সুরম্য-জনপদ-নিচয় ও মর্য্যাদা-সমস্ত একবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। অনন্তর লোক সকল পীড্যমান হইতে থাকিলে, ইন্দ্র দেবগণে পরিবৃত হইয়া পুরত্রয়ের চতুর্দ্দিকে বজ্রপাত-দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে শত্রুতাপন নরাধিপ ! সুরপতি পুরন্দর যখন বিধাতৃ-বরদত্ত সেই অভেদ্য পুরত্রয়কে অশনিপাত-দ্বারা ভেদ করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন অতিশয় ভীত হইয়া সেই পুরত্রয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দানবদিগের উক্ত অত্যাচার বৃত্তান্ত নিবেদন করিবার উদ্দেশে অমরগণের সহিত পিতামহ-সন্নিধানে গমন করিলেন। তাঁহারা ভগবান্ পিতামহকে মস্তক-দ্বারা প্রণাম-পূর্ব্বক সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া দানবগণের বধোপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহা শুনিয়া ভগবান্ প্রজাপতি সুরগণকে এই কথা বলিলেন। "যে ব্যক্তি তোমাদিগের প্রতি অশিষ্টাচরণ করে, সে আমার নিকটেও অপরাধী, সন্দেহ নাই। দুরাত্মা অসুরেরা সকলেই সুরগণের বিদ্বেষী। যাহারা তোমাদিগকে পীড়া প্রদান করিতেছে, তাহারা সততই অপরাধ করিয়া থাকে। সর্ব্বভূতে আমার যে সমদৃষ্টি আছে, ইহাতে কোন সংশয় নাই বটে, কিন্তু আমার একপ নিয়মও নির্দ্দিষ্ট আছে যে, অধার্ম্মিকদিগকে অবশ্য বিনষ্ট করিতে হইবে। যদি কেহ এক বাণে দানবদিগের সেই দুর্গত্রয় ভেদ করিতে সমর্থ হয়, তবেই তৎসমুদয় বিভিন্ন হইবে, অন্যথা নহে; এক বাণে ভেদ করাও একমাত্র মৃত্যুঞ্জয় ব্যতিরেকে অপর কাহারও সাধ্য নাই। অতএব হে আদিত্যগণ ! তোমরা সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা জয়শীল দেবাদিদেব ঈশানকে যোদ্ধৃত্বে বরণ কর; তিনিই ঐ দুর্ব্বৃত্ত অসুরদিগকে নিহত করিবেন"।

পুরন্দর-প্রমুখ দেবগণ প্রজাপতি ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পুরঃসর করত বৃষধ্বজের শরণাপন্ন হইলেন। হে নরপতে ! সেই সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ অমরবৃন্দ সর্ব্বতোভাবে তদ্গত-চিত্ত হইয়া ঋষিগণের সহিত সনাতন বেদ উচ্চারণ করত পরম তপস্যা অবলম্বন করিলেন এবং যিনি আত্ম-রূপ উপাধি-দ্বারা সমস্ত ব্যাপ্ত করিয়াছেন, সর্ব্ব-ভয়ে অভয়প্রদ সেই মহাত্মা সর্ব্বাত্মাকে অসুর-সংহারিণী উগ্রতর বাণী-দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। যিনি

বহুতর তপো-বিশেষ-দ্বারা আত্ম-মনঃসংযোগ ও আত্মজ্ঞান বিদিত হইয়াছেন এবং যাঁহার আত্মা সতত বশীভূত, দেবগণ সেই পাপলেশ-পরিশূন্য, প্রভাব-সম্পন্ন, লোকে অনন্য-সদৃশ, তেজোরাশিময়, উমাপতি ঈশান দেবকে সন্দর্শন করিলেন। ভগবান্ ভূতপতি একমাত্র হইলেও তাঁহারা তাঁহাকে নানা-রূপ কল্পনা করিতে লাগিলেন; অনন্তর সেই মহাত্মাতে পরস্পরের আত্ম-প্রতিরূপ রূপ সকল অবলোকন করত সকলেই অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। দেব ও ব্রহ্মর্ষিগণ সেই জন্মবিহীন জগৎপতিকে সর্ব্ব-ভূতময় সন্দর্শন করিয়া ভূতলে মস্তক সমস্ত সংলগ্ন করত প্রণাম করিলেন। ভগবান্ শঙ্কর তাঁহাদিগকে স্বস্তিবাদ-দ্বারা সম্যক্ অর্চ্চনা-পূর্ব্বক উত্থাপিত করিয়া বিস্মিতভাবে কহিলেন, হে দেবগণ! কি হইয়াছে, শীঘ্র কহ। দেবতারা ত্রিলোচন-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া স্বস্থচিত্তে কহিলেন "হে প্রভো! আমরা তোমাকে কায়মনো-বাক্যে বারংবার নমস্কার করি। হে দেবাধিদেব পিনাকিন্! তুমি ক্রোধের অতিক্রম-কারী হইয়াও দক্ষপ্রজাপতির যজ্ঞ বিধ্বংস করিয়াছ, অথচ প্রজাপতিরা তোমাকে পূজা করিতেছেন। তুমি স্তুত, স্তুত্য, স্তূয়মান, সর্ব্ব-সংহারক, নীললোহিত, রুদ্র, নীলকণ্ঠ ও শূলপাণি। তুমি অমোঘ, মৃগাক্ষ, পরশুযোধী, পূজ্য, শুদ্ধ, সর্ব্বাধার ও সর্ব্ব-নিহন্তা। তুমি দুর্ব্বারণ, দীপ্তিমান্ ব্রহ্ম, ব্রহ্মচারী, ঈশান, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বনিয়ন্তা ও চীরবাসা। তুমি নিয়ত তপস্যা-নিরত, পিঙ্গল, ব্রতনিষ্ঠ, কৃত্তিবাসা, কুমার-পিতা, ত্র্যম্বক ও উত্তমায়ুধপাণি। তুমি নিত্য-কাল শরণাগত-দুঃখ-হারী, অসুরগণ-সংহারকারী, বনস্পতিপতি, নরপতি, গোপতি ও যজ্ঞপতি। হে অমিততেজস্বিন্ ত্রিলোচন! আমরা তোমাকে ও তোমার সৈন্যগণকে বারংবার নমস্কার করি। হে দেব! আমরা মন, বাক্য ও কর্ম্ম-দ্বারা তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি, আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও।" অনন্তর ভগবান্ ভবানীপতি প্রসন্ন হইয়া স্বাগতপ্রশ্ন দ্বারা তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়া কহিলেন, তোমাদিগের ত্রাস দূর হউক; আমি তোমাদিগের কি কর্ম্ম করিব বল।

ত্রিপুরাখ্যানে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৩॥



দুর্য্যোধন কহিলেন, মহাত্মা শঙ্কর পিতৃগণ, দেবগণ ও ঋষিগণকে অভয় প্রদান করিলে, ব্রহ্মা তাঁহারে সমুচিত সৎকার-পূর্ব্বক এই লোক-হিতকর বাক্য কহিলেন, হে সর্ব্বেশ! ভবদীয় প্রসাদ বশত আমি এই প্রাজাপত্য-পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দানবগণকে এক সুমহান্ বর প্রদান করিয়াছি। হে ভূত-ভব্যভাবন! মর্য্যাদার অতিক্রমকারী সেই দুর্বৃত্ত দৈত্যগণকে সংহার করিতে ত্বদ্ভিন্ন অন্য কেহই সমর্থ নহে; তাহাদিগের বিনাশ বিষয়ে একমাত্র তুমিই সক্ষম প্রতিদ্বন্দ্বী। অতএব হে শূলধারিন্! হে দেবেশ! তুমি প্রার্থনাকারী শরণাপন্ন সুরগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দানব-দলকে বিনাশ কর। হে মানপ্রদ! তোমার প্রসাদে এই সমুদয় জগৎ সুখলাভ করুক। হে সর্ব্বলোকেশ! তুমি সর্ব্ব-শরণ্য, এই জন্যই আমরা সকলে তোমার শরণাগত হইয়াছি।

শঙ্কর কহিলেন, হে সুরগণ! আমি তোমাদিগের শত্রু সকলকে সংহার করিব, এরূপ সংকল্প করিলাম; কিন্তু সুরদ্বেষী অসুরগণ অসাধারণ বলশালী হইয়াছে, এজন্য একাকী তাহাদিগকে বিনাশ করিতে আমার উৎসাহ হয় না। অতএব তোমরা সকলে মদীয় অর্দ্ধতেজের সহিত সংমিলিত হইয়া সমরে সেই শত্রু সকলকে পরাজিত কর; যেহেতু সমবায়ের বল অতি মহৎ হইয়া থাকে।

দেবতারা কহিলেন, আমাদিগের বোধ হয় যে, অস্মদীয় তেজোবল অপেক্ষা তাহাদিগের তেজোবল দ্বিগুণ; কেন না আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

ভগবান্ শঙ্কর কহিলেন, যাহারা তোমাদিগের নিকটে অপরাধী হইয়াছে, সেই পাপ-পুরুষগণ সর্ব্বতোভাবে বধার্হ; অতএব আমার তেজ ও পরা-

Digitized by Google

ক্রমের অর্দ্ধভাগ-দ্বারা তোমরা শাত্রব সকলকে সংহার কর।

দেবগণ কহিলেন, হে মহেশ্বর! আমরা ভবদীয় তেজের অর্দ্ধাংশ ধারণ করিতে কোন ক্রমে সমর্থ হইব না; অতএব আপনিই আমাদিগের বলার্দ্ধ-সহকারে বৈরিদল বিনাশ করুন।

ভগবান্ কহিলেন, যদি একান্তই তোমরা আমার বল ধারণে অশক্ত হও, তবে আমিই তোমাদিগের অর্দ্ধতেজঃ-সমন্বিত হইয়া দস্যুদল দলন করিব।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাজসত্তম! সুরগণ ভগবদ্বাক্যে সম্মত হইলে, শঙ্কর সর্ব্ব দেবের শরীর হইতে অর্দ্ধতেজ সংগ্রহ করিলেন; তাহাতে তাঁহার মূর্ত্তি অধিকতর বলবতী হইল। সেই দেব সর্ব্ব দেব হইতে বলবত্তর হইলেন, এজন্য তদবধি তাঁহার মহাদেব নাম বিখ্যাত হইল। অনন্তর মহাদেব কহিলেন, হে অমরগণ! আমি রথে আরোহণ-পূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া সমরে তোমাদিগের সেই শত্রু সকলকে নিহত করিব। অতএব তোমরা আমার রথ ও ধনুর্ব্বাণ সংস্থান করিবার চেষ্টা দেখ, আমি অদ্যই উহাদিগকে মহীতলে নিপাতিত করিতেছি।

দেবতারা কহিলেন, হে দেবেশ্বর! আমরা এই ত্রৈলোক্যের নানা স্থান হইতে সমুদয় মূর্ত্তিসার সংগ্রহ করিয়া তোমার নিমিত্তে এক মহাতেজস্বী রথ নির্ম্মাণ করিব। এইরূপ কহিয়া সুরবরগণ মহাদেবের নিমিত্তে নিজ বুদ্ধি-দ্বারা বিহিত বিশ্বকর্ম্মকৃত এক অপূর্ব্ব স্যন্দনের কল্পনা করিলেন এবং বিষ্ণু সোম হুতাশনময় এক শর প্রস্তুত করিলেন। হে মনুজেশ্বর! অগ্নি সেই উৎকৃষ্ট শরের শৃঙ্গ, সোম ভল্ল এবং বিষ্ণু কট্মল হইলেন। বিশালপুরমালিনী সপর্ব্বত-বনদ্বীপা-ভূতধরা বসুন্ধরা-দেবী রথের বন্ধুর হইলেন। মন্দর পর্ব্বত ও দানবালয় সমুদ্র তাহার অক্ষ, মহানদী জঙ্ঘা, দিক্ বিদিক্ সকল পরিবার, নক্ষত্র সমুদয় ও ধৃতরাষ্ট্র-প্রভৃতি প্রবলতর দশ গজপতি ঈষা, আকাশ ও সত্যযুগ যুগ, ভুজগরাজ বাসুকি কূবর, হিমালয় ভূধর অপস্কর, বিন্ধ্যপর্ব্বত উদয়াচল অস্তগিরি ও মন অধিষ্ঠান, সপ্তর্ষিমণ্ডল পরিষ্কর, গঙ্গা সরস্বতী সিন্ধু ও আকাশ ধুর, নদী সকল ও সলিল সমুদয় উপস্কর, অহোরাত্র কলা কাষ্ঠা ও ঋতু সমুদয় অনুকর্ষ, প্রদীপ্ত গ্রহগণ ও তারকা সকল বরূথ, ধর্ম্ম অর্থ ও কাম দারুবন্ধন ত্রিবেণু, বিবিধ ফলপুষ্পোপ-শোভিত লতা-সমস্ত ওষধি, চন্দ্র ও সূর্য্য চক্রদ্বয়, রাত্রি পূর্ব্বাঙ্গ, দিবস উত্তরাঙ্গ, সংবর্ত্তক বলাহক-প্রভৃতি মেঘ সকল এবং সন্ধ্যা ধৃতি মেধা স্থিতি ও সন্নতি যুগচর্ম্ম, গ্রহনক্ষত্র-তারকাপুঞ্জে বিচিত্রিত গগনমণ্ডল চর্ম্ম, ইন্দ্র বরুণ যম ও কুবের এই লোকপাল-চতুষ্টয় অশ্ব, কালপৃষ্ঠ নহুষ কর্কোটক ধনঞ্জয় ও অন্যান্য নাগগণ তুরঙ্গগণের কেশরবন্ধন, দিক্ বিদিক্ সকল এবং কর্ম্ম সত্য তপস্যা ও অর্থ অশ্বরশ্মি, বষট্কার প্রতোদ, গায়ত্রী শীর্ষবন্ধনী, সিনীবালী অনুমতি কুহূ ও সুব্রতা রাকা অশ্ববন্ধন-রজ্জু, রোহক-নামক নক্ষত্র-দেবতাগণ যুগকীলক এবং সরস্বতী প্রচারমার্গ হইলেন। বিদ্যুৎ ও শক্রধনু নানাবর্ণ-বিশিষ্ট পবন-কম্পিত বিচিত্র-পতাকা-স্বরূপ হইয়া সেই প্রদীপ্ত রথকে সমধিক উদ্ভাসিত করিল। পূর্ব্বে মহাত্মা ঈশানের যজ্ঞে যাহা বিহিত হইয়াছিল, সেই সংবৎসর শরাসন এবং সাবিত্রী মহানির্ঘোষ-বিশিষ্টা মৌর্ব্বী হইলেন। কালচক্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া মহামূল্য-রত্নরাজি-বিভূষিত সুবিমল অভেদ্য দিব্য বর্ম্ম বিহিত হইল। কাঞ্চনগিরি শ্রীমান্ সুমেরু ধ্বজযষ্টি রূপে কল্পিত হইল। সৌদামিনী-সমলঙ্কৃত জলদরাজি পতাকা হইল। সেই পতাকা সকল অধ্বর্য্যু-মধ্যস্থ প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। দেবতারা সেই সুবিহিত স্যন্দন সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। হে আর্য্য! তাঁহারা সর্ব্বলোকের সমুদয় তেজোরাশি একস্থ হইল দেখিয়া সেই মহাত্মা মহাদেবকে নিবেদন করিলেন, রথ প্রস্তুত হইয়াছে।

হে মনুজশার্দ্দূল মহারাজ! দেবগণ এইরূপে শত্রু

দিগের অভিমর্দ্দনকারী সেই প্রধানতম রমণীয় রথ কম্পিত করিলে, মহাদেব শঙ্কর তাহাতে স্বকীয় দিব্য আয়ুধ সমস্ত সংস্থাপিত করিলেন এবং আকাশকে ধ্বজযষ্টি করিয়া বৃষভকে ধ্বজরূপে যোজিত করিলেন। ব্রহ্মদণ্ড, কালদণ্ড, রুদ্রদণ্ড ও জ্বর, ইহারা সর্ব্ব দিকে উদ্যত হইয়া রথের পার্শ্বরক্ষক হইল। হে রাজেন্দ্র! অথর্ব্ব ও অঙ্গিরা সেই মহাত্মা শঙ্করের চক্ররক্ষক, ঋগ্বেদ সামবেদ ও পুরাণ অগ্রসর, ইতিহাস ও যজুর্ব্বেদ পৃষ্ঠরক্ষক এবং দিব্য বাক্য সকল দিব্য বিদ্যা সমুদয় স্তোত্রাদি ও বষট্কার পার্শ্বচর হইয়া রহিলেন। ওঁকার তাঁহার মুখের নিরতিশয় শোভাকর হইলেন। হে রাজন্! মহাদেব ছয় ঋতুতে বিচিত্রিত সংবৎসরকে শরাসন করিয়া আপনার ছায়াকেই সমরে অবিনাশিনী মৌর্ব্বী করিলেন। কালরূপী ভগবান্ রুদ্র সম্বৎসরকে ধনু করিলেন, এই জন্য কালরাত্রি তাঁহার অজরা ধনুর্জ্যা হইল। বিষ্ণু, বহ্নি ও বিধু তাঁহার শায়ক হইলেন। এই সমুদয় জগৎ অগ্নীষোমময় ও বৈষ্ণব বলিয়া বিখ্যাত আছে এবং বিষ্ণুও অমিততেজস্বী মহাদেবের আত্মস্বরূপ হইয়াছেন, সেই হেতু দানবেরা হরের ধনুর্জ্যা সংস্পর্শ সহ্য করিতে একান্ত অক্ষম হইয়াছিল। তীব্রমন্যু প্রভু রুদ্র সেই শরে ভৃগু ও অঙ্গিরার মন্যু-সম্ভূত অতি দুঃসহ ক্রোধাগ্নি নিক্ষিপ্ত করিলেন। সেই অযুত-আদিত্য-সম-তেজস্বী, নীললোহিত, ধূম্রকায়, ভয়ঙ্কর কৃত্তিবাসা তেজঃপুঞ্জ-শিখায় পরিবৃত হইয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। স্বয়ং অধর্ষণীয়, সকলের ধর্ষণকারী, জেতা, ব্রহ্ম-বিপক্ষহন্তা, সর্ব্বসংহারী, ধর্ম্মাশ্রিত মানবগণের নিত্য ত্রাতা, অধার্ম্মিক নরবর্গের নিয়ত নিহন্তা, ভগবান্ স্থাণু আপনারই গুণ অর্থাৎ ভোগাভূত সেই প্রমথনশীল, ভয়ঙ্কর-বলশালী, ভীষণমূর্ত্তি, মনের ন্যায় বেগবিশিষ্ট রথাদি সমস্ত দ্বারা আবৃত হইয়া নিরতিশয় শোভিত হইলেন। হে রাজন্! তাঁহার অঙ্গ সকল অবলম্বন করিয়া অবস্থিত এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদয় বিশ্ব তৎকালে অদ্ভুত-দর্শন হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। রথ প্রস্তুত হইল দেখিয়া দেবদেব কবচ ও শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক বিষ্ণু সোম ও বহ্নিপ্রভব সেই দিব্য বাণ গ্রহণ করিলেন। তৎকালে দেবগণ সুরসত্তম সমীরণকে তাঁহার পবিত্র-গন্ধ-বহন-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সংগ্রামার্থে কৃতযত্ন ভগবান্ মহাদেব তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া দেবতাদিগকেও ত্রাসিত এবং ভূমণ্ডলকে যেন কম্পায়মান করত তখন রথোপরি আরোহণ করিলেন। সদাশিবের রথারোহণেচ্ছা সময়ে ব্রহ্মর্ষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। খড়্গ বাণ ও শরাসনধারী বরদাতা মৃত্যুঞ্জয় ব্রহ্মর্ষিগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান, বন্দিগণ-কর্ত্তৃক বন্দ্যমান এবং নৃত্যবিশারদ নৃত্যকারী অপ্সরোগণে শোভমান হইয়া সস্মিত-বদনে দেবগণকে কহিলেন, আমার সারথি কে হইবে? দেবগণ তাঁহারে কহিলেন, হে দেবেশ! আপনি যাহাকে নিযুক্ত করিবেন, সেই ব্যক্তিই আপনকার সারথি হইবে, সংশয় নাই। মহাদেব পুনর্ব্বার সুরগণকে কহিলেন, আমা অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠতর হইবেন, তোমরা স্বয়ং সম্যক্ রূপে চিন্তা করিয়া তাঁহাকেই আমার সারথি কর, বিলম্ব করিও না। দেবগণ সেই মহাত্মার উক্ত বাক্য শ্রবণে তথা হইতে পিতামহ-সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া এই কথা বলিলেন "হে দেব! দানবগণের নিগ্রহবিষয়ে আপনি যেরূপ কহিয়াছিলেন, আমরা সেইরূপই করিয়াছি এবং মহাদেবও আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। আমরা তাঁহার বিচিত্র-আয়ুধসংযুক্ত মনোহর রথও নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছি, কিন্তু সেই উৎকৃষ্ট রথে সারথি কে হইবেন, জানিতে পারিতেছি না। অতএব হে বিভো! কোন দেবসত্তমকে আপনি সারথি স্থির করুন,—আমাদিগের প্রতি আপনকার যে বাক্য উক্ত হইয়াছিল, তাহা সফল করুন। হে ভগবন্! আপনি পূর্ব্বে আমা-

দিগকে কহিয়াছিলেন যে, আমি তোমাদিগের উপকার করিব; এক্ষণে সেই বাক্য সুসিদ্ধ করুন। আমাদিগের সেই দৈবপ্রভাব-সমন্বিত দুর্দ্ধর্ষ রথোত্তম অবশ্যই শত্রুগণের ধ্বংসকারী হইবে। পিনাকপাণি মৃত্যুঞ্জয় উহাতে যোদ্ধা কল্পিত হইয়াছেন; তিনিও দানবগণের ভয়োৎপাদনার্থে উদ্যত আছেন। সেইরূপ বেদচতুষ্টয় সেই মহাত্মার অশ্বশ্রেষ্ঠ, সশৈলা বসুমতী রথ এবং নক্ষত্র সকল রথগুপ্তি হইয়াছে; স্বয়ং মহাদেব যোদ্ধা, কিন্তু সারথি লক্ষিত হইতেছেন না। সেই রথে একপ সারথি অন্বেষণ করিতে হইবে, যিনি আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়েন। হে দেব! রথখানি তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং মহাদেব যোদ্ধা হইবেন। শরাসন, কবচ ও শস্ত্র সমস্ত প্রস্তুতই আছে। হে প্রভো! আপনি সর্ব্বগুণ-সমন্বিত হওয়ায় সমুদয় দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, সুতরাং আপনা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিকেই আমরা সেই রথের উপযুক্ত সারথি দেখিতেছি না। অতএব আপনি অবিলম্বে রথোপরি আরোহণ করিয়া দেবগণের জয় ও দানবদলের পরাজয় নিমিত্তে উৎকৃষ্ট অশ্ব সকলকে সংযত করুন।” হে রাজন্ শল্য! আমরা এইরূপ শুনিয়াছি যে, দেবতারা ত্রিলোকেশ্বর পিতামহকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া সারথ্য স্বীকারার্থে এই সকল বাক্যে প্রসাদিত করিয়াছিলেন।

অনন্তর পিতামহ কহিলেন, হে সুরগণ! যে বাক্য উক্ত হইয়াছে, তাহাতে কিছুই মিথ্যা নাই; আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত মহাদেবের অশ্ব সমস্ত সংযমন করিব। এইরূপ কহিবার পর লোকস্রষ্টা ভগবান্ দেব পিতামহ, দেবগণ-কর্ত্তৃক মহাত্মা ঈশানের সারথ্য কার্য্যে নির্দ্ধারিত হইলেন। সেই সর্ব্বলোক-পূজিত প্রজাপতি অচিরাৎ স্যন্দনোপরি আরোহণ করিলে বাতগামী হয়গণ ধরাতল-সংলগ্ন-মস্তকে তাঁহারে প্রণিপাত করিল। ভগবান্ পিতামহ রথোপরি আরোহণ-পূর্ব্বক স্বকীয় তেজঃপুঞ্জ-প্রভাবে দেদীপ্যমান হইয়া বল্গা ও কশা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর বিধাতা বাতগামী তুরগগণকে উত্থাপিত করিয়া দেবদেব মহাদেবকে রথে আরোহণ করিতে কহিলেন। তখন সদাশিব সেই বিষ্ণুসোম-বহ্নি-প্রভব বাণ গ্রহণ করিয়া শরাসনের ঘোরতর টঙ্কার-দ্বারা বিপক্ষব্যূহকে কম্পায়মান করত স্যন্দনে আরোহণ করিলেন। দেবেশ্বর রথোপরি আরূঢ় হইলে ব্রহ্মর্ষি দেব গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। সেই বরদাতা খড়্গ বাণ ও শরাসন ধারণে শোভমান হইয়া নিজ তেজঃ প্রভাব-দ্বারা লোকত্রয়কে উদ্ভাসিত করত রথমধ্যে অবস্থিত হইলেন। অনন্তর দেবেশ্বর, পুরন্দর-প্রভৃতি সুরগণকে পুনর্ব্বার কহিলেন ‘ইনি দানবদিগকে বিনষ্ট করিতে পারিবেন না’ একপ মনে করিয়া তোমাদের শোক করা কোনক্রমে কর্ত্তব্য নহে; এই বাণ-দ্বারা তাহাদিগকে নিহত বলিয়াই অবধারণ কর। দেবগণ কহিলেন, ইহা সত্য; দানবদল নিহতই হইয়াছে। প্রভাব-সম্পন্ন ভগবান্ মহাদেব যাহা কহিয়াছেন, সে বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে, ইহা সম্যক্‌রূপে চিন্তা করিয়াই দেবতারা পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন।

হে নরপতে! অনন্তর মহাযশা দেবেশ মহাদেব সর্ব্ব দেবগণে পরিবৃত হইয়া নিরুপম মহারথ-মধ্যে অধিষ্ঠান-পূর্ব্বক যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তখন তদীয় পারিষদগণ এবং সর্ব্ব দিকে ধাবমান, পরস্পর তর্জ্জমান, নৃত্যকারী, অপরাপর দুরাসদ পিশাচাদিগণ তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিল। অসামান্য-গুণসম্পন্ন তপস্যারত মহাভাগ ঋষি-বৃন্দ ও অমরগণ সর্ব্বতোভাবে মহাদেবের বিজয় কামনা করিতে লাগিলেন। হে নরোত্তম রাজেন্দ্র! সর্ব্বলোকের অভয়-বিধাতা বরদাতা দেবেশ্বর এইরূপে যুদ্ধযাত্রা করিলে, সমুদয় জগৎ ও সমস্ত সুরগণ পরিতুষ্ট হইলেন। শঙ্করের সেই প্রয়াণ সময়ে ঋষিগণ বহুবিধ স্তুতি-বাক্যে সুরেশ্বরকে পুনঃপুন স্তব করত তাঁহার

Digitized by Google

প্রভাব বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন এবং সহস্র সহস্র প্রযুত প্রযুত অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ গন্ধর্ব্ব সকল বিবিধ বাদ্য-ধ্বনি করিতে থাকিলেন। অনন্তর বরদাতা পিতামহ রথারোহণ-পূর্ব্বক দৈত্যগণের প্রতি প্রস্থিত হইলে বিশ্বেশ্বর শঙ্কর বিস্ময়ান্বিত হইয়া বারংবার সাধুবাদ করিলেন এবং কহিলেন, হে দেব প্রজাপতে! যে স্থানে দানব সকল আছে, তথায় চল; অতন্দ্রিত হইয়া হয়গণকে পরিচালিত কর; অদ্য সংগ্রামে আমি যখন শত্রুদিগকে নিহত করিতে থাকিব, তখন আমার বাহুদ্বয়ের কত বল দেখ।

হে রাজন্! অনন্তর বিধাতা মন ও মারুত-তুল্য-বেগগামী বাহ-চতুষ্টয়কে সেই দৈত্য-দানব-রক্ষিত ত্রিপুরের অভিমুখে ধাবমান করিলেন। সেই সর্ব্ব-লোক-প্রশংসিত হয়-চতুষ্টয় যেন আকাশ পান করিতে করিতে ধাবিত হইল; ভগবান্ মহাদেব তাহাদিগের দ্বারা সুরগণের বিজয়ার্থে শীঘ্র গমন করিলেন। ভবানীপতি রুদ্র রথে অধিষ্ঠান-পূর্ব্বক ত্রিপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলে, তদীয় বৃষভ ঘোরতর নিনাদ-দ্বারা দশ দিক্ পরিপূর্ণ করিল। ত্রিপুর-স্থিত সুর-শত্রু তারক-তনয়েরা সেই বৃষভের ভয়ঙ্কর সুমহান্ নিনাদ শ্রবণ করিয়া পলায়ন-পরায়ণ হইল। তথায় অন্যান্য যাহারা অবস্থিত ছিল, তাহারা তখন যুদ্ধার্থে অভিমুখ হইল। হে মহারাজ! তাহাতে ত্রিশূলধারী মহাদেব একবারে ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইলেন। তিনি শর-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, সমুদয় ভূত-বর্গ ত্রাসান্বিত হইল; ত্রৈলোক্য ও ভূমণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল এবং ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত সমস্ত প্রাদুর্ভূত হইল। শরস্থ সোম অগ্নি ও বিষ্ণুর এবং রথস্থ ব্রহ্মা রুদ্র ও শরাসনের বিক্ষোভ-হেতু সেই রথ অতিমাত্র অবসন্ন হইয়া পড়িল। অনন্তর নারায়ণ সেই শর-ভাগ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া বৃষরূপ ধারণ-পূর্ব্বক সেই মহারথকে উদ্ধৃত করিলেন। হে মানপ্রদ! রথ অবসন্ন হইতে এবং শত্রু সকল গর্জ্জন করিতে থাকিলে, মহাপ্রভাব ভগবান্ রুদ্র বৃষভের মস্তকে ও অশ্বের পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া সসম্ভ্রমে ঘোরতর নিনাদ-পূর্ব্বক দানবপুরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। হে নরোত্তম! বৃষভ ও অশ্বের উপরি অবস্থিত থাকিয়া তৎকালে তিনি বৃষভের খুর-সমস্ত দুই খণ্ডে বিভক্ত এবং অশ্বের স্তন-সমস্ত ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে রাজন্! প্রবল-পরাক্রান্ত অদ্ভুত-কর্ম্মা রুদ্র এইরূপে গো ও অশ্বের পীড়া উৎপাদন করিলে, তদবধি গো-জাতির খুর দ্বিখণ্ড হইল এবং অশ্ব সকলের আর স্তন হইল না।

সর্ব্বেশ্বর শর্ব্ব তৎকালে শরাসনে জ্যা-রোপণ-পূর্ব্বক পাশুপতাস্ত্রের সহিত সেই দুর্জ্জয় শায়ক সন্ধান করিয়া ত্রিপুর সংহার বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ভগবান্ রুদ্র কার্ম্মুক ধারণ করিয়া অবস্থিত হইলে, পূর্ব্বোক্ত কাল-নিয়মানুসারে সেই পুরত্রয় তখন একত্বই প্রাপ্ত হইল। পৃথগ্ভাবে অবস্থিত পুরত্রয় একীভাব প্রাপ্ত হইলে, মহানুভাব দেবগণের সুমহান্ হর্ষ হইল। অনন্তর দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ মহেশ্বরকে স্তুতি করত জয়-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। পরে অসুরগণ-সংহার-সমুদ্যত, অনির্ব্বচনীয় উগ্রতর-মূর্ত্তিধারী, অসহ্যতেজা মহাদেবের সম্মুখে ত্রিপুর প্রাদুর্ভূত হইল। সকল-লোকেশ্বর ভগবান্ মৃত্যুঞ্জয় তখন সেই দিব্য-শরাসন আকর্ষণ করিয়া ত্রিপুরের প্রতি সেই ত্রৈলোক্য-সার শর নিক্ষিপ্ত করিলেন। হে মহাভাগ! সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শায়ক নিক্ষিপ্ত হইলে, পৃথিবীতলে পতনোন্মুখ পুরগণের মধ্য হইতে তৎকালে ঘোরতর আর্ত্তস্বর উত্থিত হইল। মহাদেব অসুরগণ-সম্বলিত সেই পুরত্রয়কে দগ্ধ করিয়া পশ্চিম সাগরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ত্রিলোক-হিতৈষী ত্রিলোচন মহেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপে সেই ত্রিপুরকে ও তত্রত্য দানব-দলকে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন এবং আত্ম-ক্রোধ-সম্ভূত হুতাশনকে "হা হা! লোক সকলকে ভস্মসাৎ করিও না" এই কথা বলিয়া নিবারিত করিলেন। অনন্তর দেব, ঋষি ও লোক সকল প্রকৃতি

Digitized by Google

প্রাপ্ত হইয়া নিরুপম-তেজস্বী স্থাণুকে উৎকট বচনাবলি-দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। পরে প্রজাপতি-প্রভৃতি দেবগণ প্রযত্ন-দ্বারা কৃতকার্য্য হইয়া ভগবানের অনুমতি-ক্রমে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

হে রাজন্! এইরূপে সেই লোক-স্রষ্টা সুরাসুরগণাধ্যক্ষ ভগবান্ মহেশ্বর লোক সকলের মঙ্গল-বিধান করিয়াছিলেন। ত্রিপুর-সংহার সময়ে পরম অব্যয় লোকধাতা পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা যেমন রুদ্রের সারথ্য করিয়াছিলেন, সেইরূপ পিতামহসদৃশ আপনিও এই রুদ্র-তুল্য মহাত্মা কর্ণের হয় সমুদয়কে অবিলম্বে সংযত করুন। হে নৃপশার্দ্দূল! আপনি যে কৃষ্ণ, কর্ণ, বিশেষত অর্জ্জুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কর্ণও যুদ্ধবিষয়ে রুদ্র-তুল্য-পরাক্রান্ত এবং আপনিও নীতিবিষয়ে ব্রহ্মার সদৃশ; অতএব তাঁহারা যেমন সেই অসুরদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনারাও আমার বিপক্ষ-বূহকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন। হে শল্য! অদ্য কর্ণ যাহাতে শ্বেতাশ্ব কৃষ্ণ-সারথি কুন্তী-তনয়কে প্রমথন-পূর্ব্বক নিহত করিতে সক্ষম হয়েন, আপনি শীঘ্র তাহার বিধান করুন। দেখুন, কর্ণ, আমরা, আমাদের রাজ্য ও বিজয়, সকলই আপনাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; অতএব সংগ্রামে আপনি ইহাঁর হয়োত্তম সমস্ত সংযত করুন। আমি পুনর্ব্বার অপর একটি ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, ইহাও শ্রবণ করুন। কোন ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ আমার পিতার নিকটে ইহা বলিয়াছিলেন। হে শল্য! সেই হেতুকার্য্যার্থ-সমন্বিত বিচিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া আপনি বিশেষ রূপ নিশ্চয়-পূর্ব্বক কার্য্য করুন; ইহাতে সংশয় করিবেন না।

পুরাকালে ভার্গব-কুলে জমদগ্নি-নামা এক মহাতপা ব্রাহ্মণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার শৌর্য্য-বীর্য্যাদি-গুণ-সম্পন্ন রাম নামে বিখ্যাত এক পুত্র ছিলেন। তিনি অস্ত্র-লাভার্থে ইন্দ্রিয়-সমস্তনিগ্রহ-পূর্ব্বক সংযত ও প্রসন্নাত্মা হইয়া তীব্র তপস্যায় মনোনিধান-দ্বারা মহাদেবকে প্রসন্ন করিলেন। মহাদেব তাঁহার অচলা ভক্তি ও শান্তিতে সন্তুষ্ট হইলেন এবং তদীয় মনোগত অভিপ্রায় জানিয়া সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া কহিলেন "রাম! তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি এবং তোমার অভিপ্রেত বিষয়ও আমার বিদিত হইয়াছে; তুমি আত্মাকে পবিত্র কর, তাহা হইলেই মনোগত সমুদয় বিষয় লাভ করিতে সমর্থ হইবে। হে ভার্গব! অস্ত্র-সমস্ত অপাত্র ও অসমর্থ ব্যক্তিকে দগ্ধ করিয়া থাকে; অতএব তুমি যখন পবিত্র হইবে, তখনই আমি তোমারে তৎ সমুদায় সম্প্রদান করিব"। দেবদেব শূলপাণি এইরূপ কহিলে পর রাম অবনত-মস্তকে সেই মহাত্মা প্রভুকে প্রত্যুত্তর করিলেন যে, হে দেবেশ! আপনি যখন আমাকে অস্ত্র ধারণে যোগ্য বলিয়া জানিবেন, তখন এই শুশ্রূষুজনকে অস্ত্র প্রদানে বিমুখ হইবেন না।

দুর্য্যোধন কহিলেন, অনন্তর জমদগ্নি-তনয় দম, নিয়ম ও তপস্যার অনুষ্ঠান এবং হোম-মন্ত্র-পুরস্কৃত উপহার ও বলি প্রদান-দ্বারা বহু বর্ষ ব্যাপিয়া সর্ব্বেশ্বর শর্ব্বের আরাধনা করিলেন। তাহাতে মহাদেব মহানুভাব ভার্গবের প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং দেবী ভগবতীর সন্নিধানে বহুবার তাঁহার গুণ-সমস্ত ব্যাখ্যা করিলেন। হে শত্রুসূদন মহীপতে! প্রভু মৃত্যুঞ্জয় প্রীত হইয়া দেবগণ ও পিতৃগণের সমক্ষেও তাঁহার 'এই রাম অতি দৃঢ়ব্রত এবং আমার প্রতি সতত ভক্তিমান্" এইরূপ গুণাবলি বারংবার বর্ণন করিলেন। ঐ সময়ে দৈত্য সকল মহাবল-সম্পন্ন হইয়াছিল। তাহারা দর্প ও মোহে অভিভূত হইয়া দেবগণকে নিষ্পীড়িত করিতে লাগিল। তাহাতে বিবুধগণ তাহাদিগের বিনাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া সকলে একত্র সমবেত হইলেন এবং শত্রু-বধে যত্নও করিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারি-

Digitized by Google

লেন না। অনন্তর সুরগণ উমাপতি মহেশ্বরের নিকটে গমন-পূর্ব্বক 'শত্রুগণকে বিনষ্ট করুন' এই বলিয়া ভক্তি-যোগে তাঁহারে প্রসাদিত করিলেন। তদনন্তর দেব শঙ্কর দেবতাদিগের রিপুক্ষয় করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া ভৃগুনন্দন রামকে আহ্বান-পূর্ব্বক কহিলেন 'ভার্গব! তুমি লোক সকলের হিতার্থে এবং আমার প্রীতির নিমিত্তে এই সমাগত সুর শত্রু সকলকে বিনষ্ট কর"। এইরূপ কথিত হইয়া রাম বরপ্রদ প্রভু ত্রিলোচনকে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে দেবেশ! আমার এমন কি শক্তি আছে যে, আমি অকৃতাস্ত্র হইয়া যুদ্ধদুর্ম্মদ অস্ত্র-প্রয়োগ-বিশারদ দানব সমুদয়কে সংগ্রামে নিহত করিতে পারিব?

মহেশ্বর বলিলেন, "আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি গমন কর, শত্রুগণকে অবশ্য বিনষ্ট করিতে পারিবে এবং সমুদয় রিপুকুল-পরাজিত করিয়া বিপুল-গুণ-সমস্ত প্রাপ্ত হইবে"। জমদগ্নি-নন্দন এই বাক্য শ্রবণ ও সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিয়া কৃত-স্বস্ত্যয়ন হইয়া দানবগণের প্রতি যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। ক্ষণ কাল বিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি মদ-বল-দর্পিত দেব-শত্রুগণকে কহিলেন, "হে যুদ্ধ-মদোদ্ধত মহাদৈত্যগণ! তোমরা আমারে যুদ্ধ প্রদান কর; তোমাদিগকে জয় করিবার জন্য ভগবান্ দেবদেব আমাকে এস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন"। ভার্গব এইরূপ প্রস্তাব করিলে, দানবগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ভার্গব-নন্দন দ্বিজোত্তম রাম বজ্র ও অশনি সম কঠিন প্রহার-দ্বারা সমরে সেই দৈত্য সকলকে নিহত করিয়া সদাশিব-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। দানবগণের প্রহারে তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল, কিন্তু মহাদেব কর-স্পর্শ করিবামাত্র সেই ক্ষতদেহ এককালে ব্রণ-শূন্য হইল। শূলধারী দেবদেব ভগবান্ শঙ্কর মহাত্মা ভার্গবের সেই অলৌকিক কর্ম্ম সন্দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহারে বহুবিধ বর প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, হে ভৃগুনন্দন! তোমার শরীরে শস্ত্রনিপাত-জনিত যে পীড়া হইয়াছে, তদ্দ্বারা তুমি লৌকিক কর্ম্ম পরাজিত করিয়াছ; সম্প্রতি আমার নিকট হইতে যথাভিলষিত দিব্যাস্ত্র-সমস্ত গ্রহণ কর।

দুর্য্যোধন কহিলেন, অনন্তর মহাতপা ভৃগুরাম সমস্ত অস্ত্র ও মনোভিলষিত বহুবিধ বর লাভ-পূর্ব্বক অবনত-মস্তকে দেবেশ্বর শিবকে প্রণাম করিয়া তদীয় অনুমতি ক্রমে স্ব স্থানে গমন করিলেন। হে পুরুষব্যাঘ্র! পূর্ব্বে আমার পিতার নিকটে ঋষি এই পুরাবৃত্তটি এইরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন। মহাদেব যেমন প্রসন্ন হইয়া রামকে অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভার্গবও সুপ্রীত-হৃদয়ে মহাত্মা কর্ণকে সমুদয় ধনুর্ব্বেদ প্রদান করিয়াছেন। হে রাজন্! কর্ণের যদি কিছুমাত্র পাপ-সঞ্চার থাকিত, তাহা হইলে ভৃগুনন্দন কদাচ তাঁহারে দিব্যাস্ত্র-সমস্ত প্রদান করিতেন না। আমি কর্ণকে কোন ক্রমে সুতপুত্র বলিয়া জ্ঞান করিতে পারি না; কোন দেবপুত্র ক্ষত্রিয়-কুলে উৎপন্ন হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছেন, ইহাই মনে করিয়া থাকি। হে শল্য! কুলের পরিজ্ঞানার্থে আমার এইরূপ প্রতীতি আছে যে, কর্ণ কোন প্রকারেই সুতকুলোদ্ভব নহেন; ক্ষত্রিয়-কুলে জন্মিয়া সুতকুলে নীত হইয়াছেন। সহজাত কবচ-কুণ্ডল-সমন্বিত, আদিত্য-সদৃশ, দীর্ঘবাহু, মহারথ পুরুষকে সুতপত্নী কি প্রকারে প্রসব করিবে? হরিণী কি কখন ব্যাঘ্র উৎপাদন করিতে পারে? ইহাঁর যেরূপ নাগরাজ-করোপম পীবর-ভুজদ্বয় এবং সর্ব্ব-শত্রু-সংহার-সাধন বিশাল-বক্ষঃস্থল, তাহা অবলোকন করুন। হে রাজেন্দ্র! এই রাম-শিষ্য প্রতাপবান্ বৈকর্তন কর্ণ এক জন প্রাকৃত মনুষ্য নহেন; ইনি অবশ্যই কোন মহাত্মা হইবেন।

ত্রিপুর-বধোপাখ্যানে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪।

দুর্য্যোধন কহিলেন, ত্রিপুর বিনাশ কালে সেই সর্ব্বলোক-পিতামহ দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বোক্ত

Digitized by Google

প্রকারে সারথ্য করিয়াছিলেন এবং রুদ্র রথী হইয়াছিলেন। ফলত রথী অপেক্ষা প্রধান বীর ব্যক্তিকেই রথের সারথি করা কর্ত্তব্য ; অতএব হে পুরুষব্যাঘ্র ! আপনি এই উপস্থিত সময়ে তুরগগণকে নিয়মিত করুন। ত্রিপুর বিনাশ কালে দেবগণ যেমন যত্ন করিয়া প্রজাপতিকে বরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমরা আপনাকে কর্ণাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জানিয়া প্রযত্ন-পূর্ব্বক বরণ করিলাম। হে মহাপ্রভ মহারাজ! ঈশ্বরাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ায় পিতামহ যেমন সুরগণ-কর্ত্তৃক বৃত হইয়া রুদ্রের অশ্ব-সংযমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও কর্ণের যুদ্ধে শীঘ্র অশ্ব-সমস্ত সংযত করুন।

শল্য কহিলেন, হে নরবরশ্রেষ্ঠ ! আমিও অমরসিংহ ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের এই অলৌকিক দিব্য উপাখ্যানটি বহুবার কথিত হইতে শ্রবণ করিয়াছি। হে ভারত ! পিতামহ যে রূপে মহাদেবের সারথ্য করিয়াছিলেন এবং এক শরাঘাতে যে রূপে অসুরগণ নিহত হইয়াছিল, তাহা আমার অবিদিত নাই। ত্রিপুর-সংহার সময়ে ভগবান্ পিতামহ যে প্রকারে সারথি হইয়াছিলেন, সে সমস্ত বৃত্তান্ত কৃষ্ণেরও পূর্ব্বে বিদিত হইয়াছে ; অনাগত ও অতীত বৃত্তান্তও কৃষ্ণ যথার্থ-রূপে জানেন। হে ভারত ! এই বিষয় জানিয়াই তিনি, স্বয়ম্ভু যেমন রুদ্রের সারথি হইয়াছিলেন, সেইরূপ ধনঞ্জয়ের সারথি হইয়াছেন। সূতনন্দন কর্ণ যদি কোন ক্রমে কুন্তী-তনয়কে নিহত করিতে পারেন, তাহা হইলে কেশব পার্থকে বিনষ্ট দেখিয়া স্বয়ং সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। তিনি শঙ্খ চক্র গদা গ্রহণ করিলে তোমার এই বাহিনীকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। হে নৃপ ! সেই মহাত্মা বৃষ্ণিনন্দন ক্রুদ্ধ হইলে তোমার সৈন্য সমুদায়ের মধ্যে কেহই শত্রুগণ সমক্ষে স্থির থাকিতে পারিবে না।

সঞ্জয় কহিলেন, মদ্ররাজ উক্ত রূপ সম্ভাষণ করিতে থাকিলে আপনকার পুত্র অদীনাত্মা অরিন্দম মহাবাহু দুর্য্যোধন তাঁহারে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে মহাবাহো ! যাঁহার ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড জ্যাতল-নির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া পাণ্ডব-পক্ষীয় সৈন্যগণ দশ দিকে পলায়ন করে, সেই সর্ব্ব-শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব-শাস্ত্রার্থ-পারগামী বৈকর্ত্তন কর্ণকে আপনি সংগ্রামে অবমাননা করিবেন না। মায়াবী ঘটোৎকচ শত শত মায়া প্রকাশ করিলেও যে প্রকারে রাত্রি-যুদ্ধে তৎকর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছিল, তাহা আপনকার প্রত্যক্ষই হইয়াছে। অর্জ্জুনও এতাবদ্দিবস মহাভয়ে আচ্ছন্ন হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বি-ভাবে তৎ সমক্ষে অবস্থিত হইতে পারে নাই। হে রাজন্ ! যিনি বলশালী ভীমসেনকেও মহারণে পরাজিত করিয়া 'মূঢ় ! ঔদরিক !' ইত্যাদি দুর্নামে সম্বোধন-পূর্ব্বক ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা অপসারিত করিয়াছিলেন ; যিনি শৌর্য্য-সম্পন্ন মাদ্রী-পুত্র-দ্বয়কেও যুদ্ধে পরাজিত করিয়া কোন কারণ-বশত নিহত করেন নাই ; যিনি সাত্বতগণের বরিষ্ঠ বৃষ্ণিপ্রবীর বীর্য্যবান্ সাত্যকিকেও সমরে পরাভব-পূর্ব্বক বিরথ করিয়াছিলেন ; যিনি সৃঞ্জয়দিগকে এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি অপরাপর সৈনিকগণকে সংগ্রামে অবলীলাক্রমে বারংবার পরাজিত করিয়াছিলেন ; যিনি ক্রুদ্ধ হইলে সমরে বজ্রপাণি পুরন্দরকেও বিনষ্ট করিতে পারেন ; সেই মহারথ বীরপুরুষকে পাণ্ডবেরা কি প্রকারে যুদ্ধে বিনির্জ্জিত করিবে ? হে বীর ! আপনিও সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা এবং সর্ব্ববিদ্যা-পারদর্শী ; বাহুবীর্য্যে আপনকার তুল্য লোক পৃথিবী-মধ্যে কেহই নাই। হে অরাতি-সূদন নরপতে ! আপনি শত্রুগণের পক্ষে শল্য-স্বরূপ, বিপক্ষেরা ভবদীয় পরাক্রম সহনে একান্ত অশক্ত, এই জন্যই লোকে আপনাকে শল্য নামে কীর্ত্তিত করিয়া থাকে। হে রাজন্ ! সাত্বত-বংশীয় সমুদয় বীরপুরুষেরা আপনকার বাহুবল প্রাপ্ত হইয়া তাহা সহ্য করিতে পারে নাই ; সুতরাং কৃষ্ণ কি প্রকারে আপনকার বল অপেক্ষা অধিকতর বলশালী হইবেন ? ধনঞ্জয় নিহত হইলে বাসুদেব যেমন পাণ্ডবসৈন্য রক্ষা করিবেন, সেইরূপ কর্ণের বিনাশ ঘটিলে

Digitized by Google

আপনিই এই মহৎব্রত প্রতিপালন করিবেন। হে আর্য্য! বাসুদেব কি জন্যই মদীয় সৈন্য সকলকে সমরে নিবারিত করিবেন, আপনিই বা কি কারণে বিপক্ষ-সৈন্যকে সংহার না করিবেন? হে রাজন্! আপনাকে অবলম্বন করিয়াই আমি সংগ্রামে বীর-বর সহোদরগণ ও সমুদয় মহীপাল-বর্গের নিকটে অঋণী হইতে ইচ্ছা করিতেছি।

শল্য কহিলেন, হে মানপ্রদ গান্ধারী-তনয়! তুমি সমগ্র সৈন্যগণের অগ্রভাগে আমাকে যে দেবকী-পুত্র হইতে বিশিষ্ট বলিয়া প্রশংসা করিতেছ, ইহাতে আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম। হে বীর! তোমার কামনানুসারে আমি পাণ্ডব-প্রধান ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধকারী যশস্বী কর্ণের সারথ্য করিতে সম্মত হইলাম; পরন্তু ইহাঁর প্রতি আমার এই একটি নিয়ম রহিল যে, আমি ইচ্ছানুসারে ইহাঁর সমীপে বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিব।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন কর্ণের সহিত মদ্ররাজকে 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া সমুদয় ক্ষত্রিয়গণের সন্নিধানে তদুক্ত নিয়ম স্বীকার করিলেন। তৎকালে সারথ্য স্বীকার-দ্বারা শল্য-কর্তৃক আশ্বাসিত হইয়া আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন তখন প্রফুল্ল-চিত্তে কর্ণকে আলিঙ্গন করিলেন এবং পুনর্ব্বার স্তুতি-বাক্যে বলিলেন, মহেন্দ্র যেমন দানব সকলকে নিহত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি সমুদয় পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট কর। শল্য অশ্ব-সংযন কর্ম্ম স্বীকার করিলে, কর্ণ হৃষ্টচিত্তে রাজা দুর্য্যোধনকে পুনরায় বলিলেন, মহারাজ! এই মদ্রাধিপতি অনতি-প্রফুল্ল-মানসে সম্ভাষণ করিতেছেন, অতএব আপনি পুনরায় উহাঁকে মধুর-বচনে সারথ্য স্বীকার করিতে বলুন।

অনন্তর সর্ব্বার্থ-পারদর্শী বলবান্ মহাপ্রাজ্ঞ রাজা দুর্য্যোধন জলদ-নিঃস্বন-সদৃশ গম্ভীর বাক্যে তৎ প্রদেশকে যেন পরিপূর্ণ করত মহীপতি মদ্ররাজ শল্যকে কহিলেন, হে পুরুষশার্দ্দূল শল্য! অদ্য কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য মনে করিতেছেন, অতএব আপনি সমরে তাঁহার তুরগগণকে সংযত করুন। হে রাজন্! কর্ণ এইরূপ ইচ্ছা করিতেছেন যে, অগ্রে অপর সমুদয়কে সমর-শায়ী করিয়া পরি-শেষে ধনঞ্জয়কে বিনষ্ট করিবেন; এই জন্যই আমি আপনাকে তাঁহার অশ্ব-রশ্মি গ্রহণ করিতে পুনঃপুন প্রসাদিত করিতেছি। কৃষ্ণ যেমন পার্থের প্রধান মন্ত্রী ও সারথি হইয়া তাহারে রক্ষা করিতেছেন, সেইরূপ আপনিও কর্ণকে সর্ব্বতোভাবে পরিপালিত করুন।

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর মদ্রাধিপ শল্য প্রীতি-প্রফুল্ল হইয়া আপনকার পুত্র অমিত্র হন্তা দুর্য্যো-ধনকে তখন আলিঙ্গন-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন। "হে প্রিয়দর্শন মহীপাল দুর্য্যোধন! যদি এইরূপই তোমার অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তবে, যে কিছু কার্য্য তোমার প্রীতিকর হয়, আমি সে সকলই নি-ষ্পন্ন করিব। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি যে কোন কর্ম্মে যোগ্য হইব, তাহাতেই নিযুক্ত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার কার্য্যভার বহন করিব। পরন্তু আমি হিতা-কাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ণকে, প্রিয়ই হউক বা অপ্রিয়ই হউক, যেকোন কথা বলিব, তুমি কি কর্ণ, উভয়কেই সর্ব্ব প্রকারে তৎ সমুদায় ক্ষমা করিতে হইবে"।

কর্ণ কহিলেন, হে মদ্ররাজ! ব্রহ্মা যেমন মহা-দেবের হিত-সাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং কৃষ্ণ যেমন ধনঞ্জয়ের হিত-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, সেই-রূপ আপনিও আমাদের হিত-সাধনে নিয়ত নিযুক্ত হউন।

শল্য কহিলেন, আর্য্যগণ আত্ম-নিন্দা ও আত্ম-প্রশংসা এবং পর-নিন্দা ও পরস্তুতি, এই চতুর্ব্বিধ চরিত্রের কদাচ আচরণ করেন না; কিন্তু হে বিদ্বন্! তোমার প্রত্যয়ার্থে আমি আত্মশ্লাঘা সংযুক্ত যে কথা বলিতেছি, তাহা তুমি যথার্থ-রূপে হৃদয়ঙ্গম কর। হে প্রভো! আমি সাবধানে অশ্বগণের প্রয়োগ, তাহাদের ভাবী দোষের পরিজ্ঞান এবং তাদৃশ দোষ

Digitized by Google

নিবারণের উপায়-বিজ্ঞান ও সামর্থ্য, এই সমস্ত গুণে মাতলির ন্যায়, দেবরাজের সারথ্য করিবারও যোগ্য-পাত্র। অতএব হে অনঘ সূতনন্দন! সমরে তুমি ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আমি তোমার তুরগগণকে পরিচালিত করিব; তুমি নিশ্চিন্ত হও।

শল্যের কর্ণ-সারথ্য-স্বীকারে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৫।



দুর্য্যোধন কহিলেন, কর্ণ! হয়-চালন-বিষয়ে কৃষ্ণ অপেক্ষাও অধিক দক্ষ এই মদ্ররাজ, দেবরাজ-সারথি মাতলির ন্যায়, তোমার সারথ্য করিবেন। সেই মাতলি যেমন ইন্দ্রের হরিদ্বর্ণ অশ্ব-যুক্ত স্যন্দন পরিচালন করেন, সেইরূপ অদ্য এই শল্য তোমার রথবাজি-নিকরের পরিচালন করিবেন। তুমি যোদ্ধা এবং মদ্ররাজ সারথি হইয়া রথোপরি অবস্থিত হইলে, এই রথোত্তম নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণকে সমরে অভিভূত করিবে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পর দিন প্রভাতে উপস্থিত সমরের প্রারম্ভে রাজা দুর্য্যোধন বলশালী মদ্ররাজকে পুনরায় কহিলেন, হে মদ্রেশ্বর! সংগ্রামে আপনি কর্ণের হয়োত্তম সমস্ত সংযত করুন; আপনা-কর্তৃক সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইলে কর্ণ অবশ্যই ধনঞ্জয়কে জয় করিতে পারিবেন।

হে ভারত! শল্য দুর্য্যোধনের কথায় সম্মত হইয়া রথারোহণ-পূর্ব্বক কর্ণের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, কর্ণ হৃষ্টচিত্ত ও সত্বর হইয়া সারথিকে বারংবার কহিলেন, সূত! তুমি শীঘ্র আমার রথ সুসজ্জিত কর। অনন্তর সারথি সেই গন্ধর্ব্ব-নগর-সদৃশ জয়শীল রথোত্তম যথাবিধি সুসজ্জিত করিয়া কর্ণ-সমীপে "শুভ হউক, জয় করুন" এই বলিয়া তদ্বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। বেদজ্ঞ পুরোহিত পূর্ব্বেই সেই রথের নীরাজনাদি-সংস্কার সম্পাদন করিয়াছিলেন, পশ্চাৎ রথিশ্রেষ্ঠ কর্ণ যথা-বিধানে তাহার অভ্যর্চ্চনা ও যত্ন-সহকারে প্রদক্ষিণ করিয়া সূর্য্যোপাসনা সমাধানান্তে সমীপবর্ত্তী মদ্রপতিকে কহিলেন, আপনি আরোহণ করুন। পরে সিংহ যেমন অচলোপরি আরোহণ করে, সেইরূপ মহাতেজা শল্য কর্ণের সেই দুর্জ্জয় উৎকৃষ্ট মহারথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর কর্ণ আপনার রথোত্তমে শল্যকে আরোহণ করিতে দেখিয়া, দিবাকর যেমন তড়িদ্‌যুক্ত জলধরোপরি অধিষ্ঠান করেন, তদ্রূপ স্বয়ং তাহাতে অধিষ্ঠান করিলেন। সেই সূর্য্যাগ্নি-তুল্য-দীপ্তিশালী বীর-দ্বয় এক রথে আরূঢ় হইয়া, গগণ-মণ্ডলে একত্র সমবেত নীরদারূঢ় ভানু কৃশানুর ন্যায় বিরাজমান হইলেন। যজ্ঞস্থলে ঋত্বিক্‌ ও সদস্যেরা ইন্দ্রাগ্নির স্তব করিতে থাকিলে, তাঁহারা যেমন অধিকতর দীপ্তিভাজন হন, তদ্রূপ উভয় বীর পুরুষ তৎকালে বন্দিগণ-কর্তৃক স্তূয়মান হইয়া সমধিক দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। শল্য রথের অশ্ব সকল সংযত করিলে যুদ্ধার্থে গমনোন্মুখ বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ ঘোরতর শরাসন বিস্ফারণ করত, পরিবেশপ্রাপ্ত ভাস্করের ন্যায়, রথোপরি অবস্থিত হইলেন। শররূপ কিরণ-বিশিষ্ট সেই পুরুষব্যাঘ্র সূত-তনয় রথোত্তমে অধিষ্ঠিত হইয়া, মন্দর-ভূধরস্থ অংশুমালীর ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর, দুর্য্যোধন যুদ্ধ-যাত্রার্থে রথারূঢ় সেই অমিত-তেজস্বী মহাবাহু কর্ণকে এই কথা বলিলেন "হে বীর অধিরথ-তনয়! দ্রোণ ও ভীষ্ম সংগ্রামে যে দুষ্কর কর্ম্ম করিতে পারেন নাই, তুমি সমস্ত ধনুর্দ্ধারিগণের সমক্ষে তাহা সম্পন্ন কর। আমার মনোগত এই ছিল যে, মহারথ ভীষ্ম দ্রোণ অর্জ্জুন ও ভীমসেনকে নিশ্চয়ই নিহত করিবেন। হে বীর রাধেয়! মহাসমরে তাঁহারা যাহা করিতে পারেন নাই, তুমি দ্বিতীয় পুরন্দরের ন্যায় সেই বীরকর্ম্ম কর। হে রাধানন্দন! তুমি হয় ধর্ম্মরাজকে ধৃত করিয়া দাও, না হয় ধনঞ্জয় ভীমসেন ও মাত্রীপুত্র নকুল সহদেবকে নিহত কর। হে পুরুষ-প্রবর!

Digitized by Google

তোমার বিজয় ও মঙ্গল হউক, তুমি প্রস্থান কর— যুধিষ্ঠিরের সমুদয় সৈন্য ভস্মসাৎ করিয়া ফেল।" অনন্তর সহস্র সহস্র তূর্য্য ও অযুত অযুত ভেরী বাদ্যমান হইয়া গগণতলে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় প্রতিভাত হইল। রথোপবিষ্ট রথিবর কর্ণ দুর্য্যোধনের উক্ত বাক্য প্রতিগ্রহ করিয়া যুদ্ধ-বিশারদ শল্যকে কহিলেন, হে মহাবাহো শল্য! আমি যাবৎ পর্য্যন্ত ধনঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল সহদেব ও রাজা যুধিষ্ঠিরকে নিহত না করিতেছি, তাবৎ কাল আপনি তুরগগণকে সঞ্চালিত করুন। অদ্য আমি শত শত, সহস্র সহস্র কঙ্কপত্র নিক্ষিপ্ত করিতে থাকিলে, ধনঞ্জয় আমার বাহুবীর্য্য বিলোকন করুক। হে শল্য! পাণ্ডবগণের বিনাশ ও দুর্য্যোধনের বিজয় নিমিত্তে অদ্য আমি পরম তীক্ষ্ণ শর সমস্ত নিক্ষিপ্ত করিব।

শল্য কহিলেন, হে সূতপুত্র! যাঁহারা সাক্ষাৎ পুরন্দরেরও ভয় জন্মাইতে পারেন, সেই সর্ব্বাস্ত্রপারদর্শী, মহাধনুর্দ্ধারী, মহাবলশালী, সমরে অপরাঙ্মুখ, অজেয়, সত্যবিক্রম, মহাভাগ পাণ্ডব সকলকে তুমি কি বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছ? হে রাধেয়! তুমি যখন সমরে অর্জ্জুনের বজ্র-বিস্ফূর্জ্জিত-সদৃশ ভয়ঙ্কর গাণ্ডীব-নির্ঘোষ শ্রবণ করিবে, তখন আর এ প্রকার কথা বলিবে না। যখন দেখিবে, ভীমসেন সংগ্রামে গজ-সৈন্যগণকে নিহত করিলে তাহারা বিশীর্ণ-দন্ত হইয়া পতিত আছে, তখন আর এপ্রকার কথা বলিবে না। যখন দেখিবে, ধর্ম্মরাজ ও নকুল সহদেব সমরে শাণিত শর-সমূহ বর্ষণ-দ্বারা গগণমণ্ডলে যেন মেঘ-চ্ছায়া উৎপাদন করিতেছেন এবং শীঘ্রহস্ত ও দুরাসদ অন্যান্য পার্থিবগণ অনবরত বাণ বিসর্জ্জন ও অরাতি-কুল বিধ্বংসন করিতেছেন, তখন আর এপ্রকার কথা বলিবে না।

সঞ্জয় কহিলেন, কর্ণ বলশালী মদ্ররাজের কথিত সেই বাক্যের প্রতি অনাদর করিয়া তাঁহারে 'চল, চল' এইমাত্র বলিলেন।

কর্ণ-শল্য-সংবাদে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৬।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কৌরব সৈন্যগণ মহাধনুর্দ্ধর কর্ণকে সমরার্থে কৃতনিশ্চয় ও সমুৎসুক দেখিয়া সকলেই হৃষ্টচিত্তে চতুর্দ্দিক্ হইতে চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর ভবদীয় সৈনিক-পুরুষেরা একমাত্র মৃত্যুকেই সংগ্রামে নিবর্ত্তনকারী স্থির করিয়া দুন্দুভি-নির্ঘোষ, ভেরী-নিনাদ, বিবিধ বাণশব্দ ও বেগবিশিষ্ট বাহনগণের গর্জ্জন-সহকারে নির্গত হইলেন। কর্ণ সংগ্রামার্থে প্রস্থিত এবং যোধগণ হৃষ্টচিত্ত হইলে পর ভূমণ্ডল বিচলিত হইতে ও প্রচণ্ডস্বরে শব্দ করিতে লাগিল। সূর্য্যাদি সপ্ত মহাগ্রহ পরস্পর যুদ্ধ করণার্থে বিনির্গমন করিতে দৃষ্ট হইলেন। উল্কাপাত দিগ্‌দাহ ও বিনা বর্ষণে বজ্র-পতন হইতে থাকিল। প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল। মৃগ ও বিহগগণ তৎকালে মহাভয় বিজ্ঞাপন করত ভবদীয় বাহিনীকে বহুবার দক্ষিণভাগবর্ত্তিনী করিল। কর্ণের প্রস্থান সময়ে তদীয় তুরগগণ ভূমিতলে পতিত হইল। অন্তরীক্ষ হইতে ভয়ানক অস্থি-বর্ষণ হইতে লাগিল, শস্ত্র সকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, ধ্বজ-সমস্ত কম্পিত হইতে থাকিল এবং বাহনগণ অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! কৌরবগণের বিনাশ-সূচক এই সমস্ত ও অন্যান্য বহুতর সুদারুণ উৎকট উৎপাত সকল তথায় উপস্থিত হইল; পরন্তু দৈব-কর্ত্তৃক বিমোহিত হওয়ায় সকলেই তৎসমুদায় অগ্রাহ্য করিল। নরাধিপেরা প্রস্থিত সূতপুত্রের প্রতি জয়াশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং কৌরবেরাও তখন পাণ্ডবদিগকে পরাজিত বলিয়াই জ্ঞান করিলেন।

অনন্তর প্রদীপ্ত-বহ্নি-ভাস্কর-কান্তি, বৈরিবীরহন্তা, রথারূঢ়, রথিশ্রেষ্ঠ, নরপাল, বৈকর্ত্তন কর্ণ ভীষ্ম দ্রোণের বীর্য্যবিধ্বংস সমালোচনে অর্জ্জুনের কর্ম্মাতিশয় বিশেষ রূপে চিন্তা করিয়া অভিমান ও দর্পাবেগে বিদহ্যমান এবং ক্রোধে দেদীপ্যমান হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে শল্যকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এই কথা বলিতে লাগিলেন। "আমি রথস্থ হইয়া শরা-

Digitized by Google

সন গ্রহণ করিলে, ক্রোধপরীত বজ্রপাণি মহেন্দ্রকেও ভয় করি না; কিন্তু ভীষ্ম-প্রভৃতি মহাবীর সকলকে সমর-শয্যায় শয়ান দেখিয়া আমার চিত্ত নিতান্ত চাপল্য-শূন্য হইতেছে। প্রধান প্রধান রথ অশ্ব ও কুঞ্জর-নিকরের প্রমথনকারী মহেন্দ্র-বিষ্ণু-প্রতিম অবধাকল্প অনিন্দিত ভীষ্ম দ্রোণও যখন বিপক্ষগণ-কর্তৃক নিহত হইয়াছেন, তখন সমরে আমারও অদ্য ভয় না হইবে কেন? মহাস্ত্রবেত্তা দ্বিজবর গুরু দ্রোণাচার্য্য সংগ্রামে অতিবলশালী নরাধিপগণকে শত্রুগণ-কর্তৃক রথ সারথি ও মাতঙ্গ সকলের সহিত নিহত হইতে দেখিয়াও কি জন্যে সমুদয় বিপক্ষদিগকে বিনষ্ট না করিলেন?—হে কৌরবগণ! আমি দ্রোণকে স্মরণ করত তোমাদিগকে ইহা সত্যই বলিতেছি, অবধারণ কর; তোমাদিগের মধ্যে আমা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই মহাসমরে সমাগত সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় প্রচণ্ড-মূর্ত্তি অর্জ্জুনকে সহ্য করিতে পারিবে না। শিক্ষা, সাবধানতা, বাহুবল, ধৈর্য্য, বিনয় ও মহাস্ত্র সকলের প্রয়োগ-বিজ্ঞান, সমুদয়ই দ্রোণাচার্য্যে বিদ্যমান ছিল, তথাপি সেই মহাত্মা যখন মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছেন, তখন অন্য সকলকেই আমি অদ্য আসন্ন-মৃত্যু জ্ঞান করিতেছি। আমি প্রকৃষ্টরূপে চিন্তা করিয়াও ইহলোকে নিত্য-সংসক্ত একমাত্র কর্ম্ম ব্যতিরেকে আর কোন বস্তুকেই অবিধ্বংসী বলিয়া নিশ্চয় করিতে পারি না; গুরু নিপাতিত হইলে, অদ্য কোন্ ব্যক্তি সংশয়-শূন্য হইয়া সূর্য্যোদয়ে জীবনের স্থায়িত্ব সম্ভাবনা করিবে? ফলত আচার্য্য যখন শত্রুগণ-কর্তৃক নিহত হইয়াছেন, তখন নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে, অস্ত্র সমস্ত, বল, পরাক্রম, ক্রিয়া, সুনীতি বা দিব্যায়ুধ-সমূহ কিছুই মনুষ্যের সুখসাধনে সমর্থ হইতে পারে না। দেখ, অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, পরাক্রমে বিষ্ণু ও পুরন্দরের তুল্য এবং নীতি বিষয়ে নিয়তই বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের সদৃশ দ্রোণাচার্য্যকে তাঁহার সেই সুদুঃসহ অস্ত্রও রক্ষা করিতে পারিল না।—হে শল্য! দুর্য্যোধনের পুরুষকার পরাভূত হইয়াছে এবং তৎপক্ষীয় বালক ও বনিতা সকল সর্ব্বতোভাবে আক্ষেপ ও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে; এ অবস্থায় আমি নিশ্চয় জানিতেছি, আমাকেই ইহার প্রতিকার করিতে হইবে; অতএব আপনি শত্রু-সৈন্য-সন্নিধানে শীঘ্র রথ লইয়া চলুন। যে স্থানে সত্যসন্ধ রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বাসুদেব, সাত্যকি ও সৃঞ্জয়গণ যুদ্ধার্থে ব্যবস্থিত রহিয়াছে, তথায় আমা ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি তাহাদিগের পরাক্রম সহ্য করিতে পারিবে? অতএব হে মদ্ররাজ! সংগ্রামে পাঞ্চাল পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ-সমীপে শীঘ্র প্রস্থান করুন। আমি তাহাদিগের সহিত সমরে সমবেত হইয়া, হয় তাহাদিগকে নিহত করিব, না হয় দ্রোণের প্রস্থিত পথে শমন-সদনে গমন করিব। হে শল্য! আপনি আমারে এরূপ অসার জ্ঞান করিবেন না যে, আমি সেই শূরগণের মধ্যে গমন করিতে পরাঙ্মুখ হইব। এই মিত্রদ্রোহ কোন প্রকারে আমার সহনীয় নহে; আমি বরং প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া দ্রোণের অনুগামী হইব, তথাপি যুদ্ধে নিবৃত্ত হইব না। হে বিদ্বন্! প্রাজ্ঞই হউক বা মূঢ়ই হউক, জীবিতাবসানে সকলকেই কৃতান্ত-নিকেতনে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে; তাঁহার হস্তে কাহারও পরিত্রাণ নাই; অতএব আমি যুদ্ধার্থে পাণ্ডবগণের অভিমুখে গমন করিব; অদৃষ্টের অতিবর্ত্তন করা নিতান্তই দুঃসাধ্য। হে রাজন্! কুরুরাজ-পুত্র নরপতি দুর্য্যোধন আমার কল্যাণ-সম্পাদনে অনবরত রত ছিলেন; অতএব তাঁহার কার্য্য-সিদ্ধি নিমিত্তে আমি প্রিয়তর ভোগ সমস্ত ও দুস্ত্যজ জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিব। হে শল্য! পরশুরাম আমারে এই উৎকৃষ্ট-অশ্ব-চতুষ্টয় যোজিত, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত, কর্কশ-শব্দ-বিহীন-চক্রযুক্ত, সুবর্ণময় ত্রিকোষ ও রজতময় ত্রিবেণু-বিশিষ্ট উত্তম রথ সম্প্রদান করিয়াছেন। অপিচ আমার এই বিচিত্র শরাসন, ধ্বজ, গদা ও উগ্রতর

Digitized by Google

শর-নিকর এবং প্রদীপ্ত অসি, দিব্যাস্ত্র ও ঘোরতর ধ্বনি-বিশিষ্ট শুভ্রবর্ণ প্রচণ্ড শঙ্খ নিরীক্ষণ করুন। আমি এই বজ্রনিপাত-তুল্য নির্ঘোষ-সমন্বিত, শ্বেতাশ্ব-যুক্ত, শুভ-তূণ-শোভিত, পতাকা-বিরাজিত রথোত্তমে অবস্থিত থাকিয়া নিজ বীর্য্যপ্রভাবে অদ্য সমরে রথিশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে নিহত করিব। সর্ব্বহর স্বয়ং কৃতান্তও যদি সতত অপ্রমত্ত হইয়া সমরে পাণ্ডুপুত্রকে রক্ষা করেন, তথাপি আমি যুদ্ধে সমবেত হইয়া, হয় তাঁহাকে নিপাতিত করিব, না হয় আপনিই ভীষ্মাভিমুখে যমালয়ে প্রস্থান করিব। অধিক কি? যদি যম, বরুণ, কুবের ও বাসব স্বগণ-সমভিব্যাহারে এস্থানে যুগপৎ সমাগত হইয়া মহাসমরে ধনঞ্জয়কে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের সঙ্গেই তাহারে পরাজিত করিব।

সঞ্জয় কহিলেন, মদ্রাধিপতি বীর্য্যবান্ শল্য এইরূপ আত্মশ্লাঘাকারী সমর-সমুৎসুক কর্ণের উক্ত বাক্য আকর্ণন করিয়া অবজ্ঞা-সহকারে উপহাস করত তাঁহারে প্রতিষেধ-পূর্ব্বক উত্তর করিতে লাগিলেন।

শল্য কহিলেন, কর্ণ! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, আর আত্মশ্লাঘা করিও না; তুমি সংগ্রামার্থে অতিরিক্ত উৎসুক হইয়াছ এবং অতিরিক্ত অযুক্ত কথাও বলিতেছ। কি আশ্চর্য্য! সেই পুরুষপ্রবর ধনঞ্জয়ই কোথায় আর পুরুষাধম তুমিই বা কোথায়! ফলত তোমাতে ও অর্জ্জুনেতে বিস্তর প্রভেদ। দেখ, একমাত্র অর্জ্জুন ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি অমররাজ-রক্ষিত সুরপুরের ন্যায় কেশব-পরিপালিত যদুপুর বিলোড়িত করিয়া পুরুষোত্তম বাসুদেবের কনিষ্ঠা-ভগিনী সুভদ্রারে বলাৎকারে হরণ করিতে সক্ষম হয়? পৃথিবীতে সুরপতি-বীর্য্য-তুল্য প্রভাব-সম্পন্ন একমাত্র অর্জ্জুন ভিন্ন এমন আর কোন্ পুরুষ বিদ্যমান আছে যে, মৃগবধ-জনিত কলহ-কালে ত্রিভুবন-সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরেশ্বর শঙ্করকে সমরে আহ্বান করিতে পারে? অগ্নির গৌরবার্থে অর্জ্জুন, দেব দানব মহোরগ নর গরুড় পিশাচ যক্ষ ও রাক্ষসগণকে শরনিকরে পরাজিত করিয়া হুতাশনের অভিলষিত উত্তম হব্য প্রদান করিয়াছিলেন। কুরুজাঙ্গলে গন্ধর্ব্বেরা ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্য্যোধনকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে, অর্জ্জুন যখন সমরে দিনকর-সদৃশ শরোত্তম-সমূহ-সহকারে সেই শত্রুদিগকে বিনিহত করিয়া তাঁহারে বিমুক্ত করিয়াছিলেন, তৎকালের বৃত্তান্তও তোমার কি স্মরণ হয় না? তুমিই প্রথমে পলায়ন করিলে পাণ্ডবেরা যখন গন্ধর্ব্বগণকে পরাজিত করিয়া কলহপ্রিয় ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে বিমুক্ত করিয়াছিলেন, সে সময় কি তোমার স্মরণে আইসে না? আবার বিরাটরাজের গোগ্রহ-কালে তোমরা সমুদয় বল-বাহনে সমবেত হইয়া যখন পুরুষ-প্রবর ধনঞ্জয়-কর্ত্তৃক ভীষ্ম, দ্রোণ ও অশ্বত্থামার সহিত পরাজিত হইয়াছিলে, তখন তুমি তাঁহারে জয় করিতে পার নাই কেন? অহে সূতপুত্র! তোমার নিধনের নিমিত্তই অদ্য এই অপর মহাযুদ্ধ উপস্থিত; সমরে সমাগত হইয়া তুমি যদি শত্রু-ভয়ে পলায়ন না কর, তবে নিশ্চয়ই অদ্য নিহত হইবে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহামনা মদ্রপতি শত্রুর প্রশংসা-সূচক এইরূপ বহুতর কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকিলে, শত্রুতাপন কুরু-সেনাপতি অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহারে কহিলেন, "হউক হউক, তুমি অনর্থক গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছ কেন? আমার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ত এই উপস্থিত; যদি এই যুদ্ধে সে আমারে পরাজিত করিতে পারে, তাহা হইলে তোমার এই বৃথা গর্ব্ব সার্থক হইবে"।

মদ্রাধিপতি 'ইহাই হউক' এইমাত্র বলিয়া কর্ণের কথায় আর কোন উত্তর করিলেন না; কর্ণও তাঁহারে আর কিছু না বলিয়া যুদ্ধাভিলাষে রথ-চালনা করিতে আদেশ করিলেন। দিনকর যেমন তিমির-নিকর বিনাশ করত সমুদিত হন, তদ্রূপ সেই শ্বেতাশ্ব-যুক্ত শল্য-চালিত রথোত্তম সমরে অমিত্রগণ হনন করত বিপক্ষ-পক্ষ-মধ্যে আসিয়া

Digitized by Google

উপস্থিত হইল। অনন্তর প্রীতিমান্ কর্ণ সেই শ্বেতাশ্ব-যুক্ত ও ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত রথ-দ্বারা রণাঙ্গনে সমাগত হইয়া পাণ্ডবী সেনা বিলোকন-পূর্ব্বক ত্বরা-সহকারে ধনঞ্জয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

কর্ণ-শল্য-সংবাদে সপ্তত্রিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত॥ ৩৭॥

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর কর্ণ ভবদীয় বাহিনীর হর্ষোৎপাদন করত সমর-স্থলে প্রস্থান করিতে করিতে শত্রুসৈন্য-মধ্যে যাহাকে যাহাকে দেখিতে পাইলেন, তাহাদের প্রত্যেককেই এই বলিয়া ধনঞ্জয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলেন যে, " যে ব্যক্তি আমারে অদ্য মহাত্মা শ্বেতবাহন অর্জ্জুনকে দেখাইতে পারিবে, আমি তাহারে তাহার মনোভিলষিত ধন প্রদান করিব। যে আমারে ধনঞ্জয়ের উদ্দেশ বলিতে পারিবে, তাহার যদি রত্নপূর্ণ শকট অভিমত হয়, আমি তাহাই তাহারে প্রদান করিব। সেই অর্জ্জুন-প্রদর্শক পুরুষের যদি কাংস্য-নির্ম্মিত দোহন-পাত্র-সম্বলিত নিত্য দুগ্ধপ্রদ গো-শত অভিমত হয়, আমি তাহাই তাহারে প্রদান করিব। যে আমায় অর্জ্জুনকে দেখাইবে, তাহারে আমি এক শত উত্তম গ্রামও দিব। যে ব্যক্তি আমারে ধনঞ্জয়ের উদ্দেশ বলিয়া দিতে পারিবে, তাহারে আমি কৃষ্ণকেশী যুবতীগণ-যুক্ত অশ্বতরী-সংযোজিত একখানি শ্বেতবর্ণ রথও প্রদান করিব। সেই অর্জ্জুন-প্রদর্শক পুরুষের যদি অন্য পুরস্কার অভিমত হয়, তাহা হইলে আমি তাহারে স্বর্ণময় ছয় হস্তী ও গীত-বাদ্য-বিশারদা সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা নিষ্ককণ্ঠী এক শত শ্যামা স্ত্রী প্রদান করিব। সেই অর্জ্জুন-প্রদর্শক পুরুষের যদি এক শত হস্তী, এক শত গ্রাম, উৎকৃষ্ট সুবর্ণ-নির্ম্মিত এক শত রথ ও দশ সহস্র সমৃদ্ধি-যুক্ত গুণগ্রাম-সম্পন্ন ধূর্য্যবাহ সুদান্ত সুশিক্ষিত উত্তম অশ্ব অভিমত হয়, আমি তাহাই তাহারে দিব। যে আমায় ধনঞ্জয়ের উদ্দেশ বলিতে পারিবে, আমি তাহারে সুবর্ণ-শৃঙ্গী চতুঃ শত সবৎসা গো-ধেনুও প্রদান করিব। সেই অর্জ্জুন-প্রদর্শক পুরুষের যদি অন্য পুরস্কার অভিমত হয়, তাহা হইলে আমি তাহারে পঞ্চ শত শ্বেত অশ্ব এবং হেমাভরণ-পরিচ্ছন্ন সুমার্জ্জিত-মণি-ভূষিত অপর অষ্টাদশ সুদান্ত তুরঙ্গমও প্রদান করিব। যে আমায় ধনঞ্জয়ের উদ্দেশ বলিতে পারিবে, আমি তাহারে কাম্বোজ দেশীয় উৎকৃষ্ট অশ্ব-চতুষ্টয়-যুক্ত উত্তমালঙ্কার-ভূষিত একখানি শুভ্রবর্ণ স্বর্ণময় রথও প্রদান করিব। সেই অর্জ্জুন-প্রদর্শক পুরুষের যদি অন্য পুরস্কার অভিমত হয়, তাহা হইলে আমি তাহারে গজ-শিক্ষা-পারদর্শী বিহ্বগণ-কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত, বিবিধ কাঞ্চনাভরণে পরিচ্ছন্ন, হেমমালা-বিভূষিত, পশ্চিম-দেশ-সম্ভূত, ছয় শত কুঞ্জর প্রদান করিব। সেই অর্জ্জুন-প্রদর্শক পুরুষের যদি অন্য পুরস্কার অভিমত হয়, তাহা হইলে আমি তাহারে সুসমৃদ্ধ, ধন-সংযুক্ত, বন-সলিল-সন্নিহিত, ভয়-শূন্য, সুসম্পন্ন, রাজভোগ্য, চতুর্দ্দশ বৈশ্যগ্রাম প্রদান করিব। যে আমায় ধনঞ্জয়ের উদ্দেশ বলিতে পারিবে, আমি তাহারে মগধ-দেশীয়া নব-যৌবনসম্পন্না নিষ্ককণ্ঠী এক শত দাসীও দিব। সেই অর্জ্জুন-প্রদর্শক পুরুষের যদি অপর পুরস্কার অভিমত হয়, তাহা হইলে সে স্বয়ং যাহা প্রার্থনা করিবেক, আমি তাহাই তাহারে দিব। আমার পুত্র, কলত্র, আরামাদি বিহার-ভূমি ও অন্য যে কিছু ধন আছে এবং সে মনে যাহা যাহা ইচ্ছা করে, আমি তাহাই তাহারে সমর্পণ করিব। যে আমায় কেশব ও অর্জ্জুনের উদ্দেশ নিশ্চয়-রূপে বলিতে পারিবে, তাহারে আমি সমবেত কৃষ্ণার্জ্জুনকে নিহত করিয়া তাহাদের সমুদয় ধনও সম্প্রদান করিব"।

কর্ণ সমর-ভূমি-মধ্যে এইরূপ বাক্য সকল বারংবার উচ্চারণ করত সাগর-সম্ভূত সুস্বর-যুক্ত উত্তম শঙ্খধ্বনি করিলেন। মহারাজ! দুর্য্যোধন সূতপুত্রের অর্জ্জুনানুসন্ধান-বিষয়ক উক্ত বাক্য সকল শুনিয়া

Digitized by Google

অনুচরগণের সহিত অতিমাত্র হৃষ্টচিত্ত হইলেন। হে পুরুষরাজ রাজেন্দ্র! অনন্তর সৈন্যগণ-মধ্যে সর্ব্বদিকে দুন্দুভি-ধ্বনি, মৃদঙ্গ-রব, বাদিত্র সহ সিংহনাদ, কুঞ্জরপুঞ্জের বৃংহিত নিনাদ এবং হর্ষাবিষ্ট যোধগণের মহাকোলাহল প্রাদুর্ভূত হইল। এইরূপে সৈন্যগণ সম্যক্ হৃষ্টচিত্ত হইলে, মদ্ররাজ হাস্য করিয়া সেই আত্মশ্লাঘা-নিরত, সমর-প্রস্থিত, শত্রু-তাপন, মহারথ কর্ণকে তখন পশ্চাদুক্ত বচনে প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কর্ণের গর্ব্বপ্রকাশে অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৮।



শল্য কহিলেন, সূতপুত্র! তুমি অর্জ্জুন-প্রদর্শক পুরুষকে দান-স্বরূপে সুবর্ণময় ছয় হস্তি-প্রভৃতি প্রদান করিও না; অদ্য ধনঞ্জয়কে দেখিতে পাইবে। হে রাধেয়! তুমি বালকতা-প্রযুক্তই এ বিষয়ে কুবেরের ন্যায় বিপুল বিত্ত বিতরণ করিতে উৎসুক হইতেছ; কেন না অদ্য বিনা যত্নেই ধনঞ্জয়ের সাক্ষাৎ পাইবে। তুমি যখন মূঢ়ের ন্যায় বহু প্রকার ধন বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইতেছ, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, অপাত্র-দানে যে সকল দোষ আছে, মোহ-বশত তৎসমুদায় জানিতে পারিতেছ না। হে সূত! তুমি যে অনর্থক বহু বিত্ত ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ, তদ্দ্বারা নিঃসন্দেহ অনেক বিধ যজ্ঞ করিতে পার; অতএব সেই সকল ধনের বিনিয়োগে যজ্ঞানুষ্ঠানে রত হও। আরও দেখ, তুমি যে মোহ-বশত কৃষ্ণার্জ্জুনকে বিনষ্ট করিতে প্রার্থনা করিতেছ, তাহা নিতান্তই বৃথা; কেন না শৃগাল সংগ্রামে সিংহ-দ্বয়কে নিপাতিত করিয়াছে, ইহা আমরা কখন শুনি নাই। ফলত, যাহা তোমার প্রার্থনার যোগ্য নহে, তুমি তাহারই প্রার্থনা করিতেছ। তোমাকে হুতাশনে পতনোন্মুখ দেখিয়া আশু নিবারণ করে, তোমার এমন সুহৃদ্গণ কি বিদ্যমান নাই? তুমি যখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারিতেছ না, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তোমার কাল পূর্ণ হইয়াছে; অন্যথা জীবনের আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া কোন্ ব্যক্তি এতাদৃশ অশ্রোতব্য অসম্বদ্ধ বাক্য সকল উচ্চারণ করিতে পারে? তুমি যে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, ইহা, গলদেশে শিলাবন্ধন-পূর্ব্বক বাহু-দ্বারা সমুদ্র সন্তরণ অথবা অত্যুচ্চ শিখরি-শেখর হইতে অধঃ পতনের ন্যায়, নিতান্তই বিনাশের কারণ। যদি তুমি শ্রেয় লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে সমুদয় যোধগণের সহিত মিলিত এবং ব্যূহ-বদ্ধ সৈন্যগণ-কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যুদ্ধ কর। আমি কেবল দুর্য্যোধনের হিতার্থেই তোমাকে এইরূপ বলিতেছি, হিংসা করিয়া নহে; অতএব যদি তোমার জীবনের ইচ্ছা থাকে, তবে আমার কথিত এই সকল বাক্যে শ্রদ্ধা কর।

কর্ণ কহিলেন, আমি নিজ বাহুবীর্য্য অবলম্বন করিয়াই সমরে অর্জ্জুনকে প্রার্থনা করিতেছি; পরন্তু তুমি বাহ্য মিত্রতা প্রকাশ-পূর্ব্বক আন্তরিক শত্রু হইয়া আমাকে কেবল ভীত করিতে ইচ্ছা করিতেছ। যাহা হউক, অদ্য এই অভিপ্রায় হইতে কেহই আমারে নিবারিত করিতে পারিবে না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ পুরন্দর বজ্র উত্তোলন করিয়াও আমার নিবারণে সমর্থ হইবেন না।

সঞ্জয় কহিলেন, কর্ণের কথাবসানে মদ্রেশ্বর শল্য তাঁহারে অতিশয় কোপাবিষ্ট করিবার বাসনায় পুনরায় এই প্রত্যুত্তর বাক্য বলিতে লাগিলেন। “অহে সূতপুত্র! যখন শীঘ্রহস্ত অর্জ্জুনের মৌর্ব্বী-প্রেরিত, বেগসহকারে বিনির্ম্মুক্ত, সুশাণিতাগ্র শায়ক সকল সমরে তোমার অনুগামী হইবে, তখনই তোমারে ধনঞ্জয়ের অনুসন্ধান নিমিত্ত পরিতাপ করিতে হইবে। সব্যসাচী ধনঞ্জয় যখন দিব্য শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক কুরুসেনা সকলকে প্রতাপিত করত নিশিত শর-সমূহ বর্ষণ-দ্বারা তোমার সর্ব্ব শরীর

Digitized by Google

আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবেন, তখন অবশ্যই তোমারে অনুতাপ করিতে হইবে। কোন বালক যেমন জননীর ক্রোড়ে শয়ান থাকিয়া গগণমণ্ডল-বিহারী চন্দ্রমাকে অপহরণ করিতে অভিলাষ করে, সেইরূপ তুমি মোহ-বশত অদ্য রথোপরি বিরাজমান ধনঞ্জয়কে পরাজিত করিতে প্রার্থনা করিতেছ। অহে কর্ণ! তুমি সুতীক্ষ্ণধার-অস্ত্র-তুল্য-তীব্রকর্ম্মা অর্জ্জুনের সহিত অদ্য যে যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইতেছ, ইহা সুতীক্ষ্ণধার ত্রিশূল-দ্বারা সমুদয় গাত্র ঘর্ষণের সমান হইতেছে। অহে সূত-তনয়! যেমন মূঢ়মতি অতিশিশু দুর্ব্বল ক্ষুদ্র মৃগ, ক্রোধাবিষ্ট কেশরধারী মহাসিংহকে আহ্বান করে, অদ্য তোমার অর্জ্জুনকে এই আহ্বান করাও তদ্রূপ হইতেছে। হে সূত-পুত্র! তুমি বনচারী পিশিত-খণ্ড-পরিতৃপ্ত শৃগালের সমান হইয়া কেশরি-সম মহাবীর্য্যশালী রাজ-পুত্র ধনঞ্জয়কে আহ্বান করিও না;—স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক পার্থকে প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইও না। অহে কর্ণ! তুমি শশক-তুল্য হইয়া, ঈষার ন্যায় দন্তধারী মদক্ষরিত-গণ্ড মহানাগের তুল্য পৃথানন্দন ধনঞ্জয়কে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছ। পার্থের সহিত তোমার এই যুদ্ধ ইচ্ছা করা, বিলশায়ী কোপপূর্ণ মহাবিষ কৃষ্ণসর্পকে বালকতা-প্রযুক্ত যষ্টি-দ্বারা বিদ্ধ করার তুল্য হইতেছে। অহে কর্ণ! ক্রোধপরীত কেশরবান্ সিংহকে অতিক্রম করিয়া শৃগাল যেমন গর্জ্জন করিতে থাকে, তুমিও সেইরূপ মূঢ় হইয়া নরসিংহ অর্জ্জুনকে অতিক্রম করিয়া আস্ফালন করিতেছ। কর্ণ! ভুজঙ্গ যেমন বিহঙ্গশ্রেষ্ঠ বিনতানন্দন তরস্বী সুপর্ণকে নিজ বিনাশের নিমিত্তে আহ্বান করে, তুমি পৃথা-তনয় ধনঞ্জয়কে তদ্রূপ আহ্বান করিতেছ। চন্দ্রোদয়ে বর্দ্ধমান, মৎস্যাদি জলজন্তু-কুল-সঙ্কুল, তরঙ্গমালী, ভীষণ জলনিধিকে তুমি তরণী-হীন হইয়া সন্তরণ করিতে অভিলাষ করিতেছ। অহে কর্ণ! তুমি বৎস-সদৃশ হইয়া, দুন্দুভির ন্যায় গ্রীবাবিশিষ্ট তীক্ষ্ণ-শৃঙ্গ প্রহারকারী বৃষভের তুল্য পৃথাতনয় ধনঞ্জয়কে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছ। তুমি ভেক হইয়া ঘোরতর মহামেঘ-সদৃশ, লোকে কামবারিপ্রদ, নর-পর্জ্জন্য অর্জ্জুনের প্রতি গর্জ্জন করিতেছ। অহে কর্ণ! কুকুর যেমন নিজ গৃহে থাকিয়া বনস্থ ব্যাঘ্রের প্রতি 'ভেউ ভেউ' শব্দ করে, তুমি নরব্যাঘ্র ধনঞ্জয়ের প্রতি সেইরূপ আস্ফালন করিতেছ। অহে রাধাতনয় কর্ণ! শৃগালও বন-মধ্যে শশকগণে পরিবৃত থাকিয়া, যাবৎ সিংহকে না দেখে, তাবৎ কাল আপনাকে সিংহ-স্বরূপ জ্ঞান করে; তদ্রূপ তুমিও শত্রু-দমনকারী নরশার্দ্দূল ধনঞ্জয়কে না দেখিয়া আপনাকে সিংহ-স্বরূপ জ্ঞান করিতে অভিলাষী হইতেছ। ফলত তুমি যে পর্য্যন্ত এক রথে সমাস্থিত সূর্য্য-চন্দ্র-সদৃশ কৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে না দেখিতেছ, সে পর্য্যন্ত আপনাকে ব্যাঘ্র বলিয়াই মনে করিতেছ। অহে কর্ণ! মহাসমরে যে পর্য্যন্ত গাণ্ডীব-নির্ঘোষ তোমার শ্রবণ-গোচর না হইতেছে, তাবৎ কাল পর্য্যন্তই তুমি যাহা ইচ্ছা বলিতে পার। যখন গর্জ্জনকারী শার্দ্দূল-তুল্য ধনঞ্জয়কে রথনির্ঘোষ ও ধনুষ্টঙ্কার-দ্বারা দশ দিক্ নিনাদিত করিতে দেখিবে, তখন অবশ্যই তুমি শৃগালের কার্য্য করিবে। রে মূঢ়মতে! ধনঞ্জয় নিয়তই সিংহের কার্য্য করিয়া থাকেন, আর তুমি নিয়তই শৃগালের কার্য্য কর; অতএব সেই বীরের প্রতি বিদ্বেষ করায় এক্ষণে শৃগাল-সদৃশই লক্ষিত হইতেছ। বলাবল বিষয়ে মূষিক ও বিড়াল, কুক্কুর ও শার্দ্দূল, শৃগাল ও সিংহ, শশক ও কুঞ্জর, মিথ্যা ও সত্য এবং বিষ ও অমৃত যেরূপ, তুমি ও ধনঞ্জয় উভয়ে নিজ নিজ কর্ম্ম-দ্বারা সেইরূপ বিখ্যাত হইয়াছ।

কর্ণের প্রতি শল্যের তিরস্কারে ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৯।

সঞ্জয় কহিলেন, অমিত-তেজস্বী শল্যের তিরস্কার-বচনে রাধাতনয় কর্ণ নিরতিশয় ক্রোধাবিষ্ট

Digitized by Google

হইয়া শল্যকে বাক্য-শল্য অবধারণ করত প্রত্যুত্তর করিতে লাগিলেন।

কর্ণ কহিলেন, অহে শল্য! গুণবান্ ব্যক্তিই গুণিগণের গুণ-সমূহ জানিতে পারেন; যে নির্গুণ হয়, সে কদাচ তাহা জানিতে পারে না; তুমি সর্ব্ব গুণে বিহীন, সুতরাং কি প্রকারে গুণাগুণ জানিতে পারিবে? অহে শল্য! আমি মহাত্মা অর্জ্জুনের মহাস্ত্র-সমস্ত, ক্রোধ, বীর্য্য, শরাসন, শর ও বিক্রম, সকলই বিশেষ রূপে জানি এবং মহীপালগণের শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের মাহাত্ম্যও আমার যাদৃশ বিদিত আছে, তোমার তাদৃশ নাই। অহে শল্য! আমি আত্ম-বীর্য্য ও অর্জ্জুনের বীর্য্য জানিয়াই তাহারে সমরে আহ্বান করিতেছি; পতঙ্গ যেমন অগ্নিকে আহ্বান করে, সে রূপ করিতেছি না। এই দেখ, আমার এক-তূণ-শায়ী, রক্তপায়ী, সুমুখ, সুশাণিত, সমলঙ্কৃত, সুপুঙ্খ, শায়ক রহিয়াছে। ঐ নরাশ্ব-কুঞ্জর-নিকর-সংহারী, বর্ম্মাস্থি-বিদারণকারী, ঘোররূপ, মহারৌদ্র, প্রচণ্ড-তর, বিষবান্ সর্পবান্ অনেক বৎসর পর্য্যন্ত চন্দন-চূর্ণ-দ্বারা মৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া শয়ান আছে। আমি রোষাবিষ্ট হইলে উহার দ্বারা মহাগিরি সুমেরুকেও বিদীর্ণ করিতে পারি। এ বিষয়ে আমার এই সত্য শ্রবণ কর; আমি অর্জ্জুন অথবা দেবকী-পুত্র কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি ঐ বাণ কদাচ নিক্ষিপ্ত করিব না। অহে শল্য! আমি পরম ক্রোধাসক্ত হইয়া সেই অমোঘ শায়ক-দ্বারা বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিব, যেহেতু এই কর্ম্ম আমারই উপযুক্ত। কৃষ্ণেতে সমুদয় বৃষ্ণি-বীরগণের লক্ষ্মী এবং অর্জ্জুনেতে সমস্ত পাণ্ডবগণের বিজয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; অতএব এই উভয় বীরকে একত্র পাইয়া কোন্ ব্যক্তি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়? অহে শল্য! আমার কত দূর সৌভাগ্য দেখ, সেই পুরুষ-শার্দ্দূলেরা উভয়ে এক রথে সমবেত হইয়া একমাত্র আমার উদ্দেশে যুদ্ধে সমাগত হইবেন। তুমি নিশ্চয় দেখিতে পাইবে, আমি এক সূত্রে গ্রথিত মণি-যুগলের ন্যায় একত্র অবস্থিত সেই অপরাজিত পিতৃষ্বস্রেয় ও মাতুলেয় ভ্রাতৃ-দ্বয়কে নিপাতিত করিব। অহে শল্য! অর্জ্জুনের গাণ্ডীব শরাসন ও কপিধ্বজ এবং কৃষ্ণের সুদর্শন-চক্র ও গরুড়-ধ্বজ, ভীরু-স্বভাব মনুষ্যগণেরই ত্রাস-জনক হয়, আমার পক্ষে উক্ত বস্তু সকল কেবল হর্ষকর হইয়া থাকে। পরন্তু তুমি সহজেই মূঢ়, দুষ্প্রকৃতি, মহাযুদ্ধে অনভিজ্ঞ ও ভয়-ব্যাকুলিত-চিত্ত, সুতরাং সন্ত্রাস-প্রযুক্ত এইরূপ বহুতর অসম্বদ্ধ বাক্যের উক্তি করিতেছ। রে কুদেশ-জাত দুর্ব্বুদ্ধে! কোন গূঢ় কারণ বশত তুমি কৃষ্ণার্জ্জুনকে সম্যক্ রূপে স্তব করিতেছ; অতএব অদ্য সমরে আমি তাহাদিগকে নিহত করিয়া তোমাকেও তোমার বান্ধবগণের সহিত শমন-সদনের অতিথি করিব। রে কুদেশ-সম্ভূত, ক্ষুদ্রাশয় ক্ষত্রিয়াধম! তুমি আন্তরিক শত্রু অথচ মৌখিক সুহৃদ্ হইয়া কি নিমিত্তে আমাকে কৃষ্ণার্জ্জুন হইতে ভীত করিবার চেষ্টা পাইতেছ? আমি আপনার বল জানিয়া কোন ক্রমে তাহাদের নিকটে ভীত হইতেছি না; অদ্য হয় তাহারাই আমার হন্তা হইবে, না হয় আমিই তাহাদিগকে নিহত করিব। রে কুদেশজ! তুমি অনর্থক বাক্য-ব্যয় না করিয়া নীরব থাক; আমি একাকীই অদ্য সহস্র সহস্র বাসুদেব বা শত শত অর্জ্জুনকে নিপাতিত করিব। রে মূঢ়মতে শল্য! পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা রাজ-সমীপে দুরাত্মা মদ্রকদিগের বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন এবং স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও ক্রীড়া-রত মানবেরা অধ্যয়ন করার ন্যায় প্রায়ই যাহা গান করিয়া থাকে, তুমি সেই সমস্ত গাথা আমার নিকটে যথাবৎ শ্রবণ কর; এবং একচিত্তে শ্রবণ করিয়া, হয় ক্ষান্ত হও, না হয় প্রত্যুত্তর কর। "যে আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ করে, সেই মদ্রদেশীয় লোক নিয়তই মিত্রদ্রোহী। নীচ-সম্ভাষী, নরাধম মদ্রকেতে প্রণয় নাই। মদ্রক নিত্য দুরাত্মা, নিত্য মিথ্যাবাদী ও নিত্য ক্রূর; আমরা শুনিয়াছি, যে দৌরাত্ম্যের কার্য্য

যত দূর পর্য্যন্ত হইতে পারে, মদ্রদেশীয় লোক-সকলেতে তৎসমুদয়ই বিদ্যমান আছে। শক্তু-মৎস্যাশী যে সকল অশিষ্টদিগের গৃহে পিতা, পুত্র, মাতা, শ্বশ্রু, শ্বশুর, মাতুল, জামাতা, দুহিতা, ভ্রাতা, পৌত্র, দৌহিত্র ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণ এবং বয়স্য, অপর অভ্যাগত ব্যক্তি, এমন কি, দাস দাসী পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষ একত্র মিলিত হইয়া সকলের জ্ঞাতসারে বা গোপনে নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে গোমাংস সহ মদ্য পান করিয়া কখন ক্রন্দন, কখন হাস্য, কখন বা অসম্বদ্ধ সঙ্গীত-সকলের গান করে এবং পরস্পর কামপ্রলাপী হইয়া সুরত-কার্য্যে রত হয়, সেই অশুভ কর্ম্ম-সমুদায়ে বিখ্যাত গর্ব্ব-পূর্ণ মদ্রকদিগেতে কি প্রকারে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সম্ভবিতে পারে? মদ্রকের সহিত বৈরিভাব কি মিত্রতাচরণ কিছুই করিবেক না; মদ্রদেশীয় জনে প্রণয় নাই; মদ্রক নিয়তই পাপপূর্ণ।" প্রাজ্ঞ পুরুষেরা বিষবেগে অভিভূত বৃশ্চিক-দষ্ট ব্যক্তির নিমিত্তে "মদ্রক-দিগেতে প্রণয়, গান্ধারকদিগেতে শৌচাচার এবং রাজ-যাজকদিগের যাজ্য-ক্রিয়াতে প্রদত্ত হবি যেমন নষ্ট হয়, শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ যেমন পরাভব প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্ম-বিদ্বেষী লোকেরা যেমন সংসারে নিত্যই পরাভূত হইয়া থাকে, সেইরূপ মদ্রকদিগের সহিত প্রণয় করিয়া মনুষ্য অবশ্যই পতিত হয়। হে বৃশ্চিক! মদ্রক-দেশীয় জনে যেমন প্রণয় নাই, সেইরূপ তোমার বিষও হত হইল; আমি অথর্ব্ব-বেদোক্ত মন্ত্র-দ্বারা যথা-বিহিত শান্তি করিলাম" এই বলিয়া যে চিকিৎসা করেন, তাহাও সত্য দেখা যাইতেছে। ইহা জানিয়া তুমি নীরব থাক এবং আরও কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে সকল স্ত্রী-লোক মদ্য-মোহিত হইয়া পরিধেয় বসন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নৃত্য করিয়া থাকে এবং নিধুবন বিষয়ে যদৃচ্ছাচরণ করে, তাহারা নিতান্তই স্বৈরিণী। যাহারা উষ্ট্র ও গর্দ্দভের ন্যায় অবস্থিত হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করে, সেই সকল স্ত্রীর গর্ভজাত মদ্রক কি প্রকারে ধর্ম্মোপদেশ করিবার যোগ্য হইতে পারে? তুমি সর্ব্ব বিষয়ে নির্লজ্জা তাদৃশী ধর্ম্মহীনা কামিনী-দিগের সন্তান হইয়া এখানে ধর্ম্মোপদেশ কথনে অভিলাষ করিতেছ! অহে শল্য! মদ্র-দেশের কামিনীরা একপ পানরতা যে, তাহাদিগের নিকটে কেহ কাঞ্জিক প্রার্থনা করিলে, সে দিতে অনিচ্ছু হইয়া কটিদ্বয়ের মাংসপিণ্ড কর্ষণ করে এবং এই নিদারুণ কথা বলে, যে "কাঞ্জিক আমার পরম প্রিয় পদার্থ; ইহা যেন কেহ আমার নিকটে যাচ্ঞা না করে; আমি পুত্র দিতে পারি, পতি দিতে পারি, তথাপি কাঞ্জিক দিতে পারি না"। আমরা শুনিয়াছি, মদ্রদেশীয় অঙ্গনারা প্রায়ই গৌরাঙ্গী, দীর্ঘাকৃতি, নির্লজ্জা, কম্বলাবৃতা, অতিভোজনশীলা ও শৌচাচার-বিহীনা। তাহাদের কেশাগ্র অবধি নখাগ্র-পর্য্যন্ত গর্হণীয়, কুকর্ম্ম সমুদায়ের মধ্যে আমি এইরূপ বহুতর কুকর্ম্মের নির্দ্দেশ করিতে পারি; কেবল আমি কেন, অপর সকলেও পারে। ফলত পাপদেশ-সম্ভূত, ধর্ম্ম-সকলের অনভিজ্ঞ, ম্লেচ্ছ-জাতীয় মদ্রক, সৈন্ধব ও সৌবীরেরা কি প্রকারে যুক্ত-ধর্ম্ম জানিতে পারিবে? আমরা শুনিয়াছি, ক্ষত্রিয়-পুরুষ সংগ্রামে নিহত এবং সাধুগণ-কর্তৃক সর্ব্বতোভাবে প্রশংসিত হইয়া সমর-শয্যায় যে শয়ন করে, ইহাই তাহার প্রধানতম ধর্ম্ম। অতএব নিধনে স্বর্গলাভেচ্ছু হওয়ায় আমারও প্রধান সঙ্কল্প এই যে অস্ত্র-যুদ্ধে প্রাণ-বিমুক্ত হইয়া সেই ধর্ম্ম-প্রতিপালন করি। আমি ধীসম্পন্ন দুর্য্যোধনের প্রীতিপাত্র ও সখা; আমার প্রাণ ও যে কিছু সম্পত্তি আছে, সকলই তাঁহার নিমিত্তে সমর্পণ করিব। রে পাপদেশজ! তুমি যে সর্ব্ব প্রকারে আমাদিগের প্রতি অমিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিতেছ, ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, পাণ্ডবেরা তোমাকে ভেদ-দ্বারা হস্তগত করিয়াছে। যাহা হউক, নাস্তিকেরা যেমন ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষকে ধর্ম্মপথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না, সেইরূপ তোমার

Digitized by Google

মত শত শত মনুষ্যও আমাকে সংগ্রাম হইতে পরাঙ্মুখ করিতে পারিবে না। তুমি গ্রীষ্ম-পীড়িত সারঙ্গের ন্যায় যথেষ্ট বিলাপকর ও শুষ্ককণ্ঠ হও, তথাপি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে ব্যবস্থিত এই ব্যক্তিকে কোন ক্রমে ভীত করিতে পারিবে না। পূর্ব্বে গুরু পরশুরাম দেহ-ত্যাগে অসঙ্কুচিত, সমরে অপরাঙ্মুখ নরসিংহগণের যে গতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহাই স্মরণ করিতেছি। তুমি নিশ্চয় জানিও আমি কৌরবগণের উদ্ধার এবং বিপক্ষবর্গের সংহার নিমিত্ত উন্মুক্ত হইয়া পুরূরবার অবলম্বিত উত্তম ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি। অহে মদ্রপ! আমার বোধ হইতেছে, আমি ত্রিলোকী-মধ্যে ঈদৃশ প্রাণীই দেখিতে পাই না যে আমাকে এই অভিপ্রায় হইতে নিবারিত করিতে পারে। রে মদ্রকাধম! তুমি ত্রাস-প্রযুক্ত বিস্তর বাগাড়ম্বর করিতেছ কেন? আমি যাহা বলিলাম, তাহা বোধগম্য করিয়া নীরব থাক; অন্যথা তোমাকে নিহত করিয়া মাংসাশী হিংস্র জন্তুদিগে সমর্পণ করিব। অহে মদ্ররাজ শল্য! তুমি দুর্য্যোধনের মিত্র, সুতরাং সেই মিত্রতার প্রতীক্ষা, দুর্য্যোধনের এবং আমার অপবাদ-শঙ্কা ও সহিষ্ণুতা, এই তিন কারণেই তুমি এপর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছ। যদি পুনর্ব্বার ঈদৃশ বাক্যের উক্তি কর, তবে এই বজ্রতুল্য গদাঘাতে তোমার মস্তক অধঃ পাতিত করিব। রে কুদেশজ! রঙ্গস্থ লোকেরা অদ্য ইহা শ্রবণ বা দর্শন করিবে, যে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কর্ণকে নিহত করিয়াছে, কিম্বা কর্ণই তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছে।

হে মহারাজ! কর্ণ এইরূপ কহিয়া নির্ভয়-চিত্তে মদ্ররাজকে পুনর্ব্বার " চল চল " এই কথা বলিলেন।

কর্ণ-শল্য-সংবাদে চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শল্য যুদ্ধপ্রিয় অধিরথ-তনয় কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে একটি নিদর্শন প্রদর্শন করত পুনর্ব্বার বলিলেন, কর্ণ! আমি সমরে অপরাঙ্মুখ, যজ্ঞনিষ্ঠ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ভূপালগণের বংশে উৎপন্ন এবং স্বয়ং ধর্ম্মপরায়ণ। মদ্যপানে লোক যেমন মত্ত হয়, তুমি সেইরূপ লক্ষিত হইতেছ; তথাপি আমি সুহৃদ্ভাবে তোমার এই প্রমাদ-রোগের চিকিৎসা করি। রে নীচকুল-পাংশন কর্ণ! আমি উপমা-স্বরূপে এই যে কাকোপাখ্যান বর্ণন করিতেছি, ইহা অবহিত-চিত্তে শ্রবণ করিয়া তুমি যাহা ইচ্ছা হয় কর। অহে মহাবাহো! আমি বিলক্ষণ স্মরণ করিয়া দেখিতেছি, আমাতে কিছুমাত্র অপরাধ নাই; তবে তুমি কি জন্য বিনা অপরাধে আমাকে বিনষ্ট করিতে অভিলাষ করিতেছ? তোমার হিতাহিত জানিয়া, বিশেষত রথস্থ এবং রাজার হিতৈষী হইয়া সেই হিতাহিত ব্যক্ত করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অহে কর্ণ! আমি যখন এই রথের সারথি হইয়াছি, তখন সম বিষম ভূভাগ, রথীর বলাবল, রথীর ও তুরগ-সকলের শ্রম ও অবসাদ, আয়ুধের পরিজ্ঞান, মৃগ পক্ষিগণের শব্দ, ভার, অতিভার, শল্য-সকলের প্রতিকার, অস্ত্রযোগ, যুদ্ধ ও শুভাশুভ নিমিত্ত, এ সমস্তই আমার সতত পরিজ্ঞেয়; এই নিমিত্তই আমি পুনরায় তোমাকে এই দৃষ্টান্ত কথা বলিতেছি।

সমুদ্রের উপকূলে প্রচুর ধনধান্যশালী এক বৈশ্য বসতি করিতেন। তিনি যাজ্ঞিক, অতিশয় দাতা, ক্ষমাশীল, সর্ব্বভূতে দয়াবান, নিজ কর্ম্মরত ও শুদ্ধাচার ছিলেন। তাঁহার বহু পুত্র ছিল এবং তাহাদিগের প্রতি তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ধর্ম্মপ্রধান ভূপতির রাজ্যে বসতি করাতে তাঁহার কোন ভয় ছিল না। তাঁহার সেই বহু-সংখ্য অল্প-বয়স্ক যশস্বী কুমারগণের উচ্ছিষ্ট-ভোজী এক কাক ছিল। বৈশ্যকুমারেরা তাহারে সর্ব্বদা পলান্ন দধি ক্ষীর পায়স মধু ঘৃত-প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিত। বৈশ্য-বালকগণের প্রতিপালিত সেই উ-

Digitized by Google

চ্ছিষ্ট-ভোজী কাক ভোগ-মদে গর্ব্বিত হইয়া আপনার সদৃশ ও শ্রেষ্ঠ পক্ষিগণকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল। অনন্তর একদা গতি-বিষয়ে গরুড়-তুল্য, অতিদূরগামী, মানসসরোবর-সঞ্চারী, কতিপয় হৃষ্ট-চিত্ত হংস সাগর-তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বৈশ্য-কুমারেরা হংসকুল বিলোকন করিয়া কাককে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিল, "অহে বিহঙ্গম! তুমিই সমুদয় পক্ষিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" কাক সেই অল্প-বুদ্ধি বালক সকল কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া মূর্খতা ও দর্প-বশত তাহাদিগের বাক্য সত্য বলিয়াই জ্ঞান করিল। পরে সেই উচ্ছিষ্ট-দর্পিত দুর্বুদ্ধি বায়স দূরপাতী বহুল হংসগণের নিকটে গমন করিয়া 'তোমাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি প্রধান?' এইরূপ জিজ্ঞাসা করিল এবং সেই দূরপাতী হংসদিগের মধ্যে যাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিল, তাহাকে আহ্বান করত কহিল, এস আমরা উড্ডয়ন করি।

মানস-বাসী বিহঙ্গশ্রেষ্ঠ যে সমস্ত বলশালী হংস তথায় সমাগত হইয়াছিল, তাহারা বহুভাষী বায়সের ঐ আহ্বান শ্রবণ করিয়া হাস্য করিতে লাগিল এবং তাহারে এই কথা বলিল, অহে কাক! আমরা মানস-নিবাসী হংস, ইচ্ছানুসারে সমগ্র মহীমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকি। আমাদিগের দূরগতি-প্রযুক্ত সমুদয় বিহঙ্গেরা আমাদিগকে নিয়তই পূজা করে। রে দুর্মতে! তুই কাক হইয়া, প্রভূত-বলশালী দূর-পাতী চক্রাঙ্গ হংসকে কি বলিয়া উড্ডয়নে আহ্বান করিতেছিস্? অরে কাক! তুই কি প্রকারে আমাদিগের সহিত উড্ডয়ন করিবি, তাহা বল্।

অনন্তর হীনজাতি-প্রযুক্ত আত্মশ্লাঘাকারী মূঢ়-মতি বায়স হংস-বাক্যে পুনঃপুন নিন্দা করিয়া প্রত্যুত্তর করিল, প্রত্যেকে শত যোজন গমন করা যায়, আমি এরূপ এক শত প্রকার বিচিত্র উড্ডয়নে উড্ডীন হইব, সন্দেহ নাই। তোমাদিগের সাক্ষাতেই আমি ঊর্দ্ধগতি, অধোগতি, বেগগতি, সমগতি, ধীরগতি, সম্যক্ গতি, বক্রগতি, বিচিত্র গতি, সর্ব্ব দিকে গতি, পশ্চাদ্গতি, সুকুমার গতি, প্রচণ্ড গতি, দীর্ঘগতি, মণ্ডলাকারে সমগতি, সর্ব্ব দিকে সমগতি, বেগে অবরোহণ, বেগে ঊর্দ্ধ গমন, শোভন গমন, মণ্ডলাকারে অধঃ পতন, শোভন-ভাবে ঊর্দ্ধ গমন, শোভন-ভাবে অধঃ পতন, অনেকের সহিত গমন, পরস্পর ঈর্ষা-সহকারে গমন, পরস্পর স্নেহভাবে গমন, গতাগত, প্রতি-গত ও কাক-সমুচিত বহুতর গতিতে বিচরণ করিব; তাহাতেই তোমরা আমার কত দূর বল দেখিতে পাইবে। হে হংসগণ! আমি ঐ সকলের মধ্যে কোন এক প্রকার গতি-দ্বারা আকাশমার্গে উড্ডীন হইব; অতএব কোন্ গতিতে উড্ডয়ন করি, তোমরা যথা-ন্যায়ে নির্দ্দেশ কর। হে বিহঙ্গবর্গ! আমি নিরবলম্ব গগণ-পথে উৎপতিত হইতেছি; তোমরা স্থির-নিশ্চয় করিয়া মদুক্ত গতি-সমস্ত-সহকারে আমার সহিত উড্ডীন হও।

হে রাধেয়! কাক এই কথা কহিলে কোন এক বিহঙ্গম হাস্য করিয়া তাহারে যে কথা বলিল, তাহা আমার নিকটে শ্রবণ কর।

হংস কহিল, অহে কাক! তুমি নিশ্চয়ই এক শত প্রকার গতিতে উড্ডীন হইতে পারিবে, কিন্তু সকল বিহঙ্গমেরা যে এক প্রকার গতি জানে, আমি তাহাই অবলম্বন করিয়া উৎপতিত হইব; কেন না তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকার গতি আমার বিদিত নাই। হে রক্তনেত্র! তোমার যে গতি অভিমত হয়, তুমি তাহাতেই উড্ডীন হও।

শল্য কহিলেন, অনন্তর তথায় যে সকল কাক সমাগত হইয়াছিল, তাহারা হাস্য করিতে লাগিল এবং কহিল, হংস এক প্রকার উড্ডয়ন দ্বারা কি রূপে শত প্রকার উড্ডয়নকে পরাজিত করিবেক? শীঘ্রসঞ্চারী বলবান্ বায়স, নিজ-সদৃশ হংসের এক মাত্র উড্ডয়নে যত দূর গতি হইবে, তাহা এক প্রকার উড্ডয়ন দ্বারাই অতিক্রম করিবে।

কাক দিগের এইরূপ কথার পর হংস ও বায়স পরস্পর স্পর্দ্ধা সহকারে উৎপতিত হইল। হংস এক

Digitized by Google

প্রকার উড্ডয়নে এবং কাক শত প্রকার উড্ডয়নে উড্ডীন হইতে লাগিল। চক্রাঙ্গ উৎপতিত হইলে পর বায়স বহুতর উড্ডয়ন-দ্বারা দর্শকগণের বিস্ময়োৎপাদন করিতে সমুৎসুক হইয়া আপন গতি-ক্রিয়ার পরিচয় প্রদান করত গগণতলে বিচরণ করিতে থাকিল। অনন্তর বায়সগণ কাকের বারংবার বিবিধ বিচিত্র গতি বিলোকনে আহ্লাদিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিতে লাগিল, হংস সকলকে উপহাস-পূর্ব্বক অপ্রিয়-বাক্য বলিতে থাকিল এবং মুহূর্ত্ত কাল বারংবার ইতস্তত বিচরণ করিয়া, কখন স্থল হইতে বৃক্ষাগ্রে উৎপতন, কখন বা তরু-শিখর হইতে ধরাতলে অধঃ পতন করত বহুবিধ রব-সহকারে আপনাদিগের জয়-ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরন্তু হংস এক প্রকার মাত্র মৃদুগতি-দ্বারা বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল এবং মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্তে যেন কাক অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তখন বায়সেরা সেই হংস সকলকে অবজ্ঞা করিয়া এই কথা বলিল, ঐ যে হংস উৎপতিত হইয়াছে, সে ঐ ক্রমশ হীন-গতি হইয়া পড়িতেছে।

অনন্তর উড্ডয়নকারী হংস কাক সকলের স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া পশ্চিম দিক্ অভিমুখে উপর্য্যুপরি ভূরি বেগ-সহকারে মকরালয় সাগরের উপরি উৎপতিত হইল। তাহাতে কাক সেই মহা সমুদ্রে পরিশ্রান্ত ও বিহ্বল-চিত্ত হইয়া তথায় বিশ্রামার্থে কোন দ্বীপ বা বৃক্ষ না দেখিয়া "আমি শ্রান্তি-যুক্ত হইয়াছি, কোথায় নিপতিত হই" ইহা ভাবিয়া তখন নিরতিশয় ভয়াকুল হইল। রে কুলাধম কর্ণ! সমুদ্র বহুতর প্রাণিগণের আবাস-স্থান, এবং শত শত প্রকাণ্ড জন্তু-নিকরে উদ্ভাসমান, সুতরাং আকাশ অপেক্ষাও অধিক ভয়ঙ্কর ও অসহনীয়। উহার জলরাশি দিঘসনে পরিবেষ্টিত; বায়স উহার বিশেষ জানিবে কি, যে সকল মনুষ্য সর্ব্বদা সমুদ্রে গমনাগমন করে, তাহারাও উহার প্রবাহের গাম্ভীর্য্য ও সুদূর-বিস্তার-প্রযুক্ত বিশেষ পরিমাণ জানিতে পারে না। সে যাহা হউক, অনন্তর মানস-সঞ্চারী হংস কাককে অতিক্রম করিয়াও তাহারে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিল না; মুহূর্ত্ত কাল ইতস্তত অবলোকন করিতে লাগিল। সে বায়স অপেক্ষা অধিক দূর যাইয়াও "এই কাক নিশ্চয়ই নত হইয়া আমার নিকটে আসিবে" এইরূপ চিন্তা করত তাহার প্রতীক্ষা করিতে থাকিল। অনন্তর বায়স একান্ত শ্রান্ত হইয়া তখন হংসের নিকটে আসিতে লাগিল। হংস তাহাকে তাদৃশ হীনাবস্থ ও নিমগ্ন-প্রায় দেখিয়া সৎপুরুষ-সমুচিত আচরণ স্মরণ করত তাহার উদ্ধার-সাধনে ইচ্ছুক হইয়া এই কথা বলিতে লাগিল।

হংস কহিল, অহে বায়স! যৎকালে তুমি বারংবার বহু প্রকার উড্ডয়ন বর্ণন করিতেছিলে, তৎকালে উড্ডয়নের এই গুহ্য বিবরণ আমাদিগের নিকটে প্রকাশ কর নাই। অহে কাক! সংপ্রতি তুমি যে উড্ডয়নে উড্ডীন হইতেছ, ইহার নাম কোন্ উড্ডয়ন? তুমি পক্ষ-যুগল ও তুণ্ড-দ্বারা পুনঃপুন জল-স্পর্শ করিতেছ; অতএব এক্ষণে যে গতিতে বর্ত্তমান আছ, তাহা প্রকাশ করিয়া বল। অহে! তুমি শীঘ্র শীঘ্র আইস, আমি এই তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি।

শল্য কহিলেন, রে দুষ্টাত্মন্! সেই কাক কাতর হইয়া যখন পক্ষ-দ্বয় ও চঞ্চুপুট-দ্বারা সাগর-বারি স্পর্শ করিতেছিল, তখন হংস-কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া তাহারে এই কথা বলিল। সে একে উড্ডয়নের বেগে প্রমথিত ও শ্রমান্বিত হইয়া নিপতিত হইতেছিল, তাহাতে আবার জলের পার দেখিতে পাইতেছিল না, সুতরাং হংসকে এই কথা বলিতে লাগিল "হংস! বিধাতা আমাদিগকে কাকজাতি করিয়াছেন; আমরা 'কা কা' রব করত ভ্রমণ করিয়া থাকি; অতএব আমি প্রাণ-দ্বারা তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমারে জলধি পারে লইয়া চল"। সেই অতি পরিশ্রান্ত বায়স এই কথা

বলিতে বলিতে নিতান্ত আর্ত্তভাবে পক্ষ-দ্বয় ও তুণ্ড-দ্বারা মহার্ণব-বারি স্পর্শ করত সহসা নিপতিত হইল। তখন হংস তাহাকে সাগর-সলিলে পতিত কাতর-চিত্ত ও ম্রিয়মাণ দেখিয়া এই কথা বলিল, অহে বায়স! তুমি আত্মশ্লাঘা করত "আমি এক শত প্রকার গতিতে গমন করিতে পারি" এই যে কথা বলিয়াছিলে, তাহা এখন স্মরণ কর। তুমি এক শত উড্ডয়নে উড্ডয়ন করত আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলে, সম্প্রতি এরূপ পরিশ্রান্ত হইয়া মহার্ণব-মধ্যে পতিত হইলে কেন? অনন্তর সেই অবসন্ন বায়স উপরি-ভাগে হংসকে অবলোকন করিয়া তাহাকে প্রসাদিত করত তখন এই বাক্যে প্রত্যুত্তর করিল, হংস! আমি উচ্ছিষ্ট-ভোজনে দর্পিত হইয়া আপনাকে গরুড়ের সমান জ্ঞান করি, সুতরাং কাক ও অন্যান্য বহুতর পক্ষি সকলকে অবজ্ঞা করিয়া থাকি। হে হংস! সম্প্রতি প্রাণের সহিত তোমার শরণাগত হইতেছি, তুমি আমাকে দ্বীপান্তে লইয়া চল। হে বিভো হংস! যদি আমি কুশলে কুশলে স্বদেশে যাইতে পারি, তাহা হইলে আর কাহাকেও অবজ্ঞা করিব না; এক্ষণে তুমি আমাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার কর।

কাক এই কথা বলিয়া কাতর-ভাবে বিলাপ করিতে লাগিল এবং মহার্ণবে নিমগ্ন, জলার্দ্র, অতিশয় দুর্দর্শনীয় ও অচেতন-প্রায় হইয়া 'কা কা কা কা' এইরূপ শব্দ করত কম্পিত হইতে থাকিল দেখিয়া হংস তাহাকে আর কোন কথা না বলিয়া পদ-দ্বয়-দ্বারা ধীরে ধীরে উৎক্ষেপণ-পূর্ব্বক পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করাইল। হংস সেই বিহ্বল-চিত্ত বায়সকে পৃষ্ঠে আরোপিত করিয়া, পূর্ব্বে যে দ্বীপ হইতে উভয়ে স্পর্দ্ধা-সহকারে উড্ডীন হইয়াছিল, দ্রুতগমনে পুনরায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই বায়সকে পুনর্ব্বার ঐ দ্বীপে সংস্থাপিত ও সমাশ্বাসিত করিয়া সে মনের ন্যায় বেগগামী হইয়া যথাভিলষিত প্রদেশে গমন করিল।

অহে কর্ণ! সেই উচ্ছিষ্ট-পুষ্ট বায়স এইরূপে হংসের নিকটে পরাজিত হইয়া বল বীর্য্যের গর্ব্ব পরিহার-পূর্ব্বক শান্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। বৈশ্য-কুলে উচ্ছিষ্টভোজী হইয়া সেই কাক যেমন সমুদয় বিহঙ্গের অবমাননা করিত, সেইরূপ তুমিও ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের উচ্ছিষ্ট-ভোজনে পরিপালিত হইয়া আপনার সদৃশ ও শ্রেষ্ঠ লোক-সকলকে অবজ্ঞা করিয়া থাক, সন্দেহ নাই। বিরাট নগরে অর্জ্জুন যখন তোমাদিগের সঙ্গে একাকী যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন তুমি দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, ভীষ্ম ও অন্যান্য কৌরবগণ-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়াও তাঁহারে নিহত করিতে পার নাই কেন? শৃগালেরা যেমন সিংহ-সমীপে পরাজিত হয়, সেইরূপ তোমরা যখন ধনঞ্জয়ের নিকটে তথায় প্রত্যেকে ও সমুদায়ে বিনির্জ্জিত হইয়াছিলে, তখন তোমার বীরত্ব কোথায় ছিল? সমরে সব্যসাচী তোমার ভ্রাতাকে নিহত করিলেন দেখিয়া তুমিই প্রথমে কুরু-বীরগণের প্রত্যক্ষে পলায়ন করিয়াছিলে। সেইরূপ দ্বৈতবনে যখন গন্ধর্ব্বেরা তোমাদিগকে আক্রমণ করে, তখন তুমিই প্রথমে সমগ্র কৌরবগণকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়িত হইয়াছিলে। অহে কর্ণ! তৎকালে ধনঞ্জয় সমরে চিত্রসেন-প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণকে আহত ও পরাজিত করিয়া দুর্য্যোধনকে সপরিবারে বিমুক্ত করিয়াছিলেন। পরশুরামও সভা-মধ্যে রাজসমীপে কেশব ও ধনঞ্জয়ের পুরাতন প্রভাব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। দ্রোণ ও ভীষ্ম যখন মহীপালগণের সন্নিধানে কৃষ্ণার্জ্জুনকে অবধ্য বলিয়া বর্ণন করিতেন, তখন তাঁহাদের সেই বাক্যও তুমি সতত শ্রবণ করিয়াছ। অহে কর্ণ! ব্রাহ্মণ যেমন সমুদয় প্রাণী অপেক্ষা প্রধান, সেইরূপ ধনঞ্জয় যে যে গুণে তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইয়াছেন, তাহা আর আমি কত বলিব। তুমি এক্ষণেই প্রধান স্যন্দনে অবস্থিত কুন্তীতনয় ধনঞ্জয় ও বসুদেব-নন্দন কৃষ্ণকে দেখিতে পাইবে; অতএব কাক যেমন বুদ্ধি-পূর্ব্বক হংসের

Digitized by Google

আশ্রিত হইয়াছিল, সেইরূপ তুমি বৃষ্ণিকুল-চূড়ামণি কৃষ্ণ ও পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয়কে আশ্রয় কর। অহে কর্ণ! তুমি যখন প্রবল-পরাক্রান্ত বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে সমরে এক রথে উপবিষ্ট দেখিবে, তখন আর এপ্রকার কথা বলিবে না। অর্জ্জুন যখন শর শত বর্ষণ-দ্বারা তোমার দর্প নিবারণ করিবেন, তখন তুমি, আপনার ও অর্জ্জুনের যে কত প্রভেদ, তাহা দেখিতে পাইবে। তুমি খদ্যোতের সমান হইয়া সেই দেবাসুরমনুষ্য-লোকে সুবিখ্যাত সূর্য্য-চন্দ্র-সদৃশ নরবর-দ্বয়কে মূর্খতা-প্রযুক্ত অবজ্ঞা করিও না। দিবাকর ও নিশাকরের ন্যায়, কেশব ও ধনঞ্জয় স্বীয় স্বীয় প্রতিভা-দ্বারা সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত আছেন; পরন্তু তুমি মনুষ্যগণের নিকটে খদ্যোতের তুল্য প্রতিভাত হইতেছ। হে সূতপুত্র! ইহা জানিয়া তুমি সেই মহানুভাব নরসিংহ অচ্যুত ও অর্জ্জুনকে আর অবজ্ঞা করিও না; আত্মশ্লাঘা বিষয়ে মৌনাবলম্বন কর।

হংস কাকীয় উপাখ্যানে একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪১॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহাত্মা অধিরথ-তনয় কর্ণ মদ্রাধিপের অপ্রিয়-বাক্য আকর্ণনে কুপিত হইয়া তাঁহারে বলিলেন, অহে শল্য! অর্জ্জুন ও বাসুদেব যে প্রকার বিক্রান্ত তাহা আমার বিদিত আছে। অর্জ্জুন-রথবাহক কৃষ্ণের যাদৃশ বল ও অর্জ্জুনের যেরূপ মহাস্ত্র সমস্ত আছে, তাহা আমি বিশেষরূপে জানি; কিন্তু তোমার তাহা এখনও অপ্রত্যক্ষ রহিয়াছে। কৃষ্ণার্জ্জুন শস্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠ হইলেও আমি নির্ভয়-চিত্তে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিব; পরন্তু পরশুরাম ও অপর এক দ্বিজসত্তম আমারে যে শাপ দিয়াছিলেন, তাহাই অদ্য আমাকে সমধিক সন্তাপিত করিতেছে। অহে শল্য! পূর্ব্বে যখন আমি দিব্যাস্ত্র শিক্ষা করিবার অভিলাষে ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ হইয়া ভৃগুরামের নিকটে বসতি করিয়াছিলাম, তৎকালে দেবরাজ ইন্দ্র ধনঞ্জয়ের হিতার্থী হইয়া একটা কীটের কুৎসিত শরীরে প্রবেশ-পূর্ব্বক আমার ঊরুদেশে আসিয়া তাহার ভেদ করণ-দ্বারা মদভিলষিত অস্ত্র-শিক্ষা বিষয়েও ব্যাঘাত করিয়াছিলেন। এক দিন গুরু আমার ঊরুদেশে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিত আছেন, ইত্যবসরে কীটরূপী ইন্দ্র আমার যে ঊরুতে গুরুর মস্তক নিহিত ছিল, তথায় আসিয়া তাহা বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। ঊরুভেদ জন্য আমার শরীর হইতে ঘনতর শোণিতধারা বহিতে লাগিল, তথাপি আমি গুরুর নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে বিচলিত হইলাম না। অনন্তর সেই দ্বিজবর জাগরিত হইয়া তাহা দেখিতে পাইলেন এবং এতাদৃশ রুধিরপাতেও আমাকে ধৈর্য্যযুক্ত দেখিয়া কহিলেন, তুমি কদাচ বিপ্র নহ; অতএব তুমি কে, তাহা সত্য কহ। অহে শল্য! তখন আমি তাঁহার নিকটে সূত বলিয়া যথার্থ-রূপে আত্ম-বৃত্তান্ত নিবেদন করিলাম। মহাতপস্বী রাম আমার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রোষ-পরবশ-চিত্তে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে "হে সূত-পুত্র! তুমি ছলক্রমে আমার নিকটে যে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিলে, ইহা তোমার বাস্তবিক লব্ধ হইল না; অতএব যুদ্ধকালে তোমার নিকটে ইহা প্রতিভাত হইবে বটে, কিন্তু মৃত্যুকালে ইহার আর স্ফূর্ত্তি থাকিবে না; কেন না অব্রাহ্মণে ব্রহ্ম কখন চির-স্থায়ী হন না"। অহে শল্য! অদ্য এই অতিভয়ঙ্কর তুমুল সংগ্রামে সেই অস্ত্রই অত্যন্ত যথেষ্ট হইয়াছে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ভরতগণ-মধ্যে প্রমথনকারী সর্ব্ব-সংহারক এই যে অতি-ভয়ানক প্রবল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে, ইহা প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়-বীরগণকে পরিতপ্ত করিবে। অহে শল্য! আমি প্রচণ্ড-ধনুর্দ্ধারী, বীরশ্রেষ্ঠ, তরস্বী, ভীষণকর্ম্মা, অসহ্যবীর্য্য, সত্যপ্রতিজ্ঞ, পাণ্ডু-তনয় ধনঞ্জয়কে সমরে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে উপনীত করিব। যখন পরশুরামের প্রদত্ত সেই ব্রহ্মাস্ত্র অদ্য আমার

স্মৃতিপথে উপস্থিত আছে, তখন তদ্দ্বারা আমি সংগ্রামে শত্রুগণকে বিক্ষিপ্ত করিব এবং প্রতাপবান্ বলবান্, অস্ত্রবিশারদ, উগ্রধন্বা, অপরিমিত-তেজস্বী, ক্রূর, শূর, প্রচণ্ডকর্ম্মা, শত্রু-বিক্রম-সহন-সমর্থ ধনঞ্জয়কেও নিপাতিত করিব। অপরিমেয় সলিলপতি বেগবান্ জলনিধি বহুল প্রজা-কুলকে নিমগ্ন করিবার উদ্দেশে মহাবেগ বিস্তার করিলে, তদীয় উত্তুঙ্গ উপকূল যেমন ঐ অপ্রমেয় মহাবেগ ধারণ করে, সেইরূপ লোকে ধনুর্দ্ধারিগণের উৎকৃষ্ট কুন্তীতনয় অর্জ্জুন সংগ্রামে মর্ম্মভেদী বীরঘাতী শোভন-পত্রান্বিত অমোঘ সায়ক-সমূহ সন্ধান করিতে থাকিলে আমি তাহার সহিত প্রতিযুদ্ধ করিব। অতিবলশালী মহাস্ত্র-সম্পন্ন ধনঞ্জয়, শর-রূপ প্রবাহ-বিশিষ্ট দুরধিগম্য প্রচণ্ড সমুদ্রকল্প হইয়া, পার্থিবগণকে বল-সহকারে নিমগ্ন করিতে উদ্যত হইলে, আমি উপকূল-তুল্য হইয়া এইরূপে বাণ-সমূহ-দ্বারা তাহার বিক্রম সহ্য করিব। অধুনা ধনুর্দ্ধারী অন্য কোন মনুষ্যকেই সংগ্রামে যাহার সমকক্ষ বলিয়া বোধ করিতে পারি না, যে ব্যক্তি সমরে সুরাসুর সকলকেও পরাজিত করিতে সমর্থ হয়, সেই অর্জ্জুনের সহিত আমার ঘোরতর যুদ্ধ সন্দর্শন কর। অতিশয় অভিমানী পাণ্ডুতনয় ধনঞ্জয় যুদ্ধাভিলাষী হইয়া অলৌকিক মহাস্ত্র-শস্ত্র-সমূহ-সহ আমার সম্মুখবর্ত্তী হইলে, আমি নিজ অস্ত্র-দ্বারা তাহার অস্ত্র প্রতিহত করিয়া উৎকৃষ্ট বাণ-রাজি-দ্বারা তাহারে সমর-শায়ী করিব। মেঘ যেমন তমোহরকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ আমি দিবাকর-সদৃশ তাপপ্রদ, বিক্রম-রূপ কিরণ-প্রাপ্ত, যশঃপ্রদীপ্ত ধনঞ্জয়কে বাণজালে অতিমাত্র আচ্ছাদিত করিব। মেঘ যেমন বারি বর্ষণ-দ্বারা ধূমধ্বজ হুতাশনের নির্ব্বাণ করে, সেইরূপ আমি সমরস্থ লোক-সকলের দহনকারী তেজস্বী প্রজ্বলিত অনল-সম অর্জ্জুনকে শর বর্ষণ-দ্বারা প্রশমিত করিব। সুতীক্ষ্ণ-দংষ্ট্রান্বিত অতিভয়ঙ্কর দুর্দ্ধর্ষ আশীবিষ-সদৃশ, বহ্নিপ্রভাব, ক্রোধপ্রদীপ্ত, অরাতিকুল-দহনকারী কুন্তী-তনয়কে ভল্ল-নিচয়-দ্বারা উপশান্ত করিব। হিমালয় পর্ব্বত যেমন বৃক্ষাদি-ভঙ্গকারী প্রচণ্ড সমীরণের বেগ সহ্য করে, সেইরূপ আমি যুদ্ধে শত্রু-বিক্রমা-সহিষ্ণু, ক্রোধান্বিত, বিপক্ষ-বিমর্দ্দনকারী, সংপ্রহারী, বলশালী ধনঞ্জয়ের বিক্রম সহ্য করিব। সংগ্রামে আমি রথমার্গ-বিশারদ, সমর-সমুদায়ে নিয়ত সমর্থ-কার্য্যভারবাহী, লোকে সর্ব্ব-ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য ধনঞ্জয়ের পরাক্রম সম্যক্-রূপেই সহ্য করিব। অধুনা ধনুর্দ্ধারী অন্য কোন মনুষ্যকেই সংগ্রামে যাহার সমকক্ষ বলিয়া বোধ করিতে পারি না, যে ব্যক্তি এই সমগ্র মহীমণ্ডল পরাজিত করিয়াছে, সেই ধনঞ্জয়ের সঙ্গে আমি জানিয়া শুনিয়াই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। যে সব্যসাচী খাণ্ডবপ্রস্থে দেবগণের সহিত সমস্ত ভূতবর্গকে পরাজিত করিয়াছিল, আমা ভিন্ন অন্য কোন্ মনুষ্য জীবনের আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া তাহার সহিত যুদ্ধেচ্ছা করিতে পারে? অর্জ্জুন অতিরথী, অভিমানী, শত্রু-কুল-প্রমাথী, দৃঢ়াস্ত্র, শীঘ্র-বাণ-প্রয়োগ-বিশারদ ও দিব্যাস্ত্র-কোবিদ হইলেও অদ্য আমি নিশিত শর-সমূহ-দ্বারা তাহার দেহ হইতে মস্তক অপহরণ করিব। অহে শল্য! আমি সমরে মৃত্যু কিংবা জয়, উভয়ের একতর লক্ষ্য করিয়া ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিব; যেহেতু আমা ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যই নাই, যে এক রথে সেই কৃতান্ত-সদৃশ পাণ্ডবের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। আমি হৃষ্টচিত্তে ক্ষত্রিয়-গণের সমাজে সেই পাণ্ডতনয়ের যুদ্ধ-বিষয়ক পুরুষ-কারের কথা বলিতে পারি; তুমি মূর্খ ও মূঢ়চেতা হইয়া অকস্মাৎ কি নিমিত্তে অর্জ্জুনের পৌরুষ বিবরণ বর্ণন করিতেছ? ক্ষমাহীন অপ্রিয়বাদী যে নিষ্ঠুর ক্ষুদ্র পুরুষ ক্ষমাশীল ব্যক্তির অবমান করে, আমি তাদৃশ শত শত লোককে নিহত করিতে পারি, পরন্তু আমি কালানুসারে ক্ষমাগুণে তোমার অপরাধ মার্জ্জনা করিতেছি। তুমি নিতান্ত পাপ-কর্ম্মা, এই জন্যেই মূঢ়ের ন্যায় অর্জ্জুনের নিমিত্তে

Digitized by Google

আমারে অবমানিত করত অপ্রিয়-বাক্য-সমস্ত বলিলে। আমার প্রতি সারল্য-ব্যবহার করা তোমার কর্ত্তব্য হইলেও তুমি কুটিলমতি ও মিত্রদ্রোহী হইয়া হত হইলে; যেহেতু কোন ব্যক্তির সঙ্গে একত্র সপ্ত পদ তুমি বিচরণ করিলেই তাহার সহিত মিত্রতা হইয়া থাকে। সংপ্রতি দুর্য্যোধন যুদ্ধ-ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং এ অতি দারুণ কাল উপস্থিত; পরন্তু তুমি তাঁহার কার্য্য-সিদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করত তাহাই শ্রেয় জ্ঞান করিতেছ, যাহাতে কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা মাত্র নাই। মিদ, নন্দ, প্রী, সংপূর্ব্বক ত্রৈ, মি ও মুদ, এই সকল ধাতুর অর্থই মিত্র শব্দের বাচ্য; অর্থাৎ স্নেহ, অভিনন্দন, প্রীতি, সম্যক্ রূপে ত্রাণ, মান ও হর্ষ, এই সমস্তই মিত্রতার কার্য্য; আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি, এ সমস্তই আমার বিদ্যমান আছে এবং রাজাও আমার সেই ভাব সমুদয় জানেন। আর শদ, শাস, শো, শৃ, শ্বস, ষীদ ও বহুতর উপসর্গ-পূর্ব্বক সূদ, এই সকল ধাতুর অর্থই শত্রু শব্দের বাচ্য; অর্থাৎ নিপাতন, শাসন, অল্পতাপাদন, বিষাদ ও বহু প্রকারে হিংসা, এই সমস্তই শত্রুতার কার্য্য; প্রায় সে সমস্ত ভাবই তোমাতে বিদ্যমান আছে এবং আমার প্রতি যোজিত হইতেছে। অতএব আমি দুর্য্যোধনের ও তোমার প্রীতি নিমিত্তে, যশের নিমিত্তে, আপনার নিমিত্তে এবং ঈশ্বরের নিমিত্তে অদ্য কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত যত্ন-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিব; তুমি আমার সেই কর্ম্ম অবলোকন কর। অতিমত্ত মাতঙ্গ যেমন মত্ত মাতঙ্গের প্রতি আক্রমণ করে, সেইরূপ আমি যে সমস্ত উত্তম ব্রহ্মাস্ত্র, দিব্যাস্ত্র ও মানুষাস্ত্র লইয়া প্রচণ্ড-বীর্য্য অর্জ্জুনের সহিত সমাগত হইব, সে সকলও সন্দর্শন কর। যাহা মনে মনে পরাজিত হইবারও বিষয় নহে, আমি বিজয়ের নিমিত্তে অর্জ্জুনের প্রতি সেই অমিত-প্রভাব-সম্পন্ন ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত করিব। অদ্য যুদ্ধ কালে আমার রথচক্র যদি বিষম স্থলে পতিত না হয়, তাহা হইলে অন্তত সেই অস্ত্র হইতেও অর্জ্জুন পরিত্রাণ পাইবে না। অহে শল্য! এই ব্রহ্মাস্ত্রের প্রভাবে আমি দণ্ডধারী কৃতান্ত, পাশপাণি বরুণ, গদাধারী কুবের, বজ্র-হস্ত বাসব বা অন্য কোন আততায়ী শত্রুর নিকটেও যে ভয় করি না, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও। অতএব ধনঞ্জয় ও জনার্দ্দন হইতে আমার কিছু মাত্র ভয় নাই; অদ্য সংগ্রামে অবশ্যই তাহাদিগের সহিত আমার যুদ্ধ হইবে।

অহে মদ্ররাজ শল্য! একদা আমি বিজয়োদ্দেশে অস্ত্রাভ্যাস হেতু পর্য্যটন করত ঘোররূপ ভয়ানক শায়ক সমস্ত ইতস্তত নিক্ষিপ্ত করিতেছিলাম। তৎকালে পূর্ব্বোক্ত দ্বিজসত্তমের হোমধেনুর বৎস বিজনে বিচরণ করিতেছিল; আমি অসাবধান হইয়া অজ্ঞান-বশত তাহারে শরাঘাতে নিহত করিলাম। তাহাতে ব্রাহ্মণ রোষভরে আমারে কহিলেন, "যেহেতু তুমি প্রমাদ-পরবশ হইয়া আমার হোমধেনুর বৎসটিকে বিনষ্ট করিলে, সেই হেতু সংগ্রাম সময়ে তুমি ঐকান্তিক ভয় প্রাপ্ত হইলে তোমার রথের চক্র গর্ত্ত-মধ্যে পতিত হইবে।" অহে শল্য! ব্রাহ্মণের সেই বাক্য হইতেই আমার অন্তঃকরণে অতিশয় ভয়-সঞ্চার হইতেছে; কেন না বিধুরাজ ব্রাহ্মণেরাই সুখ দুঃখের নিয়ামক। অহে মদ্রেশ্বর! আমি তাঁহারে সহস্র গো ও ষট্ শত বলীবর্দ্দ প্রদান করিতে উদ্যত হইলাম, তথাপি তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলাম না। ঈশার ন্যায় দন্ত-বিশিষ্ট সপ্ত শত মাতঙ্গ ও শত শত দাস দাসী দিতে চাহিলাম, তথাপি সেই দ্বিজবর আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না। শ্বেতবর্ণ বৎস-বিশিষ্ট চতুর্দ্দশ সহস্র কৃষ্ণবর্ণ ধেনু আহরণ করিবার প্রস্তাব করিলাম, তথাপি সেই দ্বিজসত্তম হইতে প্রসাদ প্রাপ্ত হইলাম না। পরিশেষে আমার সর্ব্ব-কাম-সমন্বিত সমৃদ্ধি-সম্পন্ন গৃহ ও যে কিছু ধন ছিল, তৎসমুদয়ই তাঁহারে সৎকার-পূর্ব্বক প্রদান করিতে সমুৎসুক হইলাম, কিন্তু তিনি কিছুই গ্রহণ করিতে অভিলাষ

Digitized by Google

করিলেন না। আমি অপরাধ করিয়াছিলাম, সুতরাং প্রযত্ন-সহকারে তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিলে তিনি আমারে বলিলেন "হে সূত! আমি যাহা কহিয়াছি তাহাই হইবে, তাহার কিছুমাত্র অন্যথা হইবে না। মিথ্যা-বাক্য প্রজা হত্যা করিতে পারে এবং তাহাতে আমিও পাপ-গ্রস্ত হইতে পারি; অতএব ধর্ম্ম-রক্ষার্থে আমি মিথ্যা বলিতে উৎসাহী হই না। তুমি ব্রাহ্মণের গতি হিংসা করিও না; আমারে গো-গজাদি প্রদান করিবার যে প্রস্তাব করিলে, তাহাতেই তোমার গো-বধের প্রায়শ্চিত্ত করা হইয়াছে। লোক-মধ্যে কেহই আমার কথা মিথ্যা করিতে পারে না; অতএব আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা স্বীকার করিয়া লও"।

অহে শল্য! তুমি আমার তিরস্কার করিলেও আমি সৌহৃদ্য-প্রযুক্ত তোমারে এই কথা বলিলাম। নিন্দা করা তোমার যে স্বভাব, তাহা আমি জানি; সংপ্রতি নীরব হও এবং উত্তর বাক্য শ্রবণ কর।

কর্ণ-শল্য-সংবাদে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অরিন্দম কর্ণ মদ্ররাজকে উত্তর করিতে নিবারণ করিয়া স্বয়ং পুনর্ব্বার উত্তর-বাক্য বলিতে লাগিলেন। কহিলেন, অহে শল্য! তুমি নিদর্শন-স্বরূপ বিস্তর কথা আমারে বলিলে বটে, কিন্তু কেবল বাক্য-দ্বারা কোন ক্রমেই সমরে ভীত করিতে পারিবে না। কৃষ্ণার্জ্জুন হইতে আমার ভয় হইবে কি, যদি ইন্দ্রাদি দেবগণ আমার সহিত সংগ্রাম করেন, তাহাতেও আমি ভয় পাই না। অহে শল্য! তুমি কেবল কথাতে আমারে কোন প্রকারে ভীত করিতে পারিবে না; সংগ্রামে তুমি যাহাকে ভীত করিতে পার, সে অন্য-প্রকার লোক জানিও। তুমি আমাকে যে রূপ কর্কশ-বাক্য বলিলে, নীচলোকের এতাবন্মাত্রই বল হইয়া থাকে। রে দুর্ম্মতে! তুমি আমার গুণ-সমূহ বর্ণন করিতে অশক্ত হইয়া কেবল বহুতর অনর্থক বাক্যাড়ম্বর করিতেছ। অহে মদ্রক! কর্ণ ইহলোকে ভয়ের নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করে নাই; আমি আপনার বিক্রম-প্রকাশ ও যশো-বিস্তারের নিমিত্তই উৎপন্ন হইয়াছি। অহে শল্য! তুমি আমার সারথ্য-স্বীকার-দ্বারা সখিত্ব প্রকাশ করিয়াছ; সুতরাং তোমার সেই সখিভাব, আমার সৌহার্দ্দ এবং মিত্র দুর্য্যোধনের ভাব অর্থাৎ জয় লাভের অভিপ্রায়, এই তিন কারণেই সংপ্রতি তুমি জীবিত রহিয়াছ। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সুমহৎ কার্য্য উপস্থিত এবং সেই কার্য্যের ভার আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে, এ নিমিত্তেও তুমি আমার নিকটে ক্ষণ কাল জীবিত রহিয়াছ। অহে মদ্রক! তোমার অপ্রিয়-বাক্য ক্ষমা করিব বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; সংপ্রতি সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, এই নিমিত্তেই তুমি জীবিত রহিয়াছ। তোমার মত সহস্র শল্য আমার সাহায্য করিতে উদ্যত হইলেও আমি তাহা না লইয়া একাকীই শত্রু-সকলকে পরাজিত করিতে পারি; পরন্তু মিত্রদ্রোহ অত্যন্ত পাপ-জনক, এই নিমিত্তেই সংপ্রতি তুমি জীবিত রহিয়াছ।

কর্ণ-শল্য-সংবাদে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

শল্য কহিলেন, অহে কর্ণ! তুমি শত্রুদিগের উদ্দেশে যাহা কহিলে, এ সকল প্রলাপ-বাক্যমাত্র; শল্য-ব্যতিরেকে তোমার মত সহস্র কর্ণও কি সমরে শত্রু-সকলকে পরাজিত করিতে পারে?

সঞ্জয় কহিলেন, কর্ণ মদ্রাধিপের তাদৃশ পরুষ-বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে নিতান্ত অপ্রিয় জ্ঞান করিয়া পুনরায় দ্বিগুণতর নিষ্ঠুরবাক্য কহিতে লাগিলেন।

কর্ণ কহিলেন, অহে মদ্ররাজ! আমি ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে যাহা কথিত হইতে শুনিয়াছিলাম, তাহা বলিতেছি, তুমি একাগ্র হইয়া শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণেরা ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে বিবিধ বিচিত্র দেশের ও পুরা-

Digitized by Google

তন পার্থিবগণের বৃত্তান্ত বর্ণন করত তাঁহার উপাসনা করিতেন। তন্মধ্যে কোন এক বৃদ্ধ বিপ্রবর পুরাবৃত্ত কথা-প্রসঙ্গে বাহীক ও মদ্রদেশীয়দিগের কুৎসা করত এই কথা বলিয়াছিলেন " যাহারা হিমালয়, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ও কুরুক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত এবং সিন্ধু ও তদীয় পঞ্চ-শাখা নদীর অন্তর্গত, সেই ধর্ম্মবাহ্য অশুচি বাহীকগণকে পরিত্যাগ করিবেক। আমি কুমার-কাল হইতে এই বাহীকদিগের রাজকুল-দ্বারের চিহ্ন-স্বরূপ গোবর্দ্ধন (গোবধ-স্থান) নামক বট বৃক্ষ ও সুভাণ্ড (সুরা-ভাণ্ডের আশ্রয়) নামক চত্বর স্মরণ করিতেছি। কোন অত্যন্ত গূঢ় কার্য্য-বশত আমি বাহীকদেশে কিছু কাল বাস করিয়াছিলাম, তাহাতেই তাহাদিগের আচার ব্যবহার সকল আমার সুবিদিত হইয়াছে। যেস্থানে শাকলনামক নগর ও আপগা-নাম্নী নদী আছে, তথায় জর্ত্তিক নামে বাহীকেরা বসতি করে। তাহাদিগের চরিত্র অতিশয় নিন্দিত। পিষ্টক মাংস ও যবান্নের অতিভোজনে পরিতৃপ্ত সেই শীলাচার-পরিভ্রষ্ট লোকেরা লশুনের সহিত গোমাংস ও ভৃষ্ট যব ভক্ষণ করিয়া থাকে। তত্রত্য কামিনীগণ মত্ত ও বিবস্ত্র হইয়া মালা-চন্দনাদি ধারণ পূর্ব্বক নগরে গৃহে প্রাচীর-সমীপে ও বহির্ভাগে হাস্য ও নৃত্য করে। শিষ্টাচার-সিদ্ধ সংস্কার-রহিতা, নিধুবন বিষয়ে স্বপর-পুরুষ-বিবেক-বিহীনা, সর্ব্ব প্রকারে স্বেচ্ছাচারিণী সেই সকল অঙ্গনারা মদ্যপানে উৎকট-রূপধারিণী ও বহুল প্রলাপ-কারিণী হইয়া মত্তলোকের উপযুক্ত, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের নিনাদ-তুল্য বহুতর অশ্লীল সঙ্গীত-সহকারে পরস্পর বিনোদ বচন উচ্চারণ করে; বিশেষত উৎসব কালে নিতান্ত অসংযতা হইয়া 'হে হতভাগ্যে! হে হতভাগ্যে! হে স্বামিঘাতিনি! হে ভর্তৃঘাতিনি!' এইরূপ চীৎকার করত নৃত্য করিতে থাকে। দোষাশ্রিত বাহীকগণের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি কুরুজাঙ্গলে বাস করত অনতি হৃষ্টচিত্তে সেই গর্ব্বপূর্ণ যোষিদগণের বিষয়ে এই গান করিয়াছিল যে "আমি বাহীক হইয়া সংপ্রতি কুরুদেশবাসী হইয়াছি; আমার সেই দীর্ঘাকৃতি গৌরী সূক্ষ্মকম্বলবাসিনী রমণী শয়ন কালে নিশ্চয়ই আমারে স্মরণ করিতেছে। আমি কত দিনে রমণীয় শতদ্রু ও ইরাবতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া স্ব দেশে গমনপূর্ব্বক স্থূল-শঙ্খান্বিতা, মনঃশিলারাগে উজ্জ্বলাপাঙ্গী, গৌরাঙ্গী, ললাট কপোল ও চিবুকদেশে কজ্জল-রঞ্জিতা, কম্বলাজিন-পরিধানা, ক্রীড়াপরায়ণা, প্রিয়দর্শনা, শোভনা অঙ্গনাগণকে অবলোকন করিব! কবে আমরা মত্ত হইয়া গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও অশ্বতরসমূহে আরোহণ করিয়া মৃদঙ্গ, ভেরী, শঙ্খ ও মর্দ্দল সকলের ধ্বনি-সহকারে সুখে গমন করিব! কবে আমরা শমী পীলু ও করীর বৃক্ষের সুখকর-পথবিশিষ্ট বন-সমুদায়ে নির্জ্জল-ঘোল-মিশ্রিত পিষ্টক ও শক্তুপিণ্ড সমস্ত ভক্ষণ করত প্রবল হইয়া, পথিমধ্যে সঞ্চরণকারী ভূরি ভূরি পাথিকদিগকে পরিধেয় চেলবস্ত্র অপহরণ-পূর্ব্বক তাড়িত করিব!" চেতনাবিশিষ্ট কোন্ মানব ঈদৃশ দুশ্চরিত্র সংস্কার-বিহীন দুরাত্মা বাহীকগণের নিকটে মুহূর্ত্তমাত্রও বাস করিতে পারে?"

অহে শল্য! তুমি যাহাদিগের পুণ্য ও পাপ উভয়েরই ষষ্ঠাংশ হরণ করিয়া থাক, সেই মিথ্যাচারী বাহীকেরা ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক এইরূপ বর্ণিত হইয়াছিল। সেই সাধু ব্রাহ্মণ অবিনীত বাহীকদিগের বিষয়ে উক্ত রূপ কহিয়া পুনরায় যে উত্তর-বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। তথায় সমৃদ্ধ শাকল নগরে একটা রাক্ষসী প্রতি কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী রজনীতে দুন্দুভি বাদ্য করিয়া এইরূপ গান করে যে "কবে আমি শাকল নগরে দীর্ঘাকৃতি গৌরী নারীগণে অলঙ্কৃতা ও গোমাংস-ভোজনে পরিতৃপ্তা হইয়া গৌড়ী সুরা ও গৌড়াসব পান করিয়া পলাণ্ডুপ্রভৃতি-সংযুক্ত বহুল মেষ-মাংস ভক্ষণ করিতে করিতে পুনর্ব্বার বাহীকদিগের গাথা গান করিব।" যে সকল মদ্রক ও শাকলেরা বালক বৃদ্ধ সমভিব্যা-

Digitized by Google

হারে মদ্যপানে মত্ত হইয়া চীৎকার করত " যাহারা বরাহ, কুক্কুট, গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও মেষের মাংস না খায়, তাহাদের জন্মই বৃথা " এইরূপ গান করে, তাহাদিগের ধর্ম্মাচরণ কি প্রকারে সম্ভবিতে পারে?

অহে শল্য! ইহা বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম কর। অপর এক ব্রাহ্মণ কুরু-সভায় আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও আমি বিষাদের সহিত তোমারে পুনর্ব্বার বলিতেছি। হিমাচলের বহিঃপ্রদেশে যেখানে সিন্ধু ও তাহার শতদ্রু, বিপাশা, ঐরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা, এই পঞ্চশাখা নদী বহন করে এবং যেখানে পীলুবৃক্ষের বন-সমস্ত আছে, সেই দেশ-সকলের নাম আরট্ট; তথায় ধর্ম্মের বিধ্বংস হইয়াছে; অতএব সেই দেশ-সমুদায়ে কেহ গমন করিবেক না। এইরূপ শ্রুতি আছে যে, দেবগণ, পিতৃগণ ও বিপ্রগণ সেই উপনয়নাদি সংস্কার-বিহীন ধর্ম্ম-বিচ্যুত, যজ্ঞানুষ্ঠানে অনধিকারী, দাসী-পুত্র, জারজ বাহীকগণের কোন দ্রব্য প্রতিগ্রহ করেন না। সেই বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ সাধু সমাজে ঐ রূপই কহিয়াছিলেন। ঘৃণা-শূন্য বাহীকেরা কুকুরের আস্বাদিত শক্তু বা যবান্নে বিলিপ্ত কাষ্ঠময় ও মৃণ্ময়-পাত্রে ভোজন করে। তাহারা মেষ, উষ্ট্র ও গর্দ্দভের দুগ্ধ এবং তদুৎপন্ন অন্যান্য দ্রব্যজাত পান ও ভোজন করিয়া থাকে। পণ্ডিত ব্যক্তি জারজ সন্তানের উৎপাদনকারী সর্ব্বপ্রকার অন্ন ও ক্ষীরভোজী সেই বিবেক-পরিশূন্য আরট্ট-নামক বাহীকদিগের সঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবেন।

অহো শল্য! তুমি ইহা বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম কর। কুরুসভায় অপর এক ব্রাহ্মণ আমারে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তাহাও তোমার নিকটে বিষাদের সহিত বর্ণন করিতেছি। " যুগন্ধর নগরে দুগ্ধপান, অচ্যুত-স্থলে প্রবাস এবং ভূতিলয়ে স্নান করিয়া মনুষ্য কি প্রকারে স্বর্গে যাইবে? অর্থাৎ যুগন্ধরে সকল লোকেই উষ্ট্রাদির দুগ্ধপান করে, সুতরাং তথায় দুগ্ধ পান করিলে অপেয়-পান অবশ্যম্ভাবী; অচ্যুত-স্থলে রমণীমাত্রেই ব্যভিচারিণী, সুতরাং তথায় প্রবাস করিলে অগম্যা-গমন অবশ্যম্ভাবী; এবং ভূতিলয়ে চাণ্ডাল ব্রাহ্মণাদি সাধারণে এক জলাশয়ে স্নান করে, সুতরাং তথায় স্নান করিলে শৌচাভাব অবশ্যম্ভাবী; অতএব তত্তৎস্থানীয় ব্যবহার করিয়া কেহই স্বর্গলাভে সমর্থ হয় না। যে স্থানে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ নদী পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া বহন করিতেছে, সেই দেশ সকলের নাম আরট্ট-বাহীক; তথায় আর্য্য ব্যক্তি দুই দিন বাস করিবেন না। বিপাশা নদীর তীরে বহি ও হীক নামে দুই পিশাচ পিশাচী থাকিত; বাহীকেরা তাহাদিগেরই অপত্য; ইহা প্রজাপতির সৃষ্টি নহে। সেই নিকৃষ্ট-যোনি বাহীকেরা কি প্রকারে শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম-সমস্ত জানিবে? কারস্কর, মাহিষক, কালিঙ্গ, কেরল, কর্কোটক, বীরক ও দুর্দ্ধর্ম্ম, এই সকল দেশ পরিত্যাগ করিবেক।" উলূখল-নির্ম্মিত-সুদীর্ঘ-মেখলা-ধারিণী এক রাক্ষসী তীর্থানুসরণে উদ্যত কোন এক ব্যক্তির গৃহে এক রাত্রি শয়ন করত তাহারে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিল। যেখানে ব্রাহ্মণাধমেরা প্রজাপতির সমকালিক অর্থাৎ তদীয় সৃষ্টির বহির্ভূত, সেই দেশ-সকলের নামই আরট্ট এবং তথাকার লোকদিগেরই নাম বাহীক। সেই সংস্কার-বিহীন দাসীপুত্রদিগের বেদ, বেদ্য, যজ্ঞ ও যজন, কিছুই নাই। দেবতারা তাহাদের অন্ন ভোজন করেন না। প্রস্থল, মদ্র, গান্ধার, আরট্ট, খশ, বসাতি, সিন্ধু ও সৌবীর, ইহারা প্রায়ই বিনিন্দিত।

কর্ণ-শল্য-সংবাদে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৪।

কর্ণ কহিলেন, অহো শল্য! বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম কর; আমি পুনরায় বিষাদের সহিত তোমারে বলিতেছি। মৎকর্ত্তৃক সম্যক্-রূপে যাহা বর্ণিত হইতেছে, তুমি একাগ্র-চিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আমাদিগের গৃহে এক ব্রাহ্মণ অতিথি হইয়া আসি-

Digitized by Google

য়াছিলেন। তিনি তত্রত্য আচার ব্যবহার বিলোকনে প্রীত হইয়া বলিলেন, আমি একাকী বহুকাল হিমালয় পর্ব্বতের এক শৃঙ্গে বাস করিয়াছি এবং নানা ধর্ম্ম-সমাবৃত বহুতর দেশও দর্শন করিয়াছি, কিন্তু তথাকার প্রজাদিগকে কোন প্রকারে ধর্ম্মের বিরোধী হইতে দেখি নাই। বেদপারগ পণ্ডিতেরা যাহা কহিয়াছেন, তাহারা সেই সকল ধর্ম্মেরই কীর্ত্তন করিল। হে মহারাজ! তৎপরে আমি নানা-ধর্ম্ম-সমাকুল বহুল দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে পরিশেষে বাহীকদেশে আসিয়া শুনিলাম, তথায় বাহীক প্রথমে ব্রাহ্মণ হইয়া পরে ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নাপিত হয়, পরে নাপিত হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণ হয়, ব্রাহ্মণ হইয়া সেই অবস্থাতেই আবার দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গান্ধার, মদ্র ও বাহীকদেশীয় ক্ষুদ্রচেতা ব্রাহ্মণেরা যথেচ্ছাচারী হইয়া এক বংশেই যৌন-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হয়। আমি অখিল ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিয়া বাহীক-দেশে আসিয়া শুনিলাম, তথায় এইরূপ বিপরীত আচরণই ধর্ম্মসঙ্করের প্রযোজক হইয়া থাকে।

অহো শল্য! বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম কর; অন্য এক ব্রাহ্মণ বাহীকদিগের কুৎসা-সম্বলিত যে বাক্য বলিয়াছিলেন, আমি বিষাদের সহিত তাহাও তোমারে বলিতেছি। পুরা-কালে দস্যুগণ আরট্টদেশ হইতে কোন সতী সীমন্তিনীকে হরণ করিয়া অধর্ম্মত উপভোগ করিয়াছিল। তাহাতে সে তাহাদিগকে এইরূপ শাপ দিয়াছিল, যে “ রে নরাধমগণ! আমি বালা ও নাথবতী হইলেও তোরা যে অধর্ম্ম-সহকারে আমার সতীত্ব ভঙ্গ করিলি, সেই হেতু তোদের কুলের কামিনীরা ব্যভিচারিণী হইবে এবং এই ঘোর পাপ হইতে তোরা কোন কালেই পরিত্রাণ পাইবি না।” সেই হেতু তাহাদিগের ভাগিনেয়গণই তাহাদের ধনের ভাগহারী হয়, পুত্রেরা নহে। কুরু, পাঞ্চাল, শাল্ব, মৎস্য, নৈমিষ, কোশল, কাশি, অঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ ও চেদি-দেশীয় মহাভাগ লোকেরা এবং বাঙ্গালায় ব্যতিরেকে অন্যান্য বহুতর দেশবাসী প্রায় সমুদয় সাধু পুরুষেরাই সনাতন ধর্ম্ম জানেন। মৎস্য অবধি কুরু পাঞ্চাল পর্য্যন্ত এবং নৈমিষ অবধি চেদি পর্য্যন্ত সমুদয় দেশীয় বিশিষ্ট সজ্জনেরা পুরাতন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই জীবন যাপন করেন, কেবল মদ্রক ও কুটিলমতি পাঞ্চনদেরা নহে।

হে রাজন্ শল্য! এইরূপ জানিয়া তুমি ধর্ম্ম কথা-সমুদায়ে জড়ের ন্যায় মৌনাবলম্বন কর। তুমি সেই মদ্রদেশীয় লোকের রক্ষাকর্ত্তা ও রাজা, সুতরাং তাহাদের পুণ্যপাপের ষষ্ঠাংশ হরণ করিয়া থাক। অথবা তুমি যদি তাহাদের রক্ষক না হও, তবে সম্পূর্ণ পাপই হরণ কর। রক্ষা-কর্ত্তা রাজা প্রজাদিগের পুণ্যভাগী হন, তুমি কেবল তাহাদের পাপভাগী হইতেছ। পুরাকালে সর্ব্বদেশীয় সনাতন ধর্ম্ম প্রশংসিত হইলে, পিতামহ পঞ্চনদের অন্তর্গত দেশ-সমূহ-নিবাসী লোকদিগের ধর্ম্ম দেখিয়া ধিক্কার করিয়াছিলেন। সত্যযুগেও পাপ-কর্ম্মকারী সেই সংস্কার-বর্জ্জিত দাসীপুত্রদিগের ধর্ম্ম যদি ব্রহ্মার নির্ম্মিত হইত, তাহা হইলে কে তাহাদিগকে ধিক্কার দিতে পারিত? পঞ্চনদ-বাসীদিগের ধর্ম্ম সাধারণ-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বলিয়াই পিতামহ তাহার প্রতি অবজ্ঞা করিয়াছিলেন এবং স্বধর্ম্মস্থ বর্ণ-সমস্ত প্রশংসিত হইলে তিনি ইহাদিগের প্রশংসাও করেন নাই।

অহো শল্য! বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম কর; আমি পুনরায় বিষাদের সহিত তোমারে বলিতেছি। কল্মাষপাদ-সরোবরে কোন রাক্ষস নিমগ্ন হইতে হইতে বলিয়াছিল “ ক্ষত্রিয়ের ভিক্ষাবৃত্তি, ব্রাহ্মণের ব্রত-রাহিত্য, পৃথিবীর বাহীক-দেশ এবং স্ত্রীদিগের মদ্রস্ত্রীগণ মল-স্বরূপ।” কোন রাজা সেই নিমগ্ন-প্রায় রাক্ষসকে উদ্ধৃত করিয়া বিবিধ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং সেও উত্তর দিয়াছিল। সে যাহা বলিয়াছিল, বলিতেছি শ্রবণ কর। “মনুষ্যদিগের

Digitized by Google

মধ্যে ম্লেচ্ছেরা, ম্লেচ্ছদিগের মধ্যে ঔষ্ট্রিকেরা, ঔষ্ট্রিকদিগের মধ্যে ষণ্ডেরা এবং ষণ্ডদিগের মধ্যে রাজযাজকেরা অতিনিকৃষ্ট। "তুমি যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ না কর, তবে রাজ-যাজক যাজ্য ও মদ্রকদিগের যে পাপ তোমারও সেই পাপ হইবেক" রাক্ষস-কর্ত্তৃক উপদ্রুত বিষবীর্য্য-বিহত জনগণের প্রতি সিদ্ধলোকদিগের বচন-প্রধান এইরূপ রাক্ষস-বিঘাতক ঔষধ কথিত হইয়াছে। পাঞ্চালেরা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী; কৌরবেরা দানধর্ম্মাবলম্বী; মৎস্যদেশীয়েরা সত্যধর্ম্মাবলম্বী; শূরসেনেরা যজ্ঞধর্ম্মাবলম্বী; পূর্ব্বদেশীয়েরা দাস; দাক্ষিণাত্যেরা শূদ্র; বাহীকেরা তস্কর; এবং সৌরাষ্ট্রেরা সঙ্কর। কৃতঘ্নতা, পরধনাপ-হরণ, মদ্যপান, গুরুদারাভিগমন, বাক্পারুষ্য, গোবধ, গৃহের বাহিরে রাত্রি-চর্য্যা অর্থাৎ লাম্পট্য এবং পরবস্ত্র উপভোগ যাহাদিগের ধর্ম্ম, তাহাদিগের পক্ষে কিছুই অধর্ম্ম নাই; অতএব পঞ্চনদ প্রদেশীয় এতাদৃশ আরট্টদিগের প্রতি ধিক্ থাকুক। পাঞ্চাল অবধি কুরু নৈমিষ ও মৎস্য-পর্য্যন্ত এই সমস্ত প্রদেশবাসী লোকেরাই যথার্থ-ধর্ম্ম-জ্ঞানী। আর উদীচ্য অঙ্গ ও মগধদেশীয় প্রাচীন-জনেরা স্বয়ং ধর্ম্মতত্ত্বের অভিজ্ঞ না হইয়াও শিষ্টধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকেন। অগ্নি-প্রভৃতি দেবগণ পূর্ব্ব দিক্ এবং পিতৃগণ পুণ্যকর্ম্মা প্রেত-পতির পালিত দক্ষিণ দিক্ আশ্রয় করিয়া আছেন। বলবান্ বরুণদেব সুর-সকলকে পালন করত পশ্চিম দিক্ রক্ষা করিতেছেন এবং ভগবান্ সোমদেব ব্রাহ্মণগণের সহিত উত্তর দিক্ পালন করিতেছেন। হে মহারাজ! সেইরূপ পিশাচ ও নিশাচর-নিকর গিরিবর হিমালয়কে, গুহ্যকগণ গন্ধমাদন-পর্ব্বতকে এবং সনাতন জনার্দ্দন বিষ্ণু সমুদয় প্রাণি-বর্গকে প্রতিপালন করিতেছেন। মাগধেরা সঙ্কেত-দ্বারা, কোশল-দেশীয়েরা দর্শন-দ্বারা, কৌরব ও পাঞ্চালগণ অর্দ্ধোক্তি-দ্বারা এবং শাল্বেরা সমস্ত কথন-দ্বারা জানিতে পারে। হে রাজন্! শিবি-দেশীয়েরা পার্ব্বতীয়দিগের ন্যায় দুর্ব্বোধ; যবনেরা সর্ব্বজ্ঞ, বিশেষত শূর; ম্লেচ্ছেরা স্বীয় সঙ্কেত-পরতন্ত্র; ইতর-লোকেরা প্রতিবোধিত না হইলে অর্থ বোধ করিতে পারে না; বাহীকেরা তাড়-নাদি-দ্বারা বুঝিতে পারে; কিন্তু মদ্রকেরা কিছুতেই বুঝিতে পারে না"। অতএব হে শল্যরাজ! তুমি এতাদৃশ লোক হইয়া আমার কথায় উত্তর করিবার যোগ্য নহ। মদ্রদেশ পৃথিবীস্থ সর্ব্ব-দেশের এবং তত্রত্য স্ত্রীলোক সমুদয় স্ত্রীগণের মল-স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সুরা-পান, গুরুদারাভিমর্ষ, ভ্রূণহত্যা ও পরধনাপহরণ যাহাদিগের ধর্ম্ম, তাহাদিগের পক্ষে কিছুই অধর্ম্ম নাই; অতএব পঞ্চনদ-দেশীয় আরট্টদিগের প্রতি ধিক্ থাকুক। ইহা জানিয়া তুমি নীরব থাক; প্রতিকূলাচরণ করিও না; অন্যথা আমি অগ্রে তোমাকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ কেশব ও ধনঞ্জয়কে বিনষ্ট করিব।

শল্য কহিলেন, অহে কর্ণ! তুমি যাহাদিগের অধিপতি, সেই অঙ্গদেশীয়দিগের মধ্যে পীড়িত লোক-সকলের পরিত্যাগ ও পুত্র কলত্র বিক্রয় প্রচলিত আছে। রথাতিরথ-সংখ্যা সময়ে ভীষ্ম তোমারে যাহা বলিয়াছিলেন, তুমি আপনার সেই সমস্ত দোষ জানিয়া বীত-রোষ হও; ক্রোধ করিও না। অহে কর্ণ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং সুব্রত-পরায়ণা সাধ্বী অঙ্গনারা সকল স্থানেই আছেন। সকল দেশেই পুরুষদিগের সহিত পুরুষেরা উপহাস সহকারে পরস্পর অতিমাত্র মর্ম্মপীড়া প্রদান করত ক্রীড়া করিয়া থাকে এবং সুরতাসক্ত পুরুষেরাও সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। পর-নিন্দা বিষয়ে সকলেই সর্ব্বদা নিপুণ হয়; আপনার নিন্দনীয় বিষয় জানে না এবং জানিয়াও বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে। স্ব স্ব ধর্ম্ম পালনে অনুরক্ত ভূপতিগণ সর্ব্বত্রই আছেন এবং দুষ্টলোকদিগকে নিগৃহীত করিতেছেন। ধার্ম্মিক পুরুষেরাও সর্ব্ব স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছেন।

Digitized by Google

অহে কর্ণ! কোন দেশে কেহ কেহ পাপাচরণ করে বলিয়া তথাকার সকলেই পাপী, এমন নহে। আপন আপন চরিত্র-দ্বারা দেবতাদিগকেও অতিক্রম করেন, এমন বিস্তর লোক সর্ব্ব দেশে বিদ্যমান আছেন।

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ ও শল্যকে নিবারিত করিলেন;—কর্ণকে মিত্রভাবে এবং শল্যকে স্বজনোচিত বিনয়-বচনে ক্ষান্ত করিলেন। হে আর্য্য! কর্ণ দুর্য্যোধন-কর্তৃক নিবারিত হইবার পর শল্যকে আর কোন উত্তর করিলেন না; শল্যও বিপক্ষ-পক্ষের অভিমুখে যাত্রা করিতে উন্মুক্ত হইলেন। তখন কর্ণ হাস্য-পূর্ব্বক শল্যকে পুনর্ব্বার রথ-চালনে আদেশ করিলেন।

কর্ণ-শল্য-সংবাদে পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪৫।



সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর সমর-শৌণ্ড, শত্রুতাপন, মহাতেজা কর্ণ পাণ্ডবদিগের বিরচিত ধৃষ্টদ্যুম্ন-পরিরক্ষিত শত্রু-সৈন্য-সহন-সমর্থ নিরুপম ব্যূহ নিরীক্ষণ করিয়া রথ-নির্ঘোষ সিংহনাদ-রব ও বিবিধ বাদ্যধ্বনি-দ্বারা মেদিনীমণ্ডলকে যেন কম্পান্বিত করত যাত্রা করিলেন এবং ক্রোধে যেন কম্পমান হইয়া যথা-বিধানে প্রতি-ব্যূহ বিন্যাস-পূর্ব্বক, দেবরাজ যেমন আসুরী-সেনা বিধ্বংস করিয়াছিলেন, সেইরূপ পাণ্ডবী-সেনাকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে আহত ও পরাঙ্মুখ করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীমসেন-কর্তৃক পরিরক্ষিত ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি পাণ্ডব-সৈনিকেরা সকলেই মহাধনুর্দ্ধর; দেবতারাও তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারেন না; কর্ণ কি প্রকারে তাহাদের প্রতিপক্ষে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন? কাহারা আমার সৈন্যের পক্ষ ও প্রপক্ষ হইয়াছিল এবং কি প্রকারেই বা তাহারা ন্যায়ানুসারে সমর-স্থলে সৈন্য বিভাগ-পূর্ব্বক সমবস্থিত হইয়াছিল? হে সঞ্জয়! কি রূপেই বা পাণ্ডুপুত্রেরা মদীয় সেনাগণের প্রতিকূলে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং কি প্রকারে এই সুদারুণ মহাযুদ্ধ প্রবর্ত্তিত হইল? কর্ণ যখন যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলেন, তৎকালে অর্জ্জুন কোথায় ছিলেন? ধনঞ্জয়ের সন্নিধানে কোন্ ব্যক্তি যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয়? যে অর্জ্জুন পূর্ব্বে খাণ্ডব-দাহ-কালে একাকী সমুদয় প্রাণিগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন, একমাত্র কর্ণ ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি জীবনের আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া তাঁহার সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে পারে?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! যে প্রকারে ব্যূহের রচনা হইয়াছিল, অর্জ্জুন যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং উভয় পক্ষীয় সৈনিকেরা নিজ নিজ নৃপতিকে পরিরক্ষিত করিয়া যে প্রকারে সংগ্রাম করিয়াছিল, তৎসমুদয় কহিতেছি, শ্রবণ করুন। শরদ্বৎপুত্র কৃপাচার্য্য, সাত্বত কৃতবর্ম্মা এবং মহাবল মাগধ সকল দক্ষিণ-পক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলেন। মহাবল শকুনি ও উলূক তাঁহাদিগের প্রপক্ষ হইয়া বিমল-প্রাসান্বিত সাদি-সমূহ, ভয়শূন্য গান্ধারগণ এবং শলভ-সঙ্ঘের ন্যায় বহুসংখ্য, পিশাচ-তুল্য দুর্দ্দর্শনীয় দুর্জ্জয় পার্ব্বতীয়দিগের সহিত ভবদীয় বাহিনীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সমর-শৌণ্ড সংশপ্তকদিগের রণে অপরাঙ্মুখ চতুস্ত্রিংশৎ সহস্র রথী কৃষ্ণার্জ্জুন-বধাভিলাষে আপনকার পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া বাম-পার্শ্ব রক্ষা করিয়াছিল। কাম্বোজ, শক ও যবন সৈনিকেরা সূতপুত্রের আদেশক্রমে রথ অশ্ব ও পদাতিগণের সহিত তাহাদের প্রপক্ষ হইয়া মহাবল অর্জ্জুন ও কেশবকে আহ্বান করত অবস্থিত ছিল। বিচিত্র বর্ম্ম অঙ্গদ ও মাল্য-বিভূষিত কর্ণ উত্তম রূপে সন্নদ্ধ হইয়া সেনা-মুখ রক্ষা করত তন্মধ্যে ব্যবস্থিত হইয়াছিলেন। সকল শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ সেই বীরবর সম্যক্ সংরক্ত-সমন্বিত

Digitized by Google

স্বীয় পুত্রগণ-কর্তৃক রক্ষিত হইয়া সেনা-মুখে শরাসন প্রকর্ষণ করত শোভা পাইয়াছিলেন। চন্দ্র ও হুতাশনের তুল্য প্রভা-বিশিষ্ট প্রিয়দর্শন মহাবাহু পিঙ্গাক্ষ মহাগজ-স্কন্ধে আরূঢ় হইয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী ছিলেন। হে মহারাজ! দুঃশাসন সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া ব্যূহের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ং তাঁহার অনুগামী হইলেন। তাঁহার মনোহর অশ্বারূঢ় বিচিত্র-কবচাবৃত সহোদরগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন মদ্র-কেকয়-সৈন্য-সহকৃত মহাবীর্য্য সোদর্য্যগণ-কর্তৃক রক্ষ্যমাণ হইয়া দেবগণ-পরিরক্ষিত পুরন্দরের ন্যায় শোভা-ভাজন হইলেন। কৌরবদিগের অশ্বত্থামা ও বীর-শ্রেষ্ঠ অন্যান্য মহারথগণ এবং শৌর্য্য-সম্পন্ন ম্লেচ্ছগণে সমন্বিত, বর্ষণকারি-বারিদ-বৃন্দ-সদৃশ, নিত্য-মত্ত মাতঙ্গ সকল সেই রথানীকের অনুগামী হইল। ঐ মাতঙ্গ-সকলের পৃষ্ঠোপরি ধ্বজ, পতাকা ও সমুজ্জ্বল পরমাস্ত্র-সমস্ত এবং হস্তিপক সকল সমারূঢ় থাকায় তৎসমুদায় তরুগণোপশোভিত গিরি-নিকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অসি ও পট্টিশধারী, সমরে অপরাঙ্মুখ সহস্র সহস্র শূরগণ সেই পদাতি ও হস্তি-সমূহের পাদরক্ষক হইল। সেই দেবাসুর-সৈন্য-ব্যূহ-সদৃশ ব্যূহরাজ সমলঙ্কৃত অশ্ববার, রথ ও মাতঙ্গগণ-দ্বারা অতিমাত্র শোভা-ভাজন হইয়াছিল। বিচক্ষণ সেনানীর সুনির্ম্মিত সেই বৃহস্পতি-সম্মত মহাব্যূহ বিপক্ষ পক্ষের ভয় বিধান করত যেন নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। পদাতি, অশ্ব, রথ ও মাতঙ্গ সমস্ত সমর-বাসনায় তাহার পক্ষ ও প্রপক্ষ হইতে বর্ষাকালীন বলাহকের ন্যায় নির্গত হইতে লাগিল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণকে সেনা-মুখে অবস্থিত দেখিয়া অমিত্রহন্তা বীরপ্রবর ধনঞ্জয়কে কহিলেন, অর্জ্জুন! সমরে কর্ণের বিরচিত মহাব্যূহ বিলোকন কর। পক্ষ ও প্রপক্ষ-সমূহে সমন্বিত হইয়া শত্রুসৈন্য কেমন শোভা পাইতেছে! অতএব প্রতিপক্ষের এই মহাবল অবলোকন-পূর্ব্বক তুমি একপ নীতির বিধান কর, যাহাতে উহা আমাদিগকে পরাভূত করিতে না পারে।

রাজা যুধিষ্ঠিরের এইরূপ আদেশে অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে বলিলেন, হে ভারত! আপনকার আদেশানুরূপ সমস্ত বিহিত হইবে; তাহার অন্যথা হইবে না। এই ব্যূহের যেরূপ বিঘাত বিধেয় হয়, তাহা আমি করিব। প্রধান ব্যক্তির বিনাশেই ইহার বিনাশ হইবে; অতএব আমি তাহাই করিতেছি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, তবে তুমিই কর্ণকে আক্রমণ কর এবং ভীমসেন সুযোধনের প্রতি, নকুল বৃষসেনের প্রতি, সহদেব শকুনির প্রতি, শতানীক দুঃশাসনের প্রতি, সাত্যকি কৃতবর্ম্মার প্রতি, ও পাণ্ডরাজ অশ্বত্থামার প্রতি গমন করুন; আমি স্বয়ং কৃপাচার্য্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। শিখণ্ডী ও অন্যান্য দ্রুপদপুত্রগণ অবশিষ্ট ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন এবং আমার আর আর যোধগণ আমাদিগের সহিত সমবেত সেই শত্রুদিগকে আহত করিতে থাকুন।

সঞ্জয় কহিলেন, ধর্ম্মরাজ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দিলে, ধনঞ্জয় "যথা আজ্ঞা" বলিয়া স্বীয় সৈন্যগণের প্রতি যুদ্ধার্থে আদেশ প্রচার করিলেন এবং আপনিও চমূমুখে অগ্রসর হইলেন। সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন, বেদ-সম্বর্দ্ধিত, বিশ্ব-জন-প্রণেতা অগ্নি যাহার অশ্ব হইয়াছিলেন; যাহা তাঁহা হইতেই প্রথমে উৎপাদিত হইয়াছিল; দেবতারা যাহাকে ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় বলিয়া জানিতেন; পূর্ব্বে যাহা ব্রহ্মা, ঈশান, ইন্দ্র ও বরুণকে ক্রমে ক্রমে বহন করিয়াছিল; সেই প্রথম-সঞ্জাত রথে অবস্থিত হইয়া কেশব ও অর্জ্জুন যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। অনন্তর সেই বিচিত্র-দর্শন রথ আসিতেছে দেখিয়া শল্য সেই যুদ্ধদুর্ম্মদ কর্ণকে পুনর্ব্বার বলিলেন, অহে কর্ণ! তুমি যাঁহার সন্ধান

জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, সেই শ্বেতাশ্ব কৃষ্ণ-সারথি মহারথ কুন্তীতনয় ধনঞ্জয় শত্রুচয় সংহার করিতে করিতে এই সমাগত হইতেছেন। কর্ম্ম-সকলের ফল যেমন দুর্নিবার, সেইরূপ ইনি সমুদয় সৈন্যগণের দুর্নিবার্য্য। ঘোরতর মেঘ-নিনাদের ন্যায় যেরূপ তুমুল শব্দ শুনা যাইতেছে, ইহাতে বোধ হইতেছে, ইহাঁরা নিশ্চয়ই মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয়। অহে কর্ণ! এই দেখ, ধূলিরাশি সমুত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে এবং বসুন্ধরা চক্রনেমি-দ্বারা প্রহতা হইয়াই যেন কম্পায়মানা হইতেছে। তোমার বাহিনীর চতুর্দ্দিকে এই মহাবায়ু বহিতেছে; এই মাংসভোজী জন্তুগণ চীৎকার করিতেছে এবং মৃগ-সকল ভয়ঙ্কর-রবে ক্রন্দন করিতেছে। অহে কর্ণ! ঐ দেখ, মহাঘোর ভয়ানক লোমাঞ্চকর মেঘ-সদৃশ কেতুগ্রহ সূর্য্যমণ্ডল আবৃত করিয়া রহিয়াছে। ঐ দেখ, বহুবিধ মৃগযূথ ও বলশালী শার্দ্দূল-সমূহ সূর্য্যাভিমুখে নিরীক্ষণ করিতেছে। ঐ দেখ, ভয়ঙ্কর কঙ্ক ও গৃধ্র পক্ষি সকল সহস্র সহস্র সংখ্যায় সমবেত ও সম্মুখবর্ত্তী হইয়া পরস্পর অভিভাষণ করিতেছে। অহে কর্ণ! তোমার এই মহারথে সংযুক্ত সুরঞ্জিত উৎকৃষ্ট চামর সকল ও ধ্বজ প্রচলিত ও কম্পিত হইতেছে। এই দেখ, আকাশে উড্ডীন গরুড়-সমূহের ন্যায় দর্শনীয় মহাবেগশালী মহাকায় অশ্ব সকল কম্প-যুক্ত হইতেছে। অহে কর্ণ! এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হওয়ায় নিশ্চয় বোধ হইতেছে, শত শত সহস্র সহস্র পার্থিবগণ নিহত হইয়া ধরাতল অবলম্বনপূর্ব্বক শয়ন করিবেন। হে রাধেয়! শঙ্খ, ভেরী ও মৃদঙ্গ-সকলের লোমাঞ্চকর তুমুল শব্দ সর্ব্বত্র শ্রবণগোচর হইতেছে। ঐ বহুবিধ বাণ-শব্দ, নর অশ্ব ও রথ-সমুদায়ের নিস্বন এবং মহাত্মা বীরগণের জ্যারব ও তলত্র-নিনাদ শ্রবণ কর। ঐ দেখ, অর্জ্জুনের রথে সুবর্ণ ও রৌপ্যে সংঘটিত বস্ত্র সকল-দ্বারা শিল্পিগণের বিনির্ম্মিত, কাঞ্চন-চন্দ্র-তারার্ক-সমন্বিত, কিঙ্কিণীযুক্ত, নানা বর্ণ-বিশিষ্ট পতাকা-সমস্ত পবন-দ্বারা প্রকম্পিত হইয়া জলধরোপরি সৌদামিনী-নিকরের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে এবং ধ্বজ-সমুদায় সমীরণ-পরিচালিত হইয়া কণ কণ ধ্বনি করিতেছে। অহে কর্ণ! বিমানে দেবগণের ন্যায়, রণাঙ্গনে মহাত্মা পাঞ্চালদিগের ঐ রথ সকলও বিরাজমান হইতেছে। ঐ দেখ, প্রবর-বানর-ধ্বজ অপরাজিত কুন্তীসুত বীরবর বীভৎসু রিপুকুল-দলনার্থে সমাগত হইতেছেন। অর্জ্জুনের ধ্বজাগ্রে ঐ সর্ব্ব দিক্ হইতে দর্শনীয়, বিপক্ষগণের ক্রোধবর্দ্ধনকারী, ভয়ঙ্কর বানর বিলোকিত হইতেছে। ধীমান্ কৃষ্ণের ঐ শঙ্খ, চক্র, গদা ও শার্ঙ্গ ধনু শোভা পাইতেছে; পরন্তু তাঁহাতে কৌস্তুভ-মণি সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক দীপ্তিভাজন হইতেছে। ঐ শার্ঙ্গপাণি গদাধারী অতি বীর্য্যবান্ বাসুদেব শ্বেতবর্ণ বাতবেগী তুরগগণকে পরিচালন করত আগমন করিতেছেন। ঐ দেখ, শীঘ্র-হস্ত সব্যসাচি-কর্ত্তৃক বিস্ফারিত হইয়া গাণ্ডীব শরাসন কঠোর ধ্বনি করিতেছে এবং শাণিত শাযক সমস্ত বিসর্জ্জিত হইয়া অমিত্রগণের প্রাণ হরিয়া লইতেছে। ঐ দেখ, রণভূমি পলায়ন-বিমুখ নৃপতিগণের বিশাল বিস্তৃত ও রক্তবর্ণ-লোচন-বিশিষ্ট, পূর্ণ-চন্দ্র-সদৃশ আনন-সমন্বিত, মস্তক সমস্ত-দ্বারা সমাকীর্ণা হইতেছে। উদ্যত-শস্ত্র সমর-মত্ত শূরগণের ঐ বিশুদ্ধ-গন্ধানুলিপ্ত পরিঘ-তুল্য সশস্ত্র ভুজ সমস্ত নিপাতিত হইতেছে। অশ্ব সকল আরোহীদিগের সহিত পতিত, পাত্যমান ও গতপ্রাণ হইয়া ক্ষিতি-তলে শয়ন করিতেছে। তাহাদের নেত্র, জিহ্বা ও নাড়ী সমস্ত নির্গত হইয়াছে। ঐ পর্ব্বত-শৃঙ্গতুল্য মাতঙ্গগণ অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক ছিন্ন ভিন্ন ও নিহত হইয়া শৈল-নিচয়ের ন্যায় ধরাশায়ী হইতেছে। পুণ্যক্ষয় হইলে স্বর্গবাসিগণের বিমান সকল যেমন পতিত হইতে থাকে, আরোহী নরেশ্বরগণ নিহত হইলে ঐ গন্ধর্ব্বনগরাকার রথ সমস্তও সেইরূপ নিপাতিত হইতেছে। ঐ দেখ, কেশরী যেমন সহস্র-সহস্র-

Digitized by Google

সংখ্য বহুবিধ মৃগগণের যূথকে সমাকুলিত করে, সেইরূপ কিরীটী সমগ্র সৈন্যকে নিরতিশয় ব্যাকুলিত করিয়া তুলিয়াছেন। ঐ বীরবর পাণ্ডবেরা প্রধাবিত হইয়া অশ্ব গজ রথ ও পদাতি-সমূহ সংহারে প্রবৃত্ত ত্বদীয় ভূপালকুলকে নিহত করিতেছেন। ঐ দেখ, বারিদ-রাজি-সমাচ্ছন্ন দিনকরের ন্যায়, ধনঞ্জয় আর দৃষ্ট হইতেছেন না; পরন্তু তাঁহার ধ্বজাগ্র বিলোকিত হইতেছে এবং জ্যাশব্দও শুনা যাইতেছে। অহে কর্ণ! তুমি যাঁহার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, সমরে শত্রুকুল-সংহারে প্রবৃত্ত সেই শ্বেতাশ্ব কৃষ্ণ সারথি মহাবীর অর্জ্জুনকে অদ্য নিশ্চয়ই নয়ন-গোচর করিবে।—অদ্য সেই পুরুষপুঙ্গব লোহিতনেত্র পরন্তপ বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে এক রথে অধিষ্ঠিত দেখিতে পাইবে। হে রাধেয়! কৃষ্ণ যাঁহার সারথি এবং গাণ্ডীব যাঁহার কার্ম্মুক, তাঁহাকে যদি বিনষ্ট করিতে পার, তবে তুমিই আমাদিগের রাজা হইবে। ঐ দেখ, বলশালী ধনঞ্জয় সংশপ্তক-সৈন্যগণের আহ্বানে তাহাদিগেরই অভিমুখে প্রধাবিত হইয়া সমরে ঐ বিপক্ষগণের নিরতিশয় পীড়ন করিতেছেন।

মদ্ররাজ এইরূপ কহিতে থাকিলে কর্ণ অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহারে বলিলেন, অহে শল্য! ঐ দেখ, ক্রোধপরীত সংশপ্তক-সৈন্যগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্ব দিক্ হইতে সমাক্রান্ত হইয়া অর্জ্জুন জলদজালে সমাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় আর দৃষ্ট হইতেছে না। ফলত, ধনঞ্জয় যেরূপ যোধসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে, ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, উহাতেই উহার বিনাশ হইবে।

শল্য কহিলেন, অহে কর্ণ! কোন্ ব্যক্তি বারিরাশি-দ্বারা বরুণকে এবং কাষ্ঠরাশি-দ্বারা অগ্নিকে নষ্ট করিতে পারে? কোন্ মানব সদাগতি বায়ুকে নিগৃহীত করিতে অথবা মহার্ণবকে পান করিতে সমর্থ হয়? যুদ্ধে অর্জ্জুনকে নিগৃহীত করাও আমি এইরূপ অসম্ভব জ্ঞান করি; কেন না, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্র-সহ-কৃত সমুদয় সুরাসুরগণও সমরে অর্জ্জুনকে পরাজিত করিতে পারেন না। অথবা বাক্যাড়ম্বরে তোমার যদি পরিতোষ জন্মে, তবে কথাতে বলিয়াই সুস্থচিত্ত হও; যুদ্ধ-দ্বারা কদাচ তাঁহারে পরাস্ত করিতে পারিবে না; এ দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অন্য অভিলাষ কর। যে ব্যক্তি অর্জ্জুনকে সমরে পরাজিত করিতে পারে, সে বাহুযুগল-দ্বারা বসুন্ধরাকে উত্থাপিত করিতে পারে, ক্রুদ্ধ হইয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রজাগণকে দগ্ধ করিতে পারে এবং স্বর্গলোক হইতে দেবগণকে পাতিত করিতেও সমর্থ হয়।—আবার ঐ দেখ, অনায়াসকারী বীরবর মহাবাহু কুন্তীতনয় ভীমসেন দ্বিতীয় সুমেরু ভূধরের সমান দণ্ডায়মান থাকিয়া দীপ্তি পাইতেছেন। এই অসহনশীল, নিত্যক্রোধী, বীর্য্যবান্ বৃকোদর চির বৈর স্মরণ করত জয়লাভে অভিলাষী হইয়া সমরে অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ দেখ, শত্রুগণ-কর্ত্তৃক দুর্জ্জেয়, পরপুর-বিজয়ী, সকলধর্ম্মধারিশ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রণাঙ্গনে বিদ্যমান রহিয়াছেন। ঐ পুরুষব্যাঘ্র, অশ্বিনীকুমার-তুল্য, দুর্জ্জয়, সোদর-দ্বয় নকুল সহদেবও সংগ্রামে অবস্থান করিতেছেন। ঐ দ্রৌপদীতনয় পঞ্চ সহোদরেরা যুদ্ধাভিলাষে পঞ্চ পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান দৃষ্ট হইতেছেন। সংগ্রামে উহাঁরা সকলেই অর্জ্জুনের তুল্য। ঐ পরমতেজস্বী সমুন্নত সত্যজেতা বীর্য্যসম্পন্ন ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি দ্রুপদপুত্রেরাও সংগ্রামার্থে ব্যবস্থিত রহিয়াছেন। ঐ ইন্দ্রতুল্য অসহনীয় সাত্বতবংশ-বরিষ্ঠ সাত্যকি সমর-সমুৎসুক হইয়া ক্রোধাবিষ্ট কৃতান্তের ন্যায় আমাদিগের অভিমুখে ধাবমান হইতেছেন।

সেই পুরুষসিংহেরা উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতে থাকিলে, উভয় পক্ষীয় সেনারা গঙ্গাযমুনার ন্যায় পরস্পর সংমিলিতা হইল।

কর্ণ-শল্য-সংবাদে ষটচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৬।

Digitized by Google

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সৈন্যগণ সেইরূপে সংস্থাপিত এবং পরস্পর সমবেত হইলে, অর্জ্জুন সংশপ্তক-সৈন্যগণের প্রতি এবং কর্ণ পাণ্ডব সকলের প্রতি কি প্রকারে আক্রমণ করিলেন? এই যুদ্ধ বৃত্তান্ত তুমি বিস্তারিতক্রমে আমার নিকটে বর্ণন কর; যেহেতু তোমারও আখ্যান-বিষয়ে নৈপুণ্য আছে এবং আমিও বীরগণের বিক্রম বিবরণ শ্রবণ করত পরিতৃপ্ত হইতেছি না।

সঞ্জয় কহিলেন, অর্জ্জুন উক্ত-রূপে অবস্থিতা মহতী শত্রুসেনার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া আপনকার পুত্রের অনিষ্ট-সাধনোদ্দেশে ব্যূহ রচনা করিলেন। সেই অশ্ববার গজারোহ রথী ও পদাতি-সমূহে সমাকীর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রমুখ মহত্তর ব্যূহ-বদ্ধ হইয়া সুশোভিত হইল। পারাবত-বর্ণ-তুল্য অশ্ববিশিষ্ট এবং চন্দ্র-সূর্য্য-সমদ্যুতিমান্ ধনুর্দ্ধারী ধৃষ্টদ্যুম্ন মূর্ত্তিমান্ কৃতান্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তারাগণ যেমন চন্দ্রকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রদীপ্ত-দেহ, শার্দ্দূল-সমবিক্রান্ত, বিচিত্র বর্ম্ম ও আয়ুধধারী অন্যান্য দ্রুপদতনয়েরা অনুচরগণ-সমভিব্যাহারে সমরাভিলাষী হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত রহিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন সমরে ব্যূহবিন্যস্ত সৈন্যগণ-মধ্যে সংশপ্তকদিগকে দেখিয়া ক্রোধভরে গাণ্ডীব শরাসন বিস্ফারণ করিতে করিতে তাহাদিগের প্রতি আক্রমণ করিলেন। এদিকে বিজয় বিষয়ে কৃতনিশ্চয় সংশপ্তক-সৈন্যেরাও একমাত্র মৃত্যুকে নিবৃত্তি-হেতু স্থির করিয়া অর্জ্জুনের বধাভিলাষে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। বহুতর নর তুরঙ্গ মত্ত মাতঙ্গ রথ ও পদাতি সমুদায়ে সমাকুল সেই শূরবীর-সমূহ অচিরাৎ অর্জ্জুনকে পীড়িত করিতে লাগিল। নিবাতকবচদিগের সহিত অর্জ্জুনেরই যাদৃশ যুদ্ধ আমাদের শ্রুত হইয়াছে, তাঁহার সহিত সংশপ্তকদিগের তাদৃশ তুমুল যুদ্ধ হইল। অর্জ্জুন বিপক্ষদিগের সমর-গত তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, রথ, পদাতি, ধ্বজ, শর, শরাসন, খড়্গ, চক্র, পরশু ও বহুবিধ অস্ত্র এবং প্রহারোদ্যত সশস্ত্র বাহু-সমুদয় ও সহস্র সহস্র মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে সংশপ্তকেরা মহারথ ধনঞ্জয়কে সেই পাতালতল-সদৃশ সৈন্যরূপ সুমহান্ আবর্ত্ত-মধ্যে নিমগ্ন মনে করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। পরন্তু ক্রোধান্বিত রুদ্র যেমন পশুকুল সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমে পূর্ব্বদিগ্‌ভাগস্থ শত্রুগণকে নিহত করিয়া পরে উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে বিপক্ষবর্গ বিনাশ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর ভবদীয় সৈনিকদিগের সহিত পাঞ্চাল, চেদি ও সৃঞ্জয়-সৈন্যগণের পরম দারুণ সংগ্রাম হইল। প্রহৃষ্ট সৈন্যগণে পরিবৃত, রথ-সৈন্যপ্রহারী, যুদ্ধদুর্ম্মদ কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও সুবলপুত্র শকুনি অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কোশল কাশী কেকয় মৎস্য ও শূরসেন দেশস্থ শূরবর সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের দেহ, প্রাণ ও পাপের বিধ্বংসকারী সেই ধর্ম্ম-সাধন, স্বর্গ-জনক ও যশস্কর যুদ্ধ তাহাদিগের সংহার-সাধন হইয়া উঠিল।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর কুরুবীর দুর্য্যোধন, ভ্রাতৃগণের সহিত মদ্রদেশীয় মহারথ ও কুরুবংশীয় প্রধান প্রধান বীরগণ-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া, সমরে চেদি পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগের এবং সাত্যকির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত কর্ণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কর্ণও শাণিত শায়ক-সমূহ-দ্বারা পাণ্ডবপক্ষীয় বহুল সৈন্যগণকে বিনিহত এবং মহারথগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া পরিশেষে যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিলেন এবং সহস্র সহস্র শত্রুদিগকে বিবর্ম্ম, নিরস্ত্র, মুক্তদেহ, গত-প্রাণ, যশোযুক্ত ও স্বর্গপ্রাপ্ত করিয়া সপক্ষীয়দিগের মহাহর্ষ আহরণ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে কুরু ও সৃঞ্জয়দিগের দেবাসুর-সম, বহুতর-নরাশ্ব-রথ-নিকর-সংহারক, সুমহান্ সংগ্রাম হইয়াছিল।

সঙ্কুল-যুদ্ধে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৭।

Digitized by Google

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! কর্ণ পাণ্ডবদিগের সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক জন-ক্ষয় করত যেরূপে রাজা যুধিষ্ঠিরকে শর-পীড়িত করিয়াছিলেন, তাহা আমারে বল। রণস্থলে পাণ্ডব-পক্ষের কোন্ কোন্ বীরপুরুষ অধিরথ-তনয় কর্ণকে নিবারিত করিয়াছিল এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তিকেই বা প্রমথিত করিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে প্রপীড়িত করিয়াছিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, বৈরিবিঘাতক কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রমুখ পাণ্ডব-সৈনিকগণকে যুদ্ধার্থে ব্যবস্থিত দেখিয়া পাঞ্চালদিগের প্রতি সত্বর ধাবমান হইলেন। জয়যুক্ত পাঞ্চালেরা সেই মহাত্মাকে অভিমুখে প্রধাবিত দেখিয়া, মহাসমুদ্রাভিমুখে প্রধাবী হংসগণের ন্যায়, তাঁহার প্রতি অতিদ্রুতবেগে গমন করিল। অনন্তর উভয় পক্ষ হইতে সুদারুণ ভেরী-শব্দ ও সহস্র সহস্র শঙ্খের হৃদয়ঙ্গম ধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল। তৎকালে নানাবিধ বাদিত্র-নিনাদ, মাতঙ্গগণের বৃংহিত ধ্বনি, তুরঙ্গ-সকলের হ্রেষা-রব, রথচক্র-সমুদায়ের ঘর্ঘর নির্ঘোষ এবং বীরবর্গের সুদারুণ সিংহনাদও হইতে লাগিল। সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণে সমুদয় প্রাণিগণ এইরূপ মনে করিল যে, তরু-ভূধর-সাগর-সম্বলিত অখিল-ভূমণ্ডল বাত-বারিদ-সমন্বিত গগণতল এবং সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র-সহ স্বর্গভূমি নিশ্চয়ই বিঘূর্ণিতা হইল। রণভূমিস্থ বীর-পুরুষেরাও ভয়-জনিত ব্যথানুভব করিল। যাহারা অল্পপ্রাণ, তাহারা প্রায়ই মরিয়া গেল। অনন্তর কর্ণ সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শীঘ্র অস্ত্র প্রেরণ করত, দেবরাজ যেমন আসুরীসেনা বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ পাণ্ডবীসেনা সংহার করিতে লাগিলেন। সেই বীরশ্রেষ্ঠ মহারথী, পাণ্ডব-বল-মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক শররাজি বর্ষণ করিতে করিতে প্রভদ্রকদিগের সপ্তসপ্ততি বীরপুরুষকে নিহত করিলেন, পরে পঞ্চবিংশতি-সঙ্খ্য সুপুঙ্খ শাণিত শায়ক-দ্বারা পঞ্চবিংশতি পাঞ্চাল-সৈন্যকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন এবং পর-শরীর-বিদারণ স্বর্ণপুঙ্খ নারাচ-নিচয়দ্বারা শত শত সহস্র সহস্র চেদি-সৈন্যের জীবন হরিয়া লইলেন। হে মহারাজ! তিনি সমরে সেইরূপ অলৌকিক কর্ম্ম করিতে থাকিলে, পাঞ্চালদিগের রথ-সমূহ আসিয়া তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল। হে ভারত! অনন্তর সূর্য্যতনয় দানশীল কর্ণ দুঃসহ পঞ্চ শর সন্ধান করিয়া ভানুদেব, চিত্রসেন, সেনাবিন্দু, তপন ও শূরসেন-নামক পঞ্চ পাঞ্চালকে সংগ্রামে নিহত করিলেন। এইরূপে কর্ণ-শায়কে শূরবর পাঞ্চালগণ বধ্যমান হইতে থাকিলে, সেই মহাসমরে পাঞ্চালগণের মধ্যে সুমহান্ হাহাকার রব উঠিল। হে মহারাজ! পুনরায় পাঞ্চালদিগের দশ রথ আসিয়া কর্ণকে বেষ্টন করিল; কর্ণও পুনর্ব্বার সুশাণিত শায়ক-দ্বারা তাহাদিগকে শীঘ্র বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন।

হে আর্য্য! কর্ণের সুষেণ ও সত্যসেন-নামক দুর্জ্জয় পুত্র-দ্বয় তাঁহার চক্ররক্ষক থাকিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যিনি কর্ণের পৃষ্ঠরক্ষক হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারথ বৃষসেন স্বয়ং পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া পিতাকে রক্ষা করিতেছিলেন। এই অবস্থায় ধৃষ্টদ্যুম্ন, বৃকোদর, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, দ্রৌপদীকুমারগণ, জনমেয় শিখণ্ডী এবং প্রভদ্রক চেদি কেকয় পাঞ্চাল ও মৎস্যদেশীয় প্রধান প্রধান বীরগণ কবচ ধারণপূর্ব্বক প্রহারকারী রাধাতনয়ের বধেচ্ছু হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! বর্ষাকালে মেঘ-সকল যেমন পর্ব্বতের উপরি বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ ইহাঁরা সৈন্য-বিমর্দ্দনে প্রবৃত্ত কর্ণের প্রতি বিবিধ অস্ত্র ও শরধারা সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু সমর-বিশারদ কর্ণপুত্রগণ পিতার রক্ষণে সমুৎসুক হইয়া ঐ বীর-সকলকে নিবারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ভবদীয় অন্যান্য বীরগণও তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। সুষেণ ভল্ল-দ্বারা ভীমসেনের শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক সপ্ত নারাচ-দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে

লাগিলেন। অনন্তর ভীম-বিক্রম বৃকোদর অপর এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাতে জ্যারোপণ করিয়া সুষেণের ধনুশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন, পরে ক্রোধবশ হইয়া যেন নৃত্য করিতে করিতে দশ শায়ক-দ্বারা তাঁহাকে ও ত্রিসপ্ততি শাণিত শায়ক-দ্বারা কর্ণকে শীঘ্র বিদ্ধ করিলেন এবং দশ বাণ-দ্বারা কর্ণপুত্র ভানুসেনকে অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও আয়ুধের সহিত দর্শনকারী সুহৃদগণের মধ্যে নিপাতিত করিলেন। ভানুসেনের সুধাংশু-সদৃশ বদনান্বিত সেই ক্ষুরপ্র-ছিন্ন মস্তকটি মৃণাল-স্খলিত পঙ্কজের ন্যায় অতিশয় শুভদর্শন হইল।

ভীমসেন কর্ণ-সুতকে নিহত করিয়া ত্বদীয় সৈন্যগণকে পুনরায় পীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার শরাসন ছেদন করিয়া তাঁহাদিগকেও অর্দ্দিত করিলেন, দুঃশাসনকে শরত্রয়ে ও শকুনিকে লৌহময় ষট্ শায়কে বিদ্ধ করিয়া উলূক ও পতত্রিকে বিরথ করিয়া ফেলিলেন এবং "হা সুষেণ হত হইলে" এই বলিয়া সুষেণের সংহারার্থে শর সন্ধান করিলেন; পরন্তু কর্ণ তাঁহার সেই শর ছেদন করিয়া তাঁহাকে শায়ক-ত্রয়ে তাড়িত করিলেন। অনন্তর বৃকোদর শোভন-পর্ব্বযুক্ত অপর এক সুশাণিত শায়ক লইয়া সুষেণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু কর্ণ তাঁহার সেই বাণও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎ পরে তিনি পুত্র-রক্ষার্থী হইয়া নিষ্ঠুরকর্ম্মা ভীমসেনের বধেচ্ছায় তাঁহাকে পুনর্ব্বার ক্রূরতর ত্রিসপ্ততি শায়ক-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। এদিকে সুষেণ ভারসাধন উত্তম শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক নকুলের বাহু-দ্বয় ও বক্ষঃস্থলে পঞ্চ শর নিক্ষেপ করিলেন। নকুলও তারসহ সুদৃঢ় বিংশতি শর-দ্বারা তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিয়া কর্ণের ভয়োৎপাদন করত ঘোরতর আস্ফালন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! মহারথ সুষেণ নকুলকে দশ বাণে বিদ্ধ করিয়া ক্ষুরপ্রাস্ত্র-দ্বারা অবিলম্বে তাঁহার ধনুশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর নকুল ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া অন্য এক শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক সমরে নব শরে সুষেণকে নিবারিত করিলেন। হে রাজন্! সেই পরবীরহন্তা পাণ্ডু-তনয় বাণে বাণে দশ দিক্ আচ্ছন্ন করত সুষেণের সারথিকে আহত করিয়া তাঁহাকেও শরত্রয়ে পুনরায় বিদ্ধ করিলেন এবং তিন ভল্ল-দ্বারা তাঁহার সুদৃঢ় শরাসনখানি তিন খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর সুষেণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া অন্য এক চাপ গ্রহণ-পূর্ব্বক ষষ্টি শায়কে নকুলকে এবং সপ্ত শরে সহদেবকে বিদ্ধ করিলেন। পরস্পর বধোদ্দেশে শীঘ্রহস্তে শায়ক-সমূহ-দ্বারা আঘাতকারী সেই বীরগণের ঐ সুমহৎ যুদ্ধ দেবাসুর সমর-সদৃশ অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়াছিল।

সাত্যকি শরত্রয়-দ্বারা বৃষসেনের সারথিকে নিহত করিয়া এক বাণে তাঁহার শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক সপ্ত শায়কে অশ্বগণকে হত করিলেন এবং এক শরে রথ-ধ্বজ ছিন্ন করিয়া শর-ত্রয়ে তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর বৃষসেন রথোপরি অবসন্ন হইয়া মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে পুনর্ব্বার উত্থিত হইলেন। শিনি-নন্দন সাত্যকি সমরে তাঁহার অশ্ব, রথ, ধ্বজ ও সারথি বিনষ্ট করাতে তিনি তাঁহার বধেচ্ছু হইয়া খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ-পূর্ব্বক তৎ প্রতি ধাবিত হইলেন। বৃষসেন দ্রুতপদ-সঞ্চারে আগমন করিতেছেন, ইত্যবসরে সাত্যকি বরাহকর্ণ নামক দশ শর-দ্বারা তাঁহার অসি চর্ম্ম ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন দুঃশাসন বৃষসেনকে বিরথ ও নিরায়ুধ দেখিয়া অবিলম্বে নিজ রথে আরোহণ করাইয়া রথান্তরে লইয়া গেলেন। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর মহারথ দুর্দ্ধর্ষ কর্ণ-কুমার বৃষসেন অপর এক রথে অবস্থিত হইয়া দ্রৌপদী-তনয়গণকে ত্রিসপ্ততি শায়কে, সাত্যকিকে পঞ্চ বাণে, ভীমসেনকে চতুঃষষ্টি শরে, সহদেবকে পঞ্চ বিশিখে, নকুলকে ত্রিংশৎ পৃষৎকে, শতানীককে সপ্ত শিলীমুখে, শিখণ্ডীকে দশ ভল্লে এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে শত নারাচে প্রপীড়িত

Digitized by Google

বিমর্দ্দিত করিয়া পরিশেষে সমরে কর্ণের সুতদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে সাত্যকি লৌহময় অভিনব নব শায়কে দুঃশাসনের রথ অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট করিয়া বাণত্রয়ে তাঁহার ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। দুঃশাসন, পুনরায় যথা বিধানে সুসজ্জিত অন্য এক রথে অধিষ্ঠিত হইয়া কর্ণের সৈন্যগণকে আপ্যায়িত করত পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন দশ শায়কে, দ্রৌপদী-তনয়গণ ত্রিসপ্ততি শরে, সাত্যকি সপ্ত বাণে, ভীমসেন চতুঃষষ্টি বিশিখে, সহদেব সপ্ত শিলীমুখে, নকুল ত্রিংশৎ পৃষৎকে, শতানীক সপ্ত আশুগে, বীরবর শিখণ্ডী দশ ভল্লে এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শত নারাচে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। কেবল ইহাঁরা নহেন, জয়াকাঙ্ক্ষী অন্যান্য প্রধান প্রধান বীরেরাও মহাসমরে মহাধনুর্দ্ধর সূতনন্দনকে প্রপীড়িত করিলেন। বীর্য্যসম্পন্ন অরিন্দম সূত-তনয় রথ-দ্বারা বিচরণ করত তাঁহাদিগের প্রত্যেককে বিচিত্র-শিখান্বিত দশ দশ শর-দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে আমরা মহাত্মা কর্ণের অদ্ভুত অস্ত্র-বীর্য্য ও শীঘ্র-হস্ততা অবলোকন করিলাম। তিনি কোপাবিষ্ট হইয়া কখন বাণ সকল গ্রহণ করিলেন, কখন সন্ধান করিলেন, কখন বা নিক্ষেপ করিলেন, কেহই তাহা দেখিতে পাইল না; কেবল বিপক্ষ-কুল নির্ম্মূল হইতেছে, এই মাত্র সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। নভোমণ্ডল, আকাশ-মণ্ডল, ভূমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল কেবল সুশাণিত শর-সমূহে পরিপূর্ণ হইল; তৎপ্রদেশের গগণতল যেন অরুণবর্ণ জলদজালে আবৃত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল; কেন না যাঁহারা প্রতাপবান্ কর্ণকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, কর্ণ শরাসন-হস্তে যেন নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাদিগের প্রত্যেককে ত্রিগুণ শরে প্রতিবিদ্ধ [illegible] তাঁহারা তাঁহারে অবকাশ দিলেন। শত্রুতাপন রাধা-তনয় সেই মহাধনুর্দ্ধরগণকে শরবৃষ্টি-সহকারে বিমর্দ্দিত করিয়া অবাধে রাজ-সৈনা-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি সমরে অপরাঙ্মুখ চেদিগণের ত্রিংশৎ রথ বিনষ্ট করিয়া পরিশেষে যুধিষ্ঠিরের প্রতি নিশিত শর-সমূহ নিক্ষিপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর, সেই পাণ্ডবগণ, সাত্যকি ও শিখণ্ডী রাজা যুধিষ্ঠিরকে কর্ণ হইতে রক্ষা করত তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। সেইরূপ ত্বদীয় মহাধনুর্দ্ধর শূর পুরুষেরাও সকলে যত্নপরায়ণ হইয়া সমর-দুর্নিবার্য্য কর্ণকে সর্ব্বতোভাবে পরিরক্ষণ করিতে লাগিলেন। হে বিশাম্পতে! তৎকালে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল এবং গর্জ্জনকারী শূরগণের ঘোরতর সিংহনাদ হইতে লাগিল। অনন্তর ভয়-শূন্য কুরু-পাণ্ডব-সৈনিকেরা—যুধিষ্ঠির-প্রমুখ পার্থগণ এবং কর্ণ-প্রমুখ অস্মৎ পক্ষীয়গণ পুনরায় সংগ্রামার্থে সমাগত হইলেন।

সঙ্কুল-যুদ্ধে অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, কর্ণ সেই সৈন্য সকলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সহস্র সহস্র রথ হস্তী অশ্ব ও পদাতিগণে পরিবৃত হইয়া ধর্ম্মরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। বিপক্ষগণ সহস্র সহস্র-সংখ্য নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সমস্ত নিক্ষিপ্ত করিতে থাকিলেও তিনি শত শত প্রচণ্ড বাণ-নিকরে তৎসমুদায় ছিন্ন করিয়া অকুতোভয়ে তাহাদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সূত-তনয় উহাদিগের বাহু, ঊরু ও মস্তক সমস্ত ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, উহারা নিহত হইয়া ধরাশায়ী হইতে থাকিল; অপরে ভয় হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। দ্রাবিড়, অন্ধ্র ও নিষাদ পত্তিগণ সাত্যকি-

Digitized by Google

কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সমরে কর্ণকে নিহত করিবার ইচ্ছায় পুনরায় তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। তাহারা কর্ণের শায়ক-সমূহ-দ্বারা প্রহত, বাহুহীন ও উষ্ণীষ-শূন্য হইয়া ছিন্ন শালবনের ন্যায় ধরাতলে যুগপৎ পতিত হইল। এইরূপে শত শত, সহস্র সহস্র, অযুত অযুত যোধগণ সংগ্রামে নিহত হইয়া যশোরাশি-দ্বারা ভূলোক ও স্বর্গলোক পরিপূর্ণ করিয়া দেহ-সমূহ-দ্বারা ধরা-শয্যা অবলম্বন করিল।

অনন্তর পাণ্ডব ও পাঞ্চাল-সৈন্যগণ, মন্ত্র ও ঔষধ-সমস্ত-দ্বারা ব্যাধিকে যেমন রুদ্ধ করে, সেইরূপ সমরে ক্রোধাবিষ্ট কৃতান্ত-তুল্য সূর্য্যতনয় কর্ণকে চতুর্দ্দিকে রুদ্ধ করিল। পরন্তু অতি উৎকট ব্যাধি যেমন মন্ত্রৌষধিক্রিয়া অতিক্রম করিয়া স্ফীত হয়, তদ্রূপ কর্ণ প্রবল হইয়া সেই সৈন্য সকলকে বিমর্দ্দিত করিয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন বটে, কিন্তু মৃত্যু যেমন ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি সকলকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ রাজ-রক্ষণাকাঙ্ক্ষী পাণ্ড পাঞ্চাল ও কেকয়-সৈন্যগণ-কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিলেন না। অনন্তর যুধিষ্ঠির লোহিত-নেত্র হইয়া অদূরবর্ত্তী নিবারিত পরবীর-সংহারক কর্ণকে সসম্ভ্রমে কহিলেন, অহে বৃথাদর্শন সূতনন্দন কর্ণ! আমি যে কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি বলশালী অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য সর্ব্বদাই স্পর্দ্ধা কর এবং দুর্য্যোধনের মতস্থ হইয়া নিয়তই আমাদিগকে বাধা দিয়া থাক। তোমার যেরূপ বীর্য্য, যেরূপ বল এবং পাণ্ডবদিগের প্রতি যে প্রকার বিদ্বেষ আছে, অদ্য মহৎ পৌরুষ অবলম্বন করিয়া তৎসমুদায় শীঘ্র প্রদর্শন কর। অদ্য মহা-সমরে আমি তোমার যুদ্ধ-শ্রদ্ধা অপনীত করিব।

হে মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির কর্ণকে এইরূপ কহিয়া তখন স্বর্ণ-পুঙ্খ লৌহময় দশ শর-দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর শত্রুতাপন সূতপুত্রও অবলীলাক্রমে দশ-সঙ্খ্য বৎসদন্ত শায়ক-দ্বারা তাঁহারে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। হে ভরতকুল-পালক আর্য্য! মহাবাহু ধর্ম্মরাজ, সূতপুত্র-কর্ত্তৃক অবজ্ঞা-সহকারে নির্ব্বিদ্ধ হইয়া, ঘৃতসংযোগে হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন; অনন্তর সুবর্ণ-পরিষ্কৃত সুমহৎ শরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক তাহাতে গিরি-সকলেরও বিদারণকারী একটি সুশাণিত শর যোজনা করিলেন; পরে সূতপুত্রের সংহার-বাসনায় ত্বরান্বিত হইয়া সেই যমদণ্ড-সদৃশ শায়কটি আকর্ণ-পূর্ণ-সন্ধানে নিক্ষিপ্ত করিলেন। বেগশালী ধর্ম্মরাজ-কর্ত্তৃক বিমুক্ত সেই বজ্রাশনি-নিস্বন-সদৃশ ঘোরতর নিনাদবান্ বাণ মহারথ কর্ণকে সহসা বামপার্শ্বে বিদ্ধ করিল। মহাবাহু কর্ণ সেই দারুণ প্রহারে পীড়িত হইয়া ধনুঃ শর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রথোপরি স্খলিত-দেহ ও বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। অনন্তর কর্ণকে তদবস্থ দেখিয়া দুর্য্যোধনের সেই সুমহৎ সৈন্য সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। অনেকের মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া গেল। হে মহারাজ! ও দিকে রাজার পরাক্রম বিলোকনে পাণ্ডবদিগের মধ্যে ঘোরতর সিংহনাদ, আস্ফালন-ধ্বনি ও কোলাহল-শব্দও হইতে থাকিল। পরন্তু ক্রূরপরাক্রম অমেয়াত্মা রাধা-তনয় কর্ণ অনতি-বিলম্বেই চৈতন্য লাভ করিয়া যুধিষ্ঠিরের বিনাশার্থে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি হেমমণ্ডিত বিজয়-নামক বিশাল শরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক পাণ্ডবকে নিশিত শায়ক-সমূহে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন; অনন্তর সেই মহাত্মার চক্ররক্ষক দণ্ডধার ও চন্দ্রদেব-নামক পাঞ্চাল-দেশীয় দুই বীরকে সমরে ক্ষুরাস্ত্র প্রহারে নিহত করিলেন। সেই বীর-দ্বয় ধর্ম্মরাজের পার্শ্ব-দেশে রথ-সন্নিধানে চন্দ্রের সন্নিহিত পুনর্ব্বসু-দ্বয়ের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির পুনরায় কর্ণকে ত্রিংশৎ শরে বিদ্ধ করিয়া, সুষেণ ও সত্যসেনকে তিন তিন শরে তাড়িত করি-

Digitized by Google

লেন; পরে শল্যকে নবতি বাণে, সূত-তনয়কে পুনর্ব্বার ত্রিসপ্ততি বাণে এবং তাঁহার রক্ষক-সকলকেও তিন তিন বাণে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে অধিরথ-তনয় হাস্য করিয়া স্বীয় কার্ম্মুক কম্পিত করত নরপতিকে এক ভল্ল-দ্বারা আহত ও ষষ্টি শায়কে বিদ্ধ করিয়া তখন সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডব-পক্ষীয় প্রধান প্রধান বীরগণ অমর্ষান্বিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের রক্ষণার্থে ধাবমান হইলেন এবং কর্ণকে শর-সমূহ-দ্বারা প্রপীড়িত করিতে থাকিলেন। সাত্যকি, চেকিতান, যুযুৎসু, পাণ্ড্য, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদী-পুত্রগণ, প্রভদ্রকগণ, নকুল, সহদেব, ভীমসেন, শিশুপাল-নন্দন এবং করূষ মৎস্য কেকয় কাশি ও কোশল-দেশীয় সৈনিকগণ, এই সমস্ত বীরবর্গ সত্বর হইয়া বসুষেণকে তাড়িত করিতে থাকিলেন। পাঞ্চালদেশীয় জনমেজয়ও কর্ণকে শায়ক-সমূহ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। উক্ত বীরগণ কর্ণের বিনাশ-বাসনায় তাঁহারে রথ, হস্তী, অশ্ব ও সাদিগণ-দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া বরাহকর্ণ, নারাচ ও নালীক-প্রভৃতি শাণিত শর-সমুদায় এবং বৎসদন্ত, বিপাঠ, ক্ষুরপ্র, চটকামুখ ও নানা প্রকার প্রচণ্ড প্রহরণ সমস্ত লইয়া সর্ব্ব দিক্ হইতে আক্রমণ করিলেন। কর্ণ পাণ্ডব-পক্ষীয় প্রধান বীরগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্ব দিক্ হইতে অভিদ্রুত হইয়া ব্রহ্মাস্ত্র প্রেরণ করত শর-সমূহ-দ্বারা দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিলেন। অনন্তর শর-রূপা মহতী শিখা-সমন্বিত, বীর্য্যরূপ উত্তাপবিশিষ্ট, কর্ণরূপ প্রচণ্ড হুতাশন পাণ্ডব-বন দহন করত রণভূমির সর্ব্ব দিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই মহাধনুর্দ্ধর মহামনা কর্ণ সমরে মহাস্ত্র-সমস্ত সন্ধান-পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে শর-সংঘাত-দ্বারা পুরুষরাজ যুধিষ্ঠিরের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন; অনন্তর সুশাণিত নতপর্ব্ব নবতি শর সন্ধান করিয়া তদ্দ্বারা নিমেষ-মধ্যে তাঁহার কবচ ভেদ করিলেন। সেই হেম-নির্ম্মিত রত্ন-বিচিত্রিত মনোহর বর্ম্ম পতিত হইবার সময়ে সৌদামিনী-সহলিত সূর্য্যসংশ্লিষ্ট পবন-প্রেরিত মেঘের সমান দীপ্তি পাইতে লাগিল। রজনীকালে জলধর-শূন্য নক্ষত্রপুঞ্জ-বিরাজিত নভোমণ্ডল যাদৃশী শোভা ধারণ করে, পুরুষেন্দ্র যুধিষ্ঠিরের শরীর হইতে বিচ্যুত সেই বিচিত্র বর্ম্ম উৎকৃষ্ট রত্ন-সমূহে সমলঙ্কৃত থাকায় তাদৃশী শোভা ধারণ করিল। কর্ণশরে ছিন্নবর্ম্মা ও রক্তাক্ত হওয়ায় যুধিষ্ঠির ক্রোধাসক্ত হইয়া কর্ণের প্রতি সর্ব্ব-লৌহময়ী এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। শক্তিটি আকাশে উঠিয়া যেন জ্বলিতে লাগিল। কর্ণ সপ্ত শরে তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাধনুর্দ্ধরের শায়ক-নিচয়ে ছিন্না হইয়া শক্তি ভূমিতলে পতিতা হইল। অনন্তর যুধিষ্ঠির তোমর-চতুষ্টয়-দ্বারা কর্ণকে বাহুদ্বয়, ললাট ও হৃদয়ে তাড়িত করিয়া বারংবার সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তোমর প্রহারে কর্ণের গাত্র হইতে রক্তোদ্ভেদ হওয়াতে তিনি কোপাবিষ্ট হইয়া সর্পের ন্যায় শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে এক ভল্ল-দ্বারা যুধিষ্ঠিরের রথ-ধ্বজ ছিন্ন করিয়া তাঁহারে শর-ত্রয়ে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার তূণ-দ্বয় ছেদন-পূর্ব্বক রথখানিকেও তিল তিল পরিমাণে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণবর্ণ-পুচ্ছ-বিশিষ্ট, দন্তের ন্যায় শুভ্রবর্ণ যে সমস্ত অশ্ব রাজা যুধিষ্ঠিরকে বহন করিত, তিনি তদ্যুক্ত রথে অবস্থিত থাকিয়াও সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রস্থান করিলেন। পার্ষ্ণিরক্ষক ও সারথি নিহত হওয়ায় যুধিষ্ঠির কর্ণের সম্মুখে অবস্থান করিতে অসমর্থ ও দুর্ম্মনা হইয়া এইরূপে রণস্থল হইতে অপগত হইলেন। হে রাজন্! তখন কর্ণ তাঁহার পশ্চাতে ধাবমান হইয়া হস্ত-দ্বারা স্কন্ধদেশে স্পর্শ-পূর্ব্বক প্রকৃষ্ট-রূপে হাস্য করিতে করিতে তাঁহারে যেন ভর্ৎসিত করিবার উদ্দেশে এই কথা বলিলেন "সৎকুলে উৎপন্ন, বিশেষত ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে ব্যবস্থিত হইয়া কোন্ ব্যক্তি মহাসংগ্রামে প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্তে ভীত হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করিতে পারে? আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে,

তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম যুদ্ধকর্ম্মে কুশল নহ; বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞকর্ম্ম-রূপ ব্রাহ্ম-বলেতেই তুমি উপযুক্ত। হে কৌন্তেয়! আর কখন যুদ্ধ করিও না; যুদ্ধার্থে বীরগণের নিকটেও যাইও না; তাঁহাদিগকে অপ্রিয় কথাও বলিও না এবং মহাসমরেও কখন গমন করিও না। মহাবল কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিবার পর ছাড়িয়া দিয়া, বজ্রপাণি পুরন্দর যেমন আসুরী সেনা সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ পাণ্ডবী সেনা বিনাশ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! এ দিকে জনেশ্বর যুধিষ্ঠির যেন লজ্জিত হইয়া দ্রুত-পদসঞ্চারে পলায়ন করিলেন।

অনন্তর চেদি পাণ্ডব ও পাঞ্চাল-সৈনিকগণ, মহারথ সাত্যকি, শৌর্য্যশালী দ্রৌপদী-পুত্রগণ এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব অক্ষয়-সত্ত্ব-সম্পন্ন রাজা যুধিষ্ঠিরকে পলায়িত মনে করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন। পরে বীরবর কর্ণ যুধিষ্ঠির-সৈন্যকে পরাঙ্মুখ দেখিয়া কুরুবাহিনীর সহিত হৃষ্ট-মনে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন এবং দুর্য্যোধন-সৈন্যগণের ভেরী শঙ্খ মৃদঙ্গ ও শরাসন-সমূহের নিনাদ-সহ সিংহনাদ-ধ্বনি হইতে থাকিল। হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ! ও দিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ত্বরান্বিত হইয়া শ্রুতকীর্ত্তির রথে আরোহণ-পূর্ব্বক কর্ণের বিক্রম বিলোকন করিতে লাগিলেন। তিনি নিজ সৈন্যকে দূরীকৃত হইতে দেখিয়া কোপাবিষ্ট হইয়া যোধগণকে কহিলেন, তোমরা নিশ্চেষ্ট রহিয়াছ কেন? ইহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া ফেল। অনন্তর পাণ্ডব-পক্ষীয় ভীমসেন-প্রভৃতি সমুদয় মহারথগণ ভূপতি-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া আপনকার পুত্রদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তৎকালে নানা স্থান হইতে যোধগণের এবং রথ, হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও শস্ত্র সকলের তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। "উঠ, মার, চল, আক্রমণ কর" এইরূপ বলিতে বলিতে যোধগণ মহারণে পরস্পর হনন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তথায় আকাশমণ্ডলে অনবরত শর-নিকর বর্ষণে যেন মেঘমণ্ডলীর ছায়া হইল। তদ্দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া নরবরেরা পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলে, ক্ষিতীশ্বরগণ সমরে ধ্বজ পতাকা ছত্র অশ্ব সারথি আয়ুধ অঙ্গ ও অঙ্গাবয়ব-শূন্য এবং ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া ক্ষিতিতলে পতিত হইতে লাগিলেন। মাতঙ্গ ও তদারোহী যোধগণ নিহত হইয়া বজ্রবিদারিত পর্ব্বত-নিচয়ের এবং ক্রমনিম্ন-ভূমি হইতে ভূধর-শিখর-নিকরের ন্যায় পতিত হইতে থাকিল। বীরবিঘাতী সহস্র সহস্র তুরঙ্গ আরোহি-সহ নিপতিত হইল। তাহাদের বর্ম্ম অলঙ্কার ও ভূষণ-সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। পদাতিগণ অশ্ব, গজ, রথ ও প্রতিদ্বন্দ্বি-বীরবর্গ-কর্ত্তৃক সমরে সহস্র সহস্র-সংখ্যায় নিহত হইল। তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র ও অঙ্গ সমস্ত ইতস্তত বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। যুদ্ধ-মত্ত শূরগণের বিশাল-বিস্তৃত ও তাম্র-বর্ণ-লোচন-বিশিষ্ট, ইন্দু ও অরবিন্দ-সদৃশ আনন-সমন্বিত মস্তক সমস্ত-দ্বারা রণভূমির সর্ব্ব স্থান সমাবৃত হইল। লোকে রণভূমিতে যেরূপ তুমুল শব্দ শুনিল, অন্তরীক্ষেও বিমান-সমূহ অপ্সরোগণ ও গীত-বাদিত্রধ্বনি নিমিত্ত ঘোরতর শব্দ শুনিতে লাগিল। অভিমুখাগত শত শত, সহস্র সহস্র বীরবর্গ প্রতিবীরগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইতে থাকিলে অপ্সরোগণ তাহাদিগকে বিমান-সমূহে আরোহণ করাইয়া করাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। শূরগণ সেই মহান্ আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া স্বর্গলাভ-লালসায় প্রহৃষ্ট-চিত্তে শীঘ্র পরস্পর হতাহত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সংগ্রামে রথিগণ রথি-নিকরের সহিত, পত্তি সকল পত্তিদিগের সহিত, অশ্ববারেরা অশ্ববারদিগের সহিত এবং গজারোহেরা গজারোহদিগের সহিত বিচিত্র-রূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল।

এইরূপে সেই গজ-বাজি-নর-ক্ষয়কর ঘোরতর সমর আরব্ধ হইলে, সেনাগণের পদোৎক্ষিপ্ত ধূলি-পটলে সর্ব্ব স্থান ব্যাপ্ত হওয়ায় স্বপক্ষেরা স্বপক্ষদিগকে এবং বিপক্ষেরা বিপক্ষদিগকে নিহত করিতে

Digitized by Google

থাকিল। দেহ, পাপ ও প্রাণের সংহারক কেশাকেশি দন্তাদন্তি নখানখি মুষ্টিযুদ্ধ বাহুযুদ্ধ-প্রভৃতি নানা প্রকার যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই প্রকারে নরাশ্ব-কুঞ্জর-নিকর-সংহারী ঘোরতর সংগ্রাম হইতে থাকিলে, অশ্ব, নর ও নাগগণের দেহ হইতে শোণিত-নদী প্রবাহিতা হইল। সেই নদী প্রবাহ-পতিত নরাশ্ব-গজ-দেহ-সমূহ বহিয়া লইয়া চলিল। রথী অশ্ববার ও গজারোহদিগের সহিত তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথ ও পদাতিগণের সংপ্রহারে সেই লোহিত-জলা মাংস-শোণিত-কর্দমা মহাঘোরা রুধিরতরঙ্গিণী নরাশ্বগজ-দেহ-সমূহ বহন করত ভীরু-স্বভাব লোকদিগের সমধিক ভয়ঙ্করী হইল। বিজয়াভিলাষী যোধগণ তাহার পারে ও অপারে গমনাগমন করিতে লাগিল। অপরে কেহ কেহ তলস্পর্শ করিয়া কেহ কেহ বা মগ্ন ও উন্মগ্ন হইয়া অপসর্পণ করিতে থাকিল। হে ভরতর্ষভ! তাহাদের দেহ, বর্ম্ম, অস্ত্র শস্ত্র, ও বস্ত্র, সকলই রক্তাক্ত হইল। তাহারা সেই নদীতে স্নান ও পান করিতে লাগিল এবং তাহাতেই মরিতে থাকিল। আমরা দেখিলাম, হত ও বধ্যমান মনুষ্য অশ্ব ও মাতঙ্গ এবং রথ, আয়ুধ, আভরণ, বসন, বর্ম্ম, আকাশমণ্ডল, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল প্রায়ই লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। হে আর্য্য! রুধিরের গন্ধ স্পর্শ রস ও রূপ-দ্বারা এবং সুদূর-সঞ্চারী অতিরিক্ত শব্দ-দ্বারা প্রায় সকল সৈন্যের অন্তঃকরণে সুমহান্ বিষাদ উপস্থিত হইল। তৎকালে ভীমসেন ও সাত্যকি-প্রমুখ বীরগণ সেই ক্ষত বিক্ষত সৈন্যের প্রতি পুনরায় ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! আক্রমণে প্রবৃত্ত সেই বীরবর্গের অবিষহ্য বেগ নিরীক্ষণ করিয়া আপনকার পুত্রগণের সুবিপুল-সৈন্য পরাঙ্মুখ হইল। অরণ্য-মধ্যে সিংহগণ-বিমর্দ্দিত মাতঙ্গ-কুল যেমন ব্যাকুল হইয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ সেই নর-বাজি-সমাকুল্য ভবদীয় সৈন্য উক্ত বীরবর্গ-কর্তৃক বিক্ষোভিত হইয়া সর্ব্ব দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহার রথ, অশ্ব, গজ, চর্ম্ম, বর্ম্ম, প্রহরণ ও শরাসন সমস্ত ইতস্তত বিধ্বস্ত ও বিকীর্ণ হইয়া রহিল।

সঙ্কুল-যুদ্ধে ঊনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ! দুর্য্যোধন সেই পাণ্ডবগণকে ভবদীয় সৈন্যের অভিমুখে সর্ব্ব দিক্ হইতে ধাবমান দেখিয়া স্বীয় সৈন্য ও সহকারী যোধগণকে সর্ব্ব দিকে নিবারিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি চীৎকার করিতে থাকিলেও কেহই নিবৃত্ত হইল না। অনন্তর সুবল-তনয় শকুনি, তাঁহার পক্ষ ও প্রপক্ষ এবং অন্যান্য কৌরবগণ সশস্ত্র হইয়া তখন সমরে বৃকোদরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। কর্ণও দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে রাজ-সমভিব্যাহারে পলায়ন করিতে দেখিয়া মদ্ররাজকে "ভীমের রথের দিকে চল" এই কথা বলিলেন। কর্ণ-কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া মদ্রাধিপতি শল্য, যে স্থানে বৃকোদর ছিলেন, তথায় হংসের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট অশ্বগণকে প্রেরিত করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ! সেই তুরঙ্গমগণ সমর-শোভী শল্য-কর্তৃক প্রেষিত হইবা মাত্র ভীমসেনের রথ-সমীপে উপনীত হইয়া অবস্থিত হইল। ও দিকে বৃকোদর কর্ণকে আসিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার বিনাশ-বিষয়ে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি বীরবর সাত্যকি ও দ্রুপদ-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন "ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির আমার সাক্ষাতেই বিষম সঙ্কট হইতে কথঞ্চিৎ মুক্ত হইয়াছেন, সংপ্রতি তোমরা তাঁহারে রক্ষা কর। দুরাত্মা রাধা-তনয় দুর্য্যোধনের প্রীতি-হেতু আমার সমক্ষে রাজার রথাদি সমুদয় পরিচ্ছদ ছিন্ন করিয়াছে। হে পার্ষত! অদ্য আমি সেই দুঃখের অবসান প্রাপ্ত হইব। আমি তোমারে ইহা সত্য বলিতেছি, অদ্য ঘোরতর সংগ্রাম-দ্বারা হয় কর্ণকে রণস্থলে নিহত করিব, না হয় সেই আমারে বিনষ্ট করিবে। অদ্য রাজাকে তোমাদিগের হস্তে ন্যাস-

স্বরূপ সমর্পণ করিলাম; তোমরা সকলে বাধা-শূন্য হইয়া তাঁহারি সংরক্ষণে যত্ন কর"। মহাবাহু ভীমসেন এইরূপ কহিয়া ঘোরতর সিংহনাদ-সহকারে সমস্ত দিগ্মণ্ডল প্রতিনাদিত করত অধিরথ-তনয়ের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মদ্রকদিগের অধীশ্বর বিভু শল্য যুদ্ধাভিনন্দী ভীমসেনকে সত্বর সমাগত হইতে দেখিয়া সূতপুত্রকে এই কথা বলিলেন।

শল্য কহিলেন, কর্ণ! ঐ মহাক্রুদ্ধ মহাবাহু পাণ্ডুনন্দন বৃকোদরকে বিলোকন কর। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইনি বহুকাল হইতে যে ক্রোধনিচয় সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, অদ্য তাহা তোমার উপরি নিক্ষিপ্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। অহে কর্ণ! আমি পূর্ব্বে আর কখন ইহাঁর ঈদৃশ রূপ নিরীক্ষণ করি নাই। অভিমন্যু ও রাক্ষস ঘটোৎকচ নিহত হইলেও ইনি এতাদৃশ প্রচণ্ড-মূর্ত্তি ধারণ করেন নাই। ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া ইনি প্রলয়-কালীন অনলের ন্যায় যেরূপ ভয়ানক রূপ ধরিয়াছেন, ইহাতে অখিল ত্রৈলোক্যেরও বাধা জন্মাইতে পারেন।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভূপাল! মদ্রেশ্বর শল্য রাধাতনয়কে এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে ক্রোধপ্রদীপ্ত বৃকোদর কর্ণের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধাভিনন্দী ভীমকে সেইরূপে আগত দেখিয়া কর্ণ যেন হাস্য করিতে করিতে শল্যকে কহিলেন, হে বিভো মদ্রজনেশ্বর! তুমি ভীমসেনের বিষয়ে অদ্য আমারে যে কথা বলিলে, তাহা সত্য বটে; ইহাতে কোন সংশয় নাই। এই বৃকোদর সমধিক বলশালী, শূর, বীর, কোপন-স্বভাব এবং দেহ ও প্রাণে নিরপেক্ষ। বিরাট নগরে অজ্ঞাত বাস করিবার সময়ে ইনি দ্রৌপদীর প্রিয় করণে অভিলাষী হইয়া প্রচ্ছন্নভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক কেবল বাহুবল-সাহায্যে স্বগণ-সহ কীচককে নিহত করিয়াছিলেন। সেই ভীমসেন অদ্য সংগ্রাম-মস্তকে সন্নাহ-যুক্ত ও ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইলেও কালোদ্যাপিত-দণ্ড সাক্ষাৎ কৃতান্তের সঙ্গেও কি যুদ্ধার্থে গমন করিতে পারেন? আমার বহুকাল হইতে অভিলষিত এই মনোরথ আছে যে, সমরে হয় আমিই অর্জ্জুনকে বিনষ্ট করিতে পারি, না হয় ধনঞ্জয়ই আমাকে নিহত করেন। ভীমসেনের সহিত সমাগম-প্রযুক্ত হয় ত অদ্যই আমার সেই মনোরথ সুসিদ্ধ হইতে পারে। আমি যদি বৃকোদরকে বিরথ বা নিহত করিতে পারি, তাহা হইলে অর্জ্জুন অবশ্যই যুদ্ধার্থে আমার অভিমুখে আসিবেন; তাহা আমার পক্ষে উত্তম হইবে। অতএব এবিষয়ে যাহা তোমার উপযুক্ত বোধ হয়, শীঘ্র তাহার অবধারণ কর।

শল্য তাদৃশ-ভাবাপন্ন অমিততেজস্বী সূতপুত্রের এই কথা শুনিয়া তাঁহারে কহিলেন "হে মহাবাহো! তুমি যুদ্ধার্থে মহাবল ভীমসেনের সম্মুখে চল; অগ্রে তাঁহারে নিরস্ত করিয়া পরে অর্জ্জুনের নিকটে যাইবে। অহে কর্ণ! আমি তোমারে ইহা সত্য বলিতেছি, তোমার যে মনোরথটি বহুকাল অবধি অভিলষিত হইয়া তোমার হৃদয়ে বিদ্যমান আছে, অদ্য নিশ্চয়ই তাহা সম্পন্ন হইবে।" শল্যের এইরূপ কথনে কর্ণ পুনরায় তাঁহারে বলিলেন, অদ্যকার সমরে হয় আমি অর্জ্জুনের হন্তা হইব, না হয় ধনঞ্জয়ই আমাকে নিহত করিবে; এক্ষণে তুমি যুদ্ধে মনঃসমাধান করিয়া, যে স্থানে বৃকোদর আছেন, তথায় চল।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর বৃকোদর যে স্থানে কুরু-সৈন্য ভগ্ন করিতেছিলেন, শল্য অবিলম্বে রথারোহণে তথায় উপস্থিত হইলেন। পরে কর্ণ ও ভীমের সমাগমে তূর্য্য ও ভেরী প্রভৃতির তুমুল বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইল। তদনন্তর বলবান্ ভীমসেন অতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া সুবিমল প্রখর নারাচ-নিকর-সহকারে আপনকার দুর্জ্জয় সৈন্য-সমুদয়কে চতুর্দ্দিকে বিদ্রাবিত করিতে লাগি-

Digitized by Google

লেন। হে বিশাম্পতে মহারাজ! রণস্থলে কর্ণ ও ভীমসেনের সেই তুমুল সংগ্রাম অতিপ্রচণ্ড ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে বৃকোদর দ্রুতবেগে কর্ণকে আক্রমণ করিলেন। দানশীল অমেয়াত্মা সূর্য্যসুত কর্ণ ভীমকে সমাগত হইতে দেখিয়া অতিমাত্র ক্রোধান্বিত হইয়া এক নারাচ-দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন এবং শর-নিকর-বর্ষণ-দ্বারা তাঁহারে পুনরায় সমাকীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ভীমসেন সূত-পুত্রের শরে বিদ্ধ হইয়া শায়ক বর্ষণে তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলেন;—সন্নতপর্ব্ব সুতীক্ষ্ণ নব শিলীমুখ-দ্বারা তাঁহার শরীর বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ শর-সমূহ-দ্বারা ভীমসেনের শরাসনখানি মধ্যভাগে দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সর্ব্বাবরণ-ভেদী সুতীক্ষ্ণ নারাচ-দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! মর্ম্মজ্ঞ বৃকোদর অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া সূত-পুত্রের মর্ম্মস্থান সমুদায়ে শাণিত শর সমস্ত নিক্ষিপ্ত করিলেন এবং মেদিনীমণ্ডলকে যেন কম্পান্বিত করত ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। বনমধ্যে মদমত্ত কুঞ্জরকে যেমন উল্কা সমূহ দ্বারা পীড়িত করে, সেইরূপ কর্ণ পঞ্চবিংশতি নারাচ দ্বারা ভীমসেনকে নিপীড়িত করিলেন। অনন্তর শরবিদারিত-দেহ পাণ্ডু-নন্দন ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইলেন। রোষ ও অমর্ষের আবেগে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় তাম্রবর্ণ হইল। তিনি সূতপুত্রের বিনাশ বাসনায় শরাসনে পর্ব্বত সকলেরও বিদারণকারী একটি মহাবেগবিশিষ্ট ভারসাধন উত্তম শায়ক যোজনা করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর পবন-তনয় ক্রোধাক্রান্ত হইয়া অতি বল সহকারে কর্ণ পর্য্যন্ত শরাসন আকর্ষণ করিয়া কর্ণের সংহার বাসনায় সেই বাণ নিক্ষিপ্ত করিলেন। সেই বজ্রাশনি-সদৃশ ঘোরতর নিনাদকারী সুদৃঢ় বাণ বলবান্ ভীমসেন-কর্ত্তৃক বিমুক্ত হইয়া, বজ্রবেগ যেমন অচলকে বিদীর্ণ করে, সেইরূপ সমরে কর্ণকে বিদারিত করিল। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! কুরুসেনাপতি সূত-তনয় কর্ণ ভীমসেন-কর্ত্তৃক আহত হইয়া অচেতন ভাবে রথনীড়ে নিলীন হইলেন। অনন্তর মদ্ররাজ শল্য সূতনন্দনকে সংগ্রামে সংজ্ঞাশূন্য দেখিয়া সেই সমর-শোভী বীরবরকে রণস্থল হইতে রথারোহণে লইয়া গেলেন। কর্ণ পরাজিত হইলে পর, পুরাকালে দেবরাজ যেমন দানবগণকে পলায়নপর করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভীমসেন দুর্য্যোধনের মহতী বাহিনীকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন।

কর্ণ-পলায়নে পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৫০॥



ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীমসেন মহাবাহু কর্ণকে রথনীড়ে নিপাতিত করিয়া অতি দুষ্কর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে! হে সূত! আমার পুত্র দুর্য্যোধন আমারে বারম্বার বলিয়াছিল, যে একাকী কর্ণই সৃঞ্জয়গণের সহিত পাণ্ডব সকলকে সমরে নিহত করিবেন; সম্প্রতি সেই সূতনন্দনকে সংগ্রামে ভীমসেনের নিকটে পরাজিত দেখিয়া তাহার পর কি করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন সূতনন্দনকে মহাসমরে পরাঙ্মুখ দেখিয়া সহোদরগণকে বলিলেন, তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা শীঘ্র গিয়া কর্ণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর; তিনি ভীমসেন-জনিত ভয়রূপ অগাধ বিপদ সাগরে নিমগ্ন-প্রায় হইতেছেন। রাজার এই আদেশে তাঁহারা অতিমাত্র ক্রোধাক্রান্ত ও জিঘাংসা-পরবশ হইয়া, পতঙ্গগণ যেমন অনলে গিয়া পতিত হয়, তদ্রূপ ভীমসেনের অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন।

শ্রুতর্ব্বা, দুর্দ্ধর, ক্রাথ, বিবিৎসু, বিকট, সম, নিষঙ্গী, কবচী, পাশী, নন্দ, উপনন্দ, দুষ্প্রধর্ষ, সুবাহু, বাতবেগ, সুবর্চ্চা, ধনুর্গ্রাহ, দুর্ম্মদ জলসন্ধ, শল ও সহ, এই সকল মহাবলশালী বীর পুরুষেরা রথসমূহে পরিবৃত হইয়া ভীমসেন-সমীপে আগমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত করিলেন এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে নানাবিধ চিহ্ন-বিশিষ্ট শায়ক-

Digitized by Google

সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে জনাধিপ! মহাবল ভীমসেন তাঁহাদিগের শরাঘাতে অতিশয় পীড়িত হইয়া সেই দ্রুতবেগে আক্রমণকারী ভবদীয় পুত্রগণের পঞ্চ শত রথ ও পঞ্চাশৎ রথীকে নিহত করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর ভীমসেন ক্রোধাক্রান্ত হইয়া ভল্লাঘাতে বিবিৎসুর শিরশ্ছেদন করিলে কুণ্ডল ও উষ্ণীষে সমলঙ্কৃত সেই পূর্ণ-চন্দ্র-সদৃশ মস্তকটি ভূমিতলে পতিত হইল। হে প্রভো! শূরবর বিবিৎসুকে নিহত দেখিয়া তদীয় ভ্রাতৃগণ সমরে ভীমপরাক্রম ভীমসেনের প্রতি চতুর্দ্দিক্ হইতে ধাবমান হইলেন। অনন্তর, মহাবল-পরাক্রান্ত পাণ্ডু-তনয় অন্য ভল্ল-দ্বয়-দ্বারা আপনকার অপর পুত্র-দ্বয়ের প্রাণ হরণ করিলেন। হে রাজন্! সেই দেব-পুত্র-সদৃশ বিকট ও সহ উভয়ে বায়ু-ভগ্ন-বৃক্ষ-দ্বয়ের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করিলেন। পরে ভীমসেন ত্বরান্বিত হইয়া সুতীক্ষ্ণ নারাচ-দ্বারা ক্রাথকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তিনিও নিহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। হে নরেশ্বর! অনন্তর আপনকার ধনুর্দ্ধর বীরবর পুত্রগণ বধ্যমান হইতে থাকিলে, সমর-স্থলে ঘোরতর হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। তাঁহাদিগের সৈন্যগণ পলায়নপরায়ণ হইলে, মহাবল ভীমসেন পুনর্ব্বার সংগ্রামে নন্দ ও উপনন্দকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর আপনকার সেই পুত্রগণ ভীত ও বিহ্বলচিত্ত হইয়া সমরে ভীমসেনকে কালান্তক-যম-তুল্য অবলোকন করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণ আপনকার পুত্রগণকে নিহত দেখিয়া সুদুঃখিত মনে, যে স্থানে বৃকোদর ছিলেন, তথায় পুনরায় হংসবর্ণ হয়গণকে প্রেরিত করিলেন। হে মহারাজ! সেই বেগশালী অশ্ব সকল মদ্ররাজ-কর্ত্তৃক প্রেষিত হইয়া অবিলম্বে ভীমসেনের রথ-সমীপে আসিয়া অবস্থিত রহিল। রণ-স্থলে কর্ণ ও ভীমসেনের সেই তুমুল সংগ্রাম অতিশয় প্রচণ্ড ও ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। হে রাজেন্দ্র! সেই মহারথ বীর-দ্বয়কে সমরে সমবেত দেখিয়া আমার মনে হইল, না জানি অদ্য এই যুদ্ধ কিরূপ হইবে। মহারাজ! অনন্তর সমর শ্লাঘী ভীমসেন সংগ্রামে আপনকার পুত্রগণের সাক্ষাতেই কর্ণকে শরজালে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। পরমাস্ত্রবেত্তা কর্ণ তাহাতে নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া সন্নতপর্ব্ব লৌহময় ভল্ল-দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। ভীষণ-পরাক্রম-সম্পন্ন মহাবাহু বৃকোদর কর্ণ-শরে আহত হইয়া আকর্ণপূর্ণ-সন্ধানে সপ্ত শর বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহাবাহু কর্ণ আশীবিষ বিষধরের ন্যায় গর্জ্জন করত বহুতর শর বর্ষণ-দ্বারা পাণ্ডুতনয়কে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। মহাবলশালী ভীমসেনও কুরু-মণ্ডলীর প্রত্যক্ষে মহারথ কর্ণকে শায়ক-সমূহ বর্ষণে আচ্ছাদিত করিয়া ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন। তাহাতে কর্ণ অত্যন্ত ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক কঙ্কপত্র-ভূষিত শিলা-শাণিত দশ শায়কে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন এবং অন্য এক সুতীক্ষ্ণ ভল্ল-দ্বারা তাঁহার ধনুশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর অতিবলশালী মহাবাহু বৃকোদর কর্ণের নিধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া হেমপট্ট-পরিষ্কৃত দ্বিতীয় মৃত্যু-দণ্ড-সদৃশ একটা ভয়ঙ্কর পরিঘ গ্রহণ করিয়া ঘোরতর নিনাদ-সহকারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। কর্ণ সেই বজ্রাশনি-তুল্য-শব্দ-বিশিষ্ট পতনোন্মুখ পরিঘটাকে আশীবিষ-সদৃশ শর-সংঘাত-দ্বারা বহু খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর পরবল-বিমর্দ্দী বৃকোদর অপর এক দৃঢ়তর শরাসন গ্রহণ করিয়া কর্ণকে বিশিখ-বর্ষণে আচ্ছাদিত করিলেন। পরে রণস্থলে পরস্পর বধাভিলাষী বালি ও সুগ্রীবের ন্যায়, কর্ণ ও পাণ্ডবের বারংবার ঘোরতর সমর হইল। মহারাজ! অনন্তর কর্ণ দৃঢ়রূপে কর্ণমূল পর্য্যন্ত শরাসন আকর্ষণ-পূর্ব্বক ভীমসেনকে শর-ত্রয়ে বিদ্ধ করিলেন। বলিষ্ঠ-প্রবর মহাধনুর্দ্ধর বৃকোদর কর্ণ-কর্ত্তৃক অতিশয় বিদ্ধ হইয়া কর্ণ-দেহ-বিদারণ-সমর্থ ঘোর-

Digitized by Google

তর শর সন্ধান করিলেন। হে রাজন্! সেই শর কর্ণের বর্ম্মচ্ছেদ ও দেহ-ভেদ করিয়া, সর্প যেমন বল্মীক-মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ধরণী-গর্ভে প্রবিষ্ট হইল। সূতনন্দন কর্ণ ঐ অতি প্রহারে ব্যথিত ও বিহ্বলের ন্যায় হইয়া, ভূমিকম্পে অচল যেমন বিচলিত হয়, সেইরূপ রথ-মধ্যে কম্পিত হইতে লাগিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর কর্ণ রোষ ও অমর্ষে পরিপূর্ণ হইয়া ভীমসেনকে পঞ্চ বিংশতি নারাচ দ্বারা নিপীড়িত ও বহুতর বাণে আহত করিলেন; এক শরে তাঁহার ধ্বজ কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন; সারথিকেও এক ভল্ল-দ্বারা শমন সদনে প্রেরণ করিলেন এবং পরিশেষে শীঘ্রহস্ত হইয়া অবিলম্বে এক শরাঘাতে সেই ভীষণ-কর্ম্মা পাণ্ডুতনয় ভীমসেনের শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক তাঁহারে বিরথ করিয়া দিলেন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র। বায়ুতুল্য-বেগশালী মহাবাহু বৃকোদর বিরথ হইয়া প্রসন্ন-বদনে গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক স্যন্দন হইতে ভূমিতলে পতিত হইলেন। হে বিশাম্পতে! পবন যেমন শরৎকালীন মেঘ সকলকে বিচ্ছিন্ন করে, সেইরূপ ভীমসেন বেগে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ত্বদীয় সৈন্যগণকে গদাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। ক্রোধপরীত শত্রুতাপন বৃকোদর ঈষার ন্যায় দন্তবিশিষ্ট যুদ্ধকুশল সপ্ত শত কুঞ্জরকে সহসা গদাঘাতে প্রপীড়িত করিলেন। বলশালী মর্ম্মজ্ঞ ভীমসেন সেই সকল মাতঙ্গগণের দন্তবেষ্ট, নেত্র, কুম্ভ, গণ্ডস্থল ও মর্ম্ম-স্থান সমুদায়ে প্রহার করিতে থাকিলেন। তাহাতে তাহারা ভীত হইয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইল; পরন্তু মহামাত্রগণ-কর্ত্তৃক বিপরীত দিকে অর্থাৎ ভীমের অভিমুখে প্রেরিত হইয়া তাঁহারে, মেঘ সকল যেমন দিবাকর-কে আবৃত করে, তদ্রূপ আবৃত করিল। বৃকোদর ভূমিষ্ঠ থাকিয়াও, দেবরাজ যেমন বজ্রাঘাতে অচল সকলকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ গদার প্রহারে সেই সপ্ত শত কুঞ্জরকে আরোহী, অস্ত্র শস্ত্র ও ধ্বজ-সমুদায়ের সহিত বিনষ্ট করিলেন। অনন্তর অরিন্দম কুন্তীতনয়, সুবল-সুত শকুনির অতিবল-শালী দ্বিপঞ্চাশৎ মাতঙ্গকে গদাঘাতে চূর্ণিত করিয়া ফেলিলেন এবং আপনকার সৈন্যকে তাপিত করত ধ্বজ সহ এক শত রথ ও শত শত পদাতিগণকে নিহত করিলেন। মহাত্মা ভীম ও সূর্য্যদেব-কর্ত্তৃক প্রতাপিত হইয়া আপনকার সৈন্যগণ অনলার্পিত চর্ম্মের ন্যায় সঙ্কুচিত হইল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনকার সেই সৈন্য সকল ভীম-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া সমরে তাঁহারে পরিত্যাগ করিয়া দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর চর্ম্মবর্ম্মধারী অপর পঞ্চ শত রথী ঘোরতর নিনাদ-সহকারে চতুর্দ্দিক্ হইতে শর-সমূহ বর্ষণ করত ভীমের প্রতি ধাবিত হইল। পরন্তু বিষ্ণু যেমন অসুর-দল দলন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভীমসেন গদাঘাতে সেই বীরগণকে সারথি, রথ, ধ্বজ, পতাকা ও অস্ত্র শস্ত্রের সহিত চূর্ণিত করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর শকুনি-সমাদিষ্ট তিন সহস্র শূরাগ্রগণ্য অশ্বারোহ, শক্তি ঋষ্টি ও প্রাস হস্তে লইয়া ভীমসেনের অভিমুখে ধাবমান হইল। তখন বৈরিহন্তা বৃকোদর অতিবেগে তাহাদিগের প্রতি শীঘ্র ধাবমান হইয়া বিবিধ গতিতে বিচরণ করত সেই অশ্বারোহগণকে বাহন সকলের সহিত গদাঘাতে চূর্ণিত করিয়া ফেলিলেন। হে ভারত! ভীমসেন যখন তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে তাড়িত করেন, তৎকালে তাহাদের, শিলা-বর্ষণে অভিহত কুঞ্জর-যূথের ন্যায়, মহান্ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়াছিল। এইরূপে সুবল-সুতের তিন সহস্র উত্তম অশ্ব-সৈন্য ক্ষয় করিয়া বৃকোদর অন্য রথে আরোহণ-পূর্ব্বক ক্রোধাবেশে সূতনন্দনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! কর্ণও সমরে শত্রুসূদন যুধিষ্ঠিরকে শর-জালে আচ্ছাদিত এবং তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর সেই মহারথ, ধর্ম্মপুত্রের রথকে সংগ্রামে পলায়িত দেখিয়া কঙ্কপত্রান্বিত

অবরুদ্ধগামী বাণ-সমূহ-দ্বারা সমাকীর্ণ করত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। যৎকালে কর্ণ শর-নিকর-সহকারে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ সমাবৃত করিয়া রাজার প্রতি ধাবমান হইতেছিলেন, ইত্যবসরে পবন-নন্দন ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহারে শরজালে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। পরে শত্রু-তাপন রাধাতনয় শীঘ্র প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নিশিত-বাণ-বর্ষণে ভীমকে সর্ব্বদিকে সমাচ্ছাদিত করিলেন। হে ভারত! তখন অমেয়াত্মা সাত্যকি কর্ণকে ভীমসেনের রথের প্রতি ব্যগ্র দেখিয়া পার্ষ্ণিগ্রহণার্থে তাঁহারে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পরন্তু কর্ণ তদীয় শরনিকরে নিরতিশয় পীড়িত হইয়াও ভীমের সমীপবর্ত্তী হইলেন। সেই সর্ব্ব-ধনুর্দ্ধর-প্রবর মনস্বী বীর-দ্বয় পরস্পর সন্নিহিত হইয়া বিচিত্র শর-পুঞ্জ বিসর্জ্জন করত বিরাজিত হইতে লাগিলেন। হে রাজেন্দ্র! তাঁহারা গগণতলে ক্রৌঞ্চ-পৃষ্ঠের ন্যায় অরুণবর্ণ যে প্রচণ্ডতর বাণজাল বিস্তীর্ণ করিলেন, তাহা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দৃষ্ট হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র-সংখ্যায় বিনির্ম্মুক্ত শায়ক-সমূহে সমুদায় আচ্ছন্ন হওয়ায় বিপক্ষেরা কি আমরা, না সূর্য্যপ্রভা, না দিক্, না বিদিক্, কিছুই জানিতে পারিলাম না। হে রাজন্! তৎকালে দিনকর মাধ্যাহ্নিক তাপ প্রদান করিতেছিলেন, তথাপি কর্ণ ও ভীমসেনের সেই শর-সজ্জাতে তাঁহার মহতী প্রভা-সমস্ত অপহৃত হইল। যে সকল কুরু-সৈন্য পলাইয়াছিল, তাহারা শকুনি, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপাচার্য্যকে পাণ্ডবদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া পুনরায় ফিরিয়া আইল। হে মহারাজ! তাহাদের আসিবার সময়ে, বৃষ্টি-দ্বারা সমুদ্ধূত সাগর সকলের ন্যায়, অতি ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড শব্দ হইয়াছিল। সেই সেনা-দ্বয় মহাযুদ্ধে পরস্পর পরস্পরকে অত্যন্ত আবিষ্ট দেখিয়া পরস্পর আক্রমণ-পূর্ব্বক সাতিশয় হর্ষযুক্ত হইল। অনন্তর দিবাকর গগণতলের মধ্যভাগে উপনীত হইলে ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। তাদৃশ যুদ্ধ আমরা পূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই এবং শ্রবণ গোচরও করি নাই। সংগ্রামে এক-পক্ষীয় বল-সমূহ অন্য পক্ষের সৈন্য-সমুদায়কে সহসা প্রাপ্ত হইয়া, সাগরাভিমুখে প্রধাবী বারিপ্রবাহের ন্যায় বেগে তাহাদের সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিল। সমুদ্র-প্রবাহ-সমুদায়ের যেরূপ মহাশব্দ হইয়া থাকে, পরস্পর গর্জ্জনকারী সৈন্য-সমূহের সেইরূপ সুমহান্ নিনাদ উত্থিত হইল। সেই বেগবতী বাহিনী-দ্বয় পরস্পর সন্নিহিত হইয়া, একত্র সমবেত নদী-দ্বয়ের ন্যায় একত্ব প্রাপ্ত হইল।

হে রাজন্! অনন্তর বিপুল যশো-লাভে অভিলাষী কুরু পাণ্ডবদিগের প্রচণ্ডতর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। হে ভারত! তথায় আপন আপন নাম নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক গর্জ্জনকারী শূরগণের অনবরত উচ্চারিত বাক্য-সমস্ত শ্রুত হইতে থাকিল। যুদ্ধ বিষয়ে, পিতৃ-মাতৃ-সম্পর্কে অথবা কর্ম্ম ও চরিত্র উপলক্ষে যাহার যে কিছু গৌরব-সূচক চিহ্ন ছিল, সংগ্রামে সে মুক্তকণ্ঠে তাহা শ্রবণ করাইতে লাগিল। হে রাজন্! সেই শূরগণকে সমরে পরস্পর তর্জ্জন করিতে দেখিয়া আমার এইরূপ মনে হইল যে, ইহাদিগের জীবন আর রহিল না। ফলত সেই অমিততেজস্বী ক্রোধাবিষ্ট যোধগণের শরীর সকল অবলোকন করিয়া আমার 'না জানি এই যুদ্ধ কি প্রকার হইবে' এইরূপ অত্যন্ত ভয় হইয়াছিল। হে রাজন্! অনন্তর সেই মহারথ পাণ্ডব ও কৌরবেরা সুতীক্ষ্ণ শর-সমূহ-দ্বারা পরস্পর আঘাত করত ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল।

সঙ্কুল-যুদ্ধে একপঞ্চাশ অধ্যায়
সমাপ্ত । ৫১ ।



সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পরস্পর কৃতবৈর সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ পরস্পর বধাভিলাষী হইয়া সমরে পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথ ও পদাতিক সৈন্য-সমূহ সর্ব্ব দিকে পরস্পর

Digitized by Google

ঘোরতর সংগ্রামে সংসক্ত হইল। সেই অতিদারুণ সমরে সর্ব্ব দিকে নিক্ষিপ্যমাণ গদা পরিঘ কুণপ প্রাস ভিন্দিপাল ভুশুণ্ডী-প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ-সমূহের নিরন্তর পতন অবলোকন করিতে লাগিলাম। সুদারুণ শরবৃষ্টি-সমস্ত শলভরাশির ন্যায় অনবরত পতিত হইতে থাকিল। হে নরপতে! শীঘ্রগামী অশ্ব, গজ, রথী ও পদাতিকেরা সমরে ব্যস্ত ও সমস্তভাবে পরস্পর আক্রমণ করিয়া বিমর্দ্দিত ও নিপীড়িত করিতে লাগিল। তথায় পরস্পর প্রহার ও চীৎকারকারী শূরগণের সেই ঘোরতর যুদ্ধ, যজ্ঞে পশুকুল-সংহারের সাদৃশ্য ধারণ করিল। হে ভারত! বর্ষাকালে বসুধাতল ইন্দ্রগোপকীটগণে সমাকীর্ণপ্রায় হইয়া যেরূপ শোভা পায়, রুধিরে সমাকীর্ণা হইয়া রণভূমিও সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল। অথবা যৌবনবতী শ্যামা সীমন্তিনী কুসুম্ভ কুসুমে রঞ্জিত শুভ্র-বসন-যুগল পরিধান করিলে যাদৃশী শোভা ধারণ করে, তৎকালে বসুন্ধরা যেন মাংস-শোণিতে বিচিত্রিতা ও স্বর্ণময়ী হইয়া তাদৃশী শোভা ধারণ করিল। হে ভারত! সেই রণাঙ্গনে ধনুর্দ্ধারী শূরগণের শরীর মস্তক বাহু উরু বর্ম্ম পতাকা কুণ্ডল নিষ্ক ও অন্যান্য উত্তম ভূষণ-সমস্ত ছিন্ন হইয়া ভূরি-পরিমাণে পতিত হইল। হে রাজন্! মাতঙ্গেরা মাতঙ্গ সকলের সন্নিহিত হইয়া দন্ত-দ্বারা পীড়িত করিতে লাগিল। সেই দন্তাহত দ্বিরদগণ রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া, গৈরিক-নিস্রাবী ধাতু-মণ্ডিত পর্ব্বত সকল গৈরিক রস ক্ষরণ করিতে থাকিলে যেরূপ দীপ্তি পায়, সেইরূপ দীপ্তি পাইতে থাকিল। ঐ দন্তাবল সকল শুণ্ডোপরি নিক্ষিপ্ত বিপর্য্যস্তভাবে সংসক্ত বহুল তোমর সমস্ত হস্তে লইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিল এবং অপরে সেই ভাবে পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। মহারাজ! হিমাগমে মহীধরগণ মেঘশূন্য হইয়া যেরূপ শোভা পায়, প্রধান প্রধান মাতঙ্গগণের বর্ম্ম সকল নারাচ-নিকর-দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইলে তাহারা সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল। হে আর্য্য! গজবরগণ সুবর্ণপুঙ্খ শর-সমূহে সমাকীর্ণ হইয়া, উল্কা-সমুজ্জ্বলাগ্র শৈল-নিচয়ের ন্যায় দীপ্তি ধারণ করিল। সেই সংগ্রামে ভূধর-সদৃশ উপমাশালী কোন কোন মাতঙ্গ অপর মাতঙ্গগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে আহত হইয়া পক্ষ-বিশিষ্ট পর্ব্বত সকলের ন্যায় পলায়ন-পরায়ণ হইল। অন্য কতকগুলি হস্তী মহাসমরে শল্য-পীড়িত ও ব্রণ-তাপিত হইয়া বেগে ধাবিত হইতে লাগিল এবং অপরে ভূমিতলে দন্ত-যুগলের মধ্যভাগ ও কুম্ভ সংলগ্ন করিয়া নিপতিত হইল। হে রাজন্! অপর কতিপয় মাতঙ্গ ভয়ঙ্কর-রবে নিনাদ করত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন, অনেকে ইতস্তত ভ্রমণ এবং অন্য কতকগুলি চীৎকার করিতে লাগিল। হেম-পরিচ্ছদ-বিভূষিত অশ্বগণও বাণজালে আহত হইয়া কেহ কেহ নিষণ্ণ হইয়া পড়িল, কেহ কেহ মরিয়া গেল, কেহ কেহ বা দশ দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অপর কতকগুলি তুরঙ্গম শর-তোমর-নিকরে তাড়িত হইয়া ভূতলে আক্রুষ্ট ও বিলুণ্ঠিত হইতে থাকিল। হে আর্য্য! মনুষ্যগণ নিহত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া কেহ কেহ বান্ধবগণকে, কেহ কেহ পিতৃগণকে, কেহ কেহ বা পিতামহগণকে তথায় অবলোকন করিয়া অব্যক্ত শব্দ করিতে লাগিল। হে ভারত! তথায় অপরে অপর শত্রুগণকে ধাবমান দেখিয়া পরস্পর নিজ নিজ বিখ্যাত গোত্র নাম সমস্ত কহিতে থাকিল। হে মহারাজ! সমরে তাহাদিগের স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিত সহস্র সহস্র বাহু ছিন্ন হইয়া ঊর্দ্ধে বিক্ষিপ্ত, ভূতলে বিলুণ্ঠিত, পতিত, উৎপতিত, নিপতিত ও স্ফুরিত হইতে এবং অপরে পঞ্চ-মুখ ভুজঙ্গের ন্যায় বেগ প্রকাশ করিতে লাগিল। হে নৃপবর! সেই চন্দন-চর্চ্চিত ফণি-ফণাকার ভুজ-সমুদায় রক্তাক্ত হইয়া সুবর্ণ-ধ্বজের ন্যায় অতিশয় শোভিত হইল।

সর্ব্ব দিকে সেইরূপ ঘোরতর সঙ্কুল সংগ্রাম হইতে থাকিলে যোধগণ পরস্পর অপরিজ্ঞাত হইয়া

পরস্পরকে বিনিহত করত যুদ্ধ করিতে লাগিল। হে রাজন্! তৎকালে রণস্থল ধূলিপটলে আকীর্ণ ও শস্ত্র-সম্পাতে সমাকুল হওয়ায় সকলে অন্ধকারে এরূপ আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, কে আত্মীয়, কে পর, তাহা আর জানা যায় নাই। এইরূপে সেই ঘোরতর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে তথায় রুধির-পয়স্বিনী মহানদী সকল বারম্বার নিঃসৃত হইতে লাগিল। সেই সুদারুণ রুধির-তরঙ্গিণী সকলেতে মাংস ও শোণিত সমস্ত মিলিত হইয়া পঙ্ক-স্বরূপ, মস্তক সমস্ত পাষাণ-স্বরূপ, কেশ সকল শৈবাল-স্বরূপ অস্থি সকল মীন-স্বরূপ এবং শর শরাসন ও গদা সকল ভেলা-স্বরূপ হইল। যোধগণ শোণিত-প্রবাহ-প্রবর্দ্ধিনী এইরূপ ভয়ঙ্করী নদী সকল প্রবাহিতা করিল। ভীরুগণের ভয়কারিণী এবং শূর সকলের হর্ষ-বিস্তারিণী সেই সমস্ত রুধিরতরঙ্গিণী অনেককেই শমন-সদনে লইয়া চলিল। যাহারা তাহাতে অবগাহন করে, তাহারাই নিমগ্ন হয়. ইহা দেখিয়া ক্ষত্রিয়গণ নিতান্ত ভয়াকুল হইল। হে নরব্যাঘ্র! শ্মশানভূমির ন্যায় রণস্থলের সর্ব্ব স্থানে গর্জ্জনকারী মাংসাশী জন্তুগণের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে অসংখ্য কবন্ধগণ উত্থিত হইল। হে ভারত! মাংস-শোণিতাস্বাদনে পরিতৃপ্ত ভূতগণ শোণিত ও বসা পান করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কাক গৃধ্র ও বক সকল মাংস ভোজনে সুতৃপ্ত এবং মেদ, মজ্জা ও বসার আস্বাদনে মত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে দৃষ্ট হইল।

হে মহারাজ! তৎকালে রণস্থল অতি ভয়ানক হইলেও তথায় শূরগণ অপরিবর্জ্জনীয় ভয় পরিহার করিয়া যোধব্রত-সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকিয়া নির্ভয়ের ন্যায় কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সেই শর-শক্তি-সমাকীর্ণ, ক্রব্যাদগণ-সমাকুল রণস্থল মধ্যে নিজ নিজ পৌরুষ প্রকাশ করত বিচরণ করিতে থাকিলেন। হে বিভো ভারত! তখন বহু-সংখ্য যোধগণ পিতৃ-নাম ও গোত্র-নাম সকল শ্রবণ করাইতে করাইতে শক্তি তোমর ও পট্টিশ বর্ষণে পরস্পর বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। এইরূপে সেই ঘোরতর দারুণ যুদ্ধ হইতে থাকিলে, সাগর-মধ্যে ভগ্না নৌকার ন্যায়, কৌরবী সেনা অবসন্না হইয়া পড়িল।

সঙ্কুল যুদ্ধে দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ক্ষত্রিয়গণের নিমজ্জনকারী সেইরূপ যুদ্ধ হইতে থাকিলে, রণস্থল-মধ্যে যে স্থানে অর্জ্জুন সংশপ্তকগণের, কোশলদিগের ও নারায়ণী-সেনার বিধ্বংস করিতেছিলেন, তথায় গাণ্ডীবের মহাশব্দ শ্রুত হইল। জয়াভিলাষী সংশপ্তকগণ সমরে অতিমাত্র ক্রোধান্বিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে অর্জ্জুনের মস্তকোপরি বাণ-বৃষ্টি করিতেছিল। হে রাজন্! প্রভাব-সম্পন্ন ধনঞ্জয় বল-পূর্ব্বক সহসা সেই শরবৃষ্টি নিবারণ করিয়া সংগ্রামে প্রধান প্রধান রথি-সকলকে বিলোড়িত করিলেন। সেই রথ সৈন্য সকলকে কঙ্কপত্র-ভূষিত শিলাশাণিত শর-সমূহ-দ্বারা বিলোড়িত করিবার পর তিনি মহারথ সুশর্ম্মার সমীপে উপস্থিত হইলেন। রথিবর অর্জ্জুন তাঁহার প্রতি অবিশ্রান্ত বাণ-বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সংশপ্তকেরাও অর্জ্জুনকে বাণ-জালে পীড়িত করিতে থাকিল। অনন্তর সুশর্ম্মা ধনঞ্জয়কে দশ শরে বিদ্ধ করিয়া শর ত্রয়ে জনার্দ্দনের দক্ষিণ বাহুতে আঘাত এবং অপর এক শরে পার্থের রথকেতু বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! সেই বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত সুমহান্ বানর-ধ্বজ ভয়-প্রদর্শন করত ঘোরতর নিনাদ ও গর্জ্জন করিতে লাগিল। কপিবরের নিনাদ শ্রবণে আপনকার সৈন্য সকল অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইল এবং বিপুল ভয়ে ব্যাকুল হইয়া নিশ্চেষ্ট রহিল। মহারাজ! নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত সেই সৈন্যগণ তখন বিবিধ কুসুম-সমাকীর্ণ চৈত্ররথ বনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। হে কুরুসত্তম! অনন্তর যোধগণ চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া, জলদপুঞ্জ যেমন পর্ব্বতোপরি বর্ষণ

করে, সেইরূপ অর্জ্জুনের প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিল। পরে সকলেই তাঁহার মহারথখানি পরিবেষ্টন করিল এবং শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা আঘাত করত তাহার নিগ্রহ করিয়া চীৎকার করিতে থাকিল। হে আর্য্য! তাহারা রথের ঘোটক চতুষ্টয়, চক্রদ্বয় ও ঈষা, সকলই প্রবল-রূপে নিগৃহীত করিয়া পরিশেষে সিংহনাদে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র যোধগণ ধনঞ্জয়ের রথ আক্রমণ পূর্ব্বক বলবৎ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! অপরে কেহ কেহ কেশবের মহাভুজ-যুগল এবং কেহ কেহ রথস্থিত অর্জ্জুনকে হর্ষভরে গ্রহণ করিল। অনন্তর বাসুদেব বাহু-দ্বয় বিকম্পিত করিয়া, দুষ্ট হস্তী যেমন হস্তিপককে নিক্ষিপ্ত করে, সেইরূপ তাহাদিগের সকলকে রণস্থলে ফেলিয়া দিলেন। পরে ধনঞ্জয় সমরে মহারথগণ-কর্ত্তৃক আপনাকে পরিবেষ্টিত, রথকে নিগৃহীত এবং কেশবকে আক্রান্ত দেখিয়া নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বহু-সংখ্য রথী ও পদাতিক সৈন্যগণকে ভূমিসাৎ করিলেন এবং সমীপবর্ত্তী যোধগণকে সমীপস্থ প্রতিপক্ষ সহ যুদ্ধ করণের উপযোগী শর-সমূহ-দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া কেশবকে এই কথা বলিলেন "হে মহাবাহো কৃষ্ণ! এই দেখ দারুণ কর্ম্মকারী বহুল সংশপ্তকগণ সহস্র সহস্র-সংখ্যায় নিহত হইতেছে। হে যদুপুঙ্গব! পৃথিবীতে আমা ভিন্ন এমন কোন পুরুষই নাই যে, এই ঘোরতর রথ-বন্ধ সহ্য করিতে পারে।" অর্জ্জুন এই কথা কহিবার পর দেবদত্ত শঙ্খ ধ্বনি করিলেন এবং বাসুদেবও পাঞ্চজন্য শঙ্খের নিনাদে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল যেন পরিপূর্ণ করিলেন। হে মহারাজ! সংশপ্তক-সৈন্যেরা সেই শঙ্খ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অতিশয় ত্রস্ত ও বিচলিত হইল। অনন্তর পরবীরহন্তা ধনঞ্জয় বারংবার নাগাস্ত্র প্রেরণ করিয়া সকলের পাদবন্ধন করিলেন। মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন তাহাদিগকে পাদ-বন্ধনে বদ্ধ করিলে তাহারা পাষাণ-পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। পুরাকালে তারকাসুরের বধ সময়ে দেবরাজ যেমন সমরে দৈত্যদল দলন করিয়াছিলেন, সেইরূপ পাণ্ডুনন্দন ঐ নিশ্চেষ্ট যোধ-সমুদয় বধ করিতে লাগিলেন। সংগ্রামে তাহারা বধ্যমান হইয়া কেবল সেই রথ-শ্রেষ্ঠকে পরিত্যাগ করিল, এমন নহে, সমুদয় অস্ত্র শস্ত্র পরিহার করিবারও উপক্রম করিল। হে রাজন্! সেই সংশপ্তকেরা নাগপাশে বদ্ধ হইয়া যখন আর কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে পারিল না, তখন ধনঞ্জয় সন্নতপর্ব্ব শরনিকর-দ্বারা তাহাদিগকে অবাধে নিহত করিতে লাগিলেন; কেন না সমরে যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অর্জ্জুন পাদবন্ধন করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত যোদ্ধারাই ভুজগ-পাশে বেষ্টিত হইয়াছিল।

হে রাজেন্দ্র! অনন্তর মহারথ সুশর্ম্মা সৈন্যগণকে নাগপাশে নিবদ্ধ দেখিয়া ত্বরান্বিত হইয়া গরুড়াস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। তাহাতে সুপর্ণগণ ভুজঙ্গ সকলকে ভক্ষণ করত সমাপতিত হইতে লাগিল এবং অবশিষ্ট ভুজঙ্গেরা সেই বিহঙ্গদিগকে দেখিয়া পলায়ন করিতে থাকিল। হে মহারাজ! প্রভাকর যেমন মেঘজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রজাগণকে তাপ প্রদান করত বিরাজিত হন, সেই সংশপ্তকগণ পাদবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া তদ্রূপ শোভিত হইল। সেই বন্ধন-বিমুক্ত যোধগণ তখন অর্জ্জুনের রথের উপরি অবিশ্রান্ত শর-নিকর ও শস্ত্র-সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল এবং বারংবার বিবিধ শস্ত্র সমস্ত প্রতিবিদ্ধ করিতে থাকিল। পরবীরহন্তা ইন্দ্রতনয় শরবৃষ্টি-দ্বারা সেই মহাস্ত্রময়ী বৃষ্টির সংছেদন করিয়া পরিশেষে যোধগণকে নিহত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে রাজন্! অনন্তর সুশর্ম্মা এক আনতপর্ব্ব শায়ক-দ্বারা ধনঞ্জয়ের হৃদয় বেধ-পূর্ব্বক অপর শরত্রয়ে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন অর্জ্জুন গাঢ়রূপে বিদ্ধ ও ব্যথিত হইয়া রথনীড়ে উপবিষ্ট হইলেন। তাহাতে সকলেই "অর্জ্জুন নিহত হইলেন" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। অনন্তর শঙ্খ

Digitized by Google

ভেরী ও নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের বিপুলতর ধ্বনি এবং সিংহনাদ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্বেতাশ্ব কৃষ্ণসারথি অমেয়াত্মা ধনঞ্জয় চৈতন্য লাভ করিয়া সত্বর ঐন্দ্রাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। হে আর্য্য! তাহা হইতে সহস্র সহস্র বাণ সমুৎপন্ন হইয়া সর্ব্ব দিকে নরপতিগণকে এবং হয় হস্তী ও রথ সমুদায়কে নিহত করিতেছে ইহাই দৃষ্ট হইল। এইরূপে সমরে শস্ত্র-সমূহ-সহকারে শত শত সহস্র সহস্র-সংখ্যায় বধ্যমান হইতে থাকিলে সেই সৈন্যগণের অন্তঃকরণে অতিশয় ভয় সঞ্চার হইল। হে ভারত! তথায় সংশপ্তক ও গোপাল-সৈন্যগণের মধ্যে এমন কোন পুরুষ আর রহিল না যে, অর্জ্জুনের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করে। তথায় বীরগণের সাক্ষাতেই আপনকার বল-সমুদয় নিহত হইতে লাগিল। বীরেরা তাহাদিগকে বিনষ্ট হইতে দেখিতে থাকিল, অথচ পরাক্রম-প্রকাশে কিছুমাত্র চেষ্টা করিল না। মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় সেই সময়ে অযুত যোদ্ধাকে শমন-সদনে প্রেরণ করিয়া, ধূম-শূন্য প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। হে ভরত-কুলপালক! আমরা যে চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্য, অযুত রথ ও তিন সহস্র হস্তী দেখিয়াছিলাম, সেই সংশপ্তক-সৈন্যেরা 'আমরা হয় মরিব, না হয় বিজয় আমাদিগকে যুদ্ধে নিরস্ত করিবে' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পুনরায় ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিল। হে বিশাম্পতে! তৎকালে বলশালী শৌর্য্য-সম্পন্ন পাণ্ডুনন্দন কিরীটীর সহিত তবদীয় সৈন্যগণের সুমহৎ যুদ্ধও হইল।

সংশপ্তক সংগ্রামে ত্রিপঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাপ্ত॥৫৩॥



সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কর্ণ, উলূক, শকুনি, রাজা দুর্য্যোধন ও তাঁহার সহোদর সকল, সাগরে নিমজ্জমানা নৌকার ন্যায়, বাহিনীকে পাণ্ডুপুত্র-ভয়ে পীড়িতা ও অবসন্না হইতে দেখিয়া বেগে তাহার উদ্ধারের উপক্রম করিলেন। হে ভারত! অনন্তর মুহূর্ত্ত কাল ভীরুগণের ত্রাস ও শূর সকলের হর্ষবর্দ্ধনকারী ঘোরতর যুদ্ধ হইল। কৃপাচার্য্য-কর্তৃক বিমুক্ত শরবর্ষণ সকল সমরে শলভ-সমূহের ন্যায় সৃঞ্জয়গণকে আচ্ছন্ন করিল। অনন্তর শিখণ্ডী ক্রুদ্ধ হইয়া কৃপাচার্য্যের প্রতি সত্বর ধাবিত হইলেন এবং সেই দ্বিজপুঙ্গবের চতুর্দ্দিকে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাস্ত্রবেত্তা কৃপাচার্য্য সেই শরবর্ষণ সংহার করিয়া ক্রোধাক্রান্ত হইয়া সমরে শিখণ্ডিকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে শিখণ্ডীও কুপিত হইয়া সংগ্রামে কঙ্কপত্র-ভূষিত অবক্রগামী সপ্ত শর-দ্বারা কৃপাচার্য্যকে অতিশয় বিদ্ধ করিলেন। সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ মহারথ কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীর সুতীক্ষ্ণ শর-সমূহে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া তাঁহারে অশ্ব সারথি ও রথ-শূন্য করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহারথ শিখণ্ডী হয়-হীন রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি সত্বর প্রধাবিত হইলেন। কৃপাচার্য্য তাঁহাকে দ্রুতবেগে আসিতে দেখিয়া সমরে সন্নত-পর্ব্ব শর-সমূহ-দ্বারা যে সহসা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন, তাহা অদ্ভুত ব্যাপারের ন্যায় হইল। হে রাজন্! তথায় আমরা জলোপরি শিলা সকলের সন্তরণের ন্যায় আরও এই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিলাম যে, শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া শিখণ্ডী নিশ্চেষ্টভাবে রণস্থলে দণ্ডায়মান রহিলেন। হে নৃপবর! মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডিকে কৃপাচার্য্য-শরে আচ্ছাদিত দেখিয়া কৃপের প্রতি শীঘ্র গমন করিলেন। অনন্তর মহারথ কৃতবর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে কৃপের রথের দিকে যাইতে দেখিয়া দ্রুতবেগে তাঁহারে আক্রমণ করিলেন। পরে যুধিষ্ঠির পুত্র ও সৈন্যগণের সহিত মিলিয়া কৃপের রথের নিকটে আসিতেছিলেন, পথি-মধ্যে অশ্বত্থামা যাইয়া তাঁহারে নিবারিত করিলেন। মহারথ নকুল ও সহদেবও ত্বরান্বিত হইয়া আসিতেছিলেন, রাজা দুর্য্যোধন

বাণ বর্ষণে বারিত করত তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। হে ভারত! সূর্য্যনন্দন কর্ণও ভীমসেনকে এবং করূষ কৈকয় ও সৃঞ্জয়গণকে যুদ্ধে নিবারিত করিলেন। অনন্তর শরদ্বৎপুত্র কৃপাচার্য্য ত্বরাযুক্ত হইয়া সংগ্রামে শিখণ্ডিকে যেন দগ্ধ করিবার অভিলাষে তাঁহার প্রতি শর-সমূহ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। শিখণ্ডী খড়্গখানি ঘূর্ণায়মান করত আস্ফালিত করিয়া কৃপাচার্য্য-কর্ত্তৃক সর্ব্ব দিকে প্রেরিত সেই স্বর্ণ-ভূষিত সায়ক-সমস্ত বারংবার ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পরে কৃপাচার্য্য শর-সমূহদ্বারা শিখণ্ডীর শত-চন্দ্রভূষিত চর্ম্মখানি শীঘ্র ছিন্নভিন্ন করিলেন। তাহাতে সকলে কোলাহল ধ্বনি করিয়া উঠিল। হে মহারাজ! শিখণ্ডী চর্ম্ম-বিহীন হইয়া খড়্গ হস্তে করিয়া কৃপ-সমীপে প্রধাবিত হইলেন। তখন, আতুর ব্যক্তি যেমন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তদ্রূপ তিনি কৃপাচার্য্যের বশতাপন্ন হইয়া পড়িলেন।

হে রাজন্! চিত্রকেতুর পুত্র সুকেতু কৃপাচার্য্যের শরজালে আচ্ছন্ন মহাবল শিখণ্ডীর নিকটে সত্বর গমন করিলেন। সেই অমেয়াত্মা বীরবর, গোতমবংশধর কৃপাচার্য্যকে সমরে বহুতর শাণিত শরনিকরে সমাকীর্ণ করত তদীয় রথের প্রতি প্রধাবিত হইলেন। হে নৃপসত্তম! শিখণ্ডী অনুষ্ঠিত-ব্রহ্মচর্য্য কৃপাচার্য্যকে সুকেতুর সহিত সমরে সমাসক্ত হইতে দেখিয়া অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর সুকেতু কৃপাচার্য্যকে প্রথমত নব শরে বিদ্ধ করিলেন। হে আর্য্য! তৎপরে তিনি তাঁহার ধনুঃশর ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার সারথির মর্ম্মস্থান সকলেতেও শর-দ্বারা অত্যন্ত তাড়ন করিলেন। তাহাতে কৃপাচার্য্য ক্রোধাক্রান্ত হইয়া অপর এক সুদৃঢ় নূতন শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক ত্রিংশৎ শায়কে সুকেতুর সমুদয় মর্ম্মস্থান আহত করিলেন। শরাঘাতে সুকেতুর সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইল। তিনি, ভূমিকম্পে বৃক্ষ যেমন অত্যন্ত কম্পিত হইয়া পতিত হয়, সেইরূপ উৎকৃষ্ট রথোপরি পতিত হইলেন। তাঁহার বিচলিত হইবার সময়ে কৃপাচার্য্য ক্ষুরপ্রাস্ত্রদ্বারা তদীয় দেহ হইতে উজ্জ্বল-কুণ্ডলালঙ্কৃত, উষ্ণীষভূষিত, শিরস্ত্রাণ-সমন্বিত মস্তকটি নিপাতিত করিলেন। হে অচ্যুত! শ্যেনপক্ষি-কর্ত্তৃক উৎক্ষিপ্ত আমিষের ন্যায় সেই মস্তক ভূমিতলে পতিত হইল, তাহার পর তাঁহার শরীরটিও বসুধা স্পর্শ করিল। মহারাজ! সুকেতু নিহত হইলে তাঁহার সেই অগ্রগামী সৈন্য সকল ত্রাসযুক্ত হইয়া সংগ্রামে কৃপাচার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে রাজেন্দ্র! এদিকে কৃতবর্ম্মা মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমরে পরিবারিত করিয়া হর্ষাবিষ্ট-চিত্তে "স্থির হও স্থির হও" এই কথা বলিতে এবং সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। আমিষের নিমিত্ত ক্রোধান্বিত শ্যেনপক্ষি-দ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হয়, সংগ্রামে কৃতবর্ম্মা ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই যুদ্ধ তদ্রূপ তুমুল হইয়া উঠিল। ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরে কুপিত হইয়া হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মাকে পীড়িত করত তাঁহার বক্ষঃস্থলে নব শর নিক্ষিপ্ত করিলেন। কৃতবর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন-কর্ত্তৃক সমরে দৃঢ়রূপে আহত হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার রথ-সহ অশ্বগণকে শায়ক-সমূহে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। হে রাজন্! ধৃষ্টদ্যুম্ন রথের সহিত আচ্ছাদিত হইয়া, সজল-জলদজাল সমাচ্ছন্ন প্রভাকরের ন্যায় আর কাহারও দৃষ্টিগোচর হইলেন না। সেই সেনাপতি পাঞ্চাল-তনয় ক্ষত বিক্ষত হইয়া কনকভূষণ বাণগণ-দ্বারা কৃতবর্ম্মার সেই শর সমস্ত অপাস্ত করিয়া দিয়া রণাঙ্গনে বিরাজমান হইতে লাগিলেন। তিনি ক্রোধাক্রান্ত হইয়া কৃতবর্ম্ম-সন্নিধানে আগমন-পূর্ব্বক সুদারুণ শস্ত্রবৃষ্টির সৃষ্টি করিলেন। কৃতবর্ম্মা সেই সুদারুণ শস্ত্র সমূহকে সংগ্রামে সহসা সমাগত হইতে দেখিয়া অনেক সহস্র শর-দ্বারা তৎসমুদয় ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সমরে দুরাসদ শর-বর্ষণ নিবারিত হইল দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃতবর্ম্মার

অভিমুখে ধাবিত হইয়া তাঁহারে বারিত করিলেন এবং তীক্ষ্ণধার ভল্ল-দ্বারা তাঁহার সারথিকে বলপূর্ব্বক শমন-সদনে প্রেরণ করিয়া দিলেন। সারথি নিহত হইয়া রথ হইতে পতিত হইল। বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরে মহাবল শত্রুকে পরাজিত করিয়া অবিলম্বে কৌরবগণকে শরজালে সমাচ্ছাদিত করিলেন। অনন্তর আপনকার সেই যোধগণ ঘোরতর সিংহনাদ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

সঙ্কুল-যুদ্ধে চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥



সঞ্জয় কহিলেন, অস্ত্রবেত্তা অশ্বত্থামা যুধিষ্ঠিরকে শৌর্য্য-সম্পন্ন সাত্যকি ও দ্রৌপদী-কুমারগণ-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে বিবিধ প্রকার গতি, শিক্ষা ও লঘুহস্ততা প্রদর্শন-পূর্ব্বক শিলা-শাণিত সুবর্ণপুঙ্খ ভয়ঙ্কর শর-নিকর বিকীর্ণ করিতে করিতে অভিধাবিত হইলেন, পরে দিব্যাস্ত্র-মন্ত্রিত শায়ক-সমূহ বর্ষণে আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ করত সমরে যুধিষ্ঠিরকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণ-তনয়ের শরজালে সমুদয় আচ্ছন্ন হওয়ায় কিছুই আর জ্ঞান-গোচর হইল না। সেই বিস্তীর্ণ সমর-ক্ষেত্র যেন বাণময় হইয়া উঠিল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সুবর্ণজাল-বিভূষিত শরজাল গগণতল আচ্ছন্ন করিয়া বিস্তারিত চন্দ্রাতপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। আকাশমণ্ডল প্রদীপ্ত শরজালে আবৃত হইলে তথায় যেন মেঘমণ্ডলের ছায়া হইয়া পড়িল। হে রাজন্! তৎকালে আমরা এই আশ্চর্য্য দেখিলাম যে, গগণতল তাদৃশ বাণময় হইলে কোন অন্তরীক্ষচর প্রাণী মহীতলে গতিবিধি করিতে পারিল না। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সাত্যকি ও অন্যান্য সৈন্যগণ প্রযত্নপরায়ণ হইয়াও পরাক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেন না। মহারাজ! মহারথেরা তথায় দ্রোণ-তনয়ের বিক্রম বিলোকন করিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন। সমুদয় নৃপগণ সেই প্রভাকর-সদৃশ প্রতাপশালী শূরবরের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেই পারিলেন না।

অনন্তর সৈন্যগণ বধ্যমান হইতে থাকিলে, মহারথ দ্রৌপদী-তনয়গণ, সাত্যকি, ধর্ম্মরাজ ও পাঞ্চাল-সকল একত্র মিলিত হইয়া মৃত্যুভয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভয়াবহ দ্রোণ-পুত্রের প্রতি ধাবমান হইলেন। সাত্যকি সপ্তবিংশতি শিলীমুখে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সুবর্ণ-বিভূষিত সপ্ত নারাচ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। যুধিষ্ঠির ত্রিসপ্ততি শরে, প্রতিবিন্ধ্য সপ্ত শায়কে, শ্রুতকর্ম্মা বাণ-ত্রয়ে, শ্রুতকীর্ত্তি সপ্ত বিশিখে, সুতসোম নব নারাচে, শতানীক সপ্ত শিলীমুখে এবং অন্যান্য বহুসংখ্য শূরগণ সর্ব্ব দিক্ হইতে তাঁহারে ভূরি ভূরি শরে বিদ্ধ করিলেন। হে মহারাজ! তাহাতে অশ্বত্থামা একান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া আশীবিষ-সদৃশ গর্জ্জন করিতে করিতে সাত্যকিকে শিলা-শাণিত পঞ্চবিংশতি শিলীমুখ-দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিলেন এবং শ্রুতকীর্ত্তিকে নব শরে, সুতসোমকে পঞ্চ বাণে, শ্রুতকর্ম্মাকে অষ্ট বিশিখে, প্রতিবিন্ধ্যকে শায়ক-ত্রয়ে, শতানীককে নব শিলীমুখে, ধর্ম্ম-পুত্রকে পঞ্চ নারাচে ও অপরাপর শূর সকলের প্রত্যেককে দুই দুই শরে তাড়িত করিয়া পরিশেষে শাণিত শর-নিকর প্রহারে শ্রুতকীর্ত্তির শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহারথ শ্রুতকীর্ত্তি অপর এক শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক দ্রোণ-নন্দনকে প্রথমে শর-ত্রয়ে পরে নিশিত শায়ক-সমূহে বিদ্ধ করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ মহারাজ! তদনন্তর অমেয়াত্মা অশ্বত্থামা বাণ-বর্ষণ-দ্বারা সেই সৈন্যগণের সর্ব্ব দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তিনি অবলীলাক্রমে ধর্ম্মরাজের শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক তাঁহারে শরত্রয়ে বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! তাহার পর ধর্ম্মনন্দন অন্য এক মহাচাপ গ্রহণ করিয়া সপ্ততি শায়ক-দ্বারা দ্রোণ-পুত্রের বাহু-দ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন।

অনন্তর সাত্যকি ক্রোধ-পরবশ হইয়া সুতীক্ষ্ণ

Digitized by Google

অর্দ্ধচন্দ্র বাণ-দ্বারা সমরে প্রহারকারী দ্রোণ-তনয়ের শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক অতিশয় নিনাদ করিতে লাগিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! শক্তিশালীদিগের অগ্রগণ্য প্রতাপবান্ অশ্বত্থামা ছিন্নধন্বা হইয়া শক্তি প্রহারে সাত্যকির সারথিকে অবিলম্বে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন; পরে অন্য এক কার্ম্মুক লইয়া শর বর্ষণ-দ্বারা সাত্যকিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। রথের সারথি সমরে নিপাতিত হইলে শিনিনন্দনের অশ্বগণ পলায়িত হইয়া ইতস্তত ধাবিত হইতে দৃষ্ট হইল। এদিকে যুধিষ্ঠিরের অগ্রযায়ী যোধগণ শাণিত শর-সমূহ বর্ষণ করিতে করিতে সকল-শস্ত্রধারিপ্রবর অশ্বত্থামার অভিমুখে বেগে ধাবমান হইল। বৈরি-তাপন দ্রোণ-নন্দন সেই ক্রোধপরীত-মূর্ত্তি যোধগণকে মহাসমরে সমাগত হইতে দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে প্রতিগ্রহ করিলেন। অনন্তর, অগ্নি যেমন বন-মধ্যে শুষ্ক তৃণ দহন করে, সেইরূপ শর-রূপ শত-জ্বালা-বিশিষ্ট অগ্নিরূপ মহারথ অশ্বত্থামা সংগ্রামে সেনা-রূপ শুষ্ক তৃণ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! তিমি যেমন নদীমুখ বিলোড়িত করে, তদ্রূপ দ্রোণপুত্র স্বীয় প্রতাপ-সহকারে পাণ্ডু-পুত্রের সেই বল-সকলকে বিক্ষুব্ধ করিয়া ফেলিলেন। হে মহারাজ! তৎকালে সকলে অশ্বত্থামার পরাক্রম দর্শনে পাণ্ডব-পক্ষীয় বীর-সমুদয়কে তৎকর্ত্তৃক নিহত বলিয়াই জ্ঞান করিল। অনন্তর যুধিষ্ঠির রোষ ও অমর্ষে পরিপূর্ণ হইয়া সত্বরভাবে মহারথ অশ্বত্থামাকে বিদ্রূপ করত কহিলেন, অহে পুরুষশার্দ্দূল! তুমি যখন অদ্য আমাকেই নিহত করিবার অভিলাষ করিতেছ, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তোমার অন্তঃকরণে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার লেশমাত্র নাই। ব্রাহ্মণ দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা করিবেন, আর ক্ষত্রিয়েরা ধনুক ধরিবেন, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম; সেই ধর্ম্মের বিপরীত আচরণ করায় তুমি নামে মাত্র ব্রাহ্মণ, কার্য্যে নহ। হে মহাবাহো! তোমার সমক্ষেই আমি কৌরবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিব; তুমি যে ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রাহ্য নহ তাহাতে সন্দেহ নাই, অতএব সাধ্যানুসারে সমরোচিত কর্ম্ম কর।

হে মহারাজ! যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে পর অশ্বত্থামা যেন ঈষৎ হাস্য করিলেন; যুধিষ্ঠিরের বাক্য যে যুক্তিযুক্ত ও যথার্থ, তাহা সম্যক্-রূপে চিন্তা করিয়া আর কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না। কোন কথা না বলিয়া তিনি পরিশেষে ক্রোধাবিষ্ট কৃতান্তের প্রজাকুল-পীড়নের ন্যায় পাণ্ডু-নন্দনকে শর-সমূহ বর্ষণ-দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। হে আর্য্য! যুধিষ্ঠির দ্রোণ-পুত্র-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শর-নিকরে আচ্ছন্ন হইয়া তখন মহতী চমূ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শীঘ্রই তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির রণস্থল হইতে প্রস্থিত হইলে পর সেই মহামনা দ্রোণ-তনয় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির মহারণে অশ্বত্থামাকে পরিত্যাগ করিয়া ক্রূরকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে স্থিরচিত্ত হইয়া স্বীয় সৈন্যগণ-সমীপে গমন করিলেন।

যুধিষ্ঠির-পলায়নে পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৫ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, সূর্য্যনন্দন কর্ণ পাঞ্চাল, চেদি ও কৈকেয়-সৈন্যগণে পরিবৃত ভীমসেনকে স্বয়ং নিবারিত করিয়া শায়ক-সমূহ-দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন; পরে ভীমসেনের সাক্ষাতেই সমরে মহারথ চেদি, করূষ ও সৃঞ্জয়গণকে নিহত করিতে লাগিলেন। অনন্তর বৃকোদর রথসত্তম কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া শুষ্ক তৃণ-মধ্যে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় কৌরব-সৈন্য-মধ্যে প্রস্থান করিলেন। এদিকে কর্ণও সমরে মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল, কেকয় ও সৃঞ্জয় সৈন্যগণকে সহস্র সহস্র-সংখ্যায় নিহত করিতে থাকিলেন। এইরূপে ধনঞ্জয় সংশপ্তক-সৈন্য-মধ্যে, ভীমসেন কৌরব-সেনা-মধ্যে এবং মহারথ কর্ণ পাঞ্চাল যোধ-

Google

গণ-মধ্যে বহুতর সৈন্য ক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে রাজন্! আপনকার কুমন্ত্রণায় সেই ক্ষত্রিয়গণ সংগ্রামে ঐ অনল-তুল্য বীর-ত্রয়-কর্তৃক দহ্যমান হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র! অনন্তর আপনকার পুত্র অপরিমিত-বলশালী দুর্য্যোধন ক্রোধাসক্ত হইয়া নকুলকে ও তাঁহার অশ্ব-চতুষ্টয়কে নব শরে বিদ্ধ করিলেন; পরে পুনরায় ক্ষুর-নামক অস্ত্রাঘাতে সহদেবের কাঞ্চনময় ধ্বজ-দণ্ড ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে নকুল ক্রুদ্ধ হইয়া সমরে আপনকার পুত্রকে একবিংশতি শরে আহত করিলেন এবং সহদেবও তাঁহার প্রতি পঞ্চ বাণ নিক্ষিপ্ত করিলেন। হে রাজন্! তখন দুর্য্যোধন নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া পঞ্চ পঞ্চ শর প্রহারে সেই সর্ব্বধনুর্দ্ধর-প্রবর ভরতশ্রেষ্ঠ যমজ ভ্রাতৃ-যুগলের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন; পরে অপর দুই ভল্ল-দ্বারা সহসা তাঁহাদিগের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং একবিংশতি শরাঘাতে পুনরায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন। সেই শূর-দ্বয় ইন্দ্রচাপ-সদৃশ সুদৃশ্য অপর উৎকৃষ্ট শরাসন-যুগল গ্রহণ করিয়া যুদ্ধস্থলে দেবপুত্র-যুগলের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। হে নৃপ! অনন্তর সেই সমর-সমুৎসুক ভ্রাতৃদ্বয়, ভূধরোপরি বর্ষণকারী মহামেঘ-যুগলের ন্যায়, ভ্রাতার প্রতি ঘোরতর শায়ক-সমূহ বর্ষণ করিতে থাকিলেন। মহারাজ! আপনকার পুত্র মহারথ দুর্য্যোধন তাহাতে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া সেই মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডু-নন্দন-যুগলকে বাণজালে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে ভারত! সংগ্রামে তাঁহার কেবল মণ্ডলাকার শরাসন এবং সর্ব্ব দিকে বিনিঃসৃত শায়ক-সমস্ত বিলোকিত হইতে লাগিল। গগণে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন প্রভাহীন হন, সেইরূপ দুর্য্যোধনের শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া নকুল ও সহদেব প্রকাশশূন্য রহিলেন। মহারাজ! সেই শিলাশাণিত সুবর্ণপুঙ্খ বাণ সমস্ত তৎকালে প্রভাকরের কিরণ-সমূহের ন্যায়, দশ দিক্ আচ্ছাদিত করিল। সেইরূপে সমুদয় বাণময় এবং গগণতল আচ্ছন্ন হইলে পর নকুল-সহদেবের মূর্ত্তি সাক্ষাৎ কালান্তক যম-তুল্য দৃষ্ট হইতে লাগিল। পরন্তু মহারথেরা আপনকার পুত্রের সেই পরাক্রম দেখিয়া মাদ্রী-তনয়-দ্বয়কে মৃত্যু-সমীপে উপনীত বলিয়াই অবধারণ করিলেন।

হে রাজন্! অনন্তর যুধিষ্ঠিরের সেনাপতি মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন, যে স্থানে রাজা সুযোধন সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিলেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন; পরে শৌর্য্য-সম্পন্ন মহারথ নকুল সহদেবকে অতিক্রম করিয়া অবিশ্রান্ত শর-বর্ষণে আপনকার পুত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। অত্যন্ত অসহনশীল অমেয়াত্মা পুরুষপ্রধান দুর্য্যোধনও অবলীলাক্রমে সেই পাঞ্চাল-তনয়কে পঞ্চবিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন; পরে অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার পঞ্চষষ্টি শায়কে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। হে আর্য্য! অনন্তর রাজা সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রাস্ত্র-দ্বারা সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নের শর, শরাসন ও অঙ্গুলিত্রাণ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। শত্রুতাপন পাঞ্চালরাজ-নন্দন সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ করিয়া বেগে অপর এক ভার-সহ নূতন কার্ম্মুক গ্রহণ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্ষত বিক্ষত দেহ, সুতরাং ক্রোধে লোহিত-নেত্র হইয়া বেগভরে যেন প্রজ্বলিত হইতে হইতে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত হইলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তিনি দুর্য্যোধনের বধেচ্ছু হইয়া গর্জ্জনকারী পন্নগ-সদৃশ পঞ্চদশ নারাচ নিক্ষিপ্ত করিলেন। কঙ্ক ও ময়ূরের পুচ্ছে সুসজ্জিত সেই শিলাশাণিত নারাচ-নিচয় রাজার স্বর্ণময় বর্ম্ম ভেদ করিয়া বেগে বসুধা-গর্ভে প্রবিষ্ট হইল। মহারাজ! আপনকার পুত্র অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া বসন্তকালে বিকসিত সুমহান্ কিংশুক তরুর ন্যায় অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি নারাচ প্রহারে ছিন্নবর্ম্মা ও জর্জ্জরিত-দেহ হইয়া ক্রোধভরে একটা ভল্ল-দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের

কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে রাজন্! অনন্তর মহীপতি সত্বর হইয়া দশ শর প্রহারে সেই ছিন্নধন্বা পাঞ্চাল-তনয়কে জ্রযুগলের মধ্যস্থলে আহত করিলেন। মধুলিপ্সু মধুকরেরা যেমন প্রফুল্ল-পঙ্কজের শোভা উৎপাদন করে, তদ্রূপ কর্ম্মকার-পরিমার্জ্জিত সেই ভল্ল-সকল ধৃষ্টদ্যুম্নের মুখমণ্ডল সুশোভিত করিল। মহামনা দ্রুপদ-নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই ছিন্নচাপ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বেগে অন্য এক শরাসন ও ষোড়শ ভল্ল গ্রহণ করিলেন। তন্মধ্যে পঞ্চ ভল্ল-দ্বারা তিনি দুর্য্যোধনের অশ্ব-চতুষ্টয় ও সারথিকে বিনষ্ট করিয়া এক ভল্লে তাঁহার সুবর্ণ-পরিষ্কৃত শরাসন ছেদন করিলেন এবং অবশিষ্ট দশ ভল্ল-সহকারে তাঁহার পরিচ্ছদ-সহ রথ, ছত্র, শক্তি, খড়্গ, গদা ও ধ্বজদণ্ড ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সমুদয় নরাধিপেরা দেখিলেন, কুরুপতির সুবর্ণাঙ্গদ-বিভূষিত সুদৃশ্য মণিময় মনোহর নাগ-ধ্বজ ছিন্ন হইয়া পড়িল। হে ভরত-কুল-তিলক মহীপাল! দুর্য্যোধন সমরে বিরথ হইলে এবং তাঁহার সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র ছিন্ন হইয়া গেলে তদীয় সহোদর ভ্রাতৃগণ তাঁহারে প্রযত্ন-সহকারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। দণ্ডধার তদবস্থাপিত নরপতিকে রথোপরি আরোহণ করাইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের সাক্ষাতেই রণ-স্থল হইতে শীঘ্র লইয়া গেলেন।

এদিকে মহাবল কর্ণ সমরে সাত্যকিকে জয় করিয়া রাজার রক্ষণাভিলাষে দ্রোণ-হন্তা প্রখর-শরশালী ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সাত্যকিও সত্বর হইয়া তাঁহারে শর-সমূহে নিপীড়িত করত পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কোন মাতঙ্গ যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের জঘনোপান্তে দন্ত-যুগল-দ্বারা আঘাত করিতে করিতে যায়, কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে সাত্যকির গমন করাও তদ্রূপ হইল। হে ভারত! কর্ণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যে ত্বদীয় সুমহাত্মা যোধগণের সেই মহাযুদ্ধ অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। কর্ণ যখন ত্বরান্বিত হইয়া পাঞ্চালদিগের অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন আমাদিগের কি পাণ্ডব-পক্ষের কোন যোদ্ধাকেই পরাঙ্মুখ হইতে দেখা যায় নাই। হে নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ! মধ্যাহ্ন-কালের সেই অশুভ ক্ষণে উভয় পক্ষেরই বহুসংখ্য মনুষ্য হস্তী ও অশ্বগণের বিধ্বংস উপস্থিত হইল। তৎকালে পাঞ্চালেরা বিজয়াভিলাষী হইয়া, বিহঙ্গগণ যেমন বৃক্ষের নিকটে যায়, সেইরূপ সকলেই কর্ণের অভিমুখে সত্বর প্রধাবিত হইল। অধিরথ-তনয় কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাদৃশ যত্নপরায়ণ সেই মনস্বী বীরদিগকে বাণাগ্র-দ্বারা যেন সমাকীর্ণ করত ব্যাঘ্রকেতু, সুশর্ম্মা, চিত্র, উগ্রায়ুধ, জয়, শুক্র, রোচমান ও দুর্দ্ধর্ষ সিংহসেনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই বীরেরা সায়ক-সমূহ-বিসর্জ্জনকারী ক্রোধপরীত সমর-শোভী নরোত্তম কর্ণকে রথ-নিকরে পরিবেষ্টিত করিল। মহারাজ! মনুজশ্রেষ্ঠ প্রতাপবান্ রাধা-তনয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত সেই অষ্ট শূর পুরুষকে অষ্ট-সংখ্য শাণিত শায়ক-দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বিমর্দ্দিত করিলেন; অনন্তর অপর বহুসহস্র যুদ্ধ-বিশারদ যোধগণকে নিহত করিয়া ফেলিলেন। হে রাজন্! তিনি অতিমাত্র ক্রোধান্বিত হইয়া সমরে অর্জ্জুন-তুল্য-কর্ম্মকারী মহারথ জিষ্ণু, দেবাপি, ভদ্র, দণ্ড, চিত্র, চিত্রায়ুধ, হরি, সিংহকেতু, রোচমান ও শলভকে এবং চেদিদিগেরও মহারথগণকে নিপাতিত করিলেন। কর্ণ যখন তাহাদিগের প্রাণ হরণ করেন, তখন রক্তাক্ত-কলেবর রুদ্রদেবের ন্যায় তাঁহার শরীরটি অতিশয় উগ্র ও তেজঃপুঞ্জ হইয়াছিল। হে ভারত! তৎকালে মাতঙ্গগণ কর্ণ-নিক্ষিপ্ত শর-সমূহে তাড়িত ও ভীত হইয়া রণস্থলে অতিশয় আকুলভাব বিস্তার করত সর্ব্ব দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। অপর কতকগুলি হস্তী কর্ণ-শায়কে তাড়িত হইয়া বিবিধ প্রকারে নিনাদ করত বজ্র-বিদারিত পর্ব্বত সকলের ন্যায় পৃথিবীতলে পতিত হইল। কর্ণ যে পথে গমন করিতেছিলেন, তথাকার ভূভাগ, সর্ব্ব দিকে নিপতিত বহু সংখ্য অশ্ব

Digitized by Google

গজ রথ ও মনুষ্যগণ-দ্বারা সমাস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। সমরে সূতনন্দন যাদৃশ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, ভীষ্ম, দ্রোণ বা আপনকার অন্য কোন যোধগণ, কেহই তাদৃশ ভয়াবহ কর্ম্ম করিতে পারেন নাই। হে নর-ব্যাঘ্র! তিনি নরাশ্ব রথ কুঞ্জর-নিকরে অত্যন্ত বি-মর্দ্দন করিয়াছিলেন। সিংহকে যেমন মৃগযূথ-মধ্যে নির্ভয়-চিত্তে বিচরণ করিতে দেখা যায়, কর্ণ পা-ঞ্চালগণের মধ্যে সেইরূপ অকুতোভয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কেশরী যেমন হরিণ সকলকে ত্রাসযুক্ত করিয়া দশ দিকে ধাবমান করে, কর্ণ পাঞ্চালদিগের রথ-সমুদায়কে তদ্রূপ বিদ্রাবিত করি-লেন। মৃগেরা যেমন সিংহের মুখে পড়িয়া কখনই জীবিত থাকে না, সেইরূপ মহারথগণ কর্ণের সন্নি-হিত হইয়া আর জীবিত রহিল না। হে ভারত! মনুষ্যগণ যেমন প্রজ্বলিত হুতাশনে পতিত হইয়া দগ্ধ হয়, সেইরূপ সৃঞ্জয়েরা সমরে কর্ণানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। কর্ণ আপনার নাম শুনাইয়া একাকী পাঞ্চাল ও চেদিদিগের মধ্যে শূর-সম্মত বহুল যোধগণকে নিহত করিলেন। হে রাজন্! কর্ণের বিক্রম দেখিয়া আমার এরূপ মনে হইল, পাঞ্চালদিগের মধ্যে এক জনও সমরে জীবিত থাকিতে অধিরথ-তনয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হইবে না।

সূতনন্দন যখন মহারণে পুনঃপুন পাঞ্চাল সৈন্য-গণকে নিহত করিতে লাগিলেন, তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তদ্দর্শনে একান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। হে আর্য্য! তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদী-তনয়গণ ও অন্যান্য শত শত ব্যক্তিও অমিত্রহন্তা কর্ণকে পরিবেষ্টিত করিলেন। শিখণ্ডী, সহদেব, নকুল, নকুল-নন্দন, জনমেজয়, সাত্যকি ও বহু-সংখ্য প্রভদ্রক সৈন্য, অমিততেজস্বী এই সমস্ত বীরগণ সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নের অগ্রসর হইয়া কর্ণের প্রতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করত বিরাজিত হইলেন। পন্নগগণের প্রতি আক্রমণকারী গরুড়ের ন্যায়, কর্ণ একাকী যুদ্ধস্থলে সেই বহুসংখ্য চেদি পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের প্রতি আক্রমণ করিলেন। মহারাজ! পূর্ব্বে দানবগণের সহিত দেবতাদিগের যাদৃশ যুদ্ধ হইয়াছিল, উক্ত বীরবর্গের সহিত কর্ণের তাদৃশ ঘোরতর সমর হইল। দিবাকর যেমন অন্ধ-কার নষ্ট করেন, তদ্রূপ কর্ণ একাকী শর-সমূহ-বর্ষণকারী সেই সমবেত মহাধনুর্দ্ধরগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন।

রাধেয় পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে সংসক্ত হইলে, ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যমদণ্ড-সদৃশ শর-সমূহ-বর্ষণে কৌরবগণকে নিহত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই মহাধনুর্দ্ধর একাকী সংগ্রামে বাহ্লীক কেকয় মৎস্য বসাতি মদ্র ও সিন্ধুদেশীয় সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করত বিস্তর শোভা পাইলেন। ঐ যুদ্ধে হস্তা-রোহী গজগণ ভীমসেনের নারাচ-নিচয়ে মর্ম্মস্থানে তাড়িত হইয়া পতিত হইতে হইতে মেদিনীমণ্ডল-কে কম্পিত করিতে লাগিল। হতারোহ অশ্বগণ ও পত্তি-সকল বিদারিত-দেহ ও গতপ্রাণ হইয়া অনবরত রুধির বমন করত সমর-শয্যায় শয়ন করিতে থাকিল। সহস্র সহস্র রথী ভীম-ভয়ে পতিতায়ুধ ও গতাসু হইয়া ক্ষত বিক্ষত-শরীরে ক্ষিতিতলে পতিত রহিয়াছে, দৃষ্ট হইল। ভীম-সেনের শরাঘাতে ছিন্ন-দেহ বহুসংখ্য রথী, সাদী, সারথি, পদাতি ও গজ-বাজিগণ-দ্বারা বসুধাতল আচ্ছন্ন হইল। হে রাজন্! দুর্য্যোধনের সেই সমু-দয় বল ভীমসেন-ভয়ে বিহ্বল, নিরুৎসাহ ও বিদীর্ণ-দেহ হইয়া যেন স্তম্ভিতভাবে অবস্থিত রহিল। সেই মহারণে চেষ্টা-শূন্য হইয়া কুরু-সৈন্য নিতান্ত দৈন্য-দশাপন্ন বলিয়া প্রতীত হইল। হে রাজেন্দ্র! যে কালে জল নির্ম্মল থাকে, তখন সাগর যেমন নিশ্চল হয়, আপনকার সেই বল তদ্রূপ নিশ্চলভাবে অব-স্থিতি করিতে লাগিল। দুর্য্যোধনের সেই ক্রোধ-বীর্য্যবল-সমন্বিত প্রভূত সৈন্য তৎকালে দর্প হইতে ভ্রংশিত হওয়ায় প্রভা-শূন্য হইয়া পড়িল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত উভয় সৈন্য রুধির-

Digitized by Google

ধারায় পরিপ্লুত ও আর্দ্র হইল, তথাপি পরস্পর হতাহত করত পরস্পর সন্নিধানে গমন করিতে লাগিল। রণস্থলে এক দিকে ক্রোধ-পরবশ সূত-নন্দন পাণ্ডবদিগের বাহিনীকে এবং অন্য দিকে ভীমসেন কুরু-সৈন্য সকলকে বিদ্রাবিত করত বিস্তর শোভা পাইতে লাগিলেন।

সেইরূপ অদ্ভুত-দর্শন ঘোরতর প্রচণ্ড সংগ্রাম হইতে থাকিলে, বিজয়িশ্রেষ্ঠ অর্জুন বাহিনী-মধ্যে বহুসংখ্য সংশপ্তকগণকে নিহত করিবার পর বাসুদেবকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে জনার্দন! যে সৈন্যের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহা ত এই প্রভগ্ন হইল। ঐ দেখ, মৃগগণ যেমন সিংহ-শব্দ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করে, সেইরূপ সংশপ্তক মহারথেরা আমার বাণ-সকল সহিতে না পারিয়া স্বগণ-সমভিব্যাহারে পলায়ন করিতেছে। মহারণে সৃঞ্জয়দিগের মহৎ সৈন্যও প্রভগ্ন হইতেছে। হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, ধীমান্ কর্ণ রাজ-সৈন্য-মধ্যে বিচরণ করিতেছেন; তাঁহার হস্তিকক্ষা-চিহ্নিত রথকেতু বারংবার দৃষ্ট হইতেছে। আমাদিগের অন্য মহারথেরা সমরে কর্ণকে জয় করিতে সমর্থ নহেন। পরাক্রম বিষয়ে কর্ণ যেরূপ বীর্য্যবান্, তাহা তোমার বিদিত আছে। অতএব ঐ বীরপুরুষ যে স্থানে আমাদিগের বল সকল বিদ্রাবিত করিতেছেন, তথায় চল। হে কৃষ্ণ! এক্ষণে সংগ্রামে সংশপ্তকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মহারথ সূত-পুত্রের নিকটে যাও, ইহাই আমার অভিমত হইতেছে; সম্প্রতি তোমার যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই কর। অর্জুনের এই কথা শুনিয়া গোবিন্দ যেন হাস্য করত তাঁহারে কহিলেন, অর্জুন! তুমি অবিলম্বে কৌরবগণকে বিনষ্ট কর।

অনন্তর গোবিন্দ-পরিচালিত হংসবর্ণ হয়গণ কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বহন করত ত্বদীয় মহাসৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিল। কেশবের প্রেষিত সেই স্বর্ণ-ভূষিত শ্বেতবর্ণ অশ্ব সকল ত্বদীয় বল-মধ্যে প্রবেশ করাতে তাহার চতুর্দ্দিক্ ভগ্ন হইয়া পড়িল। সেই কপিধ্বজ রথ মেঘ-গর্জ্জন-তুল্য ঘোরতর নির্ঘোষ করত, বিমান যেমন আকাশ-পথে গমন করে, তদ্রূপ পতাকা উড্ডীন করিতে করিতে ত্বদীয় সেনার অভ্যন্তরে আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। সেই মহাদ্যুতি কেশব ও অর্জুন ভবদীয় মহাসৈন্য বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক রোষাবেশে লোহিত-নেত্র হইয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। যাজ্ঞিকেরা বিধি-পূর্ব্বক আহ্বান করিলে দেবশ্রেষ্ঠ অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেমন যজ্ঞস্থলে আগমন করেন, তদ্রূপ সেই সমরশৌণ্ড কেশবার্জুন সমাহূত হইয়া সমর-যজ্ঞে সমাগত হইলেন। সেই নরব্যাঘ্র-দ্বয় ক্রোধাক্রান্ত হইয়া, মহাবন-মধ্যে তল-শব্দে রোষাবিষ্ট মাতঙ্গ-যুগলের ন্যায়, বেগ-বিশিষ্ট হইলেন। অনন্তর অর্জুন রথ-সৈন্য ও অশ্ব-সমূহ বিলোড়ন করত, পাশ-হস্ত কৃতান্তের ন্যায়, সেনা-মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সংগ্রামে তাঁহাকে আপনকার সেনা-মধ্যে বিক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন পুনরায় সংশপ্তক-সৈন্যগণকে প্রেরণ করিলেন। মহারাজ! অনন্তর সংশপ্তক মহারথেরা এক সহস্র রথ, তিন শত হস্তী, চতুর্দ্দশ সহস্র তুরঙ্গ ও দুই লক্ষ বিখ্যাত লক্ষ্যবেধী শৌর্য্য-সম্পন্ন ধনুর্দ্ধারী পদাতিক সৈন্যের সহিত মহাসমরে সর্ব্ব দিক্ হইতে শর-সমূহ বর্ষণ-দ্বারা পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে সর্ব্বতোভাবে আচ্ছন্ন করত তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। পরবল-বিমর্দ্দনকারী ধনঞ্জয় সংগ্রামে শায়ক-সমূহে আচ্ছাদিত হইয়া আপনাকে পাশ-হস্ত অন্তকের সমান অতিশয় ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি দেখাইতে লাগিলেন এবং সংশপ্তক-সৈন্যগণের নিধন সাধন করত রমণীয়-দর্শন হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর কিরীটী বিদ্যুৎ-সদৃশ-প্রভাশালী স্বর্ণ-বিভূষিত বাণজালে সমুদয় আকাশমণ্ডল একরূপ আচ্ছন্ন করিলেন, যেন তাহাতে আর কিছুমাত্র

স্থান রহিল না। হে প্রভো! অর্জুন-ভুজ-নির্মুক্ত অনবরত সমাপতিত মহাশর-সমূহে সমস্ত নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া এরূপ প্রতীয়মান হইতে লাগিল, যেন ভুজঙ্গ-নিচয়ে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। ফলত মহাত্মা অর্জুন সর্ব্ব দিকেই সুবর্ণ-পুঙ্খ সুতীক্ষ্ণাগ্র সন্নতপর্ব্ব শর-সমস্ত নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন। তাঁহার তল-শব্দ শ্রবণে সকলে এইরূপ জ্ঞান করিল যে, মহীতল, আকাশমণ্ডল, দিক্-সকল সমুদ্র-সমুদয় অথবা পর্ব্বত-নিচয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল। মহারথ কুন্তী-তনয় সংশপ্তকদিগের দশ সহস্র সৈন্য নিহত করিয়া প্রপক্ষাভিমুখে সত্বর প্রধাবিত হইলেন এবং কাম্বোজদিগের পরিরক্ষিত সেই প্রপক্ষসৈন্যের সন্নিহিত হইয়া, বাসব যেমন দানব-দল দলন করিয়াছিলেন, সেইরূপ বল-পূর্ব্বক বাণ-সমূহ বর্ষণ-দ্বারা তাহাদিগকে প্রমথিত করিতে লাগিলেন। তিনি ভল্লপ্রহারে আততায়ী শত্রুগণের শস্ত্রযুক্ত পাণি, বাহু, জঙ্ঘা ও মস্তক-সমস্ত অবিলম্বে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাহারা নিরায়ুধ হইয়া ছিন্ন অঙ্গ ও অঙ্গাবয়ব-সকলের সহিত, প্রবল-বাতভগ্ন বহুশাখান্বিত বৃক্ষ-সমুদায়ের ন্যায়, ভূমিতলে পতিত হইল।

অর্জুন এইরূপে অশ্ব গজ রথ ও পদাতি-সমূহ সংহারে প্রবৃত্ত হইলে সুদক্ষিণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার প্রতি নিরন্তর শর-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তিনি শর-বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে ধনঞ্জয় অর্দ্ধচন্দ্র বাণদ্বয়-দ্বারা তাঁহার পরিঘ-তুল্য বাহু-যুগল এবং ক্ষুরবাণপ্রহারে পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ বদনান্বিত মস্তকটি ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তিনি নিহত ও অতিমাত্র রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া বাহন-পৃষ্ঠ হইতে বজ্র-বিদারিত মনঃশিলা শৈল-শিখরের ন্যায় পতিত হইলেন। দর্শকেরা সুদক্ষিণের সেই কনিষ্ঠ সহোদর উন্নত-দেহ কমল-নেত্র কাঞ্চন-স্তম্ভ-সদৃশ অতিশয় প্রিয়দর্শন কাম্বোজ-নন্দনকে বিদীর্ণ সুবর্ণ-শিখরীর ন্যায় নিপাতিত দেখিল।

অনন্তর পুনরায় অত্যন্ত অদ্ভুত ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল এবং সেই সংগ্রামে যাহারা যুদ্ধ করিতেছিল, তাহাদিগেরও নানা প্রকার অবস্থা ঘটিল। মহারাজ! তৎকালে কাম্বোজ, যবন ও শকদিগের অশ্বগণ অর্জুনের এক এক শরে নিহত ও রুধিরাক্ত হইতে থাকিলে সকল স্থান যেন রক্তময় হইল। রথ সকলের অশ্ব ও সারথি, অশ্ব ও গজ-সকলের আরোহী এবং মহামাত্র সকলের মাতঙ্গগণ অনবরত নিহত হইতে লাগিল; এইরূপে পরস্পর ঘোরতর জন-ক্ষয় করিল। বিজয়িশ্রেষ্ঠ সব্যসাচী ধনঞ্জয় সেই পক্ষ ও প্রপক্ষ নিহত করিতে থাকিলে অশ্বত্থামা, স্বকীয় কিরণধারী প্রভাকরের ন্যায়, ঘোরতর শর-নিকর ধারণ ও সুবর্ণ-বিভূষিত বিশাল শরাসন বিঘূর্ণিত করত তাঁহার নিকটে সত্বর ধাবমান হইলেন। মহারাজ! তিনি ক্রোধ ও অমর্ষভরে বিচলিত-মুখমণ্ডল ও লোহিত-নয়ন হইয়া, অন্তকালে কিঙ্করাখ্য দণ্ডধারী ক্রোধাক্রান্ত কৃতান্তের ন্যায়, বিরাজিত হইতে লাগিলেন; পরে উগ্রতর শর-সমূহ বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই নিক্ষিপ্ত-বিশিখপুঞ্জ-প্রহারে পাণ্ডবী সেনা পলাইতে লাগিল। হে রাজন্! তিনি রথস্থ বাসুদেবকে দেখিবামাত্র পুনরায় উগ্রতর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! দ্রৌণি-নিক্ষিপ্ত শায়ক সকল চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে থাকিলে, রথস্থিত কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় উভয়েই সম্পূর্ণ-রূপে আচ্ছাদিত হইলেন। অনন্তর প্রতাপবান্ অশ্বত্থামা তীক্ষ্ণতর শর-শত-দ্বারা মাধব ও পাণ্ডবকে সমরে চেষ্টা-শূন্য করিয়া ফেলিলেন। তখন স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদয় লোকই সেই চরাচরের রক্ষক-দ্বয়কে বাণজালে আচ্ছাদিত দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। অদ্য লোক সকলের কিরূপে মঙ্গল হইবে! এইরূপ চিন্তা করত সিদ্ধ ও চারণগণ সর্ব্ব দিক্ হইতে সমাপতিত হইতে থাকিল। হে রাজন্! কৃষ্ণ ও অর্জুনকে সংগ্রামে সমাচ্ছাদিত করিবার সময়ে অশ্বত্থামা যাদৃশ পরাক্রম

Digitized by Google

প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমি পূর্ব্বে আর কখন তাঁহার তাদৃশ বিক্রম বিলোকন করি নাই। সিংহ গর্জ্জন করিতে থাকিলে যেরূপ শব্দ হয়, সমরে দ্রোণ-নন্দনের বিপক্ষকুল-ভয়াবহ সেইরূপ শরাসন-শব্দ বারংবার শ্রবণ করিলাম। তিনি যখন বাম ও দক্ষিণ উভয় দিকেই শররাজি বিসর্জ্জন করত সংগ্রামে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সেই মৌর্ব্বী ও জলধর-মধ্যবর্ত্তিনী সৌদামিনীর ন্যায় দীপ্তি-শালিনী হইতেছিল। হে রাজন্! সমরে তাঁহার শরীর এরূপ দুর্নিরীক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল যে, অর্জ্জুন তাদৃশ ক্ষিপ্রকারী ও দৃঢ়হস্ত হইলেও সেই দ্রোণ-তনয়কে নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক অতিশয় মোহ প্রাপ্ত হইয়া পরে মনে করিলেন 'ঐ সুমহাত্মা আমার বিক্রম হরণ করিয়া লইয়াছেন'।

হে রাজেন্দ্র! অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুনের এবম্বিধ মহাযুদ্ধ হইবার সময়ে মহাবল দ্রোণ-পুত্র বর্দ্ধমান এবং কুন্তীনন্দন হীয়মান হইতে থাকিলে কৃষ্ণের অন্তঃকরণে রোষের সমাবেশ হইল। তিনি রোষ-ভরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সং-গ্রামে অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুনকে লোচন-দ্বারা যেন নিঃশেষে দগ্ধ করত বারংবার অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই ক্রোধাবিষ্ট কৃষ্ণ তখন সপ্রণয়-সম্ভাষণে ধনঞ্জয়কে সম্বোধিয়া কহিলেন, পার্থ! অদ্য সমরে আমি তোমার পক্ষে ইহা অতি-শয় অদ্ভুত দেখিতেছি যে, দ্রোণ-পুত্র তোমারে যুদ্ধে অতিক্রম করিতেছেন। হে ভরতনন্দন অর্জ্জুন! তোমার পূর্ব্বের মত বীর্য্য ও বাহুবল বিদ্যমান আছে ত? তোমার হস্তে গাণ্ডীব রহিয়াছে ত? তুমি রথোপরি অবস্থিতি করিতেছ ত? তোমার বাহু-যুগল কুশলী আছে ত? তোমার মুষ্টি বিশীর্ণ হইয়া যায় নাই ত? আমি যে দ্রোণ-তনয়কে সমরে তোমার অপেক্ষা অধিকতর পরাক্রম প্রকাশ করি-তে দেখিতেছি, ইহার কারণ কি, বুঝিতে পারি না। হে ভরতশ্রেষ্ঠ কৌন্তেয়! উহাঁকে গুরুপুত্র বলিয়া মান্য করত উপেক্ষা করিও না; এ উপেক্ষা করি-বার সময় নহে।

কৃষ্ণ এইরূপ কহিলে অর্জ্জুন ত্বরা প্রকাশ করি-বার সময়ে সত্বর হইয়া চতুর্দ্দশ ভল্ল গ্রহণ-পূর্ব্বক অশ্বত্থামার শরাসন, ধ্বজ, ছত্র, পতাকা, রথ, শক্তি ও গদা ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং বৎসদন্ত বাণ-সমূহ-দ্বারা তাঁহার স্কন্ধ-সন্ধিস্থলে অতিশয় প্রহার করিলেন। তাহাতে অশ্বত্থামা অতিমাত্র মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পরে ধ্বজ-যষ্টি অবলম্বন করিলেন। মহারাজ! তখন সারথি তাঁহাকে শত্রু-কর্ত্তৃক অত্যন্ত পীড়িত ও অচেতন দেখিয়া ধনঞ্জয় হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে রণস্থল হইতে লইয়া গেল। ইত্যবসরে শত্রুতাপন ধনঞ্জয় আপনকার সেই বীর পুত্রের সাক্ষাতেই ভবদীয় সৈন্যকে শত শত সহস্র সহস্র সংখ্যায় নিহত করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! আপনকার কুমন্ত্রণাতেই শত্রুদিগের সহিত সংগ্রামে ভবদীয় যোধগণের এইরূপ ক্রূরতর ভয়ঙ্কর আঘাত ও বিধ্বংস হইয়াছিল! অর্জ্জুন সংশপ্তকদিগকে, বৃকোদর কুরুগণকে এবং কর্ণ পাঞ্চাল সকলকে ক্ষণকাল-মধ্যে সমরে নিপীড়িত করিলেন। মহা-রাজ! বীরবর-বিধ্বংসকর সেইরূপ ঘোরতর সমর হইতে থাকিলে, সর্ব্ব দিকে অগণ্য কবন্ধগণ উত্থিত হইল। হে ভরতসত্তম! তৎকালে যুধিষ্ঠির প্রহারে প্রহারে অতিশয় বেদনা-যুক্ত হইয়া রণস্থল হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

সঙ্কুল-যুদ্ধে ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! অনন্তর দুর্য্যোধন কর্ণ, মদ্ররাজ ও অন্যান্য ভূপাল সকলের সন্নিহিত হইয়া বলিলেন "কর্ণ! এই অবারিত স্বর্গদ্বার যদৃ-চ্ছাক্রমে সংপ্রাপ্ত হইয়াছে; সুখভাজন ক্ষত্রিয়ে-রাই ঈদৃশ যুদ্ধ লাভ করিয়া থাকেন। হে রাধেয়!

Digitized by Google

সমরস্থলে আত্ম-সদৃশ শৌর্য্য-সম্পন্ন ক্ষত্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ করিলে শূর সকলের ইষ্ট লাভ হয়; সম্প্রতি তাহাই সমুপস্থিত হইয়াছে। তোমরা হয় পাণ্ডবগণকে সংগ্রামে বিনষ্ট করিয়া সুসমৃদ্ধ মহীমণ্ডল লাভ করিবে, না হয় বিপক্ষ-কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়া বীরলোক প্রাপ্ত হইবে।" প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়েরা দুর্য্যোধনের এই কথা শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিতে লাগিলেন এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইল।

দুর্য্যোধনের বল সকল সেইরূপ হৃষ্টচিত্ত হইলে পর, অশ্বত্থামা ভবদীয় যোধগণকে তখন অধিকতর হর্ষযুক্ত করত কহিলেন, হে নৃপগণ! সমুদয় সৈন্যের প্রত্যক্ষে, বিশেষত আপনাদিগের সাক্ষাতে, আমার পিতা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছিল। আমি সেই অসহ্য রোষে এবং মিত্রের উপকারার্থে আপনাদিগের নিকটে সত্য করিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমার সেই কথা আপনারা শ্রবণ করুন। আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত না করিয়া গাত্রের কবচ পরিত্যাগ করিব না। এই প্রতিজ্ঞা যদি মিথ্যা হয়, তবে আমার স্বর্গ লাভ হইবে না। ভীমসেন, অর্জ্জুন বা অন্য কোন যোদ্ধা যদি সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিতে আমার প্রতিকূলে আইসে, আমি তাহাদিগের সকলকেও প্রমথিত করিব; ইহাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই।

অশ্বত্থামা এইরূপ কহিলে, সমুদয় কৌরব-সৈনা সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণের অভিমুখে ধাবমান হইল এবং পাণ্ডব-সৈনিকেরাও তাহাদিগের প্রতি ধাবিত হইল। হে ভারত! মহাত্মা রথযূথপতিগণের সেই মহাপ্রলয়-সদৃশ মোহ-সাধন সমাগম কুরু ও সৃঞ্জয়গণের অগ্রে লোক-বিধ্বংসে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর সমরে সম্প্রহার প্রবৃত্ত হইলে, দেবগণ ও অপ্সরোগণের সহিত সমগ্র প্রাণিবর্গ নরপ্রবীরগণের দর্শনাভিলাষে সমবেত হইল। অপ্সরোগণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া, রণস্থলে স্বকর্ম্ম-সমাধাকারী প্রধান প্রধান বীরপুরুষগণকে দিব্য মাল্য, বিবিধ গন্ধ দ্রব্য ও বহুবিধ মনোহর রত্নরাশি-দ্বারা আকীর্ণ করিতে লাগিল। সমীরণও সেই সুগন্ধ-সেবনার্হ সমুদয় যোধপ্রবরগণকে সেবা করিতে লাগিলেন। যোধগণ পবন-নিষেবিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে নিহত করত ধরণীতলে নিপতিত হইতে থাকিল। সেই যোধপ্রবর-নিকরে বিচিত্রিতা সমর-ভূমি দিব্য পুষ্প ও সুবর্ণপুঙ্খ বিচিত্র শর-সমূহে সমাকীর্ণা হইয়া নক্ষত্র-চয়-বিচিত্রিত আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অনন্তর অন্তরীক্ষ হইতে সমাগত সাধুবাদ, বিবিধ বাদিত্র নিনাদ, জ্যা-শব্দ ও রথ-চক্র-নির্ঘোষে নিনাদিত হইয়া সেই সংগ্রামস্থল অতিশয় সমাকুল হইয়া উঠিল।

অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞায় সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥



সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন, অর্জ্জুন ও কর্ণ ক্রোধাক্রান্ত হইলে, ক্ষিতিপালগণের এবম্বিধ সুমহান্ সংগ্রাম হইয়াছিল। অর্জ্জুন দ্রোণ-তনয় ও অন্যান্য মহারথ সকলকে জয় করিয়া বাসুদেবকে এই কথা বলিলেন, হে মহাবাহো কৃষ্ণ! ঐ দেখ, পাণ্ডবী সেনা পলায়ন-পরায়ণা হইতেছে এবং কর্ণও মহারথগণকে নিপীড়িত করিতেছেন। হে যোধবরশ্রেষ্ঠ দাশার্হ! আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকেও দেখিতে পাইতেছি না; তাঁহার রথ-ধ্বজও আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। হে জনার্দ্দন! দিবসের তিন ভাগের এক ভাগ-মাত্র অবশিষ্ট আছে; এখন ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্য-মধ্যে কোন ব্যক্তি আমার সহিত যুদ্ধও করিতেছে না; অতএব তুমি আমার প্রিয় কার্য্য সাধন করত, যে স্থানে রাজা যুধিষ্ঠির আছেন, তথায় চল। হে বৃষ্ণি-নন্দন! সমরে ধর্ম্মপুত্রকে অনুজবর্গের সহিত কুশলী দেখিয়া আমি পুনরায় শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিব।

অনন্তর, হরি ধনঞ্জয়ের কথাক্রমে রথ লইয়া, যে

Digitized by Google

স্থানে রাজা যুধিষ্ঠির ছিলেন, তথায় শীঘ্র প্রস্থান করিলেন। এদিকে মহাসত্ত্ব-সম্পন্ন মহারথ সৃঞ্জয়গণ একমাত্র মৃত্যুকে সমরে নিবৃত্তি-হেতু স্থির করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে লোকক্ষয় হইতে থাকিলে, গোবিন্দ সেই সংগ্রাম-ভূমি অবলোকন করত সব্যসাচীকে কহিলেন, হে ভরত নন্দন কৌন্তেয়! দুর্য্যোধনের নিমিত্তে পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়গণের কি মহাভয়ঙ্কর দারুণ বিধ্বংস হইতেছে দেখ! ঐ দেখ, মহাসমরে মৃত ধনুর্দ্ধরগণের সুবর্ণপৃষ্ঠ শরাসন, মহামূল্য তুণ, সুবর্ণপুঙ্খ সন্নতপর্ব্ব শর, নির্ম্মোক-নির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গ-সদৃশ তৈল-মার্জ্জিত নারাচ, গজদন্ত-নির্ম্মিত-মুষ্টি বিশিষ্ট সুবর্ণ-পরিষ্কৃত খড়্গ, হেম-খচিত চর্ম্ম, কাঞ্চন-নির্ম্মিত প্রাস, কনক-ভূষিত শক্তি, স্বর্ণপট্ট-নিবদ্ধা মহতী গদা, কাঞ্চনময় ঋষ্টি, হেমালঙ্কৃত পট্টিশ, সুবর্ণ-চিত্রিত-দণ্ড-বিশিষ্ট পরশু, লৌহকুন্ত, গুরুতর মুষল, বিচিত্র শতঘ্নী, বিপুল পরিঘ, চক্র ও তোমর সমস্ত ইতস্তত পতিত রহিয়াছে। জয়াভিলাষী বলশালী যোধগণ নানাবিধ শস্ত্র সমস্ত হস্তে লইয়া গতাসু হইয়াও জীবিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, গদাঘাতে বিমথিত-গাত্র, মুষলপ্রহারে বিভিন্ন-মস্তক এবং গজ-বাজি-রথ-নিকরের ঘর্ষণে বিমর্দ্দিত-দেহ সহস্র সহস্র যোদ্ধা পতিত রহিয়াছে। হে শত্রুনাশন! মনুষ্য অশ্ব ও গজ সকলের শর শক্তি ঋষ্টি পট্টিশ খড়্গ পরিঘ প্রাস লৌহকুন্ত পরশু-প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র-সমূহে বিচ্ছিন্ন ও শোণিত-প্রবাহে পরিপ্লুত বহুল মৃতদেহ-নিকরে রণভূমি সকল আচ্ছন্ন হইয়াছে। হে ভারত! অঙ্গদকেয়ূরাদি-স্বর্ণালঙ্কার-বিভূষিত, চন্দন-চর্চ্চিত, তলত্র-যুক্ত বাহু-সমুদায়ে রণস্থলী দীপ্তি পাইতেছে। বৃষভনেত্র শূর সকলের ইতস্তত পতিত অঙ্গুলিত্রযুক্ত অলঙ্কৃত ভুজাগ্র, গজশুণ্ড-সদৃশ বিচ্ছিন্ন ঊরু এবং উৎকৃষ্ট-চূড়ামণি-নিবদ্ধ কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক সমস্ত-দ্বারা বসুন্ধরা বিরাজমানা রহিয়াছে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! জ্বালা নির্ব্বাণ হইলে অগ্নি যেরূপ হয়, তাদৃশ রূপ-বিশিষ্ট, রুধির-বিলিপ্ত, ছিন্ন-কন্ধর ও ছিন্ন-কলেবর কবন্ধগণ-দ্বারা রণভূমির বিচিত্র শোভা হইয়াছে। ঐ দেখ, কনক-কিঙ্কিণী-মালা-পরিবৃত মনোহর রথ সকল বহুধা ভগ্ন হইয়া রহিয়াছে; অশ্বগণ শরাঘাতে নিহত হইয়া চতুর্দ্দিকে পড়িয়া আছে এবং রথের তল, তূণীর, নানাবিধ ধ্বজ পতাকা, রথিদিগের মহাশঙ্খ ও শ্বেতবর্ণ চামর সমস্তও সর্ব্বত্র পতিত রহিয়াছে। ঐ দেখ, পর্ব্বত-তুল্য মাতঙ্গগণ জিহ্বা নির্গত করিয়া শয়ান আছে; বিচিত্র বৈজয়ন্তী, নিহত অশ্ব গজ, বারণগণের পৃষ্ঠাস্তরণ-ভূত বিদারিত বিচিত্র চর্ম্ম ও কম্বল, বিচিত্র রূপ কুথ, নিপাতিত বিশাল মাতঙ্গগণের পেষণে বহু খণ্ডে বিচ্ছিন্না ঘণ্টা, বৈদূর্য্যমণি-নির্ম্মিত-দণ্ডযুক্ত ভূতল-পতিত মনোহর অঙ্কুশ, অশ্ববারদিগের করাগ্রে নিবদ্ধ স্বর্ণমণ্ডিত কশা, ঘোটকগণের কাঞ্চন-পরিষ্কৃত, রঙ্কুচর্ম্ম-নির্ম্মিত ধরাতল-পতিত নানাবিধ বিচিত্র পৃষ্ঠাস্তরণ, নরেন্দ্রগণের চূড়ামণি, বিচিত্র কাঞ্চন হার, ছত্র, চামর ও ব্যজন সকল সর্ব্বত্র সমাকীর্ণ রহিয়াছে এবং বীরগণের শোভন-বচনশালী চন্দ্র ও নক্ষত্র-তুল্য দীপ্তি-সম্পন্ন চারুকুণ্ডল-সমলঙ্কৃত শ্মশ্রুযুক্ত বদন-সমূহে শোণিত-কর্দ্দমা রণভূমি আচ্ছন্না হইয়া আছে। হে বিশাম্পতে! দেখ, অপর কতকগুলি যোদ্ধা সজীব থাকিয়া সর্ব্ব দিকে অব্যক্ত শব্দ করিতেছে; তাহাদের জ্ঞাতিগণ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তথায় মিলিত হইয়া পুনঃপুন রোদন করত বারংবার তাহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতেছে। অপর কতকগুলি যোধগণ গতপ্রাণ হইলেও, জয়াভিলাষী অতিশয় ক্রোধাক্রান্ত বিপক্ষ-বীরেরা তাহাদিগকে শরজালে আচ্ছাদিত করিয়া পুনরায় যুদ্ধার্থে গমন করিতেছে। সমর-পতিত শৌর্য্য-সম্পন্ন জ্ঞাতিগণ জল প্রার্থনা করায় অন্য কতকগুলি সৈনিক পুরুষ স্থানে স্থানে ধাবমান হইতেছে। হে অর্জুন! কতকগুলি সৈনিক জলের নিমিত্তে গিয়াছে, এদিকে অনেকে প্রাণ পরিত্যাগ

Digitized by Google

করিয়াছে ; যাহারা জল আনিতে গিয়াছিল, সেই শূর পুরুষেরা ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে বিচেতন দেখিয়া জল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরস্পর আক্ষেপ করত ধাবমান হইতেছে। হে নরশ্রেষ্ঠ ভরতনন্দন! ঐ দেখ, কতকগুলি সৈনিক জল পান করিয়া এবং কেহ কেহ পান করিতে করিতেই প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে; বান্ধব-প্রিয় অন্য কতকগুলি যোদ্ধা প্রিয় বান্ধবগণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মহারণে নানা স্থানে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে এবং অপরে ওষ্ঠপুট সংদংশন করত ভ্রুকুটী-কুটিল-বদনে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছে।

কৃষ্ণ তখন অর্জ্জুনকে এইরূপ কহিতে কহিতে, যে স্থানে যুধিষ্ঠির ছিলেন, তথায় যাইতে লাগিলেন এবং অর্জ্জুনও মহাসমরে নৃপতির দর্শনার্থে গোবিন্দকে "চল চল" এই বলিয়া পুনঃপুন প্রেরণ করিতে থাকিলেন। অনন্তর মধুবংশ-চূড়ামণি কৃষ্ণ সত্বরভাবে অর্জ্জুনকে সেই যুদ্ধভূমি দেখাইয়া তাঁহারে ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন 'পার্থ! ঐ রাজাকে অবলোকন কর; ঐ দেখ, ভূপালেরা তাঁহার প্রতি ধাবমান হইতেছেন এবং কর্ণ প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় মহারণে অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন যুদ্ধার্থে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন এবং যাঁহারা পাঞ্চাল সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবদিগের প্রধান সৈনিক, ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি সেই বীরেরা তাঁহার সঙ্গে ফিরিয়া আসিতেছেন। পার্থেরা যুদ্ধস্থলে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায় সুবিপুল শত্রুবল ভগ্ন করিয়া দিতেছেন। হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, কর্ণ পলায়ন-পরায়ণ কৌরবগণকে নিবারিত করিতেছেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! বেগে কৃতান্ত-প্রতিম এবং পরাক্রমে ইন্দ্র-তুল্য শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা ঐ প্রস্থান করিতেছেন। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে সংগ্রামে প্রধাবিত দেখিয়া তাঁহার অনুধাবন করিতেছেন। ঐ দেখ, সৃঞ্জয়গণ হত হইতেছে।

হে রাজন্! সুদুর্দ্ধর্ষ বাসুদেব এই সমুদয় বৃত্তান্ত কিরীটীকে বিস্তারিত-রূপে কহিলেন। অনন্তর ঘোরতর মহাসংগ্রাম প্রাদুর্ভূত হইল। উভয় সৈন্য মৃত্যুকে নিবৃত্তি-হেতু স্থির করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলে উভয় পক্ষ হইতেই ভয়ঙ্কর সিংহনাদ ধ্বনি হইতে লাগিল। হে ভূপাল! আপনকার কুমন্ত্রণাতেই পৃথিবীতে ভবদীয় ও শত্রু-পক্ষীয় বহুসংখ্য লোকের বিধ্বংস হইয়াছিল।

বাসুদেব-বাক্যে অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥



সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর ভয়-হীন কুরু ও সৃঞ্জয়গণ যুদ্ধার্থে সমাগত হইল;—যুধিষ্ঠির-প্রমুখ পাণ্ডবগণ এবং কর্ণ-প্রমুখ আমরা সমরে উপস্থিত হইলাম। পরে কর্ণ ও পাণ্ডবদিগের যমরাষ্ট্র-বর্দ্ধনকারী লোমাঞ্চকর ঘোরতর সমর আরম্ভ হইল। হে ভারত! শৌর্য্য-সম্পন্ন সংশপ্তকদিগের কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে সেই রুধির-জলবাহী তুমুল সংগ্রাম আরব্ধ হইলে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহারথ পাণ্ডবগণ, সমুদয় রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া, কর্ণের প্রতিই ধাবমান হইলেন। কর্ণ সেই বিজয়াভিলাষী বীরগণকে প্রহৃষ্ট-চিত্তে সমরে আসিতে দেখিয়া, পর্ব্বত যেমন প্রবল জল-প্রবাহ ধারণ করে, তদ্রূপ একাকী সকলের বেগ ধারণ করিলেন। জলরাশি যেমন ভূধর-সংলগ্ন হইয়া সর্ব্ব দিকে বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, তদ্রূপ সেই মহারথগণ কর্ণের সন্নিহিত হইয়া ইতস্তত পলায়ন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! কর্ণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের লোমাঞ্চকর ঘোর সমর হইয়াছিল। ধৃষ্টদ্যুম্ন আনতপর্ব্ব শর-দ্বারা কর্ণকে তাড়িত করিলেন এবং "স্থির হও, স্থির হও" এই কথা বলিতে লাগিলেন। মহারথ কর্ণও নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া বিজয়-নামক উত্তম শরাসন বিস্ফারণ করত ধৃষ্টদ্যুম্নের ধনু ও আশীবিষ-সদৃশ শায়ক সকল ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে নব শরে তাড়িত করিলেন। হে অনঘ! সেই শর সকল মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নের

Digitized by Google

হেম-নির্ম্মিত বর্ম্ম ভেদ-পূর্ব্বক শোণিতাক্ত হইয়া ইন্দ্রগোপকীট-পুঞ্জের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ করিয়া অন্য শরাসন ও আশীবিষ-সদৃশ বাণ গ্রহণ-পূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব সপ্ততি শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! কর্ণও শত্রুতাপন ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমরে আশী-বিষ-সদৃশ বিশিখ-সমূহে সেইরূপ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। পরে মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ-নাশন ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ণকে নিশিত শর-নিকর-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর কর্ণ ঘোরতর ক্রোধপরবশ হইয়া দ্বিতীয় মৃত্যুদণ্ড-সদৃশ এক সুবর্ণ-ভূষিত শর লইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি যেমন নিক্ষিপ্ত করিলেন, অমনি সাত্যকি শীঘ্রহস্তে সেই পতনোন্মুখ ঘোররূপ শায়কটিকে সপ্তখণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে বিশাম্পতে! কর্ণ সাত্যকির শর-সমূহে স্বীয় বাণ বিনষ্ট হইল দেখিয়া তাঁহারে শরবর্ষণ-দ্বারা সমরে সর্ব্ব দিকে পরিবারিত এবং তন্মধ্যে সপ্ত নারাচ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকিও তাঁহাকে হেম-বিভূষিত শর-সমূহে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। হে মহা-রাজ! অনন্তর সর্ব্ব দিক্ হইতে দর্শনীয়, নেত্র-কর্ণ-ভয়াবহ, ঘোরতর বিচিত্র সংগ্রাম হইতে লাগিল। সমরে কর্ণ ও সাত্যকির সেই অদ্ভুত কর্ম্ম দর্শনে তত্রত্য সর্ব্ব জীবের লোমাঞ্চ হইয়াছিল।

হে নৃপবর! ইত্যবসরে পরপুর-বিজয়ী মহাবল দ্রোণ-তনয় অশ্বত্থামা, শত্রুবর্গের বীর্য্য ও প্রাণের বিধ্বংসকারী অরিন্দম ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে প্রধা-বিত হইলেন এবং অতিমাত্র ক্রোধাক্রান্ত হইয়া তাঁহারে কহিলেন "রে ব্রহ্মঘ্ন! স্থির হও, স্থির হও; অদ্য তুমি জীবিত থাকিতে আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।" ক্ষিপ্রকারী মহারথ অশ্বত্থামা বারম্বার এইরূপ কহিয়া বীরবর ধৃষ্টদ্যুম্ন-কে সুশাণিত ঘোররূপ তীক্ষ্ণ শর-সমূহে আচ্ছন্ন করিলেন। উভয়ের মধ্যে সংগ্রামে শক্তি অনুসারে পরম যত্ন করিতে কেহই ত্রুটি করিলেন না। হে আর্য্য! দ্রোণাচার্য্য যেমন সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে দেখিয়া আপনার মৃত্যু অবধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ পরবীরহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নও যুদ্ধে অশ্বত্থামাকে দেখিয়া অপ্রসন্ন-চিত্তে আপনার মৃত্যু অবধারণ করিলেন। পরন্তু তিনি আপনাকে সমরে শস্ত্র-দ্বারা অবধ্য জানিয়া কালান্তক-যমোপম দ্রোণ-তনয়ের প্রতি কালান্তক যমের ন্যায় অতিবেগে ধাবমান হইলেন। হে রাজেন্দ্র! বীরবর অশ্বত্থামা দ্রুপদ-তনয় ধৃষ্ট-দ্যুম্নকে যুদ্ধার্থে অবস্থিত দেখিয়া ক্রোধে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। তাঁহারা পরস্পর অবলোকন করিবামাত্র অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। মহারাজ! অনন্তর প্রতাপবান্ দ্রোণ-নন্দন সত্বর হইয়া সমীপস্থ ধৃষ্ট-দ্যুম্নকে কহিলেন, রে পাঞ্চালাধম! অদ্য আমি তোমাকে কৃতান্তের নিকটে প্রেরণ করিব। পূর্ব্বে তুমি দ্রোণাচার্য্যের প্রাণ বিনাশ করিয়া যে পাপ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ, অদ্য তাহা তোমাকে নিতান্ত অকুশল-ভাবে পরিতাপিত করিবে। রে মূঢ়! যদি তুমি অর্জ্জুন-কর্তৃক রক্ষিত না হও এবং পলায়ন না করিয়া সংগ্রামে স্থির হইয়া থাক, তবে আমি যাহা কহিলাম, তাহা নিশ্চয়ই সত্য হইবে।

হে রাজন্! অশ্বত্থামা এইরূপ কহিলে প্রতাপ-বান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রত্যুত্তর করিলেন "তোমার পিতা সংগ্রামে যত্নপরায়ণ হইলে তাঁহাকে যাহা প্রত্যুত্তর দিয়াছিল, আমার সেই খড়্গই তোমাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। সেই ব্রাহ্মণাভিমানী দ্রোণকেই আমি যখন নিহত করিয়াছি, তখন অদ্যকার যুদ্ধে বিক্রম-পূর্ব্বক তোমাকেও বিনষ্ট না করিব কেন?" মহারাজ! অসহনশীল সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপ কহিবার পর নিশিত বাণ-দ্বারা অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর দ্রোণতনয় নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া সমরে সন্নতপর্ব্ব শর-সমূহ-দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের সর্ব্ব দিক্ আচ্ছন্ন করিলেন। হে মহারাজ! তৎ-কালে কি আকাশমণ্ডল, কি দিঙ্মণ্ডল, কি সর্ব্ব-

Digitized by Google

দিধন্তী যোধগণ, সকলেই সহস্র সহস্র শরাচ্ছন্ন হইয়া দৃষ্টিপথের অতীত হইল। অশ্বত্থামা যেমন ধৃষ্টদ্যুম্নকে আচ্ছাদিত করিলেন, সেইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নও সমর-শোভাকর দ্রোণতনয়কে সূতপুত্রের সাক্ষাতেই শর-নিকরে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। কর্ণও সর্ব্ব দিক্ হইতে দর্শনীয় থাকিয়া মহারথ সাত্যকি, যুধামন্যু, দ্রৌপদী পুত্রগণ, পাঞ্চালগণ ও পাণ্ডবগণকে একাকী সংবারিত করিলেন। এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরে দ্রোণ-তনয়ের বেগবিশিষ্ট ঘোরতর শরাসন ও আশীবিষ-সদৃশ শর-সমস্ত ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে রাজেন্দ্র! অশ্বত্থামাও দ্রুপদ-তনয়ের শরাসন, শক্তি, গদা, ধ্বজ, হয়গণ ও সারথি-সহ রথখানি নিমেষ-মধ্যে শরজালে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ছিন্নধন্বা বিরথ হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া বিশাল খড়্গ এবং শতচন্দ্র-বিশিষ্ট প্রভাশালী চর্ম্ম ধারণ করিলে, শীঘ্রহস্ত দৃঢ়ায়ুধ মহারথ বীরবর অশ্বত্থামা অবিলম্বে তাহাও ভল্ল-সমূহ-দ্বারা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ছিন্ন রথ হইতে অবরোহণ না করিতেই অশ্বত্থামা তাঁহার অসি চর্ম্ম ছেদন করায় তাহা আশ্চর্য্যের ন্যায় হইল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মহারথ দ্রোণ-তনয় প্রযত্ন-পরায়ণ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিরথ, হতাশ্ব, ছিন্ন-শরাসন এবং শর সমূহে বহুধা বিদ্ধ ও অস্ত্র-সমস্ত-দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিয়াও বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইলেন না। মহারাজ! বীরবর দ্রোণ-তনয় যখন শর-নিকর-সহকারে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত করিতে পারিলেন না, তখন শরাসন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! ধাবমান হইবার সময়ে সেই মহাত্মার বেগ, ভুজঙ্গ-বর-গ্রহণাভিলাষী উড্ডীন গরুড়ের বেগ-তুল্য হইয়াছিল। এই সময়ে মাধব অর্জ্জুনকে কহিলেন, পার্থ! ঐ দেখ, অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নের বিনাশ-বিষয়ে বিপুল যত্ন করিতেছেন; উহাঁকে নিহত করিতেও পারেন, সংশয় নাই; অতএব হে শত্রুকর্ষণ মহাবাহো! তুমি মৃত্যুগ্রাসে পতিতপ্রায় দ্রৌণি-কবল-নিপতিত ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিমুক্ত কর।

মহারাজ! প্রতাপবান্ বাসুদেব এইরূপ কহিয়া, যে স্থানে অশ্বত্থামা ছিলেন, তথায় অশ্বগণকে প্রেরণ করিলেন। সেই চন্দ্রকান্তি তুরঙ্গমগণ কেশব-কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া যেন আকাশ পান করিতে করিতে অশ্বত্থামার রথের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবল অশ্বত্থামা মহাবীর্য্য কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে আসিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের বিনাশে সমধিক যত্ন করিতে লাগিলেন। হে নরেশ্বর! মহাবল অর্জ্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিকৃষ্যমাণ হইতে দেখিয়াই দ্রৌণির প্রতি বাণ-সমূহ নিক্ষেপ করিলেন। সেই হেমবিকৃত শর সকল গাণ্ডীব হইতে বিমুক্ত হইয়া, পন্নগগণ যেমন বল্মীক-মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অশ্বত্থামার শরীরে অতিমাত্র প্রবিষ্ট হইল। প্রতাপবান্ দ্রোণ-তনয় সেই সকল ঘোরতর শরে বিদ্ধ ও পীড়িত হইয়া সমরে অমিত-তেজস্বী ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ করিয়া রথোপরি আরোহণ করিলেন এবং এক উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে শায়ক-সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে জনাধিপ! ইত্যবসরে বীরবর সহদেব শত্রুতাপন ধৃষ্টদ্যুম্নকে রথে লইয়া সংগ্রাম হইতে অপনীত করিলেন। এদিকে অর্জ্জুনও দ্রোণনন্দনকে শর-সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহাতে অশ্বত্থামা নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া তাঁহারে বাহুদ্বয় ও উরুদেশে নিপীড়িত করিলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় সমরে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রোণ-পুত্রের প্রতি দ্বিতীয় যমদণ্ড-সদৃশ সাক্ষাৎ কালতুল্য এক নারাচ নিক্ষিপ্ত করিলেন। সেই মহাদ্যুতিশালী নারাচ ব্রাহ্মণের স্কন্ধদেশে নিপতিত হইল। সমরে শর-বেগে বিহ্বল হইয়া তিনি রথোপরি উপবিষ্ট ও নিতান্ত বিকল হইয়া পড়িলেন। হে মহারাজ! অনন্তর কর্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহারণে অর্জ্জুনের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধ করিবার বাসনায় তাঁহারে বারংবার নিরীক্ষণ করত বিজয় শরাসন বিস্ফারণ করিতে

Digitized by Google

লাগিলেন। এদিকে সারথি দ্রোণ-পুত্রকে সংগ্রামে বিহ্বল দেখিয়া রথ-দ্বারা রণাঙ্গন হইতে সত্বর লইয়া গেল। মহারাজ! অনন্তর জয়যুক্ত পাঞ্চালেরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিমুক্ত ও দ্রোণ-পুত্রকে পীড়িত দেখিয়া আনন্দ-ধ্বনি করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র দিব্য বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইল এবং সমরে সেই অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া সকলেই সিংহনাদ করিতে থাকিল।

কুন্তীতনয় ধনঞ্জয় এইরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন "কৃষ্ণ! এক্ষণে সংশপ্তক সৈন্যগণের নিকটে চল; তাহাদিগকে নিহত করাই আমার প্রধান কর্ম্ম।" অনন্তর বাসুদেব অর্জ্জুনের কথা শুনিয়া মন ও মারুত-সম বেগগামী বিশাল-পতাকান্বিত রথ-দ্বারা প্রস্থান করিলেন।

অশ্বত্থামাপযানে ঊনষষ্টিতম অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥



সঞ্জয় কহিলেন, ইত্যবসরে কৃষ্ণ যেন কুন্তীতনয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকেই দেখাইতেছেন, এইরূপ ভঙ্গীতে অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন "পার্থ! ঐ দেখ, মহাধনুর্দ্ধর মহাবল ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা জিঘাংসা-পরবশ হইয়া দ্রুত গমনে তোমার ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের অনুসরণ করিতেছে। যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবল পাঞ্চালেরাও মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়া কোপন-ভাবে তাঁহার অনুগমন করিতেছে। হে পুরুষব্যাঘ্র ধনঞ্জয়! ঐ সর্ব্বলোকের রাজা বলশালী দুর্য্যোধন রথ-সৈন্যে পরিবৃত ও সন্নাহ-যুক্ত হইয়া আশীবিষ-সদৃশ-স্পর্শ-বিশিষ্ট সর্ব্বযুদ্ধ-বিশারদ ভ্রাতৃগণের সহিত রাজার বিনাশ-বাসনায় তাঁহার পশ্চাতে ধাবমান হইতেছেন। রত্নার্থীরা যেমন উত্তম রত্ন গ্রহণার্থে গমন করে, সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্রের ঐ গজারোহ, অশ্ববার, রথী ও পদাতি সকল যুধিষ্ঠিরের গ্রহণাভিলাষী হইয়া তৎসমীপে গমন করিতেছে। ঐ দেখ, অমৃতহরণাভিলাষী দৈত্যগণ যেমন ইন্দ্র ও অগ্নি-কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ হইয়া অবশভাবে অবস্থিত ছিল, তদ্রূপ উহারা সাত্যকি ও ভীমসেন-কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ হইয়া পুনরায় অবস্থিত হইল। বর্ষাকালে জলপ্রবাহ সকল যেমন সাগরাভিমুখে গমন করে, সেইরূপ ঐ বলশালী মহাধনুর্দ্ধারী মহারথগণ বহুত্ব-প্রযুক্ত ত্বরান্বিত হইয়া সিংহনাদ, শঙ্খ-ধ্বনি ও শরাসন-বিস্ফারণ করিতে করিতে পুনর্ব্বার পাণ্ডবরাজের প্রতি গমন করিতেছে। ইহাতে আমি কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দুর্য্যোধনের বশপ্রাপ্ত, অগ্নিতে হুত এবং মৃত্যুমুখে পতিত বলিয়াই জ্ঞান করিতেছি। হে পাণ্ডু-নন্দন! দুর্য্যোধনের সৈন্য সকল যেরূপ পরাক্রমশালী, তাহাতে ইন্দ্রও ইহাদিগের বাণের মুখে পতিত হইলে মুক্ত হইতে পারেন না। কোন্ ব্যক্তি সমরে শর সমূহের শীঘ্র-নিক্ষেপকারী ক্রোধান্বিত-অন্তক-সদৃশ বীরবর দুর্য্যোধনের বেগ সম্যক্ রূপে সহ্য করিতে পারে? বীর্য্যবান্ দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, কৃপ ও কর্ণের বাণবেগ পর্ব্বত সকলকেও বিদারিত করিতে পারে। শত্রুতাপন রাজা যুধিষ্ঠির বলবান্ শীঘ্রহস্ত কৃতী ও যুদ্ধ-বিশারদ হইলেও কর্ণ তাঁহাকে সংগ্রামে বিমুখ করিয়াছেন। রাধেয় ধৃতরাষ্ট্রের শৌর্য্যসম্পন্ন মহাবল পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া অনায়াসে পাণ্ডব প্রধানকে সমরে পীড়িত করিতে পারিবেন। এই সমস্ত ও অন্যান্য মহারথেরা মিলিয়া, সংগ্রামে প্রবৃত্ত সেই প্রশংসিতাত্মা কুন্তীতনয়ের পরাজয়-সাধন করিয়াছেন। হে ভরত-সত্তম! রাজা যুধিষ্ঠির একে উপবাসে অতিশয় কৃশ, তাহাতে আবার ক্ষমানিষ্ঠ, সুতরাং নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিতে সমর্থ নহেন। কর্ণ যখন সেই শত্রুতাপন পাণ্ডুতনয় ধর্ম্মরাজকে যুদ্ধে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই সঙ্কটাপন্ন হইয়াছেন। হে পার্থ! আমার বোধ হইতেছে, মহারাজ যুধিষ্ঠির জীবিত নাই; যেহেতু সমরবিজয়ী কৌরবেরা সংগ্রামে বারংবার নিনাদ ও মহাশঙ্খ-ধ্বনি করিতে থাকিলেও অসহনশীল অরিন্দম ভীমসেন তাহা সহ্য করিতেছেন। হে পুরুষ-

Digitized by Google

শ্রেষ্ঠ! ঐ দেখ, কর্ণ মহারথ কৌরবগণকে "পাণ্ডুতনয় যুধিষ্ঠিরকে নিহত কর" এই বলিয়া প্রেরণ করিতেছেন এবং মহারথেরাও স্থূণাকর্ণ ও পশুপতি-সম্বন্ধীয় ইন্দ্রজাল-সহকারে রাজা যুধিষ্ঠিরকে শস্ত্রজালে আচ্ছাদিত করিতেছেন। হে ভারত! যখন পাঞ্চালেরা পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিয়া রাজার অনুবর্ত্তী হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই বিপক্ষেরা তাঁহাকে আতুর ও অবসন্ন করিয়াছে। সকল-শস্ত্রধারি-প্রবর বলশালী পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ ত্বরা-কালে ত্বরান্বিত হইয়া 'যুধিষ্ঠির পাতালে নিমগ্ন হইতে থাকিলেও আমরা তাঁহার উদ্ধার করিব' এইরূপ ইচ্ছা করতই যেন তাঁহার নিকটে ধাবমান হইতেছেন। হে ভরত-নন্দন ধনঞ্জয়! রাজার রথধ্বজ আর দৃষ্ট হইতেছে না; নকুল, সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, শতানীক, পাঞ্চালগণ ও চেদি-সৈন্য সকলের সাক্ষাতেই কর্ণ তাহা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। মত্ত মাতঙ্গ যেমন পুষ্করিণী দলন করে, তদ্রূপ ঐ কর্ণ সমরে শর-সমূহ-দ্বারা পাণ্ডবদিগের বাহিনী বিধ্বংস করিতেছেন। হে পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন! তোমাদিগের ঐ রথীরা পলাইতেছে; দেখ দেখ ঐ মহারথেরা কিরূপে যাইতেছে! ঐ মাতঙ্গগণ সমরে কর্ণ-শরে অভিহত হইয়া আর্ত্তনাদ করত দশ দিকে ধাবমান হইতেছে। হে পার্থ! ঐ রথ-সমূহও সংগ্রামে শত্রুবিমর্দ্দনকারী কর্ণকর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া সর্ব্ব দিকে দৌড়িতেছে। হে ধ্বজশালিশ্রেষ্ঠ! ঐ দেখ, সূতপুত্রের হস্তিকক্ষা-চিহ্নিত রথ-স্থিত ধ্বজ রণস্থলে ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছে। ঐ রাধেয় শত শত শর নিক্ষেপ করত তোমার সৈন্য সকলকে নিহত করিতে করিতে ভীমসেনের রথের দিকে ধাবিত হইতেছেন। আরও দেখ, মহারথ পাঞ্চাল সকল, দেবরাজ-কর্ত্তৃক হন্যমান দৈত্যগণের ন্যায়, মহাসমরে বিদ্রাবিত হইয়া পলায়ন করিতেছে। ঐ কর্ণ পাণ্ডু, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, বোধ হয় তোমার নিমিত্তেই দশ দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছেন। ঐ দেখ, যেমন দেবরাজ শত্রু জয় করিয়া সুর-সমূহে সমাবৃত হইয়া শোভা পাইয়াছিলেন, কর্ণ শ্রেষ্ঠধনু বিকর্ষণ করত সেইরূপ সুশোভিত হইতেছেন। কৌরবগণ সমরে কর্ণের বিক্রম দেখিয়া পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় সৈন্য সকলকে সর্ব্বতোভাবে ত্রাস-যুক্ত করত আনন্দ-ধ্বনি করিতেছে। হে মানপ্রদ! ঐ দেখ, কর্ণ মহারণে পাণ্ডবগণকে সর্ব্ব প্রকারে ত্রাসযুক্ত করিয়া সমুদয় সৈন্যদিগকে কহিতেছেন "কৌরবগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা সকলে সত্বর হইয়া দ্রুতবেগে ধাবমান হও; যাহাতে কোন সৃঞ্জয় যুদ্ধে জীবিত থাকিয়া তোমাদিগের নিকট হইতে মুক্ত হইতে না পারে, তোমরা সম্যক্ যত্ন-পরায়ণ হইয়া তাহাই কর, আমরা তোমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি।" এইরূপ কহিয়া উনি শররাজি নিক্ষেপ করিতে করিতে তাহাদিগের পশ্চাতে গমন করিতেছেন। হে অর্জ্জুন! কর্ণ শশাঙ্ক-দ্বারা শোভিত উদয়াচলের ন্যায়, শ্বেতচ্ছত্র-দ্বারা কেমন বিরাজিত রহিয়াছেন, দেখ। উহাঁর মস্তকোপরি শ্রীসম্পন্ন শত-শলাকা-যুক্ত, পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ ছত্র ধ্রিয়মাণ রহিয়াছে। হে মহাবাহো মনুজেশ্বর! ঐ দেখ, কর্ণ তোমার প্রতি কটাক্ষ-সহকারে নিরীক্ষণ করিতেছেন; অতিশয় বেগগামী হইয়া নিশ্চয়ই যুদ্ধার্থে আসিবেন। ঐ দেখ, তিনি মহাশরাসন বিস্ফারণ করত মহারণে আশীবিষাকার শর সমস্ত নিক্ষিপ্ত করিতেছেন। হে পরন্তপ অর্জ্জুন! ঐ রাধেয় তোমার বানর-ধ্বজ বিলোকন করিবা মাত্র তোমার সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা করত নিবৃত্ত হইয়া, দীপমুখে শলভের ন্যায়, আপন বধের জন্যই সমীপবর্ত্তী হইতেছেন। ঐ মন্দবুদ্ধি কোপন-স্বভাব, শৌর্য্য-সম্পন্ন, দুর্য্যোধন-হিতৈষী এবং তোমার প্রতি নিয়তই অসহিষ্ণু। হে ভারত! ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্য্যোধন কর্ণকে একাকী দেখিয়া রক্ষা করিবার অভিলাষে সাতিশয় যত্ন-পরায়ণ হইয়া রথ-সৈন্য সমভিব্যাহারে নিবৃত্ত হইতেছেন।

Digitized by Google

এক্ষণে তুমি যশ, রাজ্য ও পরম সুখ কামনা করত ঐ দুষ্টাত্মাকে ঐ সকলের সহিত প্রযত্ন-পূর্ব্বক বিনষ্ট কর। হে পার্থ! তুমি ও কর্ণ উভয়ে দেবদানব-তুল্য, মহাত্মা ও সুবিখ্যাত; অতএব তোমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তোমাদিগের সেই যুদ্ধ দেবাসুর সংগ্রামের সদৃশ হইবে। হে ভরতর্ষভ! ঐ দেখ, দুর্য্যোধন তোমাকে ও কর্ণকে অতিশয় রোষাবিষ্ট দেখিয়া ক্রোধভরে কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না; অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি আপনাকে শস্ত্রবিদ্যায় সফল-প্রযত্ন এবং কর্ণকে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের প্রতি কৃতাপরাধ বিবেচনা করিয়া অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর;—যুদ্ধ বিষয়ে মহান্ সঙ্কল্প অবধারণ করিয়া ঐ রথযূথপতির প্রতিকূলে প্রধাবিত হও। হে রথসত্তম! ঐ দেখ, প্রখর-তেজস্বী বলশালী পঞ্চ শত প্রধান প্রধান রথী যুদ্ধার্থে সমাগত হইতেছে। পঞ্চ সহস্র হস্তী, দশ সহস্র অশ্ব এবং ষট্ প্রযুত পদাতি সৈন্য একত্র মিলিত হইয়া আসিতেছে। হে বীর! ঐ বল সকল পরস্পর রক্ষিত হইয়া তোমার অভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে; অতএব হে ভরতর্ষভ! তুমি আপনিই আপনাকে সূতপুত্রের নিকটে প্রকাশিত কর;—উত্তম বেগ অবলম্বন-পূর্ব্বক উহাঁর প্রতিকূলে চল। কর্ণ অতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া পাঞ্চালগণের প্রতি ঐ ধাবমান হইতেছেন, কেন না আমি দেখিতেছি, উহাঁর ধ্বজ ধৃষ্টদ্যুম্নের রথের দিকে যাইতেছে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, উনি পাঞ্চালগণের সমূলে বিধ্বংস করিবেন।

হে ভরতকুল-পুঙ্গব পার্থ! আমি তোমার এই একটি প্রিয় সংবাদ বলিতেছি কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির জীবিত আছেন। ঐ মহাবাহু ভীমসেন সৃঞ্জয়-সৈন্য ও সাত্যকি-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সেনামুখে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। হে কৌন্তেয়! ভীমসেন ও মহাত্মা পাঞ্চালগণ নিশিত শর-সমূহ-দ্বারা ঐ কৌরবদিগকে নিহত করিতেছেন। দুর্য্যোধনের সৈন্য ভীমের শর-নিকরে আহত ও রণ-পরাঙ্মুখ হইয়া ক্ষত স্থান দিয়া রুধির ক্ষরণ করিতে করিতে বেগে প্রধাবিত হইতেছে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! শস্যহীনা হইলে বসুন্ধরা যেরূপ শোচনীয়া হয়, রুধিরে প্লাবিতা হইয়া ভারতী সেনাও সেইরূপ দীন-দর্শনা হইয়াছে। হে পার্থ! ঐ দেখ, যোধপতি ভীমসেন প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ক্রোধান্বিত আশীবিষের ন্যায়, বিপক্ষ সৈন্য বিদ্রাবিত করিতেছেন। হে অর্জ্জুন! ঐ চিত্রময় চন্দ্র সূর্য্য তারকাদি বিভূষিত, পীত রক্ত শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ পতাকা ও ছত্র সমস্ত ইতস্তত বিকীর্ণ, স্বর্ণ রৌপ্য ও অন্যান্য তৈজস-নির্ম্মিত ধ্বজদণ্ড সকল নিপাতিত এবং অশ্ব-গজ-সমুদায় বিক্ষিপ্ত হইতেছে। ঐ রথী সকল পলায়ন-পরাঙ্মুখ পাঞ্চালগণ-কর্ত্তৃক নানা-বর্ণ বাণ-সমূহে সমাহত ও গতপ্রাণ হইয়া রথ হইতে পতিত হইতেছে। হে অরিন্দম ধনঞ্জয়! তরস্বী পাঞ্চালগণ দুর্য্যোধনের মনুষ্য-শূন্য অশ্ব গজ ও রথ সকলের প্রতি প্রধাবিত হইতেছে। ঐ দুর্দ্ধর্ষ নরশার্দ্দূলেরা ভীমসেনের বলাশ্রয়-পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ স্বীকার করিয়া শত্রুদিগের নির্ম্মনুষ্য বল সকল বিমর্দ্দিত করিতেছে। উহারা ঐ সিংহনাদ ও শঙ্খ-ধ্বনি করিতেছে এবং সমরে সায়ক-সমূহে শত্রুদিগকে বিমর্দ্দিত করত তাহাদের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। পাঞ্চালদিগের কত দূর মাহাত্ম্য দেখ; উহারা ক্রোধান্বিত হইয়া পরাক্রম-মাত্র অবলম্বন-পূর্ব্বক, সিংহ সকল যেমন মাতঙ্গগণকে নিহত করে, সেইরূপ দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতেছে;—আপনারা নিরস্ত্র হইয়াও সশস্ত্র শত্রুদিগের শস্ত্র সমস্ত বল-পূর্ব্বক আহরণ করিয়া তৎসমুদায়-দ্বারাই সেই অমোঘাস্ত্র যোধগণকে বিনিহত করত নিনাদ করিতেছে। ঐ দেখ, শত্রুগণের মস্তক ও বাহু সমস্ত পাতিত হইতেছে;—রথী, অশ্বারোহ ও গজারোহ, সমুদয় যশস্বী বীরেরাই বিনষ্ট হইতেছে। বেগশালী হংসকুল যেমন মানস-সরোবর হইতে আসিয়া গঙ্গাকে সমাকুলিতা করে, সেইরূপ

Digitized by Google

পাঞ্চালগণ দুর্য্যোধনের ঐ মহতী সেনাকে সর্ব্বতোভাবে ব্যাকুলিতা করিয়াছে। বৃষেরা যেমন বৃষ সকলের নিবারণে পরাক্রম প্রকাশ করে, সেইরূপ কৃপাচার্য্য কর্ণ-প্রভৃতি বীরগণ পাঞ্চালগণের নিবারণ-বিষয়ে অতিমাত্র পরাক্রম প্রকাশ করিতেছেন। এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রভৃতি বীরগণ ভীমাস্ত্রে সুনিমগ্ন দুর্য্যোধন-পক্ষীয় সহস্র সহস্র মহারথ শত্রুগণকে নিহত করিতেছেন। পাঞ্চাল সকল বিপক্ষগণ-কর্ত্তৃক অভিভূত হইলে, ভীমসেন নির্ভয়ে নিনাদ করত শত্রুপক্ষ আক্রমণ-পূর্ব্বক শর-সমূহ নিক্ষেপ করিতেছেন। দুর্য্যোধনের মহাসৈন্য অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে;—রথী, অশ্ববার ও গজারোহ, সকলেই ভীমসেন-ভয়ে প্রপীড়িত হইয়া অত্যন্ত ত্রাসান্বিত হইয়াছে। ঐ দেখ, মাতঙ্গগণ ভীমের নারাচ-নিচয়-প্রহারে বিদারিত হইয়া, দেবরাজের বজ্রাঘাতে আহত ভূধর-শিখর-নিকরের ন্যায় নিপতিত হইতেছে। ঐ সকল মহাগজ ভীম-নিক্ষিপ্ত সন্নতপর্ব্ব শর-সমূহে নির্ব্বিদ্ধ হইয়া স্বপক্ষীয় সৈন্য সকলকে বিমর্দ্দিত করত দৌড়িতেছে। হে অর্জ্জুন! সংগ্রামে ভয়ঙ্কর রূপে নিনাদকারী সমর-বিজয়ী ভীমসেনের সুদুঃসহ সিংহনাদ কি জানিতে পারিতেছ না? ঐ নিষাদরাজ-পুত্র উত্তম গজোপরি আরূঢ় ও ক্রোধান্বিত হইয়া ভীমসেনের বিনাশ-বাসনায় তোমর-সমস্ত হস্তে লইয়া দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় উহাঁর সমীপবর্ত্তী হইতেছে। ঐ ব্যক্তি গর্জ্জন করিতে থাকিলে, ভীম উহার তোমর-বিশিষ্ট ভুজ-দ্বয় ছিন্ন করিয়া উহাকে অগ্নি ও সূর্য্য-তুল্য-প্রভাবিশিষ্ট দশটা তীক্ষ্ণ নারাচ-দ্বারা নিহত করিয়া ফেলিলেন। নিষাদ-পুত্রকে নিহত করিয়া উনি সমর-দক্ষ অন্যান্য মাতঙ্গগণের প্রতি সমাগত হইতেছেন। ঐ দেখ, ভীমসেন মহামাত্রগণে অধিষ্ঠিত নীলনীরদনিভ মাতঙ্গগণকে শক্তি ও তোমর-নিকর-দ্বারা বিনিহত করিতেছেন। হে পার্থ! তোমার অগ্রজাত বৃকোদর ঐ ঊনপঞ্চাশৎ নাগ নিহত করিয়া শাণিত শর-সমূহ-সহকারে ধ্বজ-সম্বলিত পতাকা সমস্ত ছিন্ন করিলেন এবং এক এক গজকে দশ দশ নারাচে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ইন্দ্রের যুদ্ধ-সম এই যুদ্ধ নিবৃত্ত হইলে কুরুসৈন্যের তাদৃশ নিনাদ আর শ্রুত হইতেছে না। দুর্য্যোধনের তিন অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত হইয়াছিল, কিন্তু নরসিংহ ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া একাকীই তাহাদিগকে নিবারিত করিলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ভীমসেনের সেই সুদুষ্কর কর্ম্ম দর্শনে অর্জ্জুন অবশিষ্ট শত্রু-সৈন্য সকলকে শাণিত সায়ক-সমূহে নিহত করিতে লাগিলেন। সেই বধ্যমান মহাবল সংশপ্তক-দল রণে ভঙ্গ দিয়া ভয়ে দশদিকে পলাইতে থাকিল; অপরে ইন্দ্রের নিকটে অতিথি হইয়া তখন শোক-শূন্য হইল। হে পুরুষব্যাঘ্র। এদিকে ধনঞ্জয় সন্নতপর্ব্ব শর-সমূহ বর্ষণে দুর্য্যোধনের চতুরঙ্গিণী সেনা সংহার করিতে লাগিলেন।

সঙ্কুল যুদ্ধে ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥



ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন যুদ্ধার্থে নিবৃত্ত হইলে এবং মদীয় বল-সকল পাণ্ডু-সৈন্য ও সৃঞ্জয়-সৈন্য-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া বারম্বার নিরানন্দে পলায়ন করিতে থাকিলে, কৌরবেরা কি করিল, তাহা আমারে বল।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বলশালী প্রতাপবান্ সূতনন্দন মহাবাহু ভীমসেনকে অবলোকন করিবামাত্র ক্রোধে রক্তনেত্র হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন; পরন্তু তবদীয় বল-সকলকে ভীম-ভয়ে পরাঙ্মুখ হইতে দেখিয়া তিনি সাতিশয় যত্ন-সহকারে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থে সংস্থাপিত করিলেন। মহাবাহু কর্ণ তৎকালে আপনকার পুত্রের সৈন্য সমস্ত ব্যবস্থাপিত করিয়া যুদ্ধদুর্ম্মদ পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবিত হইলেন। পাণ্ডব-পক্ষের মহারথেরাও সমরে শরাসন বিস্ফারণ ও সায়ক বর্ষণ

করত তাঁহার প্রতিকূলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বলবান্ ভীমসেন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, জনমেজয়, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সমুদয় প্রভদ্রকগণ ও পাঞ্চালগণ, সমর-বিজয়ী এই সমস্ত নরব্যাঘ্রেরা অত্যন্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া আপনকার বাহিনীর প্রতি সর্ব্ব দিকে ধাবমান হইলেন। সেইরূপ ভবদীয় মহারথ সকলও জিঘাংসু হইয়া পাণ্ডবদিগের সৈন্যের প্রতি সত্বর প্রধাবিত হইলেন। হে পুরুষব্যাঘ্র মহারাজ! সেই সৈন্য সকল, রথ অশ্ব ও মাতঙ্গ-নিচয়ে সঙ্কুল এবং বহু পদাতিগণে সমাকুল হইয়া, অদ্ভুত দর্শন হইল। অনন্তর মহতী সেনায় পরিবৃত হইয়া শিখণ্ডী কর্ণের প্রতি, ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনকার পুত্র দুঃশাসনের প্রতি, নকুল বৃষসেনের প্রতি, যুধিষ্ঠির চিত্রসেনের প্রতি, সহদেব উলূকের প্রতি, সাত্যকি শকুনির প্রতি এবং দ্রৌপদী-তনয়গণ কৌরবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। এদিকে মহারথ অশ্বত্থামা সমরে যত্নপরায়ণ হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি, কৃপাচার্য্য মহাধনুর্দ্ধর যুধামন্যুর প্রতি এবং বলবান্ কৃতবর্ম্মা উত্তমৌজার প্রতি যুদ্ধার্থে আক্রমণ করিলেন। হে আর্য্য! মহাবাহু ভীমসেন একাকী সমুদয় কুরুগণকে এবং সৈন্য-সহ আপনকার পুত্রদিগকে অবরুদ্ধ করিলেন।

মহারাজ! অনন্তর বীরবর কর্ণ সমরে নির্ভয়ের ন্যায় বিচরণ করিতে থাকিলে, ভীষ্মহন্তা শিখণ্ডী তাঁহাকে সায়ক-সমূহে নিবারিত করিলেন। পরে কর্ণ প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় ক্রোধে প্রস্ফুরিতাধর হইয়া শিখণ্ডির ভ্রূমধ্যভাগে শর-ত্রয়ে তাড়িত করিলেন। শিখণ্ডী সেই বাণ-ত্রয় ধারণ করত, উচ্ছ্রিত শৃঙ্গ-ত্রয়-দ্বারা রজত পর্ব্বতের ন্যায় অতিশয় শোভিত হইলেন। সেই মহাধনুর্দ্ধর, সমরে সূত-পুত্র-কর্তৃক অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে শাণিত নবতি শরে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ কর্ণ তাঁহার হয়গণকে ও সারথিকে শর-ত্রয়ে নিহত করিয়া ক্ষুরপ্র বাণে ধ্বজ কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শত্রুতাপন মহারথ শিখণ্ডী হয়-হীন রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া কর্ণের প্রতি এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। হে ভারত! কর্ণ সমরে সায়ক-ত্রয়ে সেই শক্তিটি ছেদন করিয়া শিখণ্ডিকে নিশিত নব শরে বিদ্ধ করিলেন। নরোত্তম শিখণ্ডী ক্ষত বিক্ষত হইয়া কর্ণ-চাপ-বিনির্ম্মুক্ত সেই বাণ সকল পরিহার করত অবিলম্বে তথা হইতে পলায়ন করিলেন।

মহারাজ! অনন্তর, প্রবল বায়ু যেমন তুলরাশিকে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করে, তদ্রূপ মহাবল কর্ণ পাণ্ডু-সৈন্য সকলকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনকার পুত্র দুঃশাসন-কর্তৃক পীড়িত হইয়া শর-ত্রয়ে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্রতিবিদ্ধ করিলেন। হে আর্য্য ভারত! দুঃশাসনও আনত-পর্ব্ব সুবর্ণপুঙ্খ শাণিত ভল্ল-দ্বারা তাঁহার বাম বাহু বিদ্ধ করিলেন। অসহনশীল ধৃষ্টদ্যুম্ন নির্ব্বিদ্ধ হওয়ায় অতিশয় রোষপরবশ হইয়া দুঃশাসনের প্রতি একটা ভয়ঙ্কর শর প্রেরণ করিলেন। হে মহারাজ! আপনকার পুত্র সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন-প্রেরিত মহাবেগশালী পতনোন্মুখ সায়কটাকে শর-ত্রয়েই ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের সন্নিহিত হইয়া তাঁহারে সুবর্ণ-বিভূষিত অপর সপ্তদশ ভল্ল দ্বারা বাহু ও বক্ষস্থলে নিপীড়িত করিলেন। পরে দ্রুপদ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রোধান্বিত হইয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র অস্ত্রে দুঃশাসনের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন; তাহাতে সকল লোকেই চীৎকার করিয়া উঠিল। অনন্তর আপনকার পুত্র অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া অবলীলাক্রমে ধৃষ্টদ্যুম্নকে সর্ব্বতোভাবে শর-নিকরে আচ্ছাদিত করিলেন। তৎকালে সিদ্ধগণ অপ্সরোগণ এবং সমাগত যোধগণ সমরে সুমহাত্মা দুঃশাসনের বিক্রম বিলোকনে বিস্ময়াপন্ন হইল। দুঃশাসন-কর্তৃক নিরুদ্ধ মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্নকে আমরা সিংহসংরুদ্ধ মহাগজের ন্যায় নিপীড়িত হইতে দেখিলাম। হে পাণ্ডু-পূর্ব্বজ মহারাজ! অনন্তর

Digitized by Google

পাঞ্চালগণ তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও রথ-নিকরে পরিবৃত হইয়া সেনাপতিকে রক্ষা করিবার অভিলাষে আপনকার পুত্রকে নিরুদ্ধ করিল। পরে প্রাণিগণের সংহারার্থে শত্রুবর্গের সহিত ভবদীয় সৈন্যদিগের ঘোরতর ভয়ঙ্কর সমরারম্ভ হইল।

এদিকে বৃষসেন নিজ পিতার নিকটে থাকিয়া নকুলকে লৌহময় পঞ্চ শরে বিদীর্ণ করিয়া পুনরায় অপর শর-ত্রয়ে বিদ্ধ করিলেন। খুরবর নকুল তাহাতে যেন হাস্য করত সুতীক্ষ্ণ নারাচ-দ্বারা বৃষসেনকে হৃদয়-দেশে অতিমাত্র বিদ্ধ করিলেন। বৈরি-বিঘাতক বৃষসেন বলবান্ শত্রু-কর্ত্তৃক নিরতিশয় বিদ্ধ হইয়া বিপক্ষকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন; নকুলও তাঁহারে পঞ্চ বাণে বিদীর্ণ করিলেন। অনন্তর সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর-দ্বয় পরস্পর শর-সহস্র-বর্ষণে পরস্পরকে আচ্ছাদিত করিলেন; তাহাতে সৈন্য সকল সমরে ভঙ্গ দিতে লাগিল। হে রাজন্! কর্ণ দুর্য্যোধনের সৈন্য সকলকে পলাইতে দেখিয়া বল-পূর্ব্বক পশ্চাদ্গামী হইয়া তাহাদিগকে নিবারিত করিলেন। হে আর্য্য! কর্ণ নিবৃত্ত হইলে পর, নকুল কৌরব-সৈন্যের প্রতি গমন করিলেন; কর্ণ-পুত্র বৃষসেনও সমরে নকুলকে সত্বর পরিত্যাগ করিয়া পিতার চক্ররক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে ক্রোধপরবশ উলূক সমরে সহদেব-কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন। প্রতাপবান্ সহদেব তাঁহার হয়-চতুষ্টয় হত করিয়া সারথিকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর পিতৃনন্দন উলূক রথ হইতে অবরোহণ-পূর্ব্বক অবিলম্বে ত্রিগর্ত্ত-সৈন্যের দিকে গমন করিলেন।

ওদিকে সাত্যকি সুবল-পুত্র শকুনিকে শাণিত বিংশতি শরে বিদ্ধ করিয়া একটা ভল্ল-দ্বারা অবলীলাক্রমে তাঁহার রথ-ধ্বজ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে রাজন্! প্রতাপবান্ শকুনি ক্রোধাক্রান্ত হইয়া সমরে তাঁহার কবচ বিদারণ-পূর্ব্বক কাঞ্চনময় ধ্বজ-দণ্ড কর্ত্তন করিলেন। মহারাজ! অনন্তর সাত্যকি শাণিত শর-নিকরে তাঁহাকে প্রতিবিদ্ধ করিয়া তদীয় সারথিরে সায়ক-ত্রয়ে নিপীড়িত করিলেন; পরে তাঁহার অশ্ব সকলকেও শর-সমূহ-বর্ষণে যম-সদনে প্রেরণ করিয়া দিলেন। হে ভরতর্ষভ! অনন্তর মহারথ শকুনি সহসা স্যন্দন হইতে অবতীর্ণ হইয়া উলূকের রথোপরি শীঘ্র আরোহণ করিলেন; উলূকও তাঁহাকে যুদ্ধশালী সাত্যকির নিকট হইতে অবিলম্বে লইয়া গেলেন। পরে সাত্যকি সমরে ভবদীয় সৈন্যের প্রতি বেগে ধাবিত হইলেন; তাহাতে সৈনিকেরা রণে ভঙ্গ দিতে লাগিল। হে বিশাম্পতে! সাত্যকির শর-সমূহে সংছন্ন হইয়া আপনকার সৈন্য অবিলম্বে দশ দিকে পলায়ন করিল; কেহ কেহ বা গতাসুর ন্যায় নিপতিত হইল।

এদিকে আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন সংগ্রামে ভীমসেনকে অবরুদ্ধ করিলেন; পরন্ত ভীম মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে সেই লোকেশ্বরকে তথায় সারথি, রথ ও ধ্বজশূন্য করিলেন; তাহাতে শত্রুপক্ষীয় সমস্ত লোকেই পরিতুষ্ট হইল। অনন্তর রাজা সেই সমরে ভীমসেনের নিকট হইতে পলায়ন করিলেন। পরে সমুদয় কুরুসৈন্য ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। তৎকালে ভীমসেনের হননেচ্ছু সৈনিকগণের তথায় ঘোরতর নিনাদ হইতে লাগিল।

ওদিকে যুধামন্যু কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া অবিলম্বে তাঁহার শরাসন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পরে সকল-শস্ত্রধারি-শ্রেষ্ঠ কৃপ অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া যুধামন্যুর ছত্র, ধ্বজ ও সারথিকে ভূমি-শায়ী করিলেন। তাহাতে মহারথ যুধামন্যু রথ-দ্বারাই পলায়ন করিলেন।

অনন্তর মেঘ যেমন বৃষ্টিধারা-দ্বারা পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করে, উত্তমৌজা তদ্রূপ ভীমপরাক্রম ভীষণ কৃতবর্ম্মাকে সহসা বাণ-বর্ষণে আচ্ছাদিত করিলেন। হে শত্রুতাপন মহারাজ! সেই সুমহৎ যুদ্ধ ঈদৃশ ঘোরতর হইয়াছিল যে, আমি একাল পর্য্যন্ত তাদৃশ ভয়ঙ্কর সমর কখন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। হে

Digitized by Google

রাজন্! পরিশেষে কৃতবর্ম্মা সংগ্রামে উত্তমৌজাকে সহসা হৃদয়দেশে বিদ্ধ করিলে তিনি রথনীড়ে উপবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তখন সারথি সেই রথিবরকে রথদ্বারা স্থানান্তরে লইয়া গেল। অনন্তর সমুদয় কুরুসৈন্য ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। দুঃশাসন ও শকুনি সুমহৎ গজ-সৈন্য-দ্বারা পাণ্ডুসুত ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিয়া ক্ষুদ্রকাস্ত্র-সমূহে তাড়িত করিতে লাগিলেন। ওদিকে ভীমসেন শত শত শর-দ্বারা অমর্ষণ দুর্য্যোধনকে বিমুখ করিয়া বেগে গজ-সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি সেই গজসৈন্য সকলকে সহসা সমাগত হইতে দেখিয়াই নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন এবং দেবরাজ যেমন বজ্র-দ্বারা অসুরগণকে নিহত করিয়াছিলেন, সেইরূপ গজ-সমূহদ্বারা গজ-যূথকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। বৃকোদর এইরূপে সমরে করিকুল ক্ষয় করত, শলভেরা যেমন দীপাগ্নিকে আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ শরসমূহে গগণ-মণ্ডল আচ্ছাদিত করিলেন। পরে, বায়ু যেমন মেঘ সকলকে ছিন্নভিন্ন করে, তদ্রূপ ভীমসেন সমবেত সহস্র সহস্র কুঞ্জর-পুঞ্জকে বলপূর্ব্বক ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! সুবর্ণ ও মণিজালে আবৃত কুঞ্জরগণ বিদ্যুদ্দ্যুক্ত অম্বুদরাশির ন্যায় সমরে সমধিক শোভিত হইয়াছিল; তখন ভীমসেন-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া তাহারা দশদিকে পলাইতে লাগিল। কোন কোন মাতঙ্গ বিভিন্ন-হৃদয় হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল। কতকগুলি পড়িয়াছে, কতকগুলি পড়িতেছে, একপ বহুসংখ্য হেমবিভূষিত গজগণে রণভূমি যেন বিশীর্ণপর্ব্বতপুঞ্জ-দ্বারা শোভিতা হইল। প্রদীপ্ত-প্রভান্বিত রত্ন-বিভূষিত পতিত গজ-যোধবৃন্দ-দ্বারা ধরাতল যেন ক্ষীণপুণ্য গ্রহ-নিকর-দ্বারা বিরাজমান হইতে লাগিল। সেই সংগ্রামে ভীমসেন-শরে আহত শত শত কুঞ্জরগণ ভিন্ন-গণ্ড ছিন্ন-শুণ্ড ও বিদীর্ণ-কুম্ভ হইয়া পলায়ন করিতে থাকিল। পর্ব্বত-সদৃশ কোন কোন মাতঙ্গ শরবিদারিত-সর্ব্বাঙ্গ ও ভয়ার্ত্ত হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে ধাতুবিচিত্রিত অচলনিচয়ের সাদৃশ্য ধারণ করত ধাবমান হইল। তৎকালে লোকে ভীমসেনের মহাভুজগ-সদৃশ অগুরু-চন্দন-চর্চ্চিত ভুজ-যুগলকে কেবল ধনুর্ব্বাণ বিক্ষেপ করিতেই দেখিল। তাঁহার বজ্রনিস্বন-সদৃশ জ্যাতল নির্ঘোষ শ্রবণে গজগণ বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিতে করিতে অতিশয় দৌড়িতে লাগিল। মহারাজ! ধীসম্পন্ন একমাত্র ভীমসেনের সেই কর্ম্ম, সর্ব্বভূত-সংহারে প্রবৃত্ত রুদ্রের কর্ম্ম-তুল্য প্রতীয়মান হইয়াছিল।

সঙ্কুলযুদ্ধে একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥৬১॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর শ্রীমান্ অর্জ্জুন শ্বেতাশ্ব-যুক্ত, নারায়ণ-কর্ত্তৃক সমাহিত উৎকৃষ্ট রথে উপবিষ্ট থাকিয়া রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। প্রবল পবন যেমন মহাসাগরকে আন্দোলিত করে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় আপনকার সেই মহাশ্ব-সমাবুল বিপুল সৈন্যকে বিক্ষোভিত করিলেন। শ্বেতবাহন এইরূপে সমরে ব্যাপৃত হইয়া অনবধান-যুক্ত আছেন, এমন সময়ে দুর্য্যোধন অসহনশীল যুধিষ্ঠিরকে সমাগত হইতে দেখিয়া ক্রোধপরীত-চিত্তে অর্দ্ধ সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া সহসা সমীপে আগমন-পূর্ব্বক তাঁহারে পরিবারিত করিলেন; পরে ত্রিসপ্ততি ক্ষুরপ্র অস্ত্রে বিদ্ধ করিলেন। কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির তাহাতে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং অবিলম্বে আপনকার পুত্রের শরীরে ত্রিংশৎ ভল্ল নিবেশিত করিলেন। অনন্তর কৌরব-পক্ষীয়েরা যুধিষ্ঠিরকে ধরিবার ইচ্ছায় সত্বর প্রধাবিত হইল। তখন পাণ্ডব-পক্ষীয় মহারথগণ বিপক্ষগণের দুষ্টভাব জানিয়া সকলে সমবেত হইয়া তাঁহারে রক্ষা করিবার নিমিত্তে আসিতে লাগিলেন। নকুল, সহদেব ও দ্রুপদ-পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবৃত হইয়া কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠিরের নিকটে ধাবিত

Digitized by Google

হইলেন। ভীমসেন আপনকার মহারথগণকে সমরে বিমর্দ্দিত করিতেছিলেন, তিনিও রাজাকে শত্রু-নির্জ্জিত মনে করিয়া তাঁহার রক্ষণার্থে ধাবমান হইলেন। সূর্য্যাত্মজ অঙ্গরাজ কর্ণ তখন সেই সকল সমাগত মহাধনুর্দ্ধরগণকে ঘোরতর শর বর্ষণে প্রতিবারিত করিলেন। তাঁহারা শর-সমূহ বিসর্জ্জন এবং তোমর-নিবহ নিক্ষেপ করত যত্নপর হইয়াও কর্ণের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইলেন না; সর্ব্ব-শস্ত্রাস্ত্র-পারগামী রাধা-তনয় সেই সমুদয় মহাধনুর্দ্ধরগণকে সুমহৎ শর-বর্ষণে প্রতিবারিত করিলেন। পরন্ত মহামনা সহদেব শীঘ্র দুর্য্যোধনের সমীপবর্ত্তী হইয়া শীঘ্রগামী অস্ত্র প্রয়োগ করত তাঁহারে বিংশতি বাণে বিদ্ধ করিলেন। দুর্য্যোধন সহদেব-কর্ত্তৃক অচলের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া রক্তাক্ত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। রথিবর রাধেয় আপনকার পুত্রকে তথায় সুতীক্ষ্ণ বাণ-নিবহে দৃঢ় বিদ্ধ দেখিয়া নিতান্ত কোপন-ভাবে ধাবমান হইলেন। তিনি দুর্য্যোধনকে তদবস্থ দেখিয়া শীঘ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া তদ্দ্বারা যুধিষ্ঠির ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্য সকল নিহত করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! অনন্তর যুধিষ্ঠির-সৈন্য-সমুদয় মহাত্মা সূত-পুত্র-কর্ত্তৃক বধ্যমান এবং তদীয় শরে পীড়িত হইয়া সহসা পলাইতে লাগিল। তথায় কর্ণ-শরাসন-বিনির্গত বিবিধ বিশিখ-সমস্ত পতিত হইবার সময়ে পরস্পর ফলের সহিত পুঙ্খদেশে মিলিত হইতে থাকিল। মহারাজ! গগনতলেও উৎপতিত শর-সমূহের পরস্পর সংঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি হইল। অনন্তর কর্ণ সমাপতিত শলভ-সমূহ-সদৃশ, পরশরীর-গামী সায়ক-সমুদায়ে দশ দিকস্থ সৈন্যগণকে বল-পূর্ব্বক নিহত করিতে লাগিলেন। তিনি পরমাস্ত্র প্রদর্শন করত রক্তচন্দন-চর্চ্চিত হেমমণি-বিভূষিত বাহুদ্বয় বিক্ষিপ্ত করিতে থাকিলেন; পরে মহাস্ত্র-প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন; অনন্তর সায়ক সমূহে সমুদয় দিক্ প্রমোহিত করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অতিশয় পীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া কর্ণকে নিশিত পঞ্চাশৎ শরে সংপীড়িত করিলেন। সেই ঘোর-দর্শন যুদ্ধ বাণান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। হে আর্য্য! ধর্ম্ম-তনয় বিবিধ শিলা-শাণিত কঙ্কপত্রান্বিত সুতীক্ষ্ণ সায়ক, বহুতর ভল্ল, শক্তি, ঋষ্টি ও মুষল-সমূহের আঘাতে আপনকার সৈন্য সকলকে সেইরূপে নিহত করিতে থাকিলে, তাহাদের মধ্যে মহান্ হাহাকার উত্থিত হইল। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তৎকালে সেই মহাত্মা যে যে স্থানে দুষ্টা দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানেই ভবদীয় সৈন্যেরা ভগ্ন হইয়াছিল।

এদিকে কর্ণও নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া সমরে নারাচ অর্দ্ধচন্দ্র বৎসদন্ত-প্রভৃতি সায়ক-নিকরে ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠিরকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। সেই অমেয়াত্মা অত্যন্ত অসহনশীল ও ক্রোধন-স্বভাব, সুতরাং রোষে প্রস্ফুরিতানন হইয়া বহুতর শর-সমূহে যুধিষ্ঠিরকে উপদ্রুত করিতে থাকিলেন এবং যুধিষ্ঠিরও তাঁহাকে সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশাণিত শায়ক-সমূহে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কর্ণ যেন হাস্য করিতে করিতে কঙ্কপত্রান্বিত শিলা-শাণিত ভল্ল-ত্রয়ে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বক্ষস্থলে বিদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তৎকর্ত্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হইয়া রথনীড়ে উপবেশন-পূর্ব্বক 'যাও' বলিয়া সারথিকে যাইতে আদেশ দিলেন। অনন্তর রাজার সহিত সমুদয় কৌরব-সৈন্যগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল এবং "ধর ধর" বলিয়া সকলেই রাজা যুধিষ্ঠিরের পশ্চাতে প্রধাবিত হইল। হে রাজন্! পরে সমর-দক্ষ কৈকেয়গণের সপ্তদশ শত সৈন্য পাঞ্চালদিগের সহিত একত্র হইয়া দুর্য্যোধনের বল-সকলকে নিবারিত করিল। সেই মহা-ভয়ঙ্কর তুমুল সংগ্রাম হইতে থাকিলে, মহাবল দুর্য্যোধন ও ভীমসেন পরস্পর সমরে সমাগত হইলেন।

সঙ্কুলযুদ্ধে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

Digitized by Google

সঞ্জয় কহিলেন, এদিকে কর্ণ অগ্রভাগে পর্য্যবস্থিত কৈকেয়দিগের মহাধনুর্দ্ধর মহারথগণকে শরজালে পীড়িত করিতে লাগিলেন। তাহারা তাঁহার নিবারণে যত্নশালী হইলেও তিনি তাহাদিগের পঞ্চ শত রথীকে যম-সদনে প্রেরণ করিলেন। তখন যোধগণ কর্ণ-বাণে প্রপীড়িত হইয়া তাঁহাকে সমরে অবিষহ্য দেখিয়া ভীমসেনের সমীপে গমন করিল। কর্ণও এক রথেই রথ-সৈন্যগণকে শরজাল-দ্বারা অনেকধা বিদারিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে প্রধাবিত হইলেন। বীর্য্যবান্ রাজা যুধিষ্ঠির তৎকালে শর-সমূহে ক্ষত বিক্ষত হইয়া নকুল ও সহদেবের মধ্যস্থলে থাকিয়া অচেতন-ভাবে অল্পে অল্পে শিবির-মধ্যে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে সুতপুত্র তাঁহার সন্নিহিত হইয়া দুর্য্যোধনের হিতাকাঙ্ক্ষায় তাঁহাকে তীক্ষ্ণতর পরম শর-ত্রয়ে বিদ্ধ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরও তাঁহারে হৃদয়-প্রদেশে প্রতিবিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথিকে তিন বাণে এবং হয়-চতুষ্টয়কে চারি বাণে বিদ্ধ করিলেন। মাদ্রী-তনয় শত্রুতাপন নকুল ও সহদেব যুধিষ্ঠিরের চক্ররক্ষক ছিলেন, তাঁহারাও 'কর্ণ পাণ্ডবরাজকে নিহত করিতে না পারে' এই অভিপ্রায়ে তৎ প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহারা সাতিশয় প্রযত্নপর হইয়া উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ রূপে রাধানন্দনের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রতাপবান্ সুতপুত্রও সেই অরিন্দম মহানুভব-দ্বয়কে শিত-ধার ভল্ল-যুগল-দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিলেন এবং সমরে যুধিষ্ঠিরের কালপুচ্ছ-বিশিষ্ট শুভ্রবর্ণ মনোজব হয়োত্তমগণকে নিহত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাধনুর্দ্ধর প্রতাপ-সম্পন্ন অধিরথ-পুত্র যেন হাস্য করিতে করিতে অপর এক ভল্ল-দ্বারা কুন্তীতনয়ের শিরস্ত্রাণ পাতিত করিলেন এবং সেইরূপে মাদ্রীপুত্র ধীসম্পন্ন নকুলেরও হয়গণকে হত করিয়া তাঁহার ঈষা ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই ভ্রাতৃদ্বয় যুধিষ্ঠির ও নকুল ক্ষত বিক্ষত হতাশ্ব ও হত-রথ হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ করিলেন। তাঁহাদিগের মাতুল পরবীরহন্তা মদ্ররাজ তাঁহাদিগকে তথায় বিরথ দেখিয়া অনুকম্পা-বশত রাধাতনয়কে কহিলেন 'কর্ণ! অদ্য তোমাকে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে; তুমি নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মরাজের সহিত কি জন্য যুদ্ধ করিতেছ? ধনঞ্জয়ের নিকটে গিয়া তুমি অস্ত্র শস্ত্র-বিহীন, কবচ-রহিত, তূণ-বাণ-শূন্য, শ্রান্ত-বাহন, ক্লান্ত-সারথি এবং বিপক্ষগণের অস্ত্র-সমূহে বিক্ষিপ্ত হইয়া অবশ্যই উপহাসাস্পদ হইবে।" পরন্তু কর্ণ মদ্ররাজ-কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইলেও পূর্ব্ববৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমরে যুধিষ্ঠিরকে তাড়িত করিলেন এবং নকুল ও সহদেবকেও সুতীক্ষ্ণ শর-সমূহে পরাবিদ্ধ করিলেন। পরিশেষে তিনি প্রকৃষ্টরূপে হাস্য করিয়া শর-নিকর বর্ষণ-দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে সংগ্রামে পরাঙ্মুখ করিয়া দিলেন।

অনন্তর শল্য যুধিষ্ঠির-বধে সমুদ্যত অত্যন্ত কোপ-পরীত রথস্থিত কর্ণকে পুনরায় সহাস্য-বদনে এই কথা বলিলেন, অহে রাধেয়! দুর্য্যোধন যাঁহার নিমিত্তে তোমাকে সতত সম্মানিত করিয়া থাকেন, তুমি সেই ধনঞ্জয়কে বিনষ্ট কর; যুধিষ্ঠিরকে হত করিয়া তোমার কি হইবে? কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের শব্দায়মান শঙ্খ-যুগলের ঐ সুমহান্ ধ্বনি এবং বর্ষাকালীন মেঘ-শব্দের ন্যায় ধনুর্ঘোষ শ্রুত হইতেছে। অহে কর্ণ! ঐ দেখ, অর্জ্জুন শর-বর্ষণ-দ্বারা আমাদিগের মহারথগণকে সমরে নিহত করত সমুদয় সৈন্য গ্রাস করিতেছেন। যুধামন্যু ও উত্তমৌজা ঐ শূরবরের পৃষ্ঠরক্ষক হইয়াছেন। শৌর্য্য-সম্পন্ন সাত্যকি উহাঁর উত্তর চক্র রক্ষা করিতেছেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন উহাঁর দক্ষিণ চক্র রক্ষার্থে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ওদিকে ভীমসেন রাজা দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। হে রাধেয়! আমাদিগের সকলের সাক্ষাতে ভীম যাহাতে তাঁহাকে বিনষ্ট না করেন;—আমাদের রাজা যে প্রকারে মুক্ত হইতে

Digitized by Google

পারেন, তাহাই কর। ঐ দেখ, সমর-শোভাকর বৃকোদর উহাঁকে বশায়ত্ত করিয়াছেন; এক্ষণে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া উনি যদি মুক্ত হইতে পারেন, তাহা হইলে সকলের সুমহান্ বিস্ময় হয়। ফলত উনি পরম সংশয়ে পতিত হইয়াছেন, অতএব শীঘ্র সমীপবর্ত্তী হইয়া উহাঁকে পরিত্রাণ কর; নকুল সহদেব বা রাজা যুধিষ্ঠিরকে নিহত করিয়া কি হইবে?

মহারাজ! বীর্য্যবান্ রাধাতনয়, শল্যের এই কথা শুনিয়া এবং দুর্য্যোধনকেও মহাসমরে ভীমের বশায়ত্ত দেখিয়া রাজ-রক্ষণে অভিলাষী, বিশেষত শল্য-বাক্যে পুনঃপুন প্রেরিত হইয়া অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীনন্দন নকুল সহদেবকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আপনকার পুত্রের পরিত্রাণার্থে মদ্ররাজ-পরিচালিত আকাশগামি-তুল্য অশ্বগণ-দ্বারা তৎ-সমীপে ধাবমান হইলেন। হে আর্য্য! কর্ণ গমন করিলে পর, শর-নিকরে ক্ষত বিক্ষত কুন্তী-নন্দন পাণ্ডুপুত্র নরেশ্বর যুধিষ্ঠির লজ্জিত হইয়া যমজ ভ্রাতৃ-দ্বয়ের সহিত সহদেবের বেগশালী অশ্বগণ-দ্বারা রণস্থল হইতে শীঘ্র অপগত হইলেন এবং শিবিরে উপনীত হইয়া রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অবিলম্বে শুভ শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার শল্য সকল অপনীত হইল বটে, কিন্তু তিনি হৃদয়-শল্যে অত্যন্ত নিপীড়িত রহিলেন। সেই রাজা মহারথ ভ্রাতৃযুগল নকুল সহদেবকে কহিলেন "হে পাণ্ডব-দ্বয়! তোমরা ভীমসেনের সৈন্য-মধ্যে শীঘ্র গমন কর; বৃকোদর একাকী জীমূতের ন্যায় গর্জ্জন করত যুদ্ধ করিতেছেন।" অনন্তর রথশ্রেষ্ঠ নকুল ও তেজস্বী সহদেব, শত্রুতাপন উভয় সহোদরে অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট-বেগশালী তুরগ-গণ-দ্বারা ভীমসেনের সৈন্য-মধ্যে যাইয়া তথায় তেজঃপুঞ্জ উভয় ভ্রাতায় মিলিত হইয়া একত্র পর্য্য-বস্থিত হইলেন।

সঙ্কুলযুদ্ধে ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৩।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর অশ্বত্থামা বহুল রথ-সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া, যে স্থানে অর্জ্জুন অবস্থিত ছিলেন, সহসা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শৌরিসহায় শূরবর ধনঞ্জয় সহসা তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া, বেলা যেমন সাগরকে ধারণ করে, তদ্রূপ সহসা অবরুদ্ধ করিলেন। মহারাজ! অনন্তর প্রতাপবান্ দ্রোণ-নন্দন ক্রোধাক্রান্ত হইয়া অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে সায়ক-সমূহে আচ্ছাদিত করিলেন। পরে পাণ্ডব-পক্ষীয় মহারথগণ ও কৌরব সকল কৃষ্ণার্জ্জুনকে শরাচ্ছন্ন দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হে ভারত! অন-ন্তর অর্জ্জুন যেন হাস্য করিতে করিতে সমরে একটি দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। অশ্বত্থামা তাহা নিবা-রিত করিলেন। ধনঞ্জয় যুদ্ধে অশ্বত্থামার সংহার-বাসনায় যে যে অস্ত্র নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন, মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণ-তনয় তৎসমুদয় ছিন্ন করিতে থাকিলেন। হে রাজন্! সেই মহাভয়াবহ অস্ত্র-যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে, আমরা অশ্বত্থামাকে সমরে বিবৃতাস্য অন্তকের সমান দেখিলাম। তিনি শর-নিকর-বর্ষণে দিক্ বিদিক্ সকল আচ্ছন্ন করিয়া তিন বাণে বাসু-দেবের দক্ষিণ বাহু বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় সেই মহাত্মার হয়-সমুদয়কে নিহত করিয়া সমর-ভূমিকে শোণিত-প্রবাহ-তরঙ্গিণী সর্ব্বপ্রাণি-বাহিনী পরলোক-সঞ্চারিণী ঘোর-রূপিণী তটিনী করিয়া তুলিলেন। সকলে অশ্বত্থামার রথ-সহ সমুদয় রথি-গণকে অর্জ্জুন-শরাসন-বিনির্গত শর-নিকরে অপহৃত হইতে দেখিতে লাগিল এবং তিনিও তাহাদিগকে সেইরূপ দেখিতে থাকিলেন। তৎকালে তিনি শত্রু-গণ-বাহিনী মহাভয়ঙ্করী নদী প্রবর্ত্তিতা করিলেন। দ্রোণ-পুত্র ও পাণ্ডু-পুত্রের সেই দারুণ সমাকুল যুদ্ধে সৈন্যগণ মর্য্যাদা-শূন্য হইয়া যুদ্ধ করত ইতস্তত পরিধাবিত হইতে লাগিল। হে রাজন্! রথ সকল হতাশ্ব ও সারথি-বিহীন হইল, গজবাজি-সকল আ-রোহি-শূন্য হইল এবং মহামাত্রগণ মাতঙ্গ-হীন

Digitized by Google

হইয়া গেল; এইরূপে ধনঞ্জয় সমরে ঘোরতর জনক্ষয় করিলেন। রথিগণ অর্জ্জুনের শরাসন-নিক্ষিপ্ত শর-নিকরে নিহত হইয়া পতিত হইল এবং হয়গণ বন্ধন-রজ্জু-বিহীন হইয়া স্থানে স্থানে দৌড়িতে লাগিল। বীর্য্যবান্ অশ্বত্থামা সমর-শোভাকর বিজয়িশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের সেই কর্ম্ম দেখিয়া সত্বর সমীপে আগমন-পূর্ব্বক সুবর্ণ-বিভূষিত সুমহৎ শরাসন আকর্ষণ করত নিশিত-শর-সমূহ-সহকারে তাঁহারে সর্ব্ব দিকে সমাকীর্ণ করিলেন। হে মহারাজ! তিনি পুনরায় কার্ম্মুক আনত করিয়া কঙ্কপত্রান্বিত বাণ-দ্বারা অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থলে নির্দ্দয়-রূপে তাড়না করিলেন। উদারবুদ্ধি গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় সমরে দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামার শরে অতিশয় বিদ্ধ হইয়া তাঁহারে সহসা শর-বর্ষণ-দ্বারা সংছাদিত করিয়া তাঁহার শরাসন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে ভারত! সংগ্রামে ছিন্ন-শরাসন হইয়া অশ্বত্থামা তখন বজ্রসম কঠোর-স্পর্শ-বিশিষ্ট একটা পরিঘ লইয়া কিরীটীর প্রতি নিক্ষিপ্ত করিলেন। মহারাজ! অর্জ্জুন যেন হাস্য করিতে করিতে সেই পতনোন্মুখ সুবর্ণ-পরিষ্কৃত পরিঘাস্ত্র সহসা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পার্থ সায়কে ছিন্ন হইয়া সেই পরিঘ তখন বজ্র-তাড়িত ধরাতল-বিকীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইল। অনন্তর মহারথ দ্রোণ-পুত্র ক্রোধান্বিত হইয়া ঐন্দ্রাস্ত্র-বেগে বীভৎসুকে সমাকীর্ণ করিলেন। হে মহারাজ! তাঁহার ইন্দ্রজালে সমস্ত আচ্ছন্ন হইল দেখিয়া তরস্বী সব্যসাচী মহেন্দ্র-প্রদত্ত উত্তমাস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক গাণ্ডীব ধারণ করত সেই ঐন্দ্রজাল প্রতিহত করিয়া ফেলিলেন। ঐন্দ্রজাল বিদারণ করিবার পর অর্জ্জুন অশ্বত্থামার রথ-সমীপে উপনীত হইয়া ক্ষণকাল-মধ্যে তাহা সেইরূপ আচ্ছন্ন করিলেন এবং অশ্বত্থামাও তদীয় বাণে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। পরন্তু দ্রোণ-তনয় শর-নিকর-সহকারে পার্থের সেই বাণবৃষ্টি বিলোড়িত করিয়া এবং তদ্দ্বারা আপনার শ্রেষ্ঠ নাম প্রকাশিত করিয়া কৃষ্ণকে এক শত এবং অর্জ্জুনকে তিন শত ক্ষুদ্রকাস্ত্র-দ্বারা সহসা অতিবিদ্ধ করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন শায়ক-শত-সন্ধান-দ্বারা গুরুপুত্রের মর্ম্মভেদ করিয়া ভবদীয় সৈন্যগণের প্রত্যক্ষেই শর-সমূহ-দ্বারা তাঁহার অশ্ব, সূত ও ধনুর্জ্যা অবকীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সেই পরবীরহন্তা পাণ্ডু-নন্দন দ্রোণ-তনয়ের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়া ভল্লাঘাতে তাঁহার সারথিকেও রথনীড় হইতে পাতিত করিলেন। তখন অশ্বত্থামা স্বয়ং অশ্ব সকলকে সংযমিত করিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে শরসংঘে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে আমরা তাঁহার অদ্ভুত আশু-পরাক্রম অবলোকন করিলাম। হে রাজন্! তিনি যে স্বয়ং তুরগগণকে সংযত করত ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সমরে সমুদয় যোদ্ধারাই তাঁহার সেই কর্ম্মের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিল। অনন্তর জয়শীল বীভৎসু হাস্য করিয়া সমরে ক্ষুরপ্র অস্ত্রে দ্রোণপুত্রের অশ্বগণের রশ্মি সকল ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে ভারত! তখন সেই তুরগগণ শর-বেগে প্রপীড়িত হইয়া দৌড়িতে লাগিল। তাহাতে আপনকার সৈন্য-মধ্যে ঘোরতর নিনাদ উত্থিত হইল। এদিকে জয়াভিলাষী পাণ্ডবেরা জয় লাভ করিয়া সর্ব্ব দিকে শাণিত বাণ সমস্ত নিক্ষেপ করত আপনকার সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইল। মহারাজ! আপনকার বিচিত্রযোধী পুত্রগণের, সুবল-তনয় শকুনির ও কর্ণের সাক্ষাতেই দুর্য্যোধনের মহাসৈন্য, বীর্য্য-সম্পন্ন জয়যুক্ত পাণ্ডবগণ-কর্তৃক পুনঃপুন ভগ্ন হইতে লাগিল। সর্ব্ব দিকে পীড্যমানা মহাসেনা, আপনকার পুত্রগণ-কর্তৃক নিবারিতা হইলেও সংগ্রামে অবস্থিতি করিতে পারিল না। হে জনেশ্বর! অনন্তর আপনকার পুত্রগণের সেই মহৎ সৈন্য, সর্ব্ব দিকে পলায়মান যোধগণ-দ্বারা ব্যাকুল ও ভীত হইয়া পড়িল। তাহাতে কর্ণ "স্থির হও, স্থির হও" এই কথা উচ্চৈঃস্বরে বারংবার বলিতে লাগিলেন, কিন্তু মহাত্মা বীরগণের দারুণ

Digitized by Google

প্রহার প্রাপ্ত হওয়ায় সেই সৈন্য কোন ক্রমেই স্থির থাকিতে সমর্থ হইল না।

অনন্তর দুর্য্যোধন অনুনয়-বচনে কর্ণকে কহিলেন, কর্ণ! দেখ, তুমি থাকিতে আমার সৈন্য পাণ্ডবগণ-কর্তৃক নিতান্ত পীড়িত হইয়া সংগ্রাম হইতে পলায়ন-পরায়ণ হইতেছে। হে শত্রুতাপন মহাবাহো! ইহা জানিয়া সংপ্রতি যাহা কর্তব্য হয়, কর। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরবর! পাণ্ডবেরা সমরে সহস্র সহস্র যোধগণকে ভগ্ন করিয়া দিলে, তাহারা কাতর-স্বরে তোমাকেই আহ্বান করিতেছে।

সূতনন্দন, দুর্য্যোধনের এই মহৎ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সহাস্য-বদনে মদ্ররাজ শল্যকে এই কথা বলিলেন "হে জনেশ্বর! আমার ভুজ-যুগল ও অস্ত্র সকলের বীর্য্য দেখ; অদ্য আমি সমরে পাণ্ডবগণের সহিত সমুদয় পাঞ্চালগণকে নিহত করিব, সন্দেহ নাই, অতএব তুমি উত্তম রূপে অশ্ব চালনা কর।" মহারাজ! সেই মহাবল-বীর্য্য-সম্পন্ন অমেয়াত্মা প্রতাপবান্ সূতপুত্র এইরূপ কহিয়া বিজয় নামক পুরাতন প্রধান শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাতে জ্যা-যোজনা এবং তাহার পুনঃপুন সম্মার্জ্জনা করিলেন; পরে সৈন্যগণকে সত্য ও শপথ-দ্বারা নিবারিত করিয়া ভার্গবাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। হে রাজন্! মহাসংগ্রামে তাহা হইতে সহস্র সহস্র অযুত অযুত কোটি কোটি অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ সুতীক্ষ্ণ শর সমস্ত নির্গত হইতে লাগিল। কঙ্কপত্র ও ময়ূর-পিচ্ছে ভূষিত সেই ঘোরতর প্রজ্বলিত শর-সমূহে পাণ্ডবী-সেনা সর্ব্বতোভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল; কিছুই আর জানা গেল না। হে বিশাম্পতে! সংগ্রামে প্রবল ভার্গবাস্ত্র-দ্বারা প্রপীড়িত হওয়ায় পাঞ্চালগণের মধ্যে মহান্ হাহাকার উত্থিত হইল। সহস্র সহস্র অশ্ব গজ রথ ও নর সকল নিহত হইয়া নানা স্থানে পতিত হওয়াতে মহীতল কম্পান্বিত হইল এবং পাণ্ডবদিগের সমুদয় মহৎ বল ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সেই শত্রুতাপন নরশার্দ্দূল যোধপ্রবর কর্ণই একাকী প্রজ্বলিত-পাবক-তুল্য হইয়া শত্রুকুল দহন করত শোভা পাইতে লাগিলেন। হে নরব্যাঘ্র! বনদাহকালে মাতঙ্গ সকল যেমন বিমুগ্ধ হয় এবং ব্যাঘ্রেরা চীৎকার করে, সেইরূপ নরোত্তম পাঞ্চাল ও চেদিসৈন্য সকল কর্ণ-কর্তৃক বধ্যমান হইয়া স্থানে স্থানে বিমোহিত হইতে এবং চীৎকার করিতে লাগিল। মহারাজ! তাহারা ভীত ও ত্রস্ত হইয়া চীৎকার করত রণস্থলের সর্ব্ব দিকে প্রধাবিত হইতে থাকিলে, তথায় প্রলয়কালের ন্যায় সুমহান্ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। হে আর্য্য! তাহাদিগকে সূতপুত্র-কর্তৃক নিহত হইতে দেখিয়া তির্য্যগ্যোনি-সমুৎপন্ন সমুদয় প্রাণিবর্গও ত্রাসান্বিত হইল। শমন-সদনে মৃত ব্যক্তিরা যেমন প্রেতরাজকে আহ্বান করে, তদ্রূপ সেই সৃঞ্জয়-সৈন্যগণ সূতপুত্র-কর্তৃক বধ্যমান হইয়া কাতর-স্বরে অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে বারম্বার আহ্বান করিতে লাগিল।

অনন্তর কুন্তী-তনয় ধনঞ্জয় কর্ণ-সায়কে বধ্যমান সেই সকল সৈনিকগণের আর্ত্তনাদ শুনিয়া এবং তথায় মহাভয়ঙ্কর ভার্গবাস্ত্র প্রেরিত হইয়াছে দেখিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন "হে মহাবাহো কৃষ্ণ! ভার্গবাস্ত্রের বিক্রম বিলোকন কর; এ অস্ত্র সমরে কোন প্রকারেই বিহত হইবার নহে। বীর্য্যে সাক্ষাৎ কৃতান্ত-সদৃশ সূতপুত্র মহাসমরে সংরব্ধ হইয়া কিরূপ দারুণ কর্ম্ম করিতেছেন, তাহাও দেখ। উনি পুনঃপুন অশ্ব চালনা করত বারংবার আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন; পরন্তু আমি সংগ্রামে কর্ণের নিকট হইতে কোন ক্রমেই পলাইতে পারিব না। হে হৃষীকেশ! পুরুষ জীবিত থাকিতে সমরে জয় পরাজয় উভয়ই প্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু মৃত ব্যক্তির কেবল বিনাশই হয়, জয় কদাচ হয় না।" সুবুদ্ধি-প্রবর পৃথা-তনয় ধনঞ্জয় এইরূপ কহিলে পর অরিন্দম কৃষ্ণ তাঁহারে তৎকাল-সমুচিত এই কথা বলিলেন, পার্থ! রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণ-কর্তৃক অতিশয় ক্ষত বিক্ষত হইয়াছেন; অতএব অগ্রে তাঁহাকে

Digitized by Google

দেখিয়া এবং সমাশ্বাসিত করিয়া পরে কর্ণকে বিনষ্ট করিবে।

মহারাজ! অনন্তর জনার্দ্দন কৃষ্ণ সমরে ... শ্রম-দ্বারা কর্ণকে গ্রহণ করাইবার অভিপ্রায়ে ... কালে যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে অভিলাষী হইয়া প্রস্থান করিলেন। ধনঞ্জয়ও কেশবের আজ্ঞানুসারে বাণ-পীড়িত রাজাকে দেখিবার নিমিত্তে সেই সংগ্রাম-ভূমি হইতে অবিলম্বে রথারোহণে যাত্রা করিলেন। হে ভারত! পার্থ সংগ্রামে ইন্দ্রেরও দুঃসহ ... গুরু-পুত্র অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধ করত তাঁহাকে পরাজিত করিয়া ধর্ম্মরাজের দর্শনেচ্ছায় গমন করিতে করিতে সৈন্যের প্রতি অবলোকন করিলেন, কিন্তু তথায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিতে পাইলেন না।

সঙ্কুলযুদ্ধে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর অরাতিগণের ... উগ্রধন্বা ধনঞ্জয় অন্যের দুষ্কর সুমহৎ ... কর্ম্ম করিয়া অশ্বত্থামাকে পরাজিত করিবার পর স্বীয় সৈন্যগণের প্রতি অবলোকন করিলেন। সেই ... বর কিরীটমালী সব্যসাচী, সৈন্যাগ্রবর্ত্তী যুদ্ধ ... যোধগণকে পূর্ব্বকৃত প্রসিদ্ধ মহৎ কর্ম্ম সকল দ্বারা প্রশংসিত করিয়া হর্ষান্বিত করত, সমরে ... রথীদিগকে সুস্থির করিলেন। পরন্তু তিনি ... অজ-মীঢ় নন্দন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে না দেখিয়া বেগে ভীমসেনের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, রাজার সংবাদ কি, বলুন; রাজা কোথায় আছেন?

ভীম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণ-বাণে অতিমাত্র ব্যথিতাঙ্গ হইয়া এস্থান ... হইতে প্রস্থান করিয়াছেন; কথঞ্চিৎ জীবিত আছেন কি না সন্দেহ।

অর্জ্জুন কহিলেন, তবে আপনি কুরুসত্তম রাজা যুধিষ্ঠিরের সংবাদ জানিবার নিমিত্ত শীঘ্র এস্থান হইতে প্রয়াণ করুন; তিনি কর্ণের সায়কে অতিশয় বিদ্ধ হইয়া শিবির-মধ্যে গমন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। যিনি সংগ্রামে দ্রোণাচার্য্যের নিশিত শর-সমূহে বিদ্ধ হইয়াও জয়ের প্রতীক্ষায় যাবৎ দ্রোণ নিহত হন, তাবৎ স্থিরভাবে তথায় দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই মহানুভাব তরস্বী পাণ্ডব-প্রধান অদ্য কর্ণ-কর্ত্তৃক সমরে সংশয় প্রাপিত হইয়াছেন; অতএব হে ভীম! এক্ষণে আপনি শীঘ্র তাঁহার তত্ত্ব জানিতে প্রস্থান করুন, আমি শত্রুগণকে নিরুদ্ধ করিয়া থাকিব।

ভীম কহিলেন, হে মহানুভব অর্জ্জুন! তুমিই ভরতশ্রেষ্ঠ রাজার সংবাদ জান; এক্ষণে আমি যদি সেখানে যাই, তাহা হইলে প্রধান বীরেরা আমাকে ভীত বলিবে।

অনন্তর অর্জ্জুন ভীমসেনকে বলিলেন, সংশপ্তক-সৈন্যেরা আমার প্রতিপক্ষে রহিয়াছে; অতএব এক্ষণে ইহাদিগকে নিহত না করিয়া আমি এই রিপুমণ্ডলী হইতে অপগত হইতে পারিব না।

পরে ভীমসেন অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে কুরুপ্রবীর ধনঞ্জয়! আমি নিজ বীর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক একাকী সমুদয় সংশপ্তক সৈন্যের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিব; তুমি রাজার নিকটে যাও।

সঞ্জয় কহিলেন, অর্জ্জুন শত্রুগণ-মধ্যে সহোদর ভীমসেনের সেই সুদুর্ব্বচ বচন শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে যাইবার উদ্দেশে তখন বৃষ্ণি-প্রবর হৃষীকেশকে বলিলেন "হে কেশব! আমি রাজা যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি; অতএব তুমি এই বলার্ণব পরিত্যাগ করিয়া অশ্ব সকলকে পরিচালিত কর।" অনন্তর সকল-দাশার্হ-শ্রেষ্ঠ বাসুদেব তুরঙ্গগণকে চালনা করত ভীমসেনকে বলিলেন "হে বৃকোদর! অদ্য তোমার পক্ষে এ কর্ম্ম বিচিত্র নহে; হে পার্থ! এক্ষণে আমি চলিলাম, তুমি শত্রু সকলকে বিনষ্ট কর।" হে রাজেন্দ্র! পরে হৃষীকেশ, শত্রু-দমন ভীমসেনকে প্রতিপক্ষের প্রতি-

কূলে ব্যবস্থাপন-পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে সমাদিষ্ট করিয়া, যে স্থানে রাজা যুধিষ্ঠির ছিলেন, তথায় গরুড়-তুল্য অশ্বগণ-দ্বারা অতিশীঘ্র গমন করিলেন।

অনন্তর সেই দুই পুরুষপ্রবীর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন, যে স্থানে রাজা একাকী শয়ান ছিলেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং উভয়ে রথ হইতে অবতরণ করিয়া ধর্ম্মরাজের পাদ বন্দন করিলেন। তাঁহারা সেই পুরুষপ্রবরকে কুশলী দেখিয়া, অশ্বিনী-কুমারদ্বয় যেমন ইন্দ্রকে কুশলী দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ হর্ষযুক্ত হইলেন। রাজাও তাঁহাদিগকে, সূর্য্যদেব যেমন অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়কে এবং মহাবীর জম্ভাসুর হত হইলে বৃহস্পতি যেমন ইন্দ্র ও বিষ্ণুকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ অভিনন্দিত করিলেন। শত্রুতাপন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির 'কর্ণ হত হইয়াছে' এই অনুমানে প্রীত হইয়া হর্ষগদ্গদ-বচনে তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুনের যুধিষ্ঠির-সমীপ-গমনে পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৫।

যুধিষ্ঠির অগ্রে দেবকী-তনয়কে পরে ধনঞ্জয়কে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণার্জ্জুন! তোমাদিগকে দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম। তোমরা উভয়ে অক্ষত ও নিরাময় থাকিয়া মহারথ কর্ণকে হত করিয়াছ। যে যুদ্ধে আশীবিষ-সদৃশ এবং সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ; যে সমুদয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের অগ্রগামী, শর্ম্ম ও বর্ম্ম-স্বরূপ; ধনুষ্মান্ বৃষসেন ও সুষেণ যাহাকে রক্ষা করিত; যে সুদুর্জ্জয় মহাবীর্য্যবান্ পুরুষ পরশুরামের নিকটে অস্ত্রবিদ্যায় দীক্ষিত ও কৃতী হইয়া গৃহগমনার্থে অনুমতি পাইয়াছিল; যে সর্ব্বলোকপ্রধান লোক-বিখ্যাত রথী; যে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের পরিত্রাণ, সেনা-মুখে গমন, পর-সৈন্যের হনন এবং শত্রুবর্গের বিমর্দ্দন করিত; যে দুর্য্যোধনের হিতসাধনে নিযুক্ত এবং আমাদিগের দুঃখের নিমিত্ত উদ্যত ছিল; যে মহারণে সবাসব দেবগণেরও অধর্ষণীয়, বল ও তেজঃ প্রকাশে অনিল ও অনল-তুল্য, পাতাল সমান গম্ভীর, সুহৃদ্গণের আনন্দ-বর্দ্ধনকারী এবং অরাতি-বর্গের অন্তক-সদৃশ ছিল; তোমরা ভাগ্যক্রমে সেই কর্ণকে নিহত করিয়া, অসুর-সংহারান্তে অমর-যুগলের ন্যায়, আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছ। হে অচ্যুতার্জ্জুন! অদ্য আমি অতিশয় উগ্রভাবে সেই প্রজাকুল-সংহারেচ্ছু-কৃতান্ত-তুল্য কর্ণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলাম। সে সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল সহদেব, বীর্য্যশালী শিখণ্ডী, দ্রৌপদী-তনয় সকল ও পাঞ্চালগণের সাক্ষাতেই আমার ধ্বজ ছিন্ন করিয়া পার্ষ্ণিরক্ষক-দ্বয় ও হয়-চতুষ্টয় বিনষ্ট করিল। হে মহাবাহো! আমি যত্নপরায়ণ হইলেও যোধগণ-শ্রেষ্ঠ মহাবীর্য্য কর্ণ মহারণে ঐ সকল ও অন্যান্য বহুল শত্রুগণকে জয় করিয়া আমাকে পরাজিত করিয়াছে এবং যুদ্ধে পরিভূত করিয়াই স্থানে স্থানে অনুসরণ-পূর্ব্বক আমার প্রতি বহুতর কঠোর-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। হে ধনঞ্জয়! আমি যে জীবিত রহিয়াছি, ইহাতে কেবল ভীমসেনের প্রভাব-মাত্র কারণ। যাহা হউক, এ বিষয়ে অধিক কি কহিব, আমি কোন ক্রমেই তাহা সহ্য করিতে পারিতেছি না।

হে ধনঞ্জয়! আমি যাহার ভয়ে ত্রয়োদশ বর্ষকাল রাত্রিতে নিদ্রা লাভ করিতে পারি নাই এবং দিবসেও কখন সুখ পাই নাই, এক্ষণে তাহারই দ্বেষে সংযুক্ত হইয়া, যজ্ঞস্থলে আত্ম-মরণার্থে প্রস্থিত বাধ্রীণস বিহঙ্গের ন্যায়, পরিদগ্ধ হইতেছি। আমি 'কি প্রকারে সমরে কর্ণকে নিহত করাইতে পারিব' এইরূপ চিরকাল যাহা চিন্তা করিতেছিলাম, তাহার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে। হে ভ্রাতঃ! আমি কি জাগ্রদবস্থায় কি নিদ্রাবস্থায় সর্ব্বদাই সর্ব্বস্থানে কেবল কর্ণকেই দেখিতেছি; সমুদয় জগৎ যেন কর্ণময় হইয়াছে। হে ধনঞ্জয়! আমি কর্ণের ভয়ে

Digitized by Google

যে যে স্থানে যাই, সেই সেই স্থানেই যে[illegible] কর্ণকে অগ্রভাগে দণ্ডায়মান দেখিতে পাই। [illegible] পার্থ! সমরে পলায়ন-পরাঙ্মুখ সেই বীরই আ[illegible]কে রথ ও হয়গণ-সহ জয় করিয়া জীবিত থাকিতে [illegible]কিতে পরিত্যাগ করিয়াছে। সমরশোভাকর কর্ণে[illegible] নিকটে অদ্য এরূপ ধিক্কার প্রাপ্ত হইয়া আমা[illegible] জীবিত থাকিবারই ফল কি, আর রাজ্যেরই বা [illegible]য়োজন কি? পূর্ব্বে আমি ভীষ্ম দ্রোণ ও কৃপাচা[illegible] হইতে সমরে যাহা প্রাপ্ত হই নাই, অদ্যকার যুদ্ধে[illegible]হারথ সূতপুত্র হইতে তাহা পাইয়াছি! অতএ[illegible] হে ধনঞ্জয়! সংপ্রতি যে রূপে কুশল লাভ হইয়া[illegible] তাহা তোমারে জিজ্ঞাসা করিতেছি; তুমি যে [illegible]কারে কর্ণকে বিনষ্ট করিয়াছ, তাহা সম্পূর্ণ রূপে [illegible]মারে বল। যে যুদ্ধে ইন্দ্র-তুল্য বলবান্, পরাক্র[illegible] যম-তুল্য এবং অস্ত্রপ্রয়োগে রাম-তুল্য ছিল, [illegible] কর্ণ কি প্রকারে বিমর্দ্দিত হইল? হে অর্জ্জুন! [illegible]রাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণ ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য, [illegible]মুদয় পুরুষ-মধ্যে অদ্বিতীয় পুরুষ, সুবিখ্যাত [illegible]রথ রাধা-তনয়কে কেবল তোমার নিমিত্তেই পূজা [illegible]রিতেন, তুমি কি প্রকারে সেই কর্ণকে নিহত ক[illegible]লে? হে পুরুষব্যাঘ্র! দুর্য্যোধন সমুদয় যোধগণ-[illegible]ধ্যে কেবল কর্ণকেই সর্ব্বদা সমরে তোমার মৃত্যু-[illegible]রূপ বলিয়া মনে করিত; তুমি কিরূপে তাহারে সং[illegible]মে বিমর্দ্দিত করিলে? হে ভ্রাতঃ! তুমি যে প্র[illegible]রে কর্ণকে নিহত করিয়াছ, তাহা আমারে বল। হে পুরুষ-শার্দ্দূল! শার্দ্দূল যেমন রুরুমৃগের [illegible]স্তক হরণ করে, সেইরূপ তুমি সুহৃদ্গণের সাক্ষা[illegible]তই যুদ্ধে প্রবৃত্ত কর্ণের মস্তক হরণ করিয়াছ। যে [illegible]ত-পুত্র, তোমাকে পাইবার জন্যে তোমার অনুস[illegible]ান-কারী পুরুষকে সুবর্ণ-নির্ম্মিত ছয় হস্তী [illegible] দান করিতে উদ্যত হইয়া, রণস্থলের দিগ্বিদিগ্বর্ত্তী [illegible]লোক সকলের উপাসনা করিয়াছিল; অধুনা সেই দু[illegible]ত্মা কর্ণ কি সমরে তোমার কঙ্কপত্র-ভূষিত সুতী[illegible] শর-নিকরে নিহত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিয়া[illegible]ছে?

হে ভ্রাতঃ! তুমি সমরে সূতপুত্রকে [illegible]হত করি[illegible] আমার পরম প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া[illegible]। যে মদ[illegible]ন্বিত গর্ব্বিত সূতপুত্র, তোমার অনুস[illegible]ানার্থে র[illegible] ভূমির সর্ব্ব দিকে ধাবমান হইয়াছিল; সেই শূরাভি[illegible]মানী কর্ণ কি সমরে সমাগত হইয়া [illegible]তোমার হ[illegible] নিহত হইয়াছে? হে ভ্রাতঃ! তো[illegible]মার সন্ধা[illegible] নিমিত্তে যে অপর লোকদিগকে গো[illegible]অশ্ব ও হ[illegible] যুক্ত উৎকৃষ্ট সুবর্ণ রথ প্রদান করিতে উৎসুক হ[illegible]য়াছিল এবং সংগ্রামে যে সর্ব্বদা স্পর্দ্ধা[illegible] করিত, সে[illegible] পাপাত্মাকে তুমি কি সমর-শয্যাশা[illegible] করিয়াছ[illegible] যে শূরমদে মত্ত থাকিয়া কৌরব-সভা-মধ্যে সত[illegible] আত্মশ্লাঘা করিত, সুযোধনের অত[illegible]ন্ত প্রিয়পা[illegible] সেই পাপাত্মা অদ্য তোমার হস্তে [illegible]ক নিহত হ[illegible]য়াছে? সেই পাপাত্মা সমরে সমাগত হইয়া গাণ্ডি[illegible] সংযোজিত তোমার প্রেরিত লোহি[illegible]ঙ্গ বাণ-বৃ[illegible] অতিমাত্র বিভিন্ন-গাত্র হইয়া কি শয়া[illegible]ন রহিয়াছে[illegible] সুযোধনের বাহুদ্বয় কি ভগ্ন হইয়াছে[illegible]? যে কর্ণ দ[illegible]পূর্ণ হইয়া "আমি অর্জ্জুনকে নিহত[illegible] করিব" [illegible] বলিয়া সুযোধনকে হর্ষযুক্ত করত[illegible] রাজগণ-মা[illegible] মোহ-প্রযুক্ত সর্ব্বদা শ্লাঘা করিত, তা[illegible]হার সেই বা[illegible] কি যথার্থ হয় নাই? হে ধনঞ্জয়! "পার্থ জীবি[illegible] থাকিতে আমি কদাচ পাদপ্রক্ষালন[illegible] করাইব ন[illegible]" যে অল্পবুদ্ধির সর্ব্বদা এইরূপ প্রতি[illegible]জ্ঞা ছিল, [illegible] কর্ণকে অদ্য তুমি কি নিহত করিয়া[illegible]? যে দুষ্টবু[illegible] কর্ণ সভা-মধ্যে কুরুবীর সকলের স[illegible]ক্ষাতে কৃষ্ণা[illegible] কহিয়াছিল "কৃষ্ণে! তুমি হীনসত্ত্ব সুদুর্ব্বল প[illegible] পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিতেছ না কেন?"— কর্ণ তোমার নিমিত্তে প্রতিজ্ঞা করি[illegible]য়াছিল যে, অ[illegible] কৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনকে নিহত না করিয়া এস্থ[illegible] প্রত্যাগত হইব না; সেই পাপবুদ্ধি এখন [illegible] বিদীর্ণ-দেহ হইয়া কি শয়ান রহিয়াছে? সুঞ্জ[illegible] কৌরবগণের সমাগমে তোমার এই সংগ্রাম [illegible] বিহিত হইয়াছিল? যে আমাকে সেই স্থলে [illegible] দুরবস্থাগ্রস্ত করিয়াছিল, সমরে সমাগত হইয়া [illegible]

Digitized by Google

কি সেই কর্ণকে অদ্য নিহত করিয়াছ? হে সব্যসাচিন্! সংগ্রামে তুমি কি গাণ্ডীব-নিক্ষিপ্ত জাজ্বল্যমান বিশিখ-পুঞ্জ-দ্বারা সেই মন্দ-বুদ্ধির কুণ্ডলালঙ্কৃত দীপ্তি-বিশিষ্ট মস্তকটাকে শরীর হইতে ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছ? হে বীর! আমি বাণ-নিপীড়িত হইয়া কর্ণের বধের নিমিত্ত তোমাকে যে চিন্তা করিয়াছিলাম, তুমি কর্ণকে নিপাতিত করিয়া আমার সেই চিন্তা কি অদ্য ফলবতী করিয়াছ? কর্ণরূপ সমাশ্রয় প্রভাবে সেই সুযোধন যে দর্পপূর্ণ হইয়া আমাদিগের প্রতি উপেক্ষা করিত, অদ্য তুমি পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক সুযোধনের সেই সমাশ্রয় কি ভগ্ন করিয়া দিয়াছ? যে সুদুর্ম্মতি পূর্ব্বে সভা-মধ্যে কৌরবগণের সমক্ষে আমাদিগকে ষণ্ডতিল বলিয়া ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছিল, তুমি সমরে সমাগত হইয়া সেই অতিক্রোধী সূতপুত্রকে কি নিহত করিয়াছ? পূর্ব্বে শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় দ্রৌপদীকে জয় করিলে, যে দুরাত্মা সূতপুত্র প্রকৃষ্ট-রূপে হাস্য করিতে করিতে দুঃশাসনকে কহিয়াছিল "তুমি স্বয়ং এস্থানে যাজ্ঞসেনীকে আনয়ন কর" অদ্য সংগ্রামে সে কি তোমার হস্তে নিহত হইয়াছে? হে মহাত্মন্! যে অল্পবুদ্ধি, অর্দ্ধরথ বলিয়া পরিগণিত হওয়ায়, পৃথিবী-মধ্যে শস্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠতম পিতামহ ভীষ্মকে ভৎসনা বাক্যে অবমানিত করিয়াছিল, সেই অধিরথ-তনয়কে তুমি কি নিপাতিত করিয়াছ? হে ধনঞ্জয়! পরাভব-সমীরণে সন্ধুক্ষিত অমর্ষ-জনিত হুতাশন আমার হৃদয়ে নিয়তই জ্বলিতেছে; অতএব "আমি সমরে সমাগত হইয়া অদ্য কর্ণকে নিহত করিয়াছি" তুমি এই কথা বলিয়া এক্ষণে আমার সেই হুতাশন নির্ব্বাপণ কর। অদ্য তুমি কি প্রকারে সূত-পুত্রকে নিহত করিলে, এই দুর্লভ বৃত্তান্তটি আমার নিকটে বর্ণন কর। বৃত্রাসুর নিহত হইলে, ভগবান্ ব্রহ্মা ইন্দ্রকে যেমন প্রধান বীর মনে করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও তোমাকে সতত শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া অনুধ্যান করিতেছি।

যুধিষ্ঠির-বাক্যে ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়
সমাপ্ত। ৬৬॥

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তবীর্য্য অতিরথী মহাত্মা ধনঞ্জয়, মহাসত্ত্ব দুর্দ্ধর্ষ ক্রোধান্বিত ধর্ম্মশীল নরপতি যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে এইরূপ বলিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! অদ্য আমি যখন সংশপ্তক সৈনাগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, তখন কুরু-সৈন্যরাজের সেনাগ্রগামী অশ্বত্থামা আশীবিষ-সদৃশ সায়ক-সমূহ বর্ষণ করত সহসা আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার মেঘনির্ঘোষ-সদৃশ নির্ঘোষ-বিশিষ্ট রথ দর্শনে সমস্ত সৈন্যও সমরে সন্নিহিত হইল। তাহাদিগের পঞ্চ শত ব্যক্তিকে নিহত করিয়া পরিশেষে আমি দ্রোণনন্দনের নিকটে সমাগত হইলাম। হে নরেন্দ্র! গজেন্দ্র যেমন মৃগেন্দ্রের সমীপবর্ত্তী হয়, তদ্রূপ অশ্বত্থামা আমার সন্নিহিত হইয়া যত্ন-সহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন এবং আমি কৌরব-পক্ষীয় যে সকল রথীদিগকে বধ করিতেছিলাম, তাহাদিগের উদ্ধার করিবার মানস করিলেন। হে ভারত! অনন্তর সমরে অকম্পনীয় কুরু-প্রবীর আচার্য্যপুত্র বিষাগ্নি-সদৃশ শাণিত শায়ক-সমূহ-দ্বারা আমাকে ও জনার্দ্দনকে অতিশয় পীড়িত করিতে লাগিলেন। আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে তাঁহার আটটা গরুতে আট শত বাণ বহন করিয়াছিল। পবন যেমন মেঘজাল বিধ্বংস করে, তদ্রূপ আমি স্বীয় বাণ-সমূহ-দ্বারা তাঁহার বিনির্ম্মুক্ত সেই বাণ সমস্ত বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলাম। অনন্তর তিনি শিক্ষা-কৌশল, অস্ত্রবল ও প্রযত্ন সহকারে বর্ষাকালীন কাল জলধরের ন্যায় আকর্ণপূর্ণ সন্ধানে

বিমুক্ত অপর ভূরি ভূরি শর-সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই দ্রোণ-তনয় সমরে একপে পরিভ্রমণ করিতে থাকিলেন যে, তিনি কখন বাণ সমস্ত গ্রহণ করেন, কখনই বা সন্ধান করেন এবং বামহস্তে কি দক্ষিণ-হস্তে তৎসমুদায় নিক্ষেপ করেন, আমরা কিছুই জানিতে পারিলাম না। তৎকালে তাঁহার জ্যাযুক্ত বিস্তারিত মণ্ডলাকার শরাসন-মাত্র দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই অশ্বত্থামা আমাকে শাণিত পঞ্চ শরে এবং কৃষ্ণকেও নিশিত পঞ্চ সায়কে বিদ্ধ করিলেন; পরন্তু আমি নিমেষের মধ্যে বজ্রকল্প ত্রিংশৎ শরে তাঁহারে প্রপীড়িত করিলাম। মৎপ্রেরিত শর-সমূহে সমার্দ্দিত হইয়া তিনি ক্ষণকালের মধ্যে শল্লকীর সমান রূপ ধারণ করিলেন। এইরূপে তাঁহার সর্ব্ব শরীর হইতে রুধির ক্ষরণ হইতে থাকিলে, তিনি মৎকর্তৃক অভিভূত রক্তাক্তদেহ প্রধান প্রধান সৈনিকদিগকে দেখিতে দেখিতে সূতপুত্রের রথ-সৈন্য-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর প্রমথনকারী কর্ণ, সমুদয় সৈন্য অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে, যোধগণ অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইয়াছে এবং গজ-বাজি সকল পলাইতেছে দেখিয়া পঞ্চাশৎ প্রধান রথীর সহিত মিলিত হইয়া সত্বর আমার নিকটে উপস্থিত হইল। আমি সেই রথীদিগের নিষ্পীড়ন-পূর্ব্বক কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া আপনকার দর্শনার্থে ত্বরান্বিত হইয়া আইলাম। হে রাজন্! সিংহের গন্ধে গো সকল যেরূপ ব্যাকুল হয়, সমুদয় পাঞ্চালগণ কর্ণ হইতে সেইরূপ উদ্বিগ্ন হইয়াছিল এবং প্রভদ্রকেরাও অদ্য কর্ণকে প্রাপ্ত হইয়া যেন কৃতান্তের বিস্তৃত আস্য-মধ্যে পতিত হইয়াছিল। মহারাজ! তৎকালে কর্ণ সেই নিতান্ত অবসন্ন সপ্ত শত রথীকে শমন-সদনে প্রেরণ করিল; তথাপি সেই সূতপুত্র যে পর্য্যন্ত আমাদিগকে দেখিতে না পাইল, সে পর্য্যন্ত তাহার মনোমধ্যে কিছুমাত্র ক্লম জন্মিল না। কিন্তু হে রাজন্! হে অচিন্ত্যকর্ম্মন্! সে আপনকার সহিত সম্মুখ সংগ্রাম করিয়াছে এবং অশ্বত্থামাও আপনকাকে পূর্ব্বে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছেন শুনিয়া আমি ক্রুর-স্বভাব কর্ণের নিকট হইতে আপনকার সমীপে অপগমন করিবার উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিলাম। হে পাণ্ডবরাজ! সংগ্রামে আমিই কর্ণের এই বিচিত্ররূপ অস্ত্র সম্মুখে অবলোকন করিয়াছিলাম, কেন না সৃঞ্জয়-সৈন্য-মধ্যে সংপ্রতি অন্য কোন যোদ্ধা বিদ্যমান নাই যে, কর্ণের বিক্রম সহ্য করিতে পারে। অতএব হে মহানুভাব ভরত-নন্দন রাজেন্দ্র! অধুনা সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার চক্ররক্ষক হউন এবং শৌর্য্য-সম্পন্ন রাজপুত্র যুধামন্যু ও উত্তমৌজা আমারে পশ্চাদ্ভাগে রক্ষা করিতে থাকুন; অদ্য এই সংগ্রামে যদি দেখিতে পাওয়া যায়, তবে বৃত্রাসুরের সহিত সমাগত বজ্রপাণি পুরন্দরের ন্যায়, আমি সেই শত্রুসৈন্য-মধ্যে বর্ত্তমান রথপ্রবীর দুর্দ্ধর্ষ সূত-নন্দনের সহিত সমরে মিলিত হইয়া তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব। আপনি রণস্থলে আসুন; অদ্য বিজয়ার্থে যুদ্ধাভিলাষী আমাকে ও সূত-পুত্রকে তথায় অবলোকন করুন। হে ভারত! প্রভদ্রকেরা মহা-বৃষভের সম্মুখে পতিতের ন্যায় হইয়া কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইতেছে। ছয় সহস্র রাজপুত্র স্বর্গ-লোকের নিমিত্তে সমরে নিমগ্ন হইয়াছে। অতএব হে রাজসিংহ! অদ্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত কর্ণকে যদি বল-পূর্ব্বক সবান্ধবে নিহত না করি, তবে প্রতিজ্ঞা-পালন-পরাঙ্মুখ ব্যক্তির যে গতি হইয়া থাকে, আমি সেই কষ্টময়ী গতি প্রাপ্ত হইব। পাছে ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা ভীমসেনকে কবলিত করে, এই আশঙ্কায় এক্ষণে আমি বিদায় লইবার নিমিত্তে আপনাকে আমন্ত্রণ করিতেছি; আপনি সমরে আমার বিজয়াশীর্ব্বাদ করুন। হে নরেন্দ্র-সিংহ! আপনকার আশীর্ব্বাদে আমি সূতপুত্রকে এবং সসৈন্য সমুদয় শত্রুগণকে নিহত করিব।

অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞায় সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৬৭।

Digitized by Google

সঞ্জয় কহিলেন, অমিত-তেজস্বী পৃথা-তনয় যুধিষ্ঠির কর্ণ-শরে সর্ব্বতোভাবে তাপিত ছিলেন, এক্ষণে সেই উদার-বীর্য্যকে সুস্থকায় শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি ক্রোধান্বিত হইলেন এবং তাঁহারে এই কথা বলিতে লাগিলেন, ভ্রাতঃ! অদ্য তোমার সৈন্য সকল অভদ্র-রূপে তিরস্কৃত ও পলায়িত হইয়াছে এবং তুমিও কর্ণকে নিহত করিতে পার নাই বলিয়া ভীত হইয়া ভীমকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ। হে পার্থ! তুমি যখন রণস্থলে ভীমকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছ এবং সূতপুত্রকে যখন নিহত করিতে পার নাই, তখন নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে, তুমি কুন্তীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া অতি কদর্য্যরূপে উহাকে অপহৃত করিয়াছ। দ্বৈতবনে তুমি সেই যে সত্য-বাক্য বলিয়াছিলে "আমি একরথেই কর্ণকে নিহত করিব" অদ্য ভীত হইয়া সেই সত্য পরিহার-পূর্ব্বক কি বলিয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিয়া কর্ণের নিকট হইতে পলাইয়া আইলে? হে পার্থ! তুমি যদি দ্বৈতবনেও আমারে এরূপ কহিতে যে "রাজন্! আমি কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিব না" তাহা হইলেও আমরা সকলে তদনুরূপ উপযুক্ত কর্ত্তব্য সমস্ত অবলম্বন করিতাম। হে বীর! তুমি আমার নিকটে তাহার বধ প্রতিজ্ঞা করিয়া এখন সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিলে না; তবে কি নিমিত্তে আমাদিগকে শত্রু-মধ্যে আনিয়া ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ-পূর্ব্বক স্থণ্ডিলোপরি প্রতিপেষণ করিলে? হে অর্জ্জুন! আমরা যুদ্ধ-যাত্রায় সমুৎসুক হইয়া তোমার প্রতি বহুতর অভিলষিত কল্যাণের আশংসা করিয়াছিলাম; কিন্তু হে রাজপুত্র! অতিরিক্ত পুষ্প-সম্পূর্ণ বেতস বৃক্ষ যেমন ফলার্থীর পক্ষে নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ আমাদের সে সমস্তই বিফল হইল। আমি রাজ্য-লাভে অভিলাষী হওয়াতে তুমি আমারে, আমিষ-সমাবৃত বড়িশের ন্যায়,—বিষাচ্ছাদিত ভক্ষ্যবস্তুর ন্যায়, অনর্থক রাজ্য-রূপ বিনাশ প্রদর্শন করিয়াছিলে। হে ধনঞ্জয়! আমরা এই ত্রয়োদশ বৎসর কেবল নিয়ত তোমাকে অবলম্বন করিয়াই আশায় জীবিত রহিয়াছি; সেই জন্যেই কি তুমি, দৈববৃষ্টি যেমন যথা-কালে রোপিত বীজকে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ আমাদিগের সকলকে অতিদুঃখে নিমগ্ন করিলে? রে মন্দবুদ্ধে! তোমার জন্মের সপ্তম দিবসে অন্তরীক্ষে দৈববাণী কুন্তীকে যাহা যাহা বলিয়াছিল, সে সকলই মিথ্যা হইল। 'বাসব-সম-বিক্রমশালী এই সঞ্জাত পুত্রটি সমুদয় শৌর্য্য-সম্পন্ন শত্রুগণকে পরাজিত করিবে। এই উত্তম-তেজস্বী পুত্র খাণ্ডববনে দেবগণকে ও সমস্ত প্রাণি-বর্গকে পরাভূত করিবে। এ মদ্র, কলিঙ্গ ও কেকয়গণের পরাজয় এবং রাজগণ-মধ্যে কৌরব-কুলের বিধ্বংস করিবে। ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর আর কেহই হইবে না এবং কোন প্রাণীই ইহাকে কদাচ পরাজিত করিতে পারিবে না। এই বালক সকল বিদ্যা-বিশারদ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, ইচ্ছা করিলেই সকল জীবকে বশীভূত করিতে পারিবে। এই বালক কান্তিতে সুধাংশু-তুল্য, বেগে বায়ু-তুল্য, স্থৈর্য্যে সুমেরু-তুল্য, ধৈর্য্যে পৃথিবী-তুল্য, দীপ্তিতে সূর্য্য-তুল্য, সম্পত্তিতে কুবের-তুল্য, শৌর্য্যে ইন্দ্র-তুল্য এবং বলে বিষ্ণু-তুল্য হইবে। হে কুন্তি! অদিতি-গর্ভ-সম্ভূত অরাতি-হন্তা বিষ্ণুর ন্যায় তোমার এই মহাত্মা পুত্র আত্মীয়-বর্গের জয় ও শত্রুগণের সংহার নিমিত্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই অমিত-তেজস্বী পুত্র অতিশয় বিখ্যাত হইবে এবং বংশ বিস্তার করিবে।" সেই দৈববাণী শতশৃঙ্গ পর্ব্বত-শিখরে তপস্বিগণের শ্রবণ-গোচরে অন্তরীক্ষে এবম্বিধ বাক্য বলিয়াছিল; কিন্তু তোমার পক্ষে তাহা যথার্থ হইল না; ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, দেবতারাও মিথ্যা কহেন। তোমার নিয়ত প্রশংসা-কারী অন্যান্য ঋষিসত্তমগণের বাক্য-সমস্তও শ্রবণ করিয়া আমি, দুর্য্যোধনের উন্নতি হইবে, কদাচ এমন বিশ্বাস করি নাই এবং তুমি যে কর্ণের ভয়ে ব্যাকুল হইবে, ইহাও কখন জানিতে পারি নাই।

Digitized by Google

র্থ! তুমি কেশব-কর্ত্তৃক নীয়মান হই[illegible], বিশ্ব-বিনির্ম্মিত নিঃশব্দ-চক্র-সমন্বিত শোভ[illegible] কপি-ধ্বে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এবং সুবর্ণ-প[illegible]—সংবদ্ধ ও এই তাল-প্রমাণ গাণ্ডিব শরাস[illegible] গ্রহণ াও কি বলিয়া কর্ণের ভয়ে ভীত[illegible] হইয়া য়া আইলে? রে দুরাত্মন্! তুই যদি [illegible]শবকে শরাসন প্রদান করিয়া সমরে উহাঁ[illegible] সারথি স্, তাহা হইলে, দেবরাজ যেমন ব[illegible] ধারণ-প্রচণ্ড বৃত্রাসুরকে নিপাতিত করিয়া[illegible]লেন, প কেশব উগ্র-স্বভাব কর্ণকে নিঃস[illegible]হ বি-করিতেন। রে পাণ্ডু-তনয়! তুই যদি [illegible]ইরূপ াবে বিচরণকারী কর্ণকে অদ্য প্রতি[illegible]রিত ত অসমর্থ হইলি, তবে তো অপে[illegible] যে অস্ত্র-বিষয়ে সমধিক পারদর্শী, তাঁ[illegible]কেই এই গাণ্ডীব প্রদান কর্; এরূপ [illegible]লে আর আমাদিগকে ভার্য্যা-পুত্র-বিহীন, [illegible]জ্য প্রযুক্ত সুখভ্রষ্ট এবং পাপাত্মা লোক[illegible]গের ববিত অগাধ নরক-মধ্যে নিপতিত [illegible]বে রে দুরাত্মন্ রাজপুত্র! তুই যদি অতি ক[illegible] কর মাসে গর্ভ হইতে পতিত হইতিস্, [illegible]থবা গর্ভে জন্মগ্রহণ না করিতিস্, তাহা [illegible]লে ম হইতে পলায়ন করা অপেক্ষা [illegible]াই পক্ষে শ্রেয়স্কর হইত। তোকে অধিক [illegible]ার লব, তোর গাণ্ডীবেও ধিক্, তোর বাহু বী[illegible]ও তোর অগণ্য বাণগণেও ধিক্, তোর ক[illegible]পি- ধিক্ এবং তোর অগ্নি-দত্ত রথেও ধিক্!

র্জুন প্রতি যুধিষ্ঠিরের ভর্ৎসনে অষ্টষষ্টিত[illegible]

অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

য় কহিলেন, যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে [illegible] পর বাহন ধনঞ্জয় নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া [illegible]সই শ্রেষ্ঠকে নিহত করিবার ইচ্ছায় অসি [illegible]রণ লন। তখন অন্তর্যামী কেশব তাঁহার [illegible]াপ ণ দর্শন করিয়া কহিলেন, অর্জ্জুন! এ [illegible]কি? তুমি খড়্গ গ্রহণ করিলে কেন? এখন[illegible]ত তোমার যুদ্ধ করিবার কিছুই দেখি না; কে[illegible] না ধীমান্ ভীমসেন সেই দুর্য্যোধন-যোধগণকে আ[illegible]মণ করিয়া রহিয়াছেন। হে ধনঞ্জয়! তুমি রাজা[illegible]কে দেখিবে বলিয়া রণস্থল হইতে আসিয়াছ; এ[illegible]ন দেখিলে, সেই রাজা যুধিষ্ঠির কুশলী আছেন; অতএব এই শার্দ্দূল-সম-বিক্রমশালী নৃপশার্দ্দূলকে [illegible]খিয়া হর্ষানু-ভব করিবার সময়ে এ কি মোহ প্রকা[illegible] করিতেছ? হে পার্থ! সংপ্রতি তোমার বধ্য [illegible] হইবে, আমি এমন কোন ব্যক্তিকেই দেখিতে প[illegible]ইতেছি না; অতএব তুমি কি জন্য প্রহার করিতে[illegible] ইচ্ছা করি-তেছ?—অথবা তোমার কি চিত্ত-বিভ্র[illegible]ম হইয়াছে? হে কুন্তীনন্দন! তুমি কি নিমিত্ত সত্বর[illegible] হইয়া মহা-খড়্গ গ্রহণ করিলে, তাহা তোমারে [illegible]জ্ঞাসা করি-তেছি। হে বিচিত্র-বিক্রম-সম্পন্ন! তু[illegible]ম যে ক্রোধা-বিষ্ট হইয়া খড়্গ ধারণ করিলে, ই[illegible]াতে তোমার অভিপ্রেত কি?

কৃষ্ণ এইরূপ কহিলে পর অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে নিরীক্ষণ করত ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় [illegible]র্জ্জন করিতে করিতে গোবিন্দকে বলিলেন, আমা[illegible] এই গুপ্তব্রত আছে যে, যে ব্যক্তি আমারে "অ[illegible]ন্যকে গাণ্ডীব দাও" এইরূপ আদেশ করিবে, আমি তাহার মস্তকচ্ছেদন করিব। হে অমিত-পর[illegible]ক্রম গোবিন্দ! তোমার সাক্ষাতেই এই রাজা আ[illegible]মারে সেই কথা বলিলেন; অতএব আমি কোন ক্রমেই তাহা ক্ষমা করিতে পারি না। এই ধর্ম্মভীরু নরপতিকে নিহত করিব;—এই নরসত্তমকে নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিব! হে যদুনন্দন জনার্দ্দন! এই নিমি-ত্তেই আমি খড়্গ গ্রহণ করিয়াছি। আমি যুধি-ষ্ঠিরের নিধন-সাধন-পূর্ব্বক সত্যের নিকটে অঋণী হইয়া বিশোক ও বিজ্বর হইব;—অথবা এই উপ-স্থিত নিদারুণ সময়ে তুমিই বা কি বিবেচনা কর? হে ভ্রাতঃ! তুমি এই জগতের সমুদয় ভাবই জানিতেছ; অতএব তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব।

Digitized by Google

সঞ্জয় কহিলেন, গোবিন্দ অর্জ্জুনকে বারম্বার "ধিক্ ধিক্" এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, হে পুরুষব্যাঘ্র ধনঞ্জয়! তুমি যে অকালে অতিশয় ক্রোধাসক্ত হইলে, ইহাতে এখন জানিলাম, তুমি কখন বিচক্ষণ লোকদিগের সেবা কর নাই। হে অর্জ্জুন! অদ্য তুমি ধর্ম্মভীরু ও বিমূঢ় হইয়া এস্থলে যেরূপ আচরণ করিলে, ধর্ম্ম-বিভাগে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কখনই এরূপ করিতে পারেন না। হে পার্থ! যে ব্যক্তি অকার্য্য ও ক্রিয়া সকলের এবং কার্য্য ও অক্রিয়া সকলের সংযোগ করে, সেই পুরুষাধম। যাঁহারা শিষ্যগণ-কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া ধর্ম্মের অনুসরণ-পূর্ব্বক তাহার বিবরণ করেন, তুমি সেই সংক্ষেপ ও বিস্তর-বেদী গুরুগণের বিনিশ্চয় অবগত নহ। হে পার্থ! তুমি যেমন কার্য্যাকার্য্য-বিনিশ্চয়ে বিমূঢ় হইতেছ, তদ্রূপ অনিশ্চয়জ্ঞ পুরুষ তদ্বিষয়ে অবশ হইয়া মূঢ় হয়। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা কোন ক্রমে অনায়াস-সাধ্য নহে; শাস্ত্রজ্ঞান-দ্বারা তৎসমুদায় জানা যাইতে পারে, কিন্তু তুমি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছ না। হে পার্থ! তুমি যে ধর্ম্মবেত্তা হইয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছ, তাহা অবিজ্ঞান-প্রযুক্তই করিতেছ; কেন না ধার্ম্মিক হইয়া প্রাণিগণের বধে কত অধর্ম্ম হয়, তাহা বুঝিতেছ না। হে ভ্রাতঃ! আমার মতে প্রাণিগণের বধ না করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; বরং মিথ্যা কথা কহিবেক, তথাপি কোন প্রকারে কাহার হিংসা করিবেক না। অতএব হে নরশ্রেষ্ঠ! অন্য কোন সামান্য মানবের ন্যায় তুমি এই ধর্ম্মকোবিদ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা যুধিষ্ঠিরকে কি বলিয়া বিনষ্ট করিতে পার? হে ভারত! যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত, পরাঙ্মুখ, পলায়ন-পরায়ণ, শরণাপন্ন, কৃতাঞ্জলি, বিপদ্গ্রস্ত ও প্রমাদ-যুক্ত শত্রুকেও বিনষ্ট করা সাধুদিগের প্রশংসিত নহে; তোমার একমাত্র গুরুজনে সে সমস্তই পর্য্যবসিত হইয়াছে। হে পার্থ! পূর্ব্বে তুমি বালকের ন্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, সেই জন্যেই এক্ষণে মূঢ়তা-প্রযুক্ত এই অধর্ম্ম-যুক্ত কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়াছ। হে অর্জ্জুন! তুমি ধর্ম্ম সকলের অবিধ্বংসিনী সূক্ষ্মা গতি অবধারণ না করিয়া কি বলিয়া গুরুজনের বধাভিলাষে ধাবমান হইতেছ? হে পাণ্ডব! আমি তোমার নিকটে এই ধর্ম্ম-রহস্য বর্ণন করিব। ভীষ্ম, ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির, ক্ষত্তা বিদুর অথবা যশস্বিনী কুন্তী যাহা তোমার নিকটে বলিতে পারেন, আমি তাহাই তোমারে যথার্থরূপে বলিতেছি, তুমি ইহা হৃদয়ঙ্গম কর।

সত্যের কথনই সাধু; সত্য হইতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই; পরন্তু কেবল সত্যই যাহার অনুষ্ঠানের বিষয় হয়, সত্যের যথার্থ তত্ত্ব তাহার সুদুর্জ্ঞেয় হইয়া থাকে। যে স্থলে মিথ্যা সত্য-স্বরূপ এবং সত্য মিথ্যা-স্বরূপ হয়, সে স্থলে সত্য বক্তব্য না হইয়া মিথ্যাই বক্তব্য হইবেক। প্রাণ-বিনাশে ও বিবাহে মিথ্যা বক্তব্য হইবেক এবং সর্ব্বস্বের অপহরণেও মিথ্যা বক্তব্য হইতে পারিবেক। বিবাহকালে, রতি-ক্রীড়া সময়ে, প্রাণ-বিনাশ-স্থলে, সর্ব্ব-ধনাপহরণে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্তে মিথ্যা কহিবেক; এই পঞ্চবিধ মিথ্যাকে পণ্ডিতেরা পাতক-শূন্য কহিয়াছেন। সেই সেই স্থলে মিথ্যাও সত্য হইবেক এবং সত্যও মিথ্যা-স্বরূপ হইবেক। যে নিরবচ্ছিন্ন সত্যের অনুষ্ঠানেই কৃতসংকল্প হয়, সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কেবল সত্যকেই সত্য মনে করে। ফলত ধর্ম্মজ্ঞানী হওয়া সহজ নহে; সত্য ও মিথ্যার স্বরূপ যথার্থ-রূপে অবধারণ করিয়া পরে ধর্ম্মজ্ঞ হয়। কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ অতিশয় নিষ্ঠুর হইয়াও, অন্ধ মৃগ বধ-প্রযুক্ত বলাক ব্যাধের ন্যায়, সুমহৎ পুণ্য লাভ করিতে পারেন এবং ইহাও কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অদূরদর্শী মূঢ় লোক ধর্ম্মকামী হইয়াও, নদীতীরে কৌশিক বিপ্রের ন্যায়, সুমহৎ পাপে লিপ্ত হইতে পারে!

Digitized by Google

র্জুন কহিলেন, ভগবন্! যে প্রকারে আমি জানিতে পারি, তুমি সেইরূপে বলাক ও রস্থ কৌশিকের বৃত্তান্ত বর্ণন কর।

দেব কহিলেন, হে ভারত! বলাক নামে এক ব্যাধ ছিল। সে স্ত্রী-পুত্রাদি পরিবার লনের নিমিত্তই মৃগ-হনন করিত, ইচ্ছা- নহে। সতত স্বধর্ম্মে নিরত, সত্যবাদী ও শূন্য হইয়া সেই ব্যাধ বৃদ্ধ পিতা মাতাকে না আশ্রিত-জনগণকে প্রতিপালিত করিত। দিন সে মৃগ-লাভেচ্ছু হইয়া বিস্তর অন্বেষণ করি- াইল না; পরিশেষে দেখিল, একটা ঘ্রাণ- র্থাৎ অন্ধ, শ্বাপদ জলপান করিতেছে। সে তাদৃশ জীবকে পূর্ব্বে আর কখন দেখে নাই, তৎকালে তাহাকে নিহত করিল। অন্ধ হইলে পর আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে এবং সেই ব্যাধকে লইয়া যাইবার নিমিত্তে হইতে অপ্সরোগণের গীত-বাদ্যে নিনাদিত সমাগত হইল। হে অর্জ্জুন! প্রসিদ্ধি আছে, জন্তু সর্ব্ব প্রাণীর বিনাশার্থে তপস্যা করিয়া য়াছিল এবং ব্রহ্মা তাহারে অন্ধ করিয়া- । অতএব বলাক, সর্ব্বভূতের সংহারের হেতু- সেই হিংস্র-জন্তুকে বিনষ্ট করিয়া, স্বর্গে ল। দেখ, ধর্ম্মের মর্ম্ম এইরূপ সুদুর্জ্ঞেয়। . কৌশিক নামে এক তপস্বী ব্রাহ্মণ ছি- শাস্ত্রে তাঁহার অধিক জ্ঞান ছিল না। কথিত তিনি গ্রামের অদূরে নদী-সকলের সঙ্গম- বাস করিতেন। হে ধনঞ্জয়! "আমি সর্ব্বদা থা কহিব" ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল; হেতু তিনি সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়া- । পরে কতিপয় ব্যক্তি দস্যু-ভয়ে ভীত হইয়া কৌশিকের বনে প্রবেশ করিল। দস্যুগণ ক্রান্ত হইয়া সাতিশয় যত্ন-সহকারে সেখানেও গের সন্ধান করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা ী কৌশিকের নিকটে আসিয়া বলিল "ভগ- বন্! আমরা একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি সত্য করিয়া বলুন। অনেকগুলি লোক কোন্ পথ দিয়া গিয়াছে? আপনি যদি তাহাদিগের সন্ধান জানেন, তবে আমাদিগকে বলিয়া দিউন।" দস্যুগণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, কৌশিক তাহা- দিগকে সত্য বাক্যই বলিলেন। হে পার্থ! তিনি তাহাদিগের নিকটে সেই পলায়িত লোকদিগের সন্ধান এইরূপে প্রকাশ করিলেন যে, তাহারা বহুল তরুলতাগুল্মে পরিবৃত এই বন-মধ্যে আশ্রয় লই- য়াছে। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, কৌশিকের কথানুসারে সেই ক্রুর দস্যুগণ পলায়িত লোক সকলকে প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট করিয়াছিল। কৌশিক সূক্ষ্ম ধর্ম্ম নিরূপণে অনভিজ্ঞ হওয়াতে সেই দুরুক্ত সত্যবাক্য-নিবন্ধন মহা অধর্ম্ম-হেতু কষ্টকর নরকে গমন করিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম-সকলের বিভাগে অনভিজ্ঞ অল্পদর্শী মূঢ় ব্যক্তি জ্ঞানবৃদ্ধ লোকদিগকে সন্দেহ জিজ্ঞাসা না করিয়া যেমন সংসার হইতে মহানরকে পতিত হইবার যোগ্য হয়. ধর্ম্ম বিষয়ে তোমার লক্ষণ নি- র্দ্দেশও এইরূপ কিছু হইবে। তর্ক-দ্বারা কেহ কেহ দুঃসাধ্য পরম জ্ঞান লাভ করিতে উদ্যুক্ত হয়। বহু- সংখ্য কোন কোন পণ্ডিত "শ্রুতি হইতেই ধর্ম্ম" এইরূপ নির্দ্দেশ করেন। তোমার সেই মতের প্রতি আমি দোষারোপ করি না; কিন্তু শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট সমস্ত ধর্ম্মও বিহিত হয় না। দেখ, প্রাণি-বর্গের মঙ্গল উদ্দেশেই ধর্ম্মের লক্ষণ করা হইয়াছে;— যাহাতে প্রাণিগণের হিংসা না হয়, তন্নিমিত্তেই ধর্ম্মের লক্ষণ করা হইয়াছে; অতএব সিদ্ধান্ত এই, যাহা অহিংসা-সংযুক্ত, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম প্রজা- সকলকে ধারণ অর্থাৎ রক্ষা করেন, এই ধারণ- প্রযুক্তই পণ্ডিতেরা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; অতএব সিদ্ধান্ত এই, যাহা ধারণ-সংযুক্ত, তাহাই ধর্ম্ম। যাহারা তর্ক-দ্বারা হরণেচ্ছু হইয়া কদাচিৎ ধর্ম্ম ইচ্ছা করে, যদি কোন কথা না বলিয়া তাহাদের

Digitized by Google

নিকট হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তবে কোন ক্রমে বাক্যালাপ করিবেক না। যদি অবশ্যই আলাপ করিতে হয়, অথবা কিছু না বলিলে যদি শঙ্কা করে, সে স্থলে মিথ্যা বলাই শ্রেয়; সেই মিথ্যা নিঃসন্দেহ সত্য হইবে। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি কার্য্য সকলের উদ্দেশে ব্রত করিয়া কর্ম্ম-দ্বারা তাহা প্রতিপাদিত করিতে না পারে, সে তাহার ফল প্রাপ্ত হয় না। প্রাণ-বিনাশ, বিবাহ, সমুদয় জ্ঞাতিগণের বধ বা বিপদ্ এবং সর্ব্বতোভাবে আরব্ধ কর্ম্ম, এই সকল স্থলে মিথ্যা কথিত হইলেও তাহা মিথ্যা হইবেক না। শপথ-দ্বারাও তস্করদিগের সংসর্গ হইতে যে মুক্ত হয়, ইহাতে ধর্ম্মতত্ত্বার্থদর্শী পণ্ডিতেরা অধর্ম্মজ্ঞান করেন না। সে স্থলে মিথ্যা বলাই শ্রেয়; তাহা নিঃসন্দেহ সত্য হয়। সাধ্য-সত্ত্বে তাহাদিগকে ধন দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; কেন না পাপাত্মা-লোকদিগকে যে ধন প্রদত্ত হয়, তাহা দাতাকেও পীড়িত অর্থাৎ নরক-গ্রস্ত করে। অতএব ধর্ম্মের নিমিত্তে মিথ্যা বলিয়া মিথ্যাবাদী হইতে পারিবেক না। হে পার্থ! আমি তোমার নিকটে ধর্ম্মের এই লক্ষণ নির্দ্দেশ যথাবিধি বর্ণন করিলাম; ইহা শুনিয়া, যুধিষ্ঠির তোমার বধ্য হইতে পারেন কি না, তাহা বল।

অর্জুন কহিলেন, কৃষ্ণ! মহতী প্রজ্ঞা-সম্পন্ন পুরুষ যে রূপ বলিতে পারেন, মহামতি ব্যক্তির যে রূপ উক্তি করা উচিত হয় এবং যাহাতে আমাদিগের হিত হইতে পারে, তোমার বাক্য সেইরূপই হইয়াছে। তুমি আমাদিগের জনক জননী-তুল্য ও পরম আশ্রয় স্বরূপ; সেই হেতু তোমার বাক্যই সর্ব্বোত্তম। ত্রিলোকী-মধ্যে কুত্রাপি কিছুই তোমার অবিদিত নাই; সেই হেতু তুমি সমুদয় পরম ধর্ম্মই যথার্থ-রূপে জান। আমি পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অবধ্য জ্ঞান করিলাম; পরন্তু আমার এই সংকল্প বিষয়ে তুমি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রকাশ কর এবং এই বিষয়ে আমার হৃদয়-স্থিত অপর যাহা কিছু বলিবার অভিপ্রেত, তাহাও শ্রবণ কর। হে বৃষ্ণিপ্রবীর দাশার্হ কেশব! আমার এই নিয়ম তোমার বিদিত আছে যে, মনুষ্যগণ-মধ্যে যে কোন লোক আমারে "পার্থ! যে ব্যক্তি তোমা অপেক্ষা অস্ত্রে বা বীর্য্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি তাহাকে গাণ্ডীব প্রদান কর" এই কথা বলিবেক, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনষ্ট করিব এবং ভীমেরও এই প্রতিজ্ঞা আছে যে, কেহ তাঁহারে 'তূবরক' বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি তাহার প্রাণ সংহার করিবেন। সংপ্রতি রাজা তোমার সাক্ষাতেই আমারে 'ধনুক দাও' এই কথা বারংবার বলিলেন। হে কেশব! আমি যদি তাঁহাকে বিনষ্ট করি, তবে নিশ্চয়ই রাজার বধ চিন্তা করিয়া এবং পাপ-যুক্ত, বীর্য্যভ্রষ্ট ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া অল্পকাল-মাত্রও জীবলোকে অবস্থান করিতে পারিব না; অতএব হে ধর্ম্মধারিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ! আমার লোক-প্রসিদ্ধ প্রতিজ্ঞাটি যাহাতে সত্য হয় এবং যুধিষ্ঠির ও আমি, উভয়েই যাহাতে জীবিত থাকিতে পারি, তুমি এখন সেইরূপ বুদ্ধি প্রদান কর।

বাসুদেব কহিলেন, হে বীর! রাজা যুধিষ্ঠির সমরে কর্ণের নিশিত-শর-সমূহে ক্ষত বিক্ষত হইয়া শ্রান্ত ও দুঃখিত আছেন; বিশেষত পরেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত না থাকিয়াও সূতপুত্র-কর্তৃক শর-নিকরে অতিশয় তাড়িত হইয়াছিলেন; এই জন্যেই ইনি দুঃখান্বিত হইয়া তোমাকে একপ অসদৃশ সরোষ-বাক্য বলিয়াছেন। 'যদি এ সর্ব্বতোভাবে কোপিত হইয়া সংগ্রামে কর্ণকে নিহত করিতে পারে' ইহা মনে করিয়াও ইনি তোমাকে উক্তরূপ সম্ভাষণ করিয়াছেন। হে পার্থ! রাজা যুধিষ্ঠির সেই পাপাত্মা কর্ণকে লোকে অপরের অসহ্য বলিয়া জানেন; সে নিমিত্তেও ইনি অতিশয় রোষিত হইয়া তোমারে সাক্ষাতেই নিষ্ঠুর বাক্য সকল কহিয়াছেন। ধর্ম্ম-পুত্র নরপতি যুধিষ্ঠিরের এইরূপ অভিপ্রায়, যে অদ্য সংগ্রামে, নিয়ত উদ্যম-সম্পন্ন ও সতত অসহ-

…র্গেতে যুদ্ধ-রূপ দ্যূত-নিবন্ধ হইয়াছে … অর্থাৎ
…র যুদ্ধ-দ্যূতে কর্ণই পণ-স্বরূপ হ… য়াছে;
…সে নিহত হইলেই কৌরবেরা … রাজিত
…। অতএব হে অর্জ্জুন! ধর্ম্ম-তনয় … তোমার
…গ্য হইতে পারেন না, অথচ তোম… প্রতি-
…লন করাও কর্ত্তব্য; এ অবস্থায় … যাহাতে
…জীবিত থাকিতেই মৃত হয়েন, তো… উপ-
…দৃশ উপায় আমার নিকটে শ্র… কর।
…জন মানব যখন মান লাভ করেন, তখনই
…জীব-লোকে জীবিত থাকেন; যখন … মহান্
…ন প্রাপ্ত হন, তখন লোকে তাঁহাকে জীবন্মৃত
… নির্দ্দেশ করে। হে পার্থ! এই … নরপতি
… তোমা-কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া থাকেন;
…তুমি নহ, ভীম ও নকুল সহদেব এবং … লোক-
…সমুদয় জ্ঞানবৃদ্ধ ও শূর পুরুষেরাও … সর্ব্বদা
…ম্মান করেন; সংপ্রতি সেই নরেন্দ্রের প্রতি
…কিঞ্চিৎ পরিমাণে অবমান প্রয়োগ কর। হে
…! গুরুজনকে 'তুমি' বলিলেই তিনি … নিহত
…; অতএব মহামান্য যুধিষ্ঠিরকে 'তুমি'
…সম্বোধন কর। হে কুরুশ্রেষ্ঠ কৌন্তেয়! … তুমি
…যুধিষ্ঠিরের প্রতি এইরূপ আচরণ কর;—
…াকের অবমান-রূপ এই প্রকার অধ… যুক্ত
… কর। ইহা অথর্ব্বাঙ্গিরা ঋষির … তি;
…ক্তি-মধ্যে উত্তমা; শুভাকাঙ্ক্ষী লোক … গের
… বিনা-বিচারে ইহার অনুবর্ত্তন করা … ব্য।
…-সম্পন্ন গুরু লোককে যে 'তুমি' বলা, তাহাই
… বিনা বধে বধ; অর্থাৎ অস্ত্রাদি-দ্বারা … বিনষ্ট
…রয়া কেবল 'তুমি' বলিলেই তাঁহাকে … বিনষ্ট
…য়। অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি যাহা … বলি-
…তুমি ধর্ম্মরাজকে তাহাই বল। হে ধন… য়!
… হইলে, এই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই … বোধ
…ন, তুমি তাঁহারে নিহত করিলে। পরে … হাঁরে
…চরণ-যুগলে অভিবাদন করিয়া পশ্চাৎ …
…-পূর্ব্বক সদৃশ-সম্ভাষণ করিবে। হে পার্থ!

তোমার প্রজ্ঞা-সম্পন্ন ভ্রাতা যুধিষ্ঠির তোমার প্রতি কদাচ কিছুমাত্র কোপ করিতে পারিবেন না; তুমি অসত্য ও ভ্রাতৃ-বধ হইতে এইরূপে মুক্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে সূতপুত্র কর্ণকে নিহত কর।

কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে একোন সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬৯॥

সঞ্জয় কহিলেন, জনার্দ্দন-কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া পৃথা-তনয় ধনঞ্জয় সেই সুহৃদ্বাক্যের বিস্তর প্রশংসা করিলেন; পরে ধর্ম্মরাজকে সহসা অনুক্ত-পূর্ব্ব পরুষ-বাক্য বলিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, রাজন্! তুমি আমাকে কিছু বলিও না; তুমি রণস্থল হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে রহিয়াছ; সুতরাং আমাকে বৃথা অনুযোগ করা তোমার উচিত নহে। যিনি যথা-কালে শত্রুগণকে সমরে পরিপীড়িত করিয়া এবং শৌর্য্য-সম্পন্ন সেই সেই মহীপতি, সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রধান প্রধান রথ, মাতঙ্গ, সাদী ও অপরিমিত বীরবর্গকে নিহত করিয়া সর্ব্বলোক-প্রবীর যোধগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন; যিনি সংগ্রামে সহস্রাধিক কুঞ্জর এবং কাম্বোজ-দিগের দশ সহস্র পার্ব্বতীয় সৈন্য বিনষ্ট করিয়া, সিংহ যেমন মৃগগণকে বিনিহত করিয়া গর্জ্জন করে, তদ্রূপ সিংহনাদ করিয়াছিলেন; সেই ভীম বরং আমারে তিরস্কার করিবার যোগ্য হইতে পারেন। বীর বৃকোদর রথ হইতে লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করত তদ্দ্বারা সমরে বহুল অশ্ব, রথ ও মাতঙ্গ নিহত করিয়া যেরূপ সুদুষ্কর কর্ম্ম করিতেছেন, তুমি কস্মিন্ কালেও সেরূপ করিতে সমর্থ নহ। সেই বাসব-সম বিক্রমশালী বীর পুরুষ উত্তম খড়্গ ও রথচক্র-দ্বারা অশ্ব-সহ রথ, অশ্ব ও কুঞ্জর সমস্ত বিনষ্ট করিতেছেন, শরাসন-দ্বারা শত্রুগণকে দহন করিতেছেন এবং তাহাদিগকে ধরিয়া পদ ও হস্ত-যুগল-দ্বারাও নিহত করিতেছেন। ফলত, কুবের ও যমের সদৃশ, মহাবল ভীমসেন সহসা শত্রু-সৈন্য

Digitized by Google

সংহার করিবেন। সেই ভীমসেন আমার নিন্দা করিতে পারেন, তুমি নহ; যেহেতু তুমি সুহৃদ্গণ-কর্তৃক নিয়ত রক্ষিত হইতেছ। যিনি একাকী প্রধান প্রধান মাতঙ্গ, অশ্ব, পদাতি ও মহারথগণকে প্রমথিত করিয়া দুর্য্যোধন-সৈন্য-সাগরে মগ্ন হইয়াছেন, সেই অরিন্দম ভীমসেন আমাকে ভর্ৎসনা করিতে পারেন। যিনি অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ নিষাদ ও মগধ-দেশীয় নীল-জলধর-সদৃশ সদা-মত্ত অনেকানেক শত্রু-মাতঙ্গ সকল সংহার করিতেছেন, সেই অরিন্দম ভীমসেন আমাকে অনুযোগ করিতে পারেন। সেই বীর বৃকোদর মহাসংগ্রামে সুসজ্জিত রথে অধিষ্ঠান-পূর্ব্বক উপযুক্ত সময়ে শরাসন বিস্ফারণ করত শরপূর্ণ-মুষ্টি হইয়া, মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ শর-বৃষ্টির সৃষ্টি করিতেছেন। দেখিলাম, অদ্য সমরে ভীমসেন বাণ-নিকর-দ্বারা অষ্ট শত মাতঙ্গের কুম্ভ, শুণ্ড ও শুণ্ডাগ্র ছিন্ন করিয়া তাহাদিগকে নিহত করিলেন; অতএব সেই বৈরি-বিঘাতক বৃকোদর আমাকে নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে পারেন।

হে ভারত! পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণগণের বল বাক্যে, আর ক্ষত্রিয়দিগের বাহু-বলই প্রধান বল; কিন্তু তোমার কেবল বাক্যই বল, অথচ তুমি নিষ্ঠুর। আমি যে প্রকার লোক, তাহা কিছু তোমার অবিদিত নাই। আমি ভার্য্যা পুত্র প্রাণ ও আত্মার দ্বারা নিয়ত তোমার অভীষ্ট-সাধনে যত্ন করিতেছি; তথাপি তুমি যখন আমাকে বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিতেছ, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম, তোমা হইতে আমরা কিছুমাত্র সুখ জানিতে পারিলাম না। হে ভারত! তুমি দ্রৌপদীর শয্যায় শয়ান থাকিয়া আর আমাকে অবজ্ঞা করিও না; আমি তোমার নিমিত্তে অনেকানেক মহারথগণকে নিহত করিতেছি; বোধ হয়, সেই জন্যই শঙ্কা-শূন্য হইয়া তুমি নিষ্ঠুর হইতেছ; যাহা হউক, তোমা হইতে আমি কিছুমাত্র সুখ জানিতে পারিলাম না। হে রাজন্! সত্যসন্ধ মহাত্মা ভীষ্ম তোমার প্রিয়-সাধনার্থে আপনিই দ্রুপদ-নন্দন বীর শিখণ্ডীকে আপনার মৃত্যু-হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং আমি সেই শিখণ্ডীকে সমরে রক্ষা করিতে থাকিলে তৎকর্তৃক নিহতও হইয়াছেন। তুমি যে অধিরাজ হও, ইহাতেও আমি অনুমোদন করি না, যেহেতু তুমি অহিতকরী দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত; তুমি স্বয়ং অনার্য্য-জন-সেবিত পাপকর্ম্ম করিয়া এখন আমাদিগের দ্বারা শত্রুগণ হইতে উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা করিতেছ। সহদেব পাশক্রীড়া বিষয়ে ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ যে সমস্ত বহুতর দোষ বর্ণন করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় তুমি শুনিয়াছ; তথাপি অসাধু-সেবিত সেই সকল দোষরাশি পরিহার করিতে পার নাই; সেই জন্যেই আমরা সকলে দারুণ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি যে অবধি অক্ষ-ক্রীড়ায় সম্যক্ প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, সেই অবধি আমরা তোমা হইতে কিছুমাত্র সুখ জানিতে পারি নাই। হে পাণ্ডব! তুমি স্বয়ং দুষ্কর্ম্ম করিয়া আবার আমাদিগকে এখন খরতর বাক্য সকল শুনাইতেছ। দেখ, শত্রু-সেনা সকল অস্মদাদি-কর্তৃক নিহত হইয়া ছিন্নভিন্ন-গাত্রে চীৎকার করিতে করিতে ভূমিতলে শয়ন করিতেছে। ফলত তুমিই সেই নৃশংস কর্ম্ম করিয়াছিলে, যাহাতে আমাদিগের রাজ্যনাশ-রূপ দোষ ঘটিয়াছে এবং কৌরবগণেরও বধ হইতেছে। কুরু-পক্ষীয় ও অস্মদীয় মহাত্মা যোধগণ সমরে অতুল্য কর্ম্ম করিয়াছেন; উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ, চতুর্দ্দিকস্থ সৈনিকেরাই নিহত হইয়াছে। হে নরেন্দ্র! তুমিই পাশক্রীড়া করিয়াছিলে, তোমার জন্যেই আমাদের রাজ্যনাশ হইয়াছে এবং তোমা হইতেই আমাদিগের সমুদয় অনিষ্ট উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব হে রাজন্! তুমি মন্দভাগ্য হইয়া আমাদিগকে আর বাক্য-রূপ ক্রূরতর কশা-দ্বারা নিপীড়িত করত অনর্থক কোপান্বিত করিও না।

Digitized by Google

সঞ্জয় কহিলেন, প্রজ্ঞাবান্ ধর্ম্মভীরু স্থির-বুদ্ধি সব্যসাচী যুধিষ্ঠিরকে এই অতিতীক্ষ্ণ পরুষ-বাক্য সমস্ত শ্রবণ করাইয়া এবং এইরূপে কিঞ্চিৎ পাপাচরণ করিয়া বিমনা হইলেন। অনন্তর সেই সুর-রাজ-পুত্র অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত পুনরায় কোষ হইতে অসি-নিষ্কাশন করিলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁহারে বলিলেন "এ কি? তুমি যে পুনরায় কোষ হইতে আকাশ-সদৃশ-প্রভান্বিত অসি নিষ্কাশিত করিলে? তোমার যদি অপর কোন কথা বলিবার থাকে, পুনর্ব্বার আমারে বল, আমি তোমার অর্থসিদ্ধির নিমিত্তে তদনুরূপ উক্তি করিব।" পুরুষোত্তম কেশব-কর্তৃক এইরূপ সম্ভাষিত হইয়া সুদুঃখিত ধনঞ্জয় তাঁহারে কহিলেন "আমি যাহার দ্বারা সহসা অহিতাচরণ করিলাম, সেই স্বীয় শরীরকেই বিনষ্ট করিব।" ধার্ম্মিকগণ-বরিষ্ঠ কৃষ্ণ কুন্তীতনয় ধনঞ্জয়ের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে এই কথা বলিলেন "হে শত্রুনাশন কিরীটিন্! তুমি এই রাজার প্রতি 'তুমি' শব্দ প্রয়োগ করিয়া একপ ঘোরতর মোহে প্রবেশ করিলে কেন? তুমি আত্মাকে বিনষ্ট করিতে যে ইচ্ছা করিতেছ, ইহা সাধুলোকদিগের আচরিত নহে। হে নরবীর! তুমি ধর্ম্মভীত হইয়া অদ্য এই ধর্ম্মাত্মা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যদি খড়্গ-দ্বারা নিহত করিতে, তাহা হইলে তোমার সে কর্ম্ম কিরূপ হইত এবং পরেই বা তুমি কি করিতে? হে পার্থ! ধর্ম্ম অতিসূক্ষ্ম পদার্থ, বিশেষত অজ্ঞলোকদিগের সুদুর্জ্ঞেয়; এ বিষয়ে আমি যাহা বলিতেছি, তাহা হৃদয়ঙ্গম কর। তুমি ভ্রাতার বধ-প্রযুক্ত যেরূপ ঘোরতর নরক প্রাপ্ত হইতে, আপনি আপনাকে বিনষ্ট করিয়াও সেইরূপ নরকগ্রস্ত হইতে পার; অতএব হে অর্জ্জুন! সংপ্রতি ইহাঁর নিকটে আপন বাক্য-দ্বারা আপনার গুণ সকল বর্ণন কর, তাহা হইলেই তুমি হতাত্মা হইবে।"

ইন্দ্রতনয় ধনঞ্জয় "কৃষ্ণ! তাহাই হউক" এই বলিয়া তাঁহার বাক্যে অভিনন্দন-পূর্ব্বক শরাসন অবনত করিয়া ধর্ম্মিষ্ঠগণ-বরিষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, রাজন্! শ্রবণ করুন। হে নরেশ্বর! একমাত্র দেবদেব পিনাকপাণি ব্যতিরেকে আমার তুল্য ধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই। আমি সেই মহাত্মা শশাঙ্ক-শেখরের অনুমতি প্রাপ্ত হইলে নিশ্চয়ই ক্ষণকাল-মধ্যে এই স্থাবর-জঙ্গম-সম্বলিত সমস্ত জগৎ বিনষ্ট করিতে পারি। হে রাজন্! আমিই দিক্-পাল-সহ সমুদয় দিঙ্মণ্ডল পরাজিত করিয়া আপনকার বশবর্ত্তী করিয়াছিলাম। আমার পরাক্রম-প্রভাবেই আপনকার সেই দক্ষিণা-সহ রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত এবং দিব্য সভা সংস্থাপিতা হইয়াছিল। আমারই হস্তে শাণিত শায়ক সমস্ত ও মৌর্ব্বী-যুক্ত বিস্তৃত সশর-শরাসন এবং আমার পাদ-যুগলেও রথ ও ধ্বজ সকল চিহ্নিত রহিয়াছে; অতএব যুদ্ধে উপস্থিত হইলে মাদৃশ ব্যক্তিকে কেহই পরাজিত করিতে পারে না। আমি উত্তর-দিগ্দেশীয় শত্রু সকলকে নিহত করিয়াছি, পাশ্চাত্য বিপক্ষগণকে বিধ্বস্ত করিয়াছি, পূর্ব্বদিগ্দেশীয় বৈরি ব্যূহকে নিরস্ত করিয়াছি এবং দাক্ষিণাত্য অরাতি-কুলকেও নির্ম্মূল করিয়াছি। ফলত সমুদয় সৈন্যের অর্দ্ধভাগ আমা-কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছে; সংশপ্তক-সৈন্যগণের মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট আছে। হে রাজন্! দেবসেনা-সদৃশ-প্রকাশশালিনী এই ভারতী-সেনা আমা-কর্ত্তৃক নিহতা হইয়া ভূতলশায়িনী রহিয়াছে। যাহারা অস্ত্রবিদ্যা জানে, আমি তাহাদিগকেই অস্ত্র-দ্বারা বিনষ্ট করিয়া থাকি, সেই জন্যেই সমরস্থ সমস্ত লোকদিগকে ভস্মসাৎ করিতেছি না।—কৃষ্ণ! চল আমরা জয়শীল ভীষণ রথে আরোহণ-পূর্ব্বক সূতপুত্রের সংহারার্থে শীঘ্র প্রস্থান করি; এই রাজা অদ্য নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হউন, সমরে আমি নিশ্চয়ই কর্ণকে বাণ-নিকরে নিহত করিব। অদ্য হয়, কর্ণের নিপাতে সূত-মাতা অপুত্রা হইবে, না হয়, আমার মরণে কুন্তী পুত্রহীনা হইবেন;

Digitized by Google

আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, অদ্য কর্ণকে সমরে শরজালে নিপাতিত না করিয়া কবচ বিমোচন করিব না।

সঞ্জয় কহিলেন, কিরীটধারী ধনঞ্জয় ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠিরকে পুনর্ব্বার এইরূপ কহিয়া অবিলম্বে শস্ত্র সকল ও শরাসন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কোষ-মধ্যে খড়্গ রাখিয়া তাঁহারে প্রসাদিত করত লজ্জা-বিনম্র-মস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা বলিলেন “ রাজন্! আপনারে নমস্কার করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন; আমি আপনারে যাহা বলিলাম, আপনি যথা-কালে তাহা জানিতে পারিবেন।” বীরবর অর্জ্জুন শত্রু সহন-সমর্থ রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন করিয়া অবস্থান-পূর্ব্বক পুনরায় বলিলেন “ ইহাতে বিলম্ব নাই, ইহা শীঘ্রই হইবে; ঐ কর্ণ আসিতেছে, আমি উহার অভিমুখে প্রস্থান করি। আমি সর্ব্বপ্রযত্নে ভীমসেনকে সংগ্রাম হইতে মুক্ত করিতে এবং সূতপুত্রকে নিহত করিতেই চলিলাম। হে রাজন্! আমার জীবন ধারণ কেবল আপনকার প্রিয়কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্তে; আমি সত্য বলিতেছি, আপনি ইহা নিশ্চয় জানুন।” দীপ্ততেজা কিরীটী এইরূপ কহিয়া যুধিষ্ঠিরের চরণ-দ্বয়ে অভিবাদন-পূর্ব্বক প্রস্থানের উদ্দেশে গাত্রোত্থান করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডু-নন্দন ধর্ম্মরাজ ভ্রাতা অর্জ্জুনের পূর্ব্বোক্ত পরুষ-বাক্য শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত-চিত্ত হইয়া সেই শয্যা হইতে উত্থান-পূর্ব্বক তাঁহারে কহিতে লাগিলেন “অর্জ্জুন! আমি যে অসাধু কর্ম্ম করিয়াছি, তাহাতেই তোমাদিগের এই ঘোর-তর বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব অদ্য এই কুলান্তক, পুরুষাধমের শিরশ্ছেদন কর। আমি পাপাত্মা, পাপময় ব্যসনান্বিত, বিমূঢ়মতি, অলস, ভীরু-স্বভাব, বৃদ্ধ-লোকের অপমানকারী ও নিষ্ঠুর; অতএব চিরকাল মদীয় রুক্ষ বাক্যের অনুবর্ত্তী হই-বার তোমার প্রয়োজন কি? আমি পাপাত্মা, অদ্যই বন গমন করিব; তুমি মদীয় সঙ্গ-বিহীন হইয়া সুখে থাক। মহাত্মা ভীমসেন রাজা হইবার যোগ্য-পাত্র; আমি ক্লীব, আমার রাজ্য-কার্য্যে প্রয়োজন কি? হে বীর! তুমি রোষান্বিত হইয়া এই যে কঠোর বাক্য সকল বলিলে, এ সমস্ত আমি আর সহ্য করিতে পারি না; অতএব ভীমসেন রাজা হউন, অদ্য এরূপ অপমানগ্রস্ত হইয়া আমার জীবিত থাকিবার প্রয়োজন নাই।”

রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিয়া সেই শয্যা পরি-ত্যাগ-পূর্ব্বক সহসা উত্থিত হইলেন; পরে বন-গমনোদ্দেশে নির্গত হইবার ইচ্ছা করিলেন। তখন বাসুদেব প্রণত হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন “ মহারাজ! সত্যসন্ধ ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীব-বিষয়ে যে সুদারুণ প্রতিজ্ঞা প্রসিদ্ধ আছে, তাহা আপনি জানেন। লোক-মধ্যে যে কোন পুরুষ ইহাঁরে ‘তুমি অন্যকে গাণ্ডীব দাও’ এই কথা কহিবেক, সে ইহাঁর বধ্য হইবে; সম্প্রতি আপনি ইহাঁকে এইরূপ সম্ভাষণ করিয়াছেন। হে মহীপতে! সেই হেতু ধনঞ্জয় ঐ সত্য-প্রতিজ্ঞা-প্রতিপালনার্থে আমার অভিপ্রায়ানুসারে আপনকার প্রতি এই অবমান প্রয়োগ করিলেন, কেন না গুরুজনগণের অবমান বধ বলিয়া কথিত হয়। অতএব হে মহাবাহো রাজেন্দ্র! আপনি অর্জ্জুনের উপলক্ষে উহাঁর নিজের ও আমার উভয়েরই এই বিপরীতাচরণ-রূপ অপ-রাধ মার্জ্জনা করুন। হে মহারাজ! আমরা উভ-য়েই আপনকার শরণাপন্ন হইয়াছি; আমি প্রণত হইয়া সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমারে ক্ষমা করুন। অদ্য সমর-ভূমি পাপাত্মা সূতনন্দনের শোণিত পান করিবে; আমি আপন-কার নিকটে সত্যপ্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনি কর্ণকে অদ্য নিহত বলিয়া জানুন এবং যাহার বধ ইচ্ছা করেন, অদ্য তাহারই জীবন বিগত হইয়াছে, অবধারণ করুন।” ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া তখন সেই প্রণত হৃষীকেশকে সসম্ভ্রমে উত্থাপিত করিলেন; পরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে

Digitized by Google

তৎকাল-সমুচিত এই বাক্য বলিলেন, হে গোবিন্দ! তুমি যেরূপ কহিলে, এইরূপই বটে; আমার প্রতি এ অতিক্রম হউক, ইহাতে হানি নাই। হে মধুনন্দন অচ্যুত! আমি অনুনীত ও তারিত হইলাম; তুমি আমাদিগকে অদ্য ঘোরতর বিপদ্ হইতে বিমুক্ত করিলে। আমরা উভয়েই অদ্য অজ্ঞানে মোহিত হইয়াছিলাম, কেবল তোমাকে সহায় পাইয়া ভয়ঙ্কর বিপদ্-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। হে অচ্যুত! তোমার বুদ্ধি-রূপ তরণী অবলম্বন করিয়াই আমরা দুঃখ-শোকার্ণব হইতে সমুত্তীর্ণ হইলাম; ফলত তোমার দ্বারাই আমরা অমাত্য-বিশিষ্ট ও সহায়-সম্পন্ন হইয়াছি।

যুধিষ্ঠির প্রবোধনে সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, পৃথা-তনয় ধনঞ্জয় কৃষ্ণের বচনানুসারে যুধিষ্ঠিরকে উক্ত প্রকারে প্রতিকূল-সম্ভাষণ করিয়া কিঞ্চিৎ পাপাচরণ করিলেন ভাবিয়া বিমনা হইলেন। অনন্তর বাসুদেব তাঁহারে যেন উপহাস করত বলিলেন, পার্থ! তুমি যদি ধর্ম্মনিষ্ঠ ধর্ম্ম-তনয়কে তীক্ষ্ণ-ধার অসি-দ্বারা নিহত করিতে, তাহা হইলে তোমার সে কর্ম্ম কিরূপ হইত? তুমি রাজাকে 'তুমি' এইমাত্র কহিয়া এরূপ মোহাবিষ্ট হইলে, কিন্তু উহাঁকে বিনষ্ট করিয়া উত্তর-কাল কি করিতে? ফলত ধর্ম্ম, সকল লোকেরই, বিশেষত মন্দবুদ্ধি মনুষ্যগণের সুদুর্জ্ঞেয়; দেখ, তুমি ধর্ম্ম-ভীরুতা-প্রযুক্ত জ্যেষ্ঠ সহোদরের প্রাণ হরণ করিয়া তন্নিবন্ধন মহাপাপ ও ঘোরতর নরক প্রাপ্ত হইতে, সন্দেহ নাই। অতএব এ বিষয়ে আমার অভিমত এই যে, তুমি ধর্ম্মিষ্ঠগণ-বরিষ্ঠ ধর্ম্মনিষ্ঠ কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন কর। আমরা ভক্তি-সহকারে রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রসাদিত করিয়া, তিনি প্রীত হইলে পর সত্বর হইয়া যুদ্ধার্থে সূতপুত্রের রথাভিমুখে প্রস্থান করিব। হে মানপ্রদ! অদ্য তুমি নিশিত-শর-সমূহ-দ্বারা কর্ণকে নিহত করিয়া ধর্ম্ম-তনয়ের মহতী প্রীতি আহরণ কর। হে মহাবাহো! আমার মতে উপস্থিত বিষয়ে এইরূপ আচরণই উপযুক্ত; এরূপ করিলে তোমার কার্য্যও নিষ্পন্ন হইবে।

মহারাজ! অনন্তর ধনঞ্জয় লজ্জান্বিত ও অবনত-মস্তক হইয়া ধর্ম্মরাজের চরণ-যুগলে পতিত হইলেন এবং সেই ভরতশ্রেষ্ঠকে পুনঃপুন বলিতে লাগিলেন "রাজন্! প্রসন্ন হউন; আমি ধর্ম্মকামী ও শঙ্কাকুল হইয়া যাহা বলিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন।"

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! মহীপতি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৈরি-বিঘাতক ভ্রাতা ধনঞ্জয়কে পদ-যুগলে পতিত ও রোদন-পরায়ণ দেখিয়া উত্থাপন-পূর্ব্বক স্নেহের সহিত আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সুমহাদ্যুতি সহোদর-দ্বয় বহুক্ষণ নেত্রনীর বর্ষণ করিয়া অন্তঃকরণের মালিন্য পরিহার-পূর্ব্বক প্রীতিযুক্ত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ পুনরায় ধনঞ্জয়কে প্রেমভরে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে আঘ্রাণ লইয়া পরম প্রীতিযুক্ত ও বিস্মিত হইয়া কহিলেন "হে মহাধনুর্দ্ধর মহাবাহো! আমি সমরে যত্নবান্ থাকিলেও সমুদয় সৈন্যের সাক্ষাতে কর্ণ শর-নিকর-দ্বারা আমার কবচ, ধ্বজ, শক্তি, শর, শরাসন ও হয়গণ ছিন্নভিন্ন করিয়াছে; অতএব হে অর্জ্জুন! আমি সংগ্রামে তাহার দারুণ কর্ম্ম জানিয়া এবং প্রত্যক্ষে দেখিয়া দুঃখভরে অবসন্ন হইতেছি; আমার জীবন আর প্রীতিকর হইতেছে না। অদ্য তুমি যদি সমরে সেই বীরকে বিনষ্ট না কর, তবে নিশ্চয়ই আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব; আমার আর জীবিত থাকিবার প্রয়োজন কি?" হে ভরতর্ষভ! যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে, ধনঞ্জয় প্রত্যুত্তর করিলেন "হে নরশ্রেষ্ঠ মহীপতে! আমি সত্য, আপনকার প্রসাদ, ভীমসেন ও নকুল সহদেব-দ্বারা আপনকার নিকটে শপথ করিতেছি, যে অদ্য

Digitized by Google

সমরে কর্ণকে নিহত করিব অথবা তৎকর্তৃক হত হইয়া মহীতলে পতিত হইব; আমি সত্য-দ্বারা এই আয়ুধ-স্পর্শ করিতেছি।" অর্জ্জুন রাজাকে এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া মাধবকে এই কথা বলিলেন "কৃষ্ণ! অদ্য সংগ্রামে আমি কর্ণকে বিনষ্ট করিব, সন্দেহ নাই; তোমার মঙ্গল হউক, তোমার বুদ্ধি-কৌশলেই সেই দুরাত্মার বধ হইবে।"

হে রাজসত্তম! অর্জ্জুন এইরূপ কহিলে, কেশব তাঁহারে বলিলেন "হে সাধুপ্রবর মহারথ ভরত-শ্রেষ্ঠ! তুমি মহাবল কর্ণকে নিহত করিতে সমর্থ। 'তুমি কি প্রকারে কর্ণকে নিহত করিতে পার' আমার অন্তঃকরণে নিয়তই এই অভিলাষ জাগরূক রহিয়াছে।" মতিমান্ মাধব যুধিষ্ঠিরকেও পুনর্ব্বার বলিলেন "হে ধর্ম্মরাজ! আপনি এই ধনঞ্জয়কে সান্ত্বনা-যুক্ত করুন এবং অদ্য দুরাত্মা কর্ণের সংহার নিমিত্তেও ইহাঁরে অনুজ্ঞা করুন। হে পাণ্ডুনন্দন! আপনি কর্ণ-শরে পীড়িত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা উভয়েই আপনকার সংবাদ জানিবার নিমিত্তে এস্থানে আসিয়াছিলাম। হে রাজন্! ভাগ্যক্রমে আপনি নিহত বা ধৃত হন নাই; হে অনঘ! এক্ষণে ধনঞ্জয়কে পরিসান্ত্বিত করত জয়াশীর্ব্বাদ করুন।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, এস ভাই অর্জ্জুন এস, আমাকে আলিঙ্গন কর; তুমি আমারে হিতকর বক্তব্য বাক্যই বলিয়াছ এবং আমিও তাহা ক্ষমা করিয়াছি। হে পৃথা-তনয় ধনঞ্জয়! আমি তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি কর্ণকে বিনষ্ট কর আর আমি তোমাকে যে নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছি, তজ্জন্য ক্রোধ করিও না।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহানুভাব রাজেন্দ্র! অনন্তর ধনঞ্জয় মস্তক-দ্বারা প্রণত হইয়া তখন পাণি-যুগলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চরণ-যুগল ধারণ করিলেন। তাহাতে রাজা পুনরায় তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া গাঢ়তর আলিঙ্গন ও মস্তকে আঘ্রাণ-পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবাহো ধনঞ্জয়! আমি তোমা-কর্ত্তৃক দৃঢ়রূপে সম্মানিত হইলাম; তুমি পুনর্ব্বার চিরন্তন মাহাত্ম্য ও বিজয় লাভ কর।

অর্জ্জুন কহিলেন, অদ্য আমি সেই বল-গর্ব্বিত পাপকর্ম্মা কর্ণকে সহায়-বর্গের সহিত সমরে প্রাপ্ত হইয়া শর-নিকরে শমন-মন্দিরে প্রেরণ করিব। সে দৃঢ়রূপে শরাসন বিস্তারিত করিয়া বাণ-সমূহ-সহকারে যাহার দ্বারা আপনাকে পীড়িত করিয়াছে, অদ্য তাহাকে সেই কর্ম্মের দারুণ ফল ভোগ করিতে হইবে। হে মহীপতে! আপনকার নিকটে আমি সত্য করিয়া কহিতেছি, অদ্য কর্ণকে নিহত করিয়া আপনাকে আনন্দিত করিবার নিমিত্তে সংগ্রাম হইতে আপনকার অনুবর্ত্তী হইব। হে ধরণীশ্বর! আপনকার চরণ-দ্বয় স্পর্শ-পূর্ব্বক সত্য করিতেছি, অদ্য কর্ণকে নিহত না করিয়া মহারণ হইতে নিবৃত্ত হইব না।

সঞ্জয় কহিলেন, কিরীটী এইরূপ সম্ভাষণ করিতে থাকিলে, যুধিষ্ঠির প্রশান্ত-চিত্তে তাঁহাকে এই অতি-মহৎ বাক্য বলিলেন 'তুমি নিত্যকাল অক্ষয় যশ, পরমায়ু, অভীষ্ট কামনা, জয়, বীর্য্য ও শত্রু-ক্ষয় প্রাপ্ত হও এবং দেবতারাও তোমার সমৃদ্ধি সম্পাদন করুন; আমি তোমার যেরূপ কল্যাণ ইচ্ছা করি, তাহা সেইরূপই হউক। সম্প্রতি তুমি শীঘ্র যুদ্ধযাত্রা কর; পুরন্দর যেমন আত্ম-বৃদ্ধির নিমিত্তে বৃত্রাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, সেইরূপ আত্ম-সমুন্নতির নিমিত্তে সমরে কর্ণকে নিহত কর।"

যুধিষ্ঠিরার্জ্জুন-সংবাদে একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭১॥

সঞ্জয় কহিলেন, ধর্ম্মরাজকে প্রসাদিত করিবার পর ধনঞ্জয় সূতপুত্রের বিনাশে উদ্যত হইয়া প্রফুল্ল অন্তঃকরণে গোবিন্দকে সম্বোধিয়া বলিলেন "আমার রথ পুনরায় সজ্জিত হউক, তাহাতে হয়োত্তম সকল যোজিত হউক এবং মহারথে অস্ত্র শস্ত্র সমস্তও সংস্থাপিত হউক। ক্লান্তি পরিহারার্থে ভূতলে

Digitized by Google

বিলুণ্ঠিত, অশ্ব-সাদিগণ কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত, তুরঙ্গমগণ রথোপকরণ-সমুদায়ে সজ্জীভূত ও ত্বরান্বিত হইয়া রথ সমীপে গমন করুক। হে গোবিন্দ! তুমি সূত-পুত্রের সংহারেচ্ছায় শীঘ্র যাত্রা কর।" মহারাজ! মহাত্মা অর্জ্জুন এইরূপ কহিলে কৃষ্ণ দারুককে আজ্ঞা করিলেন "সর্ব্ব-ধনুর্দ্ধর-বরিষ্ঠ ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন যেরূপ কহিলেন, তুমি সমুদয় সম্পন্ন কর।" হে রাজসত্তম! দারুক কৃষ্ণের আজ্ঞা পাইয়া ব্যাঘ্র-চর্ম্মাবৃত শত্রুতাপন রথখানি যোজিত করিলেন এবং মহানুভাব পাণ্ডবের গোচরে নিবেদন করিলেন "রথ সজ্জিত হইয়াছে।" মহাত্মা দারুক-কর্ত্তৃক রথ সজ্জিত হইয়াছে দেখিয়া ধনঞ্জয় ধর্ম্ম-রাজের অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে সুমঙ্গল স্বস্ত্যয়ন-স্বরূপ স্বস্তিবাচন করিয়া সেই রথবরে আরোহণ করিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলে পর তিনি কর্ণের রথের প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রস্থিত হইলেন। হে ভারত! সমুদয় জীবগণ সেই মহাধনুর্দ্ধরকে সমর-স্থলে প্রস্থান করিতে দেখিয়া কর্ণকে মহানুভব পাণ্ডব-কর্ত্তৃক নিহত বলিয়াই জ্ঞান করিল। হে জনেশ্বর রাজেন্দ্র! তৎকালে দিক্ সকল সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল হইল এবং স্বর্ণচাতক সারস ক্রৌঞ্চ-প্রভৃতি শুভ-দর্শন পক্ষিগণ পাণ্ডুনন্দনকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। হে বিশাম্পতে! শুভকর শোভন পুন্নামক বহু-সংখ্য বিহঙ্গগণ যেমন অর্জ্জুনকে সংগ্রামে ত্বরান্বিত করত হৃষ্টরূপ হইয়া শব্দ করিতে থাকিল, সেইরূপ কঙ্ক গৃধ্র কাক বক ও শ্যেন-প্রভৃতি ভয়ানক পক্ষি সকলও ভক্ষ্যের নিমিত্তে তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন ধনঞ্জয়ের অন্যান্য ধন্য নিমিত্ত সমস্তও শত্রু-সৈন্যগণের বধ ও কর্ণের সংহার সূচিত করিল। অনন্তর অর্জ্জুন প্রস্থান করিতে থাকিলে তাঁহার বিপুল ঘর্ম্ম উৎপন্ন হইল এবং 'কি প্রকারে এ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইবে' এইরূপ মহতী চিন্তাও জন্মিল।

তখন বসুদেব-নন্দন মধুসূদন গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়কে তাদৃশ চিন্তান্বিত হইয়া যাইতে দেখিয়া কহিলেন, হে গাণ্ডীবধন্বন্! তুমি ধনুর্দ্ধারা সংগ্রামে যাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছ, পৃথিবী-মধ্যে তোমা ভিন্ন এমন কোন মনুষ্যই বিদ্যমান নাই যে, তাহাদিগের পরাজয়-সাধনে সমর্থ হইতে পারে। যাঁহারা শৌর্য্য-সম্পন্ন তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া সমরে পরম গতি লাভ করিয়াছেন, আমি ইন্দ্র-তুল্য-পরাক্রান্ত এরূপ অনেকানেক শূর পুরুষ সন্দর্শন করিয়াছি। হে প্রভাব-সম্পন্ন মহাত্মন্! তোমার সদৃশ হইতে না পারে, এমন কোন্ ব্যক্তি ভীষ্ম, দ্রোণ, ভগদত্ত, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, মহাবীর্য্য শ্রুতায়ু ও অচ্যুতায়ুর সন্নিধানে যুদ্ধার্থে গমন করিয়া কুশলী থাকিতে সমর্থ হয়? হে অর্জ্জুন! তোমার অস্ত্র সকলও দিব্য এবং তোমার শীঘ্রকারিতা, বল, যুদ্ধ-সমুদায়ে মোহ-রাহিত্য, বিজ্ঞানের অবিচ্ছিন্নতা, লক্ষ্য সকলেতে অস্ত্রের পাতন, যোগ ও বেধও অতি বিচিত্র। হে পার্থ! তুমি চরাচর-সম্বলিত সমুদয় দেব ও গন্ধর্ব্বগণকেও নিহত করিতে পার; সমরে তোমার সদৃশ যোদ্ধা পুরুষ পৃথিবী-মধ্যে বিদ্যমান নাই। যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয়গণ অবধি দেবগণ-পর্য্যন্ত যে কোন ধনুর্দ্ধারী পুরুষ বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও আমি তোমার তুল্য দেখিতে বা শুনিতে পাই না। হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মা প্রজা সকল সৃষ্টি করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সুমহৎ গাণ্ডীব শরাসন নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তুমি সেই গাণ্ডীব-দ্বারা যুদ্ধ করিয়া থাক; অতএব তোমার সমান আর কেহই নহে। কিন্তু হে পাণ্ডুনন্দন! যাহা তোমার হিতকর হয়, তাহাও আমার অবশ্য বক্তব্য। হে মহাবাহো! তুমি সমর-শোভাকর কর্ণকে অবজ্ঞা করিও না; কেন না কর্ণ বলবান্, গর্ব্বিত, অস্ত্রবিদ্যা-পারদর্শী, মহারথ, রণ-পণ্ডিত, বিচিত্র-যোধী ও দেশকালের মর্ম্মজ্ঞ। হে ধনঞ্জয়! এ বিষয়ে বিস্তর বলিবার প্রয়োজন কি? সংক্ষেপে

Digitized by Google

যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর; আমি মহারথ কর্ণকে তোমার সমান, বা তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করি; অতএব তুমি পরম যত্ন অবলম্বন করিয়া তাহাকে মহাসমরে বিনষ্ট করিবে। কর্ণ তেজে বহ্নি-সদৃশ, বেগে বায়ুবেগ-সমান, ক্রোধে অন্তক-তুল্য, সিংহ-সম-দৃঢ়কায় ও বলবান্। তাহার শরীর অষ্টরত্নি অর্থাৎ এক শত অষ্টষষ্টি অঙ্গুল-পরিমিত, বাহু আজানুলম্বিত এবং বক্ষঃস্থল দৃঢ় ও বিস্তীর্ণ; সুতরাং তাহাকে পরাজিত করা অতি-দুঃসাধ্য। সে অভিমানী, শৌর্য্যশালী, প্রধান বীর. প্রিয়দর্শন, যোধগণের সমুদয় গুণে সমন্বিত, মিত্রগণের অভয়প্রদ, সতত পাণ্ডবগণের বিদ্বেষী এবং ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগের হিত-সাধনে নিরত। আমার এই বোধ হয় যে, রাধা-তনয় একমাত্র তোমা ভিন্ন অন্য সমুদয় লোকের এমন কি, বাসব-সহ দেবগণেরও অবধ্য; অতএব অদ্য তুমি সেই সূত-পুত্রকে বিনষ্ট কর। মনুষ্যদিগের কথা দূরে থাকুক, মাংস-শোণিতধারী সমুদয় দেবগণও সেই রথীর সহিত যুদ্ধাভিলাষী হইয়া যদি সম্যক্ রূপে যত্ন-পরায়ণ হন, তথাপি তাহারে পরাজিত করিতে পারেন না। পাণ্ডবগণের প্রতি যে নিয়তই দুষ্ট-বুদ্ধি প্রকাশ করে, পাণ্ডবগণের সহিত বিরোধে যাহার কিছুমাত্র স্বার্থ নাই, অদ্য তুমি সেই দুরাত্মা পাপাচার নিষ্ঠুর কর্ণকে নিহত করিয়া নিশ্চিতরূপে কৃতকার্য্য হও। দুরাত্মা সূত-পুত্র কর্ণ দর্পভরে নিয়তই পাণ্ডবদিগকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে; অতএব তুমি সেই কালের অনায়ত্ত রথিগণ-বরিষ্ঠ সূত-তনয়কে অদ্য কালের বশীভূত কর। হে ধনঞ্জয়! পাপাত্মা সুযোধন যাহার বলে আপনাকে বীর বলিয়া মনে করে, সমুদয় পাপের মূলীভূত সেই সূত-পুত্রকে অদ্য বিনষ্ট কর। হে অর্জ্জুন! যে পুরুষশার্দ্দূলের খড়্গই জিহ্বা স্বরূপ, ধনুর্ম্মণ্ডল মুখ-মণ্ডল-স্বরূপ এবং শর সকল বিকট-দন্ত-স্বরূপ হইয়াছে, সেই দর্পপূর্ণ বলশালী কর্ণকে তুমি নিপাতিত কর। আমি তোমার বল ও বীর্য্যানুসারে তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি, কেশরী যেমন মাতঙ্গের সংহার করে, তদ্রূপ সমরে শৌর্য্য-সম্পন্ন কর্ণের বিধ্বংস কর। হে পার্থ! দুর্য্যোধন যাহার বীর্য্যবলে তোমার বীর্য্য অবজ্ঞা করিয়া থাকে, অদ্য সংগ্রামে তুমি সেই বৈকর্ত্তন কর্ণকে নিহত করিয়া ফেল।

কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭২।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অর্জ্জুন কর্ণের বিনাশে কৃতসংকল্প হইয়া আগমন করিতে থাকিলে, অমেয়াত্মা কেশব পুনরায় তাঁহারে বলিলেন, হে ভরতকুল-তিলক ধনঞ্জয়! অদ্য সপ্তদশ দিবস হইল, এই নর-বাজি-বারণগণের বিধ্বংসকর ঘোরতর সমর হইতেছে। তোমাদিগের ও শত্রুগণের সেনা-সমবায় অতি-বিপুল হইয়াও পরস্পর যুদ্ধ করত অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। কৌরবেরা প্রভূত গজবাজি-বিশিষ্ট হইয়াও শত্রুভূত তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া রণ-মস্তকে বিনষ্ট হইয়াছে। এই সকল ভূপালগণ এবং সমাগত সৃঞ্জয় ও পাণ্ডব-সৈন্য-সমুদয়, শত্রুগণের অধর্ষণীয় তোমাকে আশ্রয় পাইয়াই সমরে ব্যবস্থিত রহিয়াছে। হে শত্রুনাশন! পাঞ্চাল পাণ্ডব মৎস্য কারূষ ও চেদি-সৈন্য সকল তোমা-কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়াই শত্রুকুল ক্ষয় করিয়াছে। হে ভ্রাতঃ! তোমা-কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত মহারথ পাণ্ডবগণ ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি রণস্থলে সমাগত কৌরবগণকে সমরে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়? কৌরব-সৈন্যের কথা আর কি বলিব, সমরে সমাসক্ত সুরাসুর-মনুষ্যগণ-সম্বলিত লোক-ত্রয়কেও তুমি একাকী যুদ্ধে পরাভূত করিতে সমর্থ। হে পুরুষব্যাঘ্র! তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ ব্যক্তি, বাসবের তুল্য হইতে পারিলেও রাজা ভগদত্তকে পরাজিত করিতে পারে? হে অনঘ ধনঞ্জয়! তুমি সেই প্রকারে এই

বিপুল সৈন্য রক্ষা করিতে থাকিলে, সমুদয় পার্থিবেরা ইহার প্রতি নয়ন-দ্বারা নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হন নাই। হে অর্জুন! তুমি ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীকে সেইরূপে সতত রক্ষা করিয়াছিলে বলিয়াই তাঁহারা সমরে দ্রোণ ও ভীষ্মকে নিপাতিত করিয়াছিলেন; নতুবা কোন্ ব্যক্তি ভারতগণের শ্রেষ্ঠতম মহারথ ইন্দ্র-তুল্য-পরাক্রান্ত ভীষ্ম ও দ্রোণকে যুদ্ধ-দ্বারা জয় করিতে সমর্থ হয়? হে ধনঞ্জয়! পৃথিবীতে তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ পুরুষ শান্তনু-তনয় ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবাঃ, কৃতবর্মা, জয়দ্রথ, শল্য ও রাজা সুযোধন, সমরে অপরাঙ্মুখ একত্র সমবেত এই সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ যুদ্ধ-দুর্মদ অক্ষৌহিণীপতি প্রচণ্ড বীরগণকে পরাজিত করিতে পারে? হে ভারত! দেখ, গোবাস, দাসমীয়, বশাতি, প্রাচ্য, বাটধান ও অভিমানী ভোজ-প্রভৃতি অমর্ষাবিষ্ট ক্ষত্রিয়গণের প্রধান প্রধান অশ্ব রথ মাতঙ্গ-সমন্বিত অনেকানেক শ্রেণী ও উগ্রতর নানা জনপদ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। হে ভারত! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের মহাশ্ব-গজ-সমাকীর্ণ সৈন্য সকল তোমার ও ভীমসেনের সন্নিহিত হইয়া নিধন লাভ করিয়াছে। হে শত্রুতাপন! এই যে উগ্র-স্বভাব ভীষণকর্ম্মা প্রচণ্ড-বিক্রম-সম্পন্ন সমর-শৌণ্ড দণ্ডপাণি রোষাবিষ্ট বলিষ্ঠ তুষার, যবন, খশ, দার্ব্বাভিসার, দরদ, শক, রমঠ, তঙ্গন, অন্ধ্রক, পুলিন্দ, কিরাত ও ম্লেচ্ছ এবং পর্ব্বত সাগর ও অনূপ-দেশবাসী যোধগণ সুযোধনের হিতার্থে কৌরবদিগের সহিত সমবেত হইয়া সংগ্রামে উৎসাহান্বিত হইয়াছিল, তোমা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই ইহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ হইত না। তুমি যদি পরিত্রাণ-কর্ত্তা না হইতে, তাহা হইলে কোন্ মানব, দুর্য্যোধনের এই ব্যূহ-বদ্ধ মহাপ্রতাপ বিপুল সৈন্য সন্দর্শন করিয়া ইহার প্রতিকূলে অগ্রসর হইতে পারিত? হে বিভো! ক্রোধাক্রান্ত পাণ্ডব-সৈনিকেরা তোমা-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সেই উদ্ধৃত-সাগর-সদৃশ, ধূলিপটল-সমাচ্ছন্ন বৃহৎ সৈন্য বিদীর্ণ করিয়া নিহত করিয়াছে। অদ্য সপ্ত দিবস-মাত্র হইল, মগধাধিপতি মহাবল জয়ৎসেন সমরে অভিমন্যু-কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছেন। অনন্তর ভীমসেন গদাঘাতে সেই নৃপতির পরিচ্ছদ-স্বরূপ ভয়ঙ্কর-কর্ম্মকারী দশ সহস্র মাতঙ্গ নিপাতিত করিয়াছেন। তাহার পর অন্য শত শত হস্তী ও রথ সকলও তৎকর্ত্তৃক বল-পূর্ব্বক অভিহত হইয়াছে। অতএব হে পার্থ! এই বর্ত্তমান মহাভয়ঙ্কর সমরে কৌরবগণ তোমার ও ভীমসেনের সন্নিহিত হইয়া তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও রথ-কদম্ব সমভিব্যাহারে এইরূপে ভূলোক হইতে মৃত্যুলোকে গমন করিতেছে।

হে মহানুভব ধনঞ্জয়! পাণ্ডবগণ সেইরূপে শত্রু-সেনার অগ্রভাগ নিহত করিতে থাকিলে, ভীষ্ম প্রচণ্ডতর শরজাল সমস্ত বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। সেই দিব্যাস্ত্র-বেত্তা বীরবর, চেদি কাশি পাঞ্চাল কারূষ মৎস্য ও কেকয়-সৈন্যগণকে শর-সমূহে আচ্ছাদিত করিয়া শমন-সদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শরাসন-বিনিঃসৃত, পর-দেহ-বিদারণকারী, অবক্রগামী সুবর্ণ-পুঙ্খ বাণ-সমূহে আকাশ-মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি এক এক মুষ্টি-দ্বারা অর্থাৎ এক প্রযত্নে মহাবল-সম্পন্ন একত্র সমবেত এক লক্ষ নর-কুঞ্জর সংহার-পূর্ব্বক সহস্র সহস্র রথ নিহত করিতে পারিতেন। সমরে তিনি যে সকল বাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়, দোষাশ্রিত নয় প্রকার গতি পরিহার-পূর্ব্বক দশমী গতিতে গমন করিয়া, অশ্ব রথ মাতঙ্গ সমস্ত বিনষ্ট করিয়াছিল। এইরূপে ভীষ্ম দশ দিবস পর্য্যন্ত তুদীয় সৈন্য সংহার করত রথনাড় সকল রথি-শূন্য এবং গজ-বাজি-পুঞ্জ নিহত করিয়াছিলেন। তিনি সংগ্রামে রুদ্র ও নারায়ণের সদৃশ আত্ম-রূপ প্রদর্শন-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সৈন্য সমস্ত নিগৃহীত ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন। মন্দমতি সুযোধন তরণী-শূন্য বিপদ্‌ সাগরে মগ্নপ্রায় হইতেছিল, তাহাকে

Digitized by Google

উদ্ধৃত করিতে অভিলাষী হইয়াই তিনি চেদি পাঞ্চাল কেকয়াদি ভূপালগণকে বিনিহত করত অশ্ব-গজ-রথ-সমাকীর্ণা পাণ্ডবী-সেনা সংহার করিয়াছিলেন। তিনি তাপপ্রদ ভাস্করের ন্যায় সমরে সেইরূপে বিচরণ করিতে থাকিলে, উৎকৃষ্ট আয়ুধধারী সহস্র সহস্র কোটি পদাতি-বিশিষ্ট সৃঞ্জয়গণ ও অন্যান্য মহীপাল সকল তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হয় নাই। তথাপি পাণ্ডব-সৈনিকেরা, সংগ্রামে সেইরূপে বিচরণকারী জয়-প্রাপ্ত ভীষ্মকে সর্ব্ব প্রকার মহোদ্যোগ-সহকারে আক্রমণ করিয়াছিল। পরন্তু ভীষ্ম একাকী সমরে সমুদয় পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে বিদ্রাবিত করিয়া রণস্থলে অদ্বিতীয় বীরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে শিখণ্ডী তোমা-কর্তৃক রক্ষিত হইয়া সেই মহাব্রত পুরুষশার্দ্দূলের সন্নিধানে সমাগম-পূর্ব্বক তাঁহারে সন্নতপর্ব্ব শর-সমূহ-দ্বারা নিহত করিয়াছেন। হে পুরুষব্যাঘ্র! বৃত্রাসুর যেমন বাসব-সমীপে উপনীত হইয়া নিপাতিত হইয়াছিল, তদ্রূপ পিতামহ ভীষ্ম তোমাকে পাইয়া এই শর-শয্যায় পতিত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন।

উগ্রমূর্ত্তি মহারথ দ্রোণাচার্য্যও অভেদ্য-ব্যূহ রচনা-পূর্ব্বক পঞ্চ দিবস পর্য্যন্ত মহারথগণকে নিপাতিত ও সমুদয় শত্রু-সৈন্য নিসূদিত করিয়া এবং সমরে জয়দ্রথের রক্ষা বিধান-পূর্ব্বক রাত্রি-যুদ্ধে অন্তক-তুল্য প্রচণ্ড-রূপী হইয়া প্রজাকুল দগ্ধ করিয়াছিলেন। সেই বীর্য্য-সম্পন্ন প্রতাপবান্ ভরদ্বাজ-তনয় শরানলে যোধগণকে দগ্ধ করিয়া পরিশেষে ধৃষ্টদ্যুম্নের সন্নিহিত হইয়া পরম গতি লাভ করিয়াছেন। সেই দিন যুদ্ধে তুমি যদি কর্ণ-প্রভৃতি মহারথগণকে নিবারিত না করিতে, তাহা হইলে আর সংগ্রামে দ্রোণ বিনষ্ট হইতেন না। হে ধনঞ্জয়! তুমি দুর্য্যোধনের সমুদয় সৈন্য রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলে, সেই জন্যই ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরে দ্রোণাচার্য্যকে নিহত করিয়াছেন।

হে পার্থ! তুমি জয়দ্রথের বধোপলক্ষে সংগ্রামে যাদৃশ কর্ম্ম করিয়াছিলে, তোমা ভিন্ন অন্য কোন্ ক্ষত্রিয় পুরুষ সমরস্থলে তাদৃশ ভয়ঙ্কর কর্ম্ম করিতে পারে? তুমি মহতী সেনা অবরোধ-পূর্ব্বক শূরবর নরপাল সকলকে নিহত করিয়া অস্ত্র-বলে ও তেজঃ প্রভাবে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে নিপাতিত করিয়াছ। হে পার্থ! পার্থিবেরা সিন্ধুরাজের বধ অতি আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ করেন, কিন্তু তোমা হইতে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যেহেতু তুমি মহারথ। হে ধনঞ্জয়! আমার বিবেচনায়, সমুদায় ক্ষত্রিয়-কুল সমরে তোমার সমীপবর্ত্তী হইয়া এক দিবসেই যে বিনষ্ট হয়, ইহাই আমি উপযুক্ত মনে করিতে পারি। যখন ভীষ্ম দ্রোণ সংগ্রামে নিহত হইয়াছেন, তখন দুর্য্যোধনের সেই এই ভয়ঙ্কর সৈন্য বীর-সর্ব্বস্ব-শূন্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই। প্রধান প্রধান যোধগণ ও অশ্ব রথ মাতঙ্গ সকল বিনষ্ট হওয়াতে সংপ্রতি কৌরব-সৈন্য চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্র-বিহীন আকাশ-মণ্ডলের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। হে পার্থ! পুরা-কালে পুরন্দরের পরাক্রম প্রভাবে আসুরী-সেনা যেমন বিধ্বস্তা হইয়াছিল, তদ্রূপ এই ভীষণ-পরাক্রমশালিনী কৌরব-বাহিনী ধ্বংস-দশায় উপনীতা হইয়াছে। সম্প্রতি তাহাদিগের মধ্যে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কর্ণ, শল্য ও কৃপাচার্য্য, এই পঞ্চ মহারথ হতাবশিষ্ট আছেন। হে নরব্যাঘ্র! অদ্য তুমি সেই পঞ্চ মহারথের নিধন সাধন-পূর্ব্বক বৈরি-বিহীন হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে সদ্বীপ-নগরা সসাগরা বসুন্ধরা সম্প্রদান কর। অপরিমিত বীর্য্য ও শ্রীসম্পন্ন পাণ্ডু-নন্দন অদ্য এই আকাশ জল পাতাল পর্ব্বত ও মহাবন-সমন্বিত সমগ্র ভূমণ্ডল প্রাপ্ত হউন। পুরাকালে ভগবান্ বিষ্ণু যেমন দৈত্য দানবগণকে নিহত করিয়া ইন্দ্রকে ত্রিভুবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমি কৌরবগণকে বিনষ্ট করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই মেদিনীমণ্ডল প্রদান কর। দানবেরা সমরে বিষ্ণু-কর্তৃক নিহত হইলে দেবগণ

Digitized by Google

যেমন আনন্দিত হইয়াছিলেন, অদ্য তোমা-কর্তৃক শত্রুকুল নির্ম্মূলিত হইলে পাঞ্চালেরা সেইরূপ হর্ষান্বিত হউক।

হে কমল-নেত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়! তুমি নরবর গুরু দ্রোণাচার্য্যকে মান্য করত যদি অশ্বত্থামার প্রতি কৃপা কর; আচার্য্য-গৌরবে যদি কৃপের প্রতিও তোমার কৃপা থাকে; অত্যন্ত পূজিত মাতৃবান্ধব বন্ধুগণকে মান্য করত যদি তুমি কৃতবর্ম্মাকে পাইয়া যমালয়ে প্রেরণ না কর এবং মাতার ভ্রাতা মদ্রাধিপতি শল্যের প্রতি দয়াবান্ হইয়া যদি যুদ্ধার্থে সমীপাগমন-পূর্ব্বক তাঁহারে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা না কর, তবে পাণ্ডবদিগের প্রতি অত্যন্ত পাপমতি এই ক্ষুদ্রাশয় কর্ণকে অদ্য নিশিত শর-সমূহ-দ্বারা অবিলম্বে বিনষ্ট করিয়া ফেল। ইহা তোমার সুকৃত কর্ম্ম; ইহাতে কিছুমাত্র নিন্দার বিষয় নাই; আমরাও অনুজ্ঞা করিতেছি, ইহাতে কোন দোষ নাই। হে অনঘ! দুর্য্যোধন রাত্রিকালে তোমার সপুত্রা জননীর দহন বিষয়ে এবং তোমাদিগের সঙ্গে পাশক্রীড়ার্থে যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, দুষ্টবুদ্ধি কর্ণই সে সমুদায়ের মূল। সুযোধন ‘ কর্ণ হইতে পরিত্রাণ হইবে ’ ইহা নিয়তই মনে করিয়া থাকে; সেই হেতু সংরম্ভ-পরবশ হইয়া সে আমাকেও নিগৃহীত করিবার উপক্রম করিয়াছিল। হে মানপ্রদ কৌন্তেয়! নরপতি দুর্য্যোধনের বুদ্ধিতে এই স্থিরসিদ্ধান্ত আছে যে, কর্ণই সংগ্রামে সমস্ত পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিবে, সংশয় নাই। তোমার বল বিক্রম জানিয়াও ধৃতরাষ্ট্র-তনয় কেবল কর্ণকে আশ্রয় করিয়া তোমার সহিত যুদ্ধ-স্পৃহা করিয়াছে। কর্ণও সতত কহিয়া থাকে যে, আমি সমরে সমাগত পাণ্ডবগণকে ও মহারথ দাশার্হ বাসুদেবকে পরাভূত করিব। হে ভারত! সেই সুদুর্ম্মতি সূতপুত্র, দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে প্রোৎসাহিত করত সভা-মধ্যে সর্ব্বদা এইরূপ গর্জ্জন করিয়া থাকে; অতএব অদ্য তুমি তাহাকে নিপাতিত কর। দেখ, দুর্য্যোধন তোমাদিগের প্রতি যে কিছু অনিষ্ট প্রয়োগ করিয়াছে, পাপমতি দুরাত্মা কর্ণই সে সমস্ত বিষয়ে মুখ্য কারণ।

হে সখে! আমি সত্য-দ্বারা তোমার নিকটে শপথ করিতেছি, যখন বৃষভের ন্যায় নয়ন ও স্কন্ধবিশিষ্ট, কুরু ও বৃষ্ণিগণের যশস্কর, সুভদ্রা-নন্দন বীর্য্যবান্ অভিমন্যু, দ্রোণ অশ্বত্থামা কৃপ-প্রভৃতি নরশ্রেষ্ঠ বীরগণকে নিপীড়িত, মহারথগণকে রথচ্যুত ও ব্যথিত, অশ্ব ও মাতঙ্গ সকলকে আরোহিবিরহিত, পদাতিদিগকে অস্ত্র শস্ত্র ও জীবিত-শূন্য এবং সমুদয় সৈন্যগণকে প্রমথিত করত নরাশ্ব-কুঞ্জর-পুঞ্জকে যমালয়ে প্রেরণ করিতেছিলেন এবং এইরূপে শর-নিকরে শত্রু-সৈন্য দগ্ধ করিতে করিতে আসিতেছিলেন, তৎকালে দুর্য্যোধনের ক্রূর-স্বভাব ছয় জন মহারথ মিলিত হইয়া তাঁহাকে যে বিনষ্ট করিল দেখিয়াছিলাম, তাহা আমার সমস্ত গাত্র দগ্ধ করিতেছে। হে প্রভাব-সম্পন্ন ধনঞ্জয়! দুষ্টাত্মা কর্ণ সমরে অভিমন্যুর অগ্রে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া সেই মহানিষ্টকর ব্যাপারেও সর্ব্বতোভাবে দ্রোহাচরণ করিয়াছিল। সে সুভদ্রা-তনয়ের শর-সমূহে ছিন্ন ভিন্ন ও নিপীড়িত, রক্তাক্ত-দেহ, ক্রোধ-প্রজ্বলিত ও সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সমরে বিমুখ হইয়াছিল এবং পলায়নে উৎসাহ করিয়াও জীবনধারণে নিরুৎসাহ, বিশেষত প্রহার-জনিত পরিশ্রমে বিহ্বল হওয়ায় রণস্থলেই অবস্থান করিতেছিল; পরে দ্রোণাচার্য্যের তৎকাল-সদৃশ ক্রূর বাক্য শুনিয়া অভিমন্যুর শরাসন ছিন্ন করিয়া ফেলিল। অভিমন্যু তৎকর্তৃক ছিন্নধন্বা হইলে পর প্রতারণা-পটু পঞ্চ মহারথ পুঞ্জ পুঞ্জ শর বর্ষণে তাঁহারে বিনষ্ট করিল। সেই বীর বিনিহত হইলে সমুদয় লোকেরই অন্তঃকরণে দুঃখোদয় হইয়াছিল, কেবল সেই দুরাত্মা কর্ণ ও দুর্য্যোধন হাস্য করিয়াছিল।

হে ভারত! কর্ণ কুরু ও পাণ্ডবগণের সম্মুখে সভা-

Digitized by Google

মধ্যে কৃষ্ণাকে নৃশংসের ন্যায় যে কঠোর-বাক্য বলিয়াছিল;—"কৃষ্ণে! পাণ্ডবেরা বিনষ্ট হইয়া চিরন্তন নরকে গমন করিয়াছে, অতএব হে মৃদুভাষিণি! হে নিবিড়-নিতম্বিনি! তুমি এখন অন্য পতি বরণ কর। হে কুটিল-লোম-লোচনে! তোমার স্বামীরা আর বর্ত্তমান নাই, অতএব তুমি এখন দাসী হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে প্রবেশ কর। হে পাঞ্চালরাজনন্দিনি শোভন-দর্শনে কৃষ্ণে! এখন আর পাণ্ডবেরা কোন ক্রমে তোমার প্রতি প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে না; তুমি এখন দাসগণের ভার্য্যা ও স্বয়ং দাসী হইয়াছ। এখন দুর্য্যোধনই পৃথিবী-মধ্যে অদ্বিতীয় নরপতি বলিয়া স্মৃত হইতেছেন; সমুদয় মহীপালেরাই তাঁহার যোগক্ষেম অর্থাৎ অনাগত অর্থের আহরণ ও আগত অর্থের সংরক্ষণ বিষয়ে যত্ন করিতেছেন। হে ভদ্রে! পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনের তেজঃপ্রভাবে এককালে বিনষ্ট হইয়া এক্ষণে যে প্রকারে পরস্পর সন্দর্শন করিতেছে, তাহা দেখ। ফলত ইহারা নিশ্চয়ই ষণ্ড তিল; অপার দুঃখ-হ্রদেও নিমজ্জিত হইয়াছে এবং রাজেন্দ্র দুর্য্যোধনের দাসত্বও অবিলম্বে প্রাপ্ত হইবে।" অধর্ম্মজ্ঞ পরম দুর্ম্মতি দুষ্ট-স্বভাব পাপাত্মা কর্ণ তৎকালে তোমার শ্রবণ-গোচরে এই যে পাপময় বাক্য বলিয়াছিল;—অদ্য তোমার নিক্ষিপ্ত সুবর্ণ-বিকৃত শিলা-শাণিত জীবিত-নাশক শায়ক সকল পাপাত্মার সেই বাক্য, জীবন এবং তোমার প্রতি সে আর আর যে সমস্ত অনিষ্টাচরণ করিয়াছিল, তৎসমুদায় প্রশমিত করুক। দুষ্টাত্মা কর্ণ অদ্য গাণ্ডীব-নিক্ষিপ্ত ঘোরতর শর-সমস্ত অঙ্গ-সমূহ-দ্বারা স্পর্শ করত ভীষ্ম দ্রোণের বচন স্মরণ করুক। বিদ্যুৎ-সদৃশ-প্রভান্বিত সুবর্ণপুঙ্খ শত্রুনাশন নারাচ-নিচয় অদ্য তোমার হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার মর্ম্ম সমস্ত ভেদ-পূর্ব্বক রক্ত পান করিবে। তোমার ভুজ-নির্ম্মুক্ত মহাবেগ-যুক্ত উগ্রতর মহাশর সকল অদ্য কর্ণের মর্ম্ম ভেদ করিয়া তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করুক। ভূপালগণ অদ্য বিষণ্ণ ও দীনভাবাপন্ন হইয়া হাহাকার করিতে করিতে কর্ণকে তোমার শর-সমূহে প্রপীড়িত হইয়া রথ হইতে পড়িতে দেখুন। কর্ণের বান্ধবেরা অদ্য কাতর-ভাবে তাহারে রুধির-পরিপ্লুত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধরাতলে পতিত ও শয়ান থাকিতে অবলোকন করুক। সূত-তনয়ের হস্তিকক্ষা-চিহ্নিত মহাধ্বজ তোমার ভল্লাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া কম্পমান হইতে হইতে ভূতলে পতিত হউক। তুমি শত শত শর-দ্বারা কর্ণের হেম-বিভূষিত রথখানি যোদ্ধা ও অশ্বগণের সহিত ছিন্ন করিয়া ফেলিলে, শল্য ভীত হইয়া ঐ শূন্য রথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করুন। অনন্তর শত্রু সুযোধন অদ্য অধিরথ-তনয়কে তোমার হস্তে নিহত দেখিয়া রাজ্যপালনে ও প্রাণ-ধারণে নিরাশ হউক।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! বীর্য্যে বাসবের অথবা শঙ্করের সদৃশ ঐ সূত-পুত্র, শায়ক-সমূহ-দ্বারা তোমার সৈন্যগণকে নিহত করিতেছে। ঐ দেখ পাণ্ডবগণের উদ্ধারাভিলাষী ঐ পাঞ্চাল-সৈন্যেরা কর্ণের শাণিত শর-নিকরে তাড়িত হইয়া ধাবমান হইতেছে। তুমি ইহা নিশ্চয় অবধারণ কর, পাঞ্চালগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র সকল, নকুল-নন্দন শতানীক ও দ্রৌপদীর অন্যান্য পুত্রগণ, নকুল, সহদেব, দুর্ম্মুখ, জনমেজয়, সুধর্ম্মা ও সাত্যকি, ইহাঁরা সকলেই কর্ণের বশে পতিত হইয়াছেন। হে শত্রুতাপন! মহারণে কর্ণ-শরে অভ্যাহত ত্বদীয় বন্ধু পাঞ্চালগণের ঐ ঘোরতর নিনাদ শ্রুত হইতেছে। মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালেরা মহাসমরে মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করে; সুতরাং তাহারা ভীত হইয়া কোন ক্রমে পরাঙ্মুখ হইবার নহে। যিনি একাকী শর-নিকরে পাণ্ডবী-সেনাকে পরিবেষ্টিত করিয়াছিলেন, সেই ভীষ্মের সন্নিহিত হইয়াও পাঞ্চালেরা পরাঙ্মুখ হয় নাই। তাহারা সকল ধনুর্দ্ধরগণের গুরু, অস্ত্র-দ্বারা সমরে আশু নির্দ্দহনকারী, প্রজ্বলিত হুতাশন-

স্বরূপ, অরিন্দম, দুর্দ্ধর্ষ শত্রু দ্রোণাচার্য্যকেও সংগ্রামে পরাজিত করিবার নিমিত্ত নিয়ত উদ্যত হইয়াছিল; সেই পাঞ্চালেরা এক্ষণে অধিরথতনয়ের ভয়ে ভীত হইয়া কদাচ পরাঙ্মুখ হইতে পারে না। সেই তরস্বী পাঞ্চালগণ যেমন আক্রমণ করিতেছে, অমনি শৌর্য্য-সম্পন্ন কর্ণ শর-সমূহ-দ্বারা, পতঙ্গ-কুলের প্রাণহারী অনলের ন্যায়, তাহাদিগের প্রাণ হরণ করিতেছে। বীর্য্যশালী পাঞ্চাল-সৈনিকেরা মিত্রের কার্য্যার্থে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া সেইরূপে অভিমুখে অগ্রসর হইলে রাধাতনয় সংগ্রামে তাহাদিগকে শত শত সংখ্যায় নিহত করিতেছে। অতএব হে ভারত! তুমি তরণীস্বরূপ হইয়া সেই তরণী-শূন্য অগাধ কর্ণ-সাগরে নিমগ্ন মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণের পরিত্রাণ কর। ঐ দেখ, কর্ণ ঋষিসত্তম ভৃগু-নন্দন পরশুরামের নিকট হইতে যে অস্ত্র লাভ করিয়াছিল, তাহার ঐ মহাভয়ঙ্কর রূপ প্রকাশ পাইতেছে। সকল সৈন্যগণের তাপপ্রদ ঐ ঘোর-রূপ সুদারুণ অস্ত্র মহতী পাণ্ডবীসেনা সমাচ্ছাদন-পূর্ব্বক স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত হইতেছে। ঐ কর্ণ-শরাসন-বিনির্ম্মুক্ত শর সমস্ত তোমার সৈন্যগণকে সন্তাপিত করত সমরে ভ্রমর-নিকরের ন্যায় বিচরণ করিতেছে। হে ভারত! ঐ পাঞ্চালগণ সংগ্রামে অকৃতাত্মা লোকদিগের দুর্নিবার্য্য কর্ণাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ব দিকে পলায়ন করিতেছে। এই দেখ, প্রগাঢ় রোষাবিষ্ট ভীমসেন চতুর্দ্দিকস্থ সৃঞ্জয়-সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া কর্ণের সহিত যুদ্ধ করত তাহার নিশিত শর-সমূহে প্রপীড়িত হইতেছেন। হে অর্জ্জুন! সংপ্রতি তুমি যদি কর্ণকে উপেক্ষা কর, তবে সে দেহগত রোগের ন্যায় সমুদয় পাণ্ডব সৃঞ্জয় ও পাঞ্চাল-সৈন্যগণকে নিহত করিতে পারিবে; কেন না যুধিষ্ঠিরের সৈন্য-মধ্যে তোমা ভিন্ন এমন আর কোন যোদ্ধাকেই দেখিতে পাই না যে, যুদ্ধার্থে কর্ণের সন্নিহিত হইয়া কুশলে গৃহে গমন করিতে সমর্থ হয়। অতএব হে নরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়! অদ্য তুমি তাহাকে শাণিত শর-সমূহে বিনিহত করিয়া প্রতিজ্ঞানুসারে কর্ম্ম নির্ব্বাহ-পূর্ব্বক কীর্ত্তি লাভ কর। হে যোধাগ্রগণ্য! আমি তোমারে ইহা সত্য বলিতেছি, একমাত্র তুমিই কর্ণকে ও সমুদয় কৌরবগণকে সমরে পরাজিত করিতে সমর্থ, অন্য কেহই নহে। অতএব হে নরোত্তম পার্থ! তুমি এই মহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া—মহারথ কর্ণকে নিহত করিয়া—কৃতকার্য্য, সফল ও সুখী হও।

অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের উপদেশে ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৩॥

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! তাদৃশ বিষাদ-ভাবাপন্ন ধনঞ্জয় কেশবের সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল-মধ্যে শোক শূন্য ও হৃষ্টচিত্ত হইলেন। অনন্তর তিনি কর্ণের বিনাশার্থ অবিলম্বে জ্যা-মার্জ্জনপূর্ব্বক গাণ্ডীব শরাসন বিস্ফারণ করত ধারণ করিলেন এবং কৃষ্ণকেও এইরূপ সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। "হে গোবিন্দ! তুমি লোকে ভূত-ভবিষ্যবেত্তা; তুমি যখন আমার প্রতি প্রসন্ন রহিয়াছ, তখন তোমার সাহায্যে অদ্য নিশ্চয়ই আমার জয় হইবে। হে কৃষ্ণ! তোমার সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া আমি মহাসমরে, কর্ণের কথা দূরে থাকুক, একত্র সমাগত স্বর্গাদি লোক-ত্রয়কেও পরলোকে প্রেরণ করিতে পারি। হে বৃষ্ণিনন্দন জনার্দ্দন! পাঞ্চালদিগের সেনা যে পলায়মানা হইতেছে, তাহাও দেখিতেছি, কর্ণ যে নির্ভয়ের ন্যায় সমরে বিচরণ করিতেছে, তাহাও দেখিতেছি এবং বাসব-বিনির্ম্মুক্ত মহাবজ্রের ন্যায়, কর্ণ-নিক্ষিপ্ত পরশুরামাস্ত্রও যে সর্ব্ব দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাও দেখিতেছি; পরন্তু যে পর্য্যন্ত বসুন্ধরা প্রাণিবর্গকে ধারণ করিবে, সে পর্য্যন্ত সকল লোকেই অদ্যকার সংগ্রাম উপলক্ষে বলিবে, যে এই যুদ্ধেই অর্জ্জুন কর্ণকে নিহত করিয়াছিল। হে কৃষ্ণ! আমার এই বিকর্ণ বাণ সকল গাণ্ডীব হইতে বিমুক্ত এবং আমার হস্ত হইতে

Digitized by Google

প্রেরিত হইয়া অদ্য কর্ণকে নিসূদিত করত মৃত্যু-সমীপে উপনীত করিবে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজপদের অনুপযুক্ত দুর্য্যোধনকে যে বুদ্ধি অনুসারে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, অদ্য আপনার সেই বুদ্ধির প্রতি অবশ্যই অবজ্ঞা করিবেন। হে মহাবাহো! অদ্য ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য, সুখ, ঐশ্বর্য্য, রাষ্ট্র, রাজপুর ও পুত্রগণ হইতে পরিভ্রষ্ট হইবেন। হে কৃষ্ণ! আমি তোমাকে যথার্থ কহিতেছি, অদ্য কর্ণ নিহত হইলে, দুর্য্যোধন রাজ্য ও জীবিত হইতে নিরাশ হইবে। পূর্ব্বে দেবাসুর-সমরে ইন্দ্র-কর্ত্তৃক বিনিহত বৃত্রাসুরের ন্যায়, অদ্য কর্ণকে আমা-কর্ত্তৃক শর-সমূহ-দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড হইতে দেখিয়া সেই জনেশ্বর তোমার সন্ধি-বিষয়ক বাক্য সকল স্মরণ করুক। হে কৃষ্ণ! অদ্য সুবল-তনয় শকুনি আমার শর-সকলকে অক্ষ, গাণ্ডীবকে দুরোদর এবং রথখানিকে শারিস্থাপন পট্ট বলিয়া জানুক। হে গোবিন্দ! অদ্য আমি শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা কর্ণকে বিনষ্ট করিয়া কুন্তী-তনয় রাজা যুধিষ্ঠিরের গাঢ়তর রাত্রি-জাগরণ দুঃখ অপনীত করিব। অদ্য আমি সূত-তনয়কে নিহত করিলে, রাজা যুধিষ্ঠির প্রহৃষ্ট-চিত্ত ও প্রীত হইয়া চির সুখ লাভ করিবেন।

হে কেশব! অদ্য সংগ্রামে আমি একপ এক দুর্দ্ধর্ষ নিরুপম শর নিক্ষেপ করিব যে, তাহা কর্ণকে নিশ্চয়ই জীবিত-পরিভ্রষ্ট করিবে। হে মধুসূদন! আমার বধ বিষয়ে যে দুরাত্মার এইরূপ প্রতিজ্ঞা আছে, যে "আমি অর্জ্জুনকে যাবৎ কাল বিনষ্ট করিতে না পারি, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত পাদপ্রক্ষালন করাইব না" আমি সেই পাপাত্মা কর্ণের উক্ত প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করিয়া সন্নতপর্ব্ব শর-নিকর-দ্বারা রথ হইতে তাহার দেহ নিপাতিত করিব। যে কর্ণ পৃথিবী-মধ্যে অন্য কোন পুরুষকে সমরে মনুষ্য বলিয়াই গণ্য করে না, অদ্য রণভূমি সেই সূত-পুত্রের শোণিত পান করিবে। সূতনন্দন কর্ণ স্বীয় গুণ সকলের শ্লাঘা করত ধৃতরাষ্ট্রের অভিমতে পাঞ্চালীকে যে বলিয়াছিল "কৃষ্ণে! তুমি পতি-হীনা হইলে" অদ্য আমার সুশাণিত সায়ক সকল তাহার সেই বাক্য মিথ্যা করিবে এবং ক্রোধপরীত আশীবিষ-তুল্য হইয়া তাহার শোণিত পান করিবে। সৌদামিনী-সদৃশ প্রভাশালী নারাচ-নিচয় আমার প্রশস্ত হস্ত হইতে বিমুক্ত এবং গাণ্ডীব হইতে নি-ক্ষিপ্ত হইয়া কর্ণকে পরম গতি প্রদান করিবে। পূর্ব্বে পাশক্রীড়া সময়ে কর্ণ সভা-মধ্যে পাণ্ডবগণের প্রতি নিন্দাবাদ করত পাঞ্চালীকে যে ক্রূর কথা কহিয়াছিল, অদ্য তজ্জন্য সে অবশ্যই অনুতাপ করিবে। তৎকালে যাহারা ষণ্ড তিল ছিল, অদ্য দুরাত্মা সূতপুত্র বৈকর্ত্তন কর্ণ নিহত হইলে, তাহারাই আবার তিল হইবে। কর্ণ নিজ গুণ সকলের শ্লাঘা করত ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণকে যে বলিয়াছিল "আমি তোমাদিগকে পাণ্ডবগণ হইতে পরিত্রাণ করিব" অদ্য আমার নিশিত শায়ক সকল তাহার সেই কথা মিথ্যা করিবে। "আমি সমুদয় পাণ্ডব-দিগকে পুত্রগণের সহিত নিহত করিব" এই কথা যে বলিয়াছিল, অদ্য সেই কর্ণকে আমি সমস্ত ধনুর্দ্ধর-গণের সাক্ষাতেই বিনষ্ট করিব। হে মধুসূদন! উচ্চাভিলাষী দুরাত্মা দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন যাহার বীর্য্যে সর্ব্বতোভাবে আশ্বাস করিয়া আমাদিগকে নিয়ত অবজ্ঞা করিত, অদ্য আমি সেই রাধা-তনয় কর্ণের প্রাণ সংহার করিব। হে কৃষ্ণ! অদ্য কর্ণ নিহত হইলে, দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ রাজার সমভিব্যাহারে, সিংহ-ভয়ে বিত্রস্ত মৃগ-যূথের ন্যায় ভীত হইয়া, দশ দিকে ধাবমান হউক। অদ্য সংগ্রামে আমি কর্ণকে পুত্র ও সুহৃদ্গণের সহিত নিহত করিলে, রাজা দুর্য্যোধনও আত্মানুশোচনা করুক। হে কৃষ্ণ! অত্যন্ত অসহনশীল ধৃতরাষ্ট্র-তনয় অদ্য কর্ণকে নিহত দেখিয়া আমাকে সমরে সমুদয় ধনুর্দ্ধরগণের প্রধান বলিয়া জানুক। অদ্য নরপতি ধৃতরাষ্ট্রকে রাজ্যে পুত্র, পৌত্র, অমাত্য ও ভৃত্যগণের সহিত নিরাশ্রয় করিব। হে কেশব! অদ্য চক্রাঙ্গ ও নানাবিধ মাংসাশী জন্তু-

Digitized by Google

গণ কর্ণের বাণ-বিচ্ছিন্ন অঙ্গ সমুদায়ে বিচরণ করিবে। হে মধুসূদন! অদ্য সংগ্রামে আমি সমুদয় ধনুর্দ্ধরগণের সাক্ষাতে রাধাতনয় কর্ণের শিরশ্ছেদন করিব। অদ্য তীক্ষ্ণতর বিপাঠ ও ক্ষুরাস্ত্র-নিকর-দ্বারা সমরে দুরাত্মা কর্ণের সমুদয় অঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিব। অদ্য বীর্য্য-সম্পন্ন রাজা যুধিষ্ঠির আপনার চির-সঞ্চিত মানসিক সন্তাপ-রূপ মহৎ কষ্ট পরিত্যাগ করিবেন। হে কেশব! অদ্য আমি রাধা-তনয়কে সবান্ধবে নিহত করিয়া ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে আনন্দিত করিব। হে কৃষ্ণ! অদ্য আমি সমরে সর্প-গরল ও অনল-সদৃশ শর-সমূহ-দ্বারা কর্ণের দীনভাবাপন্ন অনুচরবর্গের প্রাণ সংহার করিব। হে গোবিন্দ! অদ্য আমি গৃধ্রপত্র-ভূষিত বাণরাজি-দ্বারা রণ-ভূমিকে স্বর্ণ-কবচাবৃত ভূমিপাল-সমূহে সমাস্তীর্ণ করিব। হে মধুসূদন! অদ্য শাণিত শর-সমূহ-সহকারে অভিমন্যুর সমুদয় শত্রুগণের শরীর ও মস্তক সমস্ত প্রমথিত করিব।

হে কেশব! অদ্য হয় আমি মেদিনীকে দুর্য্যোধন-বিহীনা করিয়া ভ্রাতৃ-হস্তে সম্প্রদান করিব, না হয় তুমি অর্জ্জুন-শূন্য ভূমণ্ডলে বিচরণ করিবে। হে কৃষ্ণ! অদ্য আমি ধনুর্দ্ধরগণের, ক্রোধের, কৌরবদিগের, শর সকলের ও গাণ্ডীবের নিকটে অঋণী হইব। দেবরাজ যেমন শম্বরকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি সমরে কর্ণকে অদ্য নিহত করিয়া ত্রয়োদশ-বর্ষ-সঞ্চিত দুঃখ পরিত্যাগ করিব। অদ্য সংগ্রামে কর্ণ নিহত হইলে, যুদ্ধে মিত্র-কার্য্যাভিলাষী সোমকদিগের মহারথেরা মিত্র-কার্য্য সকল জ্ঞান করুন। হে মাধব! অদ্য কর্ণ নিহত হইলে এবং আমার জয়লাভ-নিবন্ধন প্রভাব বৃদ্ধি হইলে, না জানি সাত্যকির কত আনন্দই হইবে! আমি সমরে কর্ণকে ও তাহার মহারথ পুত্রকে বিনষ্ট করিয়া ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকিরে প্রীতি প্রদান করিব। হে মধুনন্দন! মহাসমরে কর্ণকে নিহত করিয়া অদ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও সমুদায় পাঞ্চালগণের নিকটে অঋণী হইব। অদ্য সংগ্রামে তাঁহারা অসহনশীল ধনঞ্জয়কে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করত রণস্থলে সূত-নন্দনের প্রাণ সংহার করিতে দেখুন। হে কৃষ্ণ! আমি তোমার নিকটে পুনর্ব্বার আত্ম-প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেছি। লোক-মধ্যে ধনুর্ব্বেদে আমার সমান আর কেহই নাই; পরাক্রমেই বা আমার তুল্য লোক কে আছে? আর আমার সমান ক্ষমাবান্‌ই বা কে? ক্রোধ বিষয়েও আমার সদৃশ অন্য কেহই নাই। আমি ধনুর্দ্ধারী হইয়া নিজ বাহুবীর্য্যপ্রভাবে দেব দানব ও একত্র মিলিত সমুদয় প্রাণিবর্গকে পরাভূত করিতে পারি; তুমি নিশ্চয় জান, অপর সকল লোক অপেক্ষা আমার পুরুষকার শ্রেষ্ঠ। গ্রীষ্মকালে শুষ্ক-তৃণরাশি-মধ্য-পতিত অগ্নির ন্যায়, আমি একাকী গাণ্ডীব-যোজিত শর-শিখা-দ্বারা সমুদয় কৌরব ও বাহ্লিকগণকে অভিহত করিয়া সহসা দগ্ধ করিতে পারি। আমার করতলে এই সকল সায়ক ও বাণ-যুক্ত বিস্তৃত দিব্য শরাসন লিখিত রহিয়াছে এবং আমার পদ-যুগলেও রথ ও ধ্বজ সকল চিহ্নিত আছে; অতএব যুদ্ধে সমাগত হইলে মাদৃশ ব্যক্তিকে পরাজিত করা কাহারও সাধ্য নহে।

লোহিত-তুল্য-নেত্র বৈরিবিঘাতী বীরবর ধনঞ্জয় কৃষ্ণকে এইরূপ কহিয়া ভীমের পরিত্রাণ এবং কর্ণের দেহ হইতে মস্তক হরণ করিবার মানসে অবিলম্বে সমরে প্রস্থান করিলেন।

অর্জ্জুনের আত্ম-শ্লাঘায় চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৪।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, তাত সঞ্জয়! ধনঞ্জয় মদীয় যোধবর্গের অগাধ মহাভয়-স্বরূপ পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সৈন্য-সমবায়-মধ্যে সংগ্রামার্থে উপস্থিত হইলে পর সেই যুদ্ধ কিরূপ হইয়াছিল?

সঞ্জয় বলিলেন, তাহাদিগের সমরে সমাগত বিশাল-ধ্বজশালী সমৃদ্ধ সৈন্য সমস্ত, ভেরী নিনাদে

উন্মুখ হইয়া, গ্রীষ্মান্তে মেঘমণ্ডলীর ন্যায় ঘোর-নাদে গর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই ভয়ঙ্কর বেগ-বিশিষ্ট, শোণিত-প্রবাহবাহী, খড়্গসমাকীর্ণ, ক্ষত্রিয়-কুল-জীবঘাতী, ক্রূরতর যুদ্ধ অকাল-সম্ভূত অনিষ্ট-বর্ষণ-স্বরূপ হইয়া প্রজাগণের সংহার-হেতু হইয়া উঠিল। সেই বর্ষণে মহামাতঙ্গ সকল মেঘমণ্ডল, অস্ত্র সমস্ত জল, বিবিধ বাদ্যধ্বনি রথনেমি শব্দ ও তল-নিনাদ গর্জ্জন, সুবর্ণ-বিচিত্রিত শরাসন সমুদায় বিদ্যুৎ এবং শর নারাচ অসি ও মহাস্ত্র-পুঞ্জ জল-ধারা-স্বরূপ হইল। অনেক রথী মিলিত হইয়াও এক জন রথীকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিল, আবার এক জন রথশ্রেষ্ঠ এক জন রথীকে এবং একমাত্র রথী অনেকানেক রথীদিগকেও নি-হত করিতে লাগিল। কোন কোন রথী কোন কোন রথীকে অশ্ব ও সারথির সহিত মৃত্যুবশে উপনীত করিল এবং কোন এক গজারোহী একমাত্র গজ-দ্বারা বহু-সংখ্য রথী ও অশ্বারোহগণকে কৃতা-ন্তের বশীভূত করিয়া দিল। অর্জ্জুন অশ্ব ও সারথি-সহ রথ সমুদয়কে, সাদি-সহ হয় সকলকে মহামাত্র-সহ মাতঙ্গ-নিচয়কে, পদাতি-পুঞ্জকে এবং এইরূপে সমস্ত শত্রুগণকে শর-সমূহ-দ্বারা মৃত্যুর বশীভূত করিতে থাকিলেন। কৃপাচার্য্য ও শিখণ্ডী সমরে সমবেত হইলেন; সাত্যকি দুর্য্যোধনের প্রতি আ-ক্রমণ করিলেন এবং শ্রুতশ্রবা অশ্বত্থামার সহিত আর যুধামন্যু চিত্রসেনের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। ক্ষুধার্ত্ত সিংহ যেমন মহাবৃষভের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ সৃঞ্জয় রথী উত্তমৌজা কর্ণ-পুত্র সুষেণের প্রতি এবং সহদেব গান্ধাররাজ শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন। নকুল-নন্দন শতানীক কর্ণ-তনয় বৃষসেনের সহিত যুদ্ধ করত তাঁহারে শর-সমূহ-বর্ষণে নিপীড়িত করিলেন এবং শূরবর বৃষ-সেনও পাঞ্চালী-পুত্রকে বহুতর শর-নিকর-বর্ষণে প্রপীড়িত করিতে লাগিলেন। বিচিত্র-যোধী মাদ্রী-তনয় রথিবর নকুল কৃতবর্ম্মাকে আক্রমণ করিলেন, আর পাঞ্চাল-সৈন্যের অধিপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন, সেনাপতি কর্ণ ও তদীয় সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে ভারত! দুঃশাসন, ভারতী-সেনা ও সংশপ্তক-গণের সমৃদ্ধ সৈন্য, সেই শস্ত্রধারিগণ-বরিষ্ঠ অসহ্য-বেগ-বিশিষ্ট রণ-ভীষণ ভীমসেনকে সম্যক্ রূপে আক্রমণ করিল।

এদিকে শৌর্য্য-সম্পন্ন উত্তমৌজা কর্ণ-পুত্র সুষেণ-কে সহসা নিহত ও ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সুষে-ণের মস্তকটি পৃথিবী ও আকাশকে ঘোরনাদে নি-নাদিত করত ভূমিতলে পতিত হইল। তখন কর্ণ সুষেণের মস্তকটিকে ধরাতলে পতিত দেখিয়া অতি-শয় কাতর হইলেন; পরে ক্রোধভরে সুধার-যুক্ত শাণিত শায়ক-সমূহ-দ্বারা উত্তমৌজার অশ্বগণ, রথ ও ধ্বজ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পরন্তু বীরবর উত্ত-মৌজা নিশিত বাণ-নিচয়ে কৃপাচার্য্যের পার্ষ্ণিরক্ষক-কে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার অশ্ব সকলকেও নিহত করিয়া পরিশেষে শিখণ্ডীর রথে আরোহণ করিলেন। রথ-স্থিত শিখণ্ডী কৃপাচার্য্যকে বিরথ দেখিয়া তাঁহারে শর-নিকরে তাড়িত করিতে আর ইচ্ছা করিলেন না; তখন অশ্বত্থামা কৃপের রথখানি আবারিত করিয়া, পঙ্কে পতিতা গবীর ন্যায় তাহার উদ্ধার করিলেন। এ দিকে সুবর্ণ-বর্ম্মধারী পবন-নন্দন ভীমসেন শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা আপনকার তনয়গণের সৈন্য সমুদয়কে, গ্রীষ্মকালে গগনতল-মধ্যগত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় অতীব তাপিত করিতে লাগিলেন।

সঙ্কুল-যুদ্ধে পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৫।



সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর ঐ সময়ে তুমুল সংগ্রাম হইতে থাকিলে, একাকী ভীমসেন মহাসমরে বহু-সংখ্য বিপক্ষ-সৈন্যে সমাবৃত হইয়া সারথিকে কহি-লেন "সারথে! তুমি বাহনগণ-দ্বারা বেগে প্রস্থান কর;—দুর্য্যোধনের বাহিনী-সমীপে রথ লইয়া চল;

Digitized by Google

আমি ঐ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে যম-সদনে প্রেরণ করি।" সেই সারথি ভীমসেনের এইরূপ আজ্ঞা পাইয়া আপনকার পুত্রদিগের বল-মধ্যে প্রচণ্ড-বেগে প্রস্থান করিল এবং বৃকোদর সেই সৈন্যের যে প্রদেশে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তথায় সত্বর উপনীত হইল। অনন্তর অপর কৌরবেরা অশ্ব-গজ-রথ-পদাতি-সমূহ সমভিব্যাহারে সর্ব্ব দিক্‌ হইতে বৃকোদরের প্রতিকূলে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং তাঁহার মহাবেগ-বিশিষ্ট রথখানিকে সর্ব্ব দিক্‌ হইতে বাণ-নিচয়ে আহত করিতে থাকিল। তখন মহাত্মা ভীমসেন স্বর্ণ-পুঙ্খ বাণ-নিবহ-দ্বারা সেই পতনোন্মুখ শর সমস্ত ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। বৃকোদর-শর-নিকরে দ্বিখণ্ড বা ত্রিখণ্ড ছিন্ন হইয়া সেই স্বর্ণপুঙ্খ শর-সমুদায় ভূতলে পতিত হইল। হে রাজন্‌! অনন্তর প্রধান প্রধান ভূপালগণ-মধ্যে ভীমসেন-কর্ত্তৃক আহত অশ্ব রথ মাতঙ্গ ও যুবা পদাতিগণের, বজ্রাহত পর্ব্বত সকলের ন্যায়, ঘোরতর নিনাদ উত্থিত হইল। হে নরেন্দ্র! সেই প্রধান নরেন্দ্রেরাও সমরে বৃকোদরের উৎকৃষ্ট শর-নিকরে তাড়িত ও বিদ্ধ হইতে হইতে, সঞ্জাত-পক্ষ পক্ষিগণ যেমন বৃক্ষোপরি আরোহণ করে, সেইরূপ সর্ব্ব দিক্‌ হইতে ভীমসেনের উপরি আক্রমণ করিলেন। আপনকার সৈন্যগণ সেই প্রকারে সর্ব্বতোভাবে আক্রমণ করিলে পর সেই অনন্ত-বেগশালী ভীমসেন, অন্তকালে সকল-দহনেচ্ছু ভূতান্তকারী কৃতান্ত দণ্ডধারণ-পূর্ব্বক প্রজাকুল বিধ্বংস করত যেরূপ বেগ প্রকাশ করেন, সেইরূপ মহাবেগ প্রাদুর্ভূত করিলেন। আপনকার সৈনিকেরা সমরে, প্রলয়-কালে প্রজা সংহরণে প্রবৃত্ত কালের ন্যায় সেই অতিবেগে সমাপতিত বিবৃতানন বৃকোদরের মহা-বেগ নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। হে ভারত! অনন্তর, জলধরগণ যেমন প্রবল সমীরণ-কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া দিকে দিকে আকীর্ণ হয়, তদ্রূপ ভারতগণের অতিমাত্র দহ্যমান সৈন্য মহাত্মা ভীমসেন-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ভয়াকুল-চিত্তে দিক্‌-সমুদায়ে সমাকীর্ণ হইয়া পড়িল। তাহাতে সেই বলশালী ধীমান্‌ ভীমসেন হর্ষাবিষ্ট হইয়া পুনরায় সারথিকে বলিলেন "সারথে! ঐ যে রথধ্বজ-সমস্ত সমবেত হইয়া আসিতেছে, ও সকল স্বপক্ষীয় কি শত্রু-পক্ষীয়, তাহা তুমি বিশেষ রূপে নির্দ্ধারণ কর, কেন না আমি যুদ্ধ করিতে করিতে কিছুই জানিতে পারিতেছি না; যেন স্বীয় সৈন্যকেই বাণজালে আচ্ছন্ন করিয়া না ফেলি। হে বিশোক! আমি সর্ব্ব দিকে শত্রুগণকে নিরীক্ষণ করিয়া এবং রথ ও ধ্বজাগ্র সকল দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইতেছি। রাজা শর-পীড়িত আছেন এবং অর্জ্জুনও এপর্য্যন্ত আইলেন না, ইহাতে আমি বিস্তর দুঃখ পাইতেছি। একে ত এই দুঃখ যে, ধর্ম্মরাজ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া শত্রু-মধ্যে গিয়াছিলেন, তাহাতে আবার তিনি ও অর্জ্জুন জীবিত আছেন কি মৃত হইয়াছেন, তাহা জানিতে পারিতেছি না; সুতরাং সংপ্রতি ইহা আমার অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইতেছে। অতএব আমি অতীব বিষণ্ণ হইয়াই অদ্য রণস্থল-মধ্যে সমাগত প্রচণ্ডতর শত্রু-সৈন্য বিনিহত করিব এবং এইরূপে তাহার সংহার করিয়া তোমার সহিত প্রীত হইব। হে সূত! তুমি সায়ক সকলের সমুদায় তূণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কি কি অস্ত্র অবশিষ্ট আছে এবং তাহাদের জাতি ও সংখ্যাই বা কি, তাহা স্পষ্ট-রূপে জানিয়া আমারে বল।

বিশোক কহিল, হে বীর পার্থ! আপনকার ছয় অযুত বাণ, এক অযুত ক্ষুরাস্ত্র, এক অযুত ভল্ল দুই সহস্র নারাচ ও তিন সহস্র প্রদর আছে। হে পাণ্ডু-নন্দন! আপনকার যে অস্ত্র অবশিষ্ট আছে, তাহা ছয় গো-যুক্ত শকটে বহন করিতে পারে না। ইহা জানিয়া আপনি সহস্র সহস্র-সংখ্যাতেও বাণ বিসর্জ্জন করুন। আপনকার গদা অসি প্রাস খড়্গ শক্তি ও তোমর সকল এবং বাহুবলও বিদ্যমান আছে; অতএব আপনি আয়ুধ-ক্ষয় জন্য ভয় করিবেন না।

Digitized by Google

ভীম কহিলেন, সারথে! অদ্য তুমি দেখিতে পাইবে, ভীম-নিক্ষিপ্ত আশু-বেগান্বিত বাণ-সমূহ পার্থিবগণকে সম্যক্ রূপে ছেদন করত এই সমরস্থল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে, ইহা বিলুপ্ত-সূর্য্য ও ঘোর-রূপ হইয়া মৃত্যুলোকের তুল্য হইবে। অদ্য কুমার অবধি সমুদয় পার্থিবগণেরও ইহা বিদিত হইবে যে, হয় ভীমসেন সমরে নিহত হইয়াছে, না হয় একাকী সমস্ত কৌরবগণকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়াছে। অদ্য হয়, সমুদয় কৌরবেরা যুদ্ধে নিপতিত হউক, না হয়, আবাল বৃদ্ধ সমুদয় লোকে আমাকে মৃত বলিয়া কীর্ত্তন করুক। আমি একাকী সেই সমুদয় কৌরবগণকে নিপাতিত করিব, না হয় তাহারা সকলে ভীমসেনকে নিপীড়িত করুক। সংপ্রতি আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে, যাঁহারা উত্তম কর্ম্মের নিয়ন্তা, সেই দেবগণ আমার তাহাই কেবল সিদ্ধ করুন;—ইন্দ্র যেমন আহূত হইয়া অবিলম্বে যজ্ঞ-স্থলে উপস্থিত হন, তদ্রূপ শত্রুঘাতী অর্জ্জুন এক্ষণে শীঘ্র এস্থানে আগমন করুন। হে বিশোক! ঐ ছিন্নভিন্না ভারতী-সেনার প্রতি নিরীক্ষণ কর; ঐ নরেন্দ্রগণ পলায়ন করিতেছেন কেন? আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, নরশ্রেষ্ঠ ধীমান্ সব্যসাচী বাণজালে এই সৈন্যকে শীঘ্র আচ্ছন্ন করিতেছেন। ঐ দেখ, সমরে অশ্ববার গজারোহ রথী ও পদাতি সকল পলাইতেছে এবং রথ ও রথি সমস্তও শর-শক্তি-সমূহে তাড়িত হইয়া ইতস্তত বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। ঐ কৌরবী-সেনা ধনঞ্জয়ের বজ্র-তুল্য-বেগান্বিত ময়ুর-পিচ্ছ-ভূষিত কাঞ্চন-পুঙ্খ শর-নিকরে অতিশয় হন্যমানা ও কবলিতা হইয়া পুনঃপুন পরিপূর্ণা হইতেছে। হে বিশোক! ঐ রথাশ্ব-কুঞ্জর-পুঞ্জ বহুসংখ্য পদাতিগণকে বিমর্দ্দিত করত ধাবমান হইতেছে; সমুদায় কৌরবেরাই মোহাবিষ্ট হইয়া দাবানল-ভীত মাতঙ্গগণের ন্যায় পলায়ন করিতেছে; গজেন্দ্র সকল রণস্থলে বিপুল চীৎকার ধ্বনি করিতেছে এবং তাহাদের ঈদৃশী অবস্থা দর্শনে সকলেই হাহাকার করিতেছে।

বিশোক কহিল, হে ভীম! সংপ্রতি ধনঞ্জয় ক্রোধান্বিত হইয়া সমরে গাণ্ডিব-শরাসন বিকর্ষণ ও বিস্ফারণ করিলে তাহার যে প্রচণ্ডতর নির্ঘোষ হইতেছে, উহা কি আপনি শুনিতে পাইতেছেন না? ঐ দারুণ শব্দে আপনকার এই কর্ণ-দ্বয় কি বিনষ্ট হয় নাই? হে পাণ্ডুনন্দন! আপনকার সমুদয় অভিলাষই সম্পন্ন হইয়াছে; ঐ দেখুন, গজ-সৈন্য-মধ্যে ঐ কপিধ্বজ দৃষ্ট হইতেছে। নীলনীরদ হইতে সমুত্থিতা সৌদামিনীর ন্যায় ঐ অর্জ্জুন-হস্ত-সঞ্চারিণী দীপ্তিশালিনী কোদণ্ডমৌর্ব্বী অবলোকন করুন। ঐ বানররাজ সংগ্রামে ধনঞ্জয়ের ধ্বজাগ্রে আরোহণ-পূর্ব্বক সর্ব্বদিক্ হইতে শত্রুগণকে বিত্রাসিত করিতে দৃষ্ট হইতেছে। আমি আপনিই নিরীক্ষণ করিয়া উহা হইতে ভীত হইতেছি। ধনঞ্জয়ের ঐ বিচিত্র কিরীট ও তদুপরি-স্থিত প্রভাকর-কান্তি ঐ দিব্য মণিও অতিমাত্র উদ্ভাসমান হইতেছে। শত্রুসৈনা-বিগাহনে প্রবৃত্ত রশ্মিধারী জনার্দ্দনের পার্শ্বদেশে ঐ শুভ্র-জলধর-কান্তি মনোহর-রবান্বিত ভীষণ দেবদত্ত শঙ্খ অবলোকন করুন। হে বীর! ঐ দেখুন, জন-নিপীড়ন কেশবের পার্শ্বে তাঁহার যশোবর্দ্ধনকারী, মার্ত্তণ্ড-সদৃশ প্রভাধারী, বজ্রনাভ, ক্ষুর-সন্নিভ, যদু-গণ-কর্ত্তৃক নিয়ত পূজিত চক্র রহিয়াছে। মহা-মাতঙ্গ সকলের ঐ দেবদারু-তরু-সদৃশ শুণ্ড-সমুদায় কিরীটীর ক্ষুর-নিকরে ছিন্ন হইয়া নিপতিত হইতেছে এবং ঐ মাতঙ্গেরাও আরোহিবর্গের সহিত শর-সমূহে বিদ্ধ হইয়া বজ্রাহত শৈল সকলের ন্যায় ধরাশায়ী হইতেছে। হে কুন্তীনন্দন! কৃষ্ণের ঐ শশধর-বর্ণ মহামূল্য পাঞ্চজন্য শঙ্খ, বক্ষস্থলে জাজ্বল্যমান কৌস্তুভ মণি ও বিজয়া মালাও অবলোকন করুন। রথিগণ-বরিষ্ঠ মহারথ ধনঞ্জয় শত্রুদিগের এই সৈন্য বিদ্রাবিত করত কৃষ্ণ পরিচালিত ধবল-

Digitized by Google

জলদ-বর্ণ মহামূল্য অশ্বগণ-দ্বারা নিশ্চয়ই আসিতেছেন, সন্দেহ নাই। ঐ দেখুন, আপনকার দেবরাজ-সদৃশ তেজস্বী কনিষ্ঠ ভ্রাতা সায়ক-সমূহ-দ্বারা অশ্ব রথ ও পদাতিগণকে বিদারিত করিতেছেন এবং উহারা, গরুড়-পক্ষবাতে মহাবন সকলের ন্যায় পতিত হইতেছে। ঐ দেখুন, কিরীটী সমরে মহা-শর-নিকর-সহকারে ঐ অশ্ব সারথি সহ চারি শত রথ, সাত শত মাতঙ্গ ও বহু-সংখ্য অশ্ববার ও পদাতিগণকে নিহত করিলেন। ঐ বলশালী অর্জ্জুন, চিত্রানক্ষত্র-স্থিত কেতুগ্রহের ন্যায়, কুরুগণকে নিহত করত আপনকার নিকটে আসিতেছেন। আপনি পূর্ণমনোরথ হইলেন; আপনকার শত্রুগণ বিনষ্ট হইল; আপনকার বল ও আয়ু চিরকালের নিমিত্ত বর্দ্ধিত হউক।

ভীম কহিলেন, হে সারথে! হে বিশোক! তুমি যে আমারে অর্জ্জুনের সংবাদ বিজ্ঞাপন করিলে, এই প্রিয়-কথনে সুপ্রসন্ন হইয়া আমি তোমারে উত্তম উত্তম চতুর্দ্দশ গ্রাম, এক শত দাসী ও বিংশতি রথ প্রদান করিতেছি।

ভীম-বিশোক-সংবাদে ষট্‌সপ্ততিতম
অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৬।

সঞ্জয় কহিলেন, ওদিকে অর্জ্জুন সমরস্থলে রথ-নির্ঘোষ ও সিংহনাদ শুনিয়া গোবিন্দকে বলিলেন "শীঘ্র শীঘ্র অশ্ব-সঞ্চালন কর।" গোবিন্দ অর্জ্জুনের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারে বলিলেন "ভীমসেন যে স্থানে অবস্থিত আছেন, আমি এই অতি-শীঘ্র তথায় চলিলাম।" অনন্তর পুরন্দর যেমন জম্ভাসুরের সংহারেচ্ছু হইয়া বজ্র-গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রচণ্ড রোষাবেশে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধনঞ্জয় নীহার ও শঙ্খ-সদৃশ-বর্ণবিশিষ্ট সুবর্ণ-মুক্তা-মণিজাল-মণ্ডিত অশ্বগণ-দ্বারা বিজয়ার্থে প্রস্থান করিতে থাকিলে, নরসিংহ যোধগণ ক্রোধান্বিত হইয়া অশ্ব রথ মাতঙ্গ ও পদাতি-সমূহ সমভিব্যাহারে বাণ-ধ্বনি, রথনেমি-নির্ঘোষ ও অশ্ব-খুরশব্দ-দ্বারা ভূমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করত তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইয়া চলিল। হে আর্য্য! পূর্ব্বে ত্রৈলোক্যের নিমিত্ত অসুরগণের সহিত বিজয়িশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুদেবের যাদৃশ যুদ্ধ হইয়াছিল, অর্জ্জুনের ও উক্ত যোধগণের দেহ, প্রাণ ও পাপের বিধ্বংসকর তাদৃশ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। তাহারা সকলে যে সমস্ত নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষিপ্ত করিল, কিরীটমালী একাকী তৎ-সমুদায় ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং সুশাণিত ক্ষুরাস্ত্র, অর্দ্ধচন্দ্র ও ভল্ল-সমূহ-দ্বারা তাহাদিগের হস্ত, মস্তক, ছত্র, চামর, ধ্বজ, অশ্ব, রথ, পত্তি ও মাতঙ্গ সকল খণ্ড খণ্ড করিলেন। তৎসমুদায় বহু প্রকারে বিকলাঙ্গ হইয়া, প্রবল-পবন-ভগ্ন বনরাজীর ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল। সুবর্ণ-জালে সমাবৃত মহা-মাতঙ্গ সকল ধ্বজ পতাকা সজ্জা ও যোধগণের সহিত সুবর্ণপুঙ্খ সায়ক-সমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত পর্ব্বতপুঞ্জের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। ধনঞ্জয় দেবরাজ-বজ্র-সদৃশ উৎকৃষ্ট শর-নিকর-দ্বারা অশ্ব রথ ও মাতঙ্গগণকে বিদীর্ণ করিয়া, পূর্ব্বে ইন্দ্র যেমন বলাসুর-সংহারার্থে যাত্রা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কর্ণের বধেচ্ছায় সত্বর যাত্রা করিলেন। অনন্তর, মকর যেমন সাগর-মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সেই শত্রু-তাপন পুরুষ-শার্দ্দূল মহাবাহু অর্জ্জুন আপনকার সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

হে রাজন্! ত্বদীয় যোধগণ সেই পাণ্ডুনন্দনকে দর্শন করিয়া বহুসংখ্য অশ্ববার, গজারোহ, রথ ও পত্তিগণে সমন্বিত হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। পার্থকে আক্রমণ করিবার সময়ে তাঁহাদের বিক্ষুব্ধ সাগরের জল-কল্লোল-তুল্য সুমহান্ কলকল শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই মহারথগণ, সমরে প্রাণের ভয় পরিত্যাগ করিয়া, ব্যাঘ্র-সমূহের ন্যায়, সেই পুরুষব্যাঘ্রের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহারা শররাশি বর্ষণ করত তথায় দ্রুতবেগে আগমন করিতে থাকিলে অর্জ্জুন, মহাসমীরণ

Digitized by Google

যেমন মেঘগণকে বিচ্ছিন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহাদের সেই সৈন্যকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই মহাধনুর্দ্ধর যোধগণ রথ-সমূহের সহিত মিলিত হইয়া অর্জ্জুন-সমীপে গমন-পূর্ব্বক তাঁহারে শাণিত শর-নিকরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন বিশিখ-পুঞ্জ-দ্বারা সহস্র সহস্র রথ মাতঙ্গ ও অশ্বগণকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন। সমরে অর্জ্জুন-শরাসন-বিমুক্ত শর-নিকরে বধ্যমান হইয়া সেই মহারথেরা, ভয় উৎপন্ন হইলে, নানা স্থানে লুক্কায়িত রহিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে চারি শত মহারথ বীরপুরুষ যুদ্ধে যত্নপরায়ণ থাকায়, অর্জ্জুন নিশিত বিশিখপুঞ্জ-দ্বারা তাঁহাদিগকে কৃতান্ত-ভবনে উপনীত করিলেন। অবশিষ্ট সৈনিকেরা সমরে নানাপ্রকার সুশাণিত শর-সমূহে বধ্যমান হইয়া অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া দশ দিকে পলায়ন করিল। সাগরের মহাপ্রবাহ পর্ব্বতোপরি প্রতিহত হইয়া বিশীর্ণ হইলে তাহার যেরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ হয়, সেনামুখে সেই পলায়মান সৈনিকদিগের তদ্রূপ মহান্ শব্দ সমুত্থিত হইল। হে আর্য্য! পৃথাতনয় ধনঞ্জয় সেই অতিমাত্র ত্রাসান্বিত সৈন্যকে শর-সমূহে বিদ্রাবিত করিয়া কর্ণের সৈন্য প্রতি অভিমুখীন হইয়া প্রস্থান করিলেন। পূর্ব্বে সর্প-ভোজনার্থে উড্ডীন হইবার সময়ে গরুড়ের যাদৃশ শব্দ হইয়াছিল, অর্জ্জুন বিপক্ষগণের অভিমুখে প্রস্থিত হইলে তাঁহারও তাদৃশ মহানির্ঘোষ সমুত্থিত হইল।

ওদিকে মহাবল ভীমসেন সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন-দর্শন-লালসায় পরম প্রীত হইলেন। মহারাজ! সেই প্রতাপবান্ ভীমসেন, অর্জ্জুন আসিতেছেন শ্রবণ করিয়াই, প্রাণের আস্থা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আপনকার সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। বীর্য্যে বায়ুবীর্য্য-তুল্য, বেগে বায়ুবেগ-সদৃশ, সেই প্রতাপবান্ বায়ুনন্দন বৃকোদর বায়ুর ন্যায় বিচরণ করিতে থাকিলেন। হে রাজেন্দ্র! তৎকর্ত্তৃক নিপীড়িতা হইয়া আপনকার সেনা, সাগর-মধ্যে ভগ্না নৌকার ন্যায় ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল। তৎকালে ভীম লঘুহস্ততা প্রদর্শন করত সেই সেনাকে যমালয়ে প্রেরণ করিবার অভিপ্রায়ে খরতর শর-নিকরে ছেদন করিতে লাগিলেন। হে ভারত! সেই সংগ্রামে যোধগণ, যুগান্ত কালে কালের ন্যায় ভীমসেনের অলৌকিক বল অবলোকন করিয়া, নিতান্ত ত্রাসান্বিত হইয়া পড়িল। হে ভরত-সত্তম! রাজা দুর্য্যোধন ভীষণ-বলান্বিত স্বীয় সৈনিকদিগকে ভীমসেন-কর্ত্তৃক সেইরূপে নিপীড়িত হইতে দেখিয়া এই কথা বলিলেন। তিনি সমুদয় মহাধনুর্দ্ধর সেনাপতি ও যোধগণকে সম্যক্-রূপে আদেশ করিলেন "তোমরা সকলে ভীমসেনকে বিনষ্ট কর; সে নিহত হইলেই আমি সমস্ত পাণ্ডব-সৈন্যকে নিঃশেষে নিহত বলিয়া জ্ঞান করিব।" মহারাজ! পার্থিবগণ আপনকার পুত্রের সেই আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদিক্ হইতে শর-বর্ষণ-দ্বারা ভীমকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। হে রাজেন্দ্র! বহু-সংখ্য অশ্ব, রথ, মাতঙ্গ ও জয়াভিলাষী নরগণ বৃকোদরকে পরিবেষ্টিত করিল। শৌর্য্য-সম্পন্ন ভরতশ্রেষ্ঠ ভীমসেন সেই সমস্ত শূরগণ-কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া, নক্ষত্রমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী সুধাংশুর ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন। মহারাজ! পরিপূর্ণ শশধর পরিবেশ প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ বিরাজমান হন, সেই দর্শনীয় নরোত্তম বৃকোদর সমরে ধনঞ্জয়ের সহিত নির্ব্বিশেষে সেইরূপ বিরাজিত হইলেন। সমুদয় নিষ্ঠুর পার্থিবেরা তাঁহারে বিনষ্ট করিতে অভিলাষী হইয়া ক্রোধ-লোহিত-নয়নে তাঁহার প্রতি শরবৃষ্টির সৃষ্টি করিতে লাগিলেন; পরন্তু ভীমসেন সন্নতপর্ব্ব সায়ক-সমূহ-সহকারে সেই মহাসেনা বিদীর্ণা করিয়া, জল-মধ্যে মৎস্য যেমন জাল হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, তদ্রূপ রণস্থল হইতে নির্গত হইলেন। হে ভারত! ভীম সমরে অপরাঙ্মুখ দশ সহস্র গজ, দুই লক্ষ দুই শত নর, পঞ্চ সহস্র অশ্ব ও এক শত রথ বিনষ্ট করিয়া রণস্থলে

Digitized by Google

শোণিত নদী প্রবাহিতা করিলেন। তাহাতে শোণিত জল, রথ সকল আবর্ত্ত, হস্তী ঊরু ও যোধগণ গ্রাহ, মনুষ্যেরা মৎস্য, অশ্ব সমস্ত কুম্ভীর, কেশ সকল শৈবল ও শাদ্বল, ছিন্ন বাহু গদা ও পরিঘ সমুদয় সর্প, মজ্জা সকল পঙ্ক, মস্তক সমস্ত প্রস্তর, শর ও শরাসন সকল উড়ুপ, ছত্র ও ধ্বজপুঞ্জ হংস, উৎকৃষ্ট উষ্ণীষ-সমূহ ফেনরাশি, হারশ্রেণী পদ্মিনী এবং রণভূমি-সমুত্থিত ধূলিপটল তরঙ্গমালা-স্বরূপ হইল। পুরুষব্যাঘ্র বৃকোদর সংগ্রামে ক্ষণকাল-মধ্যে সেই বহুরত্নাপহারিণী, পিতৃ-সদনবাহিনী, উদার-চরিত বীরগণের অনায়াসে তরণীয়া, ভীরুদিগের দুস্তরা, ঘোররূপা নিম্নগা প্রবর্ত্তিতা করিলেন। প্রচণ্ডরূপা বৈতরণী নদী যেমন অকৃতাত্মা লোকদিগের দুস্তরা, ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধিনী ঐ ঘোররূপিণী রুধির-তরঙ্গিণীও সেইরূপ দুস্তরণী হইল। রথসত্তম পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন যে যে দিকে প্রবিষ্ট হইলেন, সেই দিকেই লক্ষ লক্ষ যোধগণকে নিপাতিত করিলেন।

মহারাজ! দুর্য্যোধন সমরে ভীমসেন-কৃত এবম্বিধ কর্ম্ম দেখিয়া শকুনিকে এই কথা বলিলেন "মাতুল! মহাবল ভীমসেনকে সংগ্রামে পরাস্ত করুন, এ পরাজিত হইলেই আমি পাণ্ডবীয় মহৎ সৈন্যকে পরাজিত বলিয়া জ্ঞান করি।" হে মহারাজ! অনন্তর মহাসংগ্রামার্থে সমর্থ প্রতাপবান্ শকুনি ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া যাত্রা করিলেন। সেই বীর সমরে ভীমপরাক্রম ভীমসেনের সন্নিহিত হইয়া তাঁহারে, বেলা যেমন সমুদ্রকে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তদ্রূপ নিবারিত করিলেন। ভীমসেন তদীয় শাণিত শর-নিকরে নিবারিত হইয়া তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। হে রাজেন্দ্র! শকুনি তাঁহার বক্ষস্থলের বাম পার্শ্বে সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশাণিত নারাচনিচয় প্রেরণ করিলেন। মহারাজ! কঙ্ক ও ময়ূরপিচ্ছে ভূষিত সেই ভয়ঙ্কর নারাচ সকল মহানুভব পাণ্ডুনন্দনের বর্ম্ম ভেদ করিয়া নিমগ্ন হইল। ভীমসেন সমরে অতিশয় বিদ্ধ হইয়া সুবল-তনয়ের প্রতি সহসা সুবর্ণ-বিভূষিত শর প্রেরণ করিলেন। সেই ভয়ঙ্কর শর আসিতে আসিতেই শত্রুতাপন শীঘ্রহস্ত মহাবল শকুনি তাহাকে সপ্ত খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে রাজেন্দ্র! সেই সায়ক ভূমিতলে নিপতিত হইলে, ভীমসেন ক্রোধাক্রান্ত হইয়া একটা ভল্ল-দ্বারা অবলীলাক্রমে শকুনির শরাসন ছেদন করিলেন। প্রতাপশালী সুবল-তনয় শকুনি, সেই ছিন্ন-চাপ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বেগে অন্য এক শরাসন ও ষোড়শ ভল্ল গ্রহণ করিয়া, সেই সন্নতপর্ব্ব ভল্ল সকলের সাতটি-দ্বারা ভীমকে এবং দুইটি-দ্বারা তাঁহার সারথিকে নিপীড়িত করিলেন; একটি-দ্বারা ধ্বজ ও দুইটি-দ্বারা ছত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং অবশিষ্ট ভল্ল-চতুষ্টয়-দ্বারা অশ্ব-চতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ! প্রতাপবান্ ভীমসেন তাহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া সমরে একটা স্বর্ণদণ্ড-যুক্তা লৌহময়ী শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভুজঙ্গ-জিহ্বার ন্যায় চঞ্চলা শক্তি, ভীমের ভুজদণ্ড হইতে নিক্ষিপ্তা হইয়া, মহাত্মা সুবল-তনয়ের রথোপরি শীঘ্র নিপতিতা হইল। হে রাজন্! অনন্তর শকুনি ক্রোধপরীত-মূর্ত্তি হইয়া সেই কনক-ভূষণা শক্তিটি সংগ্রহপূর্ব্বক তাহাই ভীমসেনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই শক্তি মহাত্মা পাণ্ডুনন্দনের বাম বাহু নির্ভেদ করিয়া তখন আকাশ-মণ্ডল-বিগলিতা বিদ্যুতের ন্যায় ভূমিতলে নিপতিতা হইল। হে মহারাজ! অনন্তর দুর্য্যোধনের বল সকল সর্ব্ব দিক্ হইতে কোলাহল করিতে লাগিল; পরন্তু মহাবল ভীমসেন সেই তরস্বী সৈনিকদিগের ঐ সিংহনাদ সহ্য করিতে পারিলেন না। হে রাজেন্দ্র! সেই মহাবল-সম্পন্ন বীরপুরুষ ত্বরান্বিত হইয়া অন্য এক জ্যাযুক্ত শরাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক সমরে জীবনের আস্থা পরিত্যাগ করিয়া মুহূর্ত্ত কাল-মধ্যেই সায়ক-সমূহ-দ্বারা শকুনির সমুদয় সৈন্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক তাঁহার অশ্ব-চতুষ্টয় ও সারথিকে

Digitized by Google

নিহত করিয়া একটা ভল্লাঘাতে সত্বর ধ্বজ ছেদন করিলেন। নরোত্তম শকুনি ত্বরা-যুক্ত হইয়া হয়-হীন রথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ক্রোধ-লোহিত-নেত্রে দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিক্ষেপ ও শরাসন বিস্ফারণ করিতে করিতে দণ্ডায়মান হইলেন এবং বহুবিধ বাণ বর্ষণে ভীমকে সর্ব্ব দিক্ হইতে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পরন্তু প্রতাপবান্ ভীমসেন বেগে সেই সকল শর প্রতিহত করিয়া সম্পূর্ণ ক্রোধভরে তাঁহার শরাসন ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাকে শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। হে নরাধিপ! শত্রু-কর্ষণ শকুনি বলিষ্ঠ বৈরি-কর্ত্তৃক অতিশয় বিদ্ধ হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন; তৎকালে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র শ্বাস রহিল। অনন্তর আপনকার পুত্র তাঁহারে বিহ্বল জানিয়া ভীমসেনের প্রত্যক্ষেই রথ-দ্বারা সমর-স্থল হইতে লইয়া গেলেন। নরব্যাঘ্র শকুনি রথস্থ হইলে দুর্য্যোধন-সৈনিকেরা ভীম-জনিত মহাভয়ে ভীত ও পরাঙ্মুখ হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। হে রাজন্! সুবল-তনয় শকুনি, ধনুর্দ্ধর ভীমসেনের নিকটে পরাজিত হইলে, আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন অতিশয় ভয়াবিষ্ট হইয়া মাতুলের জীবনাকাঙ্ক্ষায় বেগবিশিষ্ট অশ্বগণ-দ্বারা রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেন। সৈন্যগণ রাজাকে পরাঙ্মুখ দেখিয়া দ্বৈরথ যুদ্ধ সমস্ত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সর্ব্ব দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ভীমসেন, দুর্য্যোধনের সেই সমুদয় সৈন্যগণকে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া, বহু শত শর বর্ষণ করিতে করিতে অতিবেগে তাহাদের পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! সেই পরাঙ্মুখ কুরু-সৈন্যেরা সমরে ভীম-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া কর্ণ-সমীপে গমন-পূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্ব দিকে অবস্থিত রহিল; যেহেতু সেই মহাবল-সম্পন্ন মহাবীর্য্যবান্ পুরুষ তৎকালে তাহাদের দ্বীপ অর্থাৎ আশ্রয়-স্বরূপ হইয়াছিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ নরশার্দ্দূল রাজেন্দ্র! নাবিকগণ যেমন কাল-বশত ভগ্ন-পোত হইয়া দ্বীপ পাইয়া নিশ্চিন্ত হয়, তদ্রূপ আপনকার সৈন্যগণ কর্ণকে পাইয়া পরস্পর সমাশ্বস্ত ও অত্যন্ত হর্ষাবিষ্ট হইয়া রহিল এবং একমাত্র মৃত্যুকে নিবর্ত্তনকারী স্থির করিয়া যুদ্ধার্থে সমাগত হইল।

শকুনি-পলায়নে সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭৭॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! সংগ্রামে ভীমসেন মদীয় সৈন্য সকলকে ছিন্ন ভিন্ন করিলে পর দুর্য্যোধন কি বলিলেন? শকুনিই বা কি কহিলেন? বিজয়িশ্রেষ্ঠ কর্ণ, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, দুঃশাসন ও আমার আর আর যোদ্ধা সকলেই বা কি উক্তি করিলেন? ভীম যে একাকী সমরে আমার সমুদয় যোধগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, ইহাতে আমি তাহার বিক্রমকে অতি অদ্ভুত জ্ঞান করিতেছি। হে সঞ্জয়! শত্রুনিসূদন রাধা-নন্দন কর্ণও প্রতিজ্ঞানুসারে যোধগণের প্রতি কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি সমুদয় কৌরবদিগের কল্যাণকারী, রক্ষাকর্ত্তা, আশ্রয় ও জীবনাশা-নিবন্ধন হইয়াছিলেন। সেই সৈন্য অমিততেজস্বী ভীম-কর্ত্তৃক প্রভগ্ন হইল দেখিয়া সেই অধিরথ-নন্দন রাধা-তনয় কর্ণই বা যুদ্ধ-বিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থা করিলেন এবং আমার দুর্জ্জয় পুত্রগণ ও মহারথ ভূপালেরাই বা কি করিলেন, এ সমস্তই তুমি আমারে বল; যেহেতু বর্ণন-বিষয়ে তুমি সুনিপুণ।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অপরাহ্ণকালে প্রতাপবান্ সূতপুত্র, ভীমসেনের সাক্ষাতেই সমুদয় সোমক-সৈন্যগণকে নিহত করিতে লাগিলেন এবং অতিবলশালী ভীমসেনও দুর্য্যোধনের সৈন্য সকলকে বিনষ্ট করিতে থাকিলেন। অনন্তর কর্ণ শল্যকে বলিলেন "আমারে পাঞ্চালদিগের নিকটে লইয়া চল।" ধীমান্ ভীমসেন বল সকলকে পলায়ন-পরায়ণ করিতেছেন দেখিয়াই কর্ণ সারথিকে বলিলেন "আমাকে পাঞ্চালগণের সন্নিধানেই লইয়া যাও।"

মহাবল-সম্পন্ন পরবল-পীড়ন মদ্ররাজ শল্য কর্ণের ঐ আদেশে মনের ন্যায় বেগশালী শুভ্রবর্ণ অশ্ব সকলকে পাঞ্চাল চেদি ও কারূষ-সৈন্যদিগের প্রতি প্রেরিত করিলেন এবং সেই মহৎ সৈন্য-মধ্যে প্রবেশিয়া, অগ্রণী কর্ণ যে যে স্থানে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, হৃষ্টচিত্ত হইয়া সেই সেই স্থানেই তাহাদিগকে সংযত করিলেন। হে মহারাজ! পাণ্ডু ও পাঞ্চাল-সৈন্যগণ সেই ব্যাঘ্র-চর্ম্মাবৃত মেঘ-সদৃশ স্যন্দন সন্দর্শন করিয়া ত্রাস-যুক্ত হইল। অনন্তর মহারণে বিদীর্য্যমাণ পর্ব্বতের নির্ঘোষ অথবা পর্জ্জন্যের গর্জ্জন-তুল্য রথের নিনাদ প্রাদুর্ভূত হইল। পরে কর্ণ আকর্ণ-পূর্ণ-সন্ধানে বিনিঃসৃত তীক্ষ্ণতর শত শত শর-নিকরে পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে শত শত সহস্র সহস্র সংখ্যায় নিহত করিতে লাগিলেন। সেই অপরাজিত বীর-পুরুষ সমরে তাদৃশ কর্ম্ম করিতে থাকিলে, পাণ্ডব-পক্ষের মহাধনুর্দ্ধর মহারথগণ তাঁহারে পরিবেষ্টিত করিলেন। শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীম, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও দ্রৌপদী-তনয়গণ সূতনন্দনের সংহারাভিলাষী হইয়া তাঁহারে শরবৃষ্টি-সমুদায়ে পরিবারিত করিলেন।

তৎকালে শৌর্য্যসম্পন্ন নরোত্তম সাত্যকি সমরে নিশিত বিংশতি সায়কে কর্ণকে স্কন্ধসন্ধিস্থলে অতিশয় তাড়িত করিলেন। শিখণ্ডী পঞ্চবিংশতি বাণে, ধৃষ্টদ্যুম্ন সপ্ত সায়কে, দ্রৌপদী-তনয়েরা চতুঃষষ্টি বিশিখে, সহদেব সপ্ত শিলীমুখে এবং নকুল শত শরে সমরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল ভীমসেনও সংগ্রামে ক্রোধাক্রান্ত হইয়া সন্নতপর্ব্ব নবতি সায়কে সূত-তনয়কে স্কন্ধসন্ধিস্থলে বিদ্ধ করিলেন। সুমহাবল অধিরথ-নন্দন কর্ণ তাহাতে প্রকৃষ্টরূপে হাস্য করিয়া উত্তম শরাসন বিকর্ষণ করত নিশিত সায়ক-সমূহ বিমোচন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে নিপীড়িত করত পঞ্চ পঞ্চ বাণ-দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিলেন। হে ভরতর্ষভ! তিনি সাত্যকির ধনু ও ধ্বজ ছিন্ন করিয়া নব বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন, পরে ক্রোধপরবশ হইয়া ভীমসেনকে ত্রিংশৎ শরে বিদ্ধ করিলেন এবং এক ভল্লাঘাতে সহদেবের ধ্বজ ছেদন করিয়া বাণ-ত্রয়ে তাঁহার সারথিকে আহত করিয়া ফেলিলেন। হে আর্য্য! শৌর্য্যসম্পন্ন পরন্তপ কর্ণ দ্রৌপদী-তনয় সকলকেও নয়নদ্বয়ের নিমেষ-মাত্রে বিরথ করিলে, তাহা যেন অদ্ভুত ব্যাপার হইল। সেই শূর সকলকে সন্নতপর্ব্ব শর-সমূহ-দ্বারা পরাঙ্মুখ করিয়া তিনি পাঞ্চালদিগকে ও চেদিদিগের মহারথগণকে নিহত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মনুজেশ্বর! সেই বধ্যমান চেদি ও মৎস্য সৈন্য সকল সমরে একমাত্র কর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহারে শর-সমূহ-বর্ষণে নিপীড়িত করিতে লাগিল। মহারথ সূতপুত্রও শাণিত বাণ-নিবহ-দ্বারা তাহাদিগকে আহত করিতে থাকিলেন। মহারাজ! তৎকালে আমি এই অতিশয় অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়াছিলাম যে, শৌর্য্যসম্পন্ন পাণ্ডব-সৈনিকেরা সংগ্রামে শক্তি অনুসারে অতিমাত্র যত্ন করিতে থাকিলেও প্রতাপবান্ সূতপুত্র একাকী সেই ধনুর্দ্ধরগণের সহিত যুদ্ধ করত তাঁহাদিগকে সমরে শর-নিকরে বারিত করিয়াছিলেন। হে নরবর ভরত-নন্দন! তদ্বিষয়ে মহাত্মা কর্ণের লঘুহস্ততা সন্দর্শনে দেবতাগণ ও সিদ্ধ চারণগণ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন এবং আপনকার মহাধনুর্দ্ধারী সৈনিকেরাও সকল-ধনুর্দ্ধর-প্রবর রথোত্তম-শ্রেষ্ঠ কর্ণকে পূজা করিয়াছিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর, নিদাঘ কালে প্রজ্বলিত সমিদ্ধ মহাহুতাশন যেমন শুষ্ক তৃণ দগ্ধ করে, তদ্রূপ কর্ণ রিপুবাহিনী দহন করিতে লাগিলেন। সেই পাণ্ডব-পক্ষীয় সৈন্যেরা মহারথ কর্ণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান, সুতরাং সংগ্রামে ভীত হইয়া তাঁহারে দেখিবামাত্র ইতস্তত পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই মহারণে কর্ণ-চাপ-বিমুক্ত সুতীক্ষ্ণ সায়ক-সমূহে বধ্যমান হওয়ায় পাঞ্চালদিগের ঘোরতর আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল। সেই শব্দে পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা

Digitized by Google

বিত্রস্ত হইয়া পড়িল এবং সমুদয় শত্রুগণ সমরে কর্ণকেই অদ্বিতীয় যোদ্ধা বলিয়া জ্ঞান করিল। শত্রুতাপন রাধা-নন্দন সংগ্রামে পুনরায় এরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম করিতে লাগিলেন যে, পাণ্ডব-পক্ষীয় সমস্ত সৈনিকেরা তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হইল না। কোন প্রধান পর্ব্বতোপরি প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া জল-প্রবাহ যেমন বিশীর্ণ হইয়া পড়ে, তদ্রূপ পাণ্ডব-সৈন্যগণ কর্ণের সমীপবর্ত্তী হইয়া বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মহারাজ! বীরশ্রেষ্ঠ মহাবাহু কর্ণও সমরে ধুম-শূন্য অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান হইয়া মহতী পাণ্ডবী-সেনা দহন করিতে থাকিলেন এবং শর-নিকর-দ্বারা বীরগণের মস্তক সকুণ্ডল কর্ণ ও বাহু সমস্ত অতিশীঘ্র ছিন্ন করিতে লাগিলেন। তিনি যোধ-সমুচিত-ব্রতানুষ্ঠানে তৎপর থাকিয়া বিপক্ষগণের হস্তি-দন্ত-নির্ম্মিত-মুষ্টিযুক্ত খড়্গ, ধ্বজ, শক্তি, অশ্ব, গজ, বিবিধ রথ, পতাকা, ব্যজন, অক্ষ, যুগ, যোক্ত্র ও বহুবিধ চক্র-সমুদায় বহু খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে ভারত! তৎকালে কর্ণ-বিনিহত গজবাজিগণের মাংস ও শোণিতরাশি-দ্বারা রণস্থল কর্দ্দমময় হইলে, তাহাতে গমন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। নিহত অশ্ব, গজ, রথ ও পদাতি-সমূহের আবরণে কোন্ স্থান সম, কোন্ স্থান বা বিষম, তাহা কিছুই জানা গেল না। কর্ণের অস্ত্র প্রাচুর্ভূত হওয়ায় ঘোরতর শরান্ধকার হইয়া উঠিলে, কি স্বপক্ষীয় কি বিপক্ষীয়, কোন যোদ্ধারাই পরস্পর পরস্পরকে জানিতে পারিল না। মহারাজ! রাধেয়-চাপ নির্ম্মুক্ত কাঞ্চন-ভূষণ শর-সমূহ-দ্বারা পাণ্ডবদিগের মহারথগণ সংছাদিত হইয়া পড়িল। সেই পাণ্ডব-পক্ষীয় মহারথেরা সমরে সমধিক যত্নপরায়ণ হইলেও তখন রাধাতনয় তাহাদিগকে বারংবার ভগ্ন করিয়া দিলেন। বন-মধ্যে ক্রোধান্বিত সিংহ যেমন মৃগগণকে অথবা বৃক যেমন পশু-সমুদায়কে দূরীকৃত করে, মহাযশা কর্ণও সমরে শত্রুভূত পাঞ্চালগণের মহারথদিগকে এবং পাণ্ডবদিগের অন্যান্য যোধগণকে সেইরূপ পলায়িত করিলেন। হে রাজেন্দ্র! দুর্য্যোধনের মহাধনুর্দ্ধরেরা পাণ্ডবী-সেনাকে পরাঙ্মুখী দেখিয়া ভৈরব-রবে কোলাহল করিতে করিতে তাহার পশ্চাদ্গামী হইলেন এবং দুর্য্যোধনও অতিশয় হর্ষান্বিত হইয়া প্রফুল্ল-হৃদয়ে সর্ব্ব দিকে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি করাইতে লাগিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর নরোত্তম পাঞ্চালগণ ভগ্ন হইয়াও একমাত্র মৃত্যুকে সমরে নিবৃত্তি-হেতু স্থির করিয়া শূরানুক্রমে পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মহারাজ! পুরুষশ্রেষ্ঠ শত্রুতাপন কর্ণ সেই শূর সকলকে সমরে প্রত্যাগত দেখিয়া অনেকবার ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন এবং তৎকালে পাঞ্চালদিগের বিংশতি রথী ও চেদিদিগের শতাধিক যোধগণকে সায়ক-সমূহে নিহত করিয়া ফেলিলেন। হে ভারত! শৌর্য্যসম্পন্ন শত্রুতাপন সূত-পুত্র, মধ্যাহ্ন-কালীন প্রভাকরের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষণীয় ও কালান্তক-তুল্য-দেহ হইয়া রথনীড় ও অশ্বপৃষ্ঠ সকল শূন্য, গজ-স্কন্ধ সমস্ত নির্ম্মনুষ্য এবং পদাতিগণকে পলায়িত করিয়া বিরাজমান হইতে লাগিলেন।

মহারাজ! শত্রুগণ-সূদন মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ এইরূপে নরাশ্ব-রথ-কুঞ্জর-পুঞ্জ সংহার করিয়া অবস্থিত হইলেন। মহাবল কাল যেমন ভূতগণ সংহার করিয়া বিশ্রাম করেন, তদ্রূপ সেই মহারথ সূতপুত্র একাকী সোমক-সৈন্য সংক্ষয় করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তৎকালে আমরা পাঞ্চালদিগের অদ্ভুত পরাক্রম দেখিলাম; যেহেতু তাহারা বধ্যমান হইয়াও রণ-মস্তকে কর্ণকে পরিত্যাগ করিল না। মহাবলশালী রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শরদ্বৎ-পুত্র কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও শকুনি, ইহারাও শত শত সহস্র সহস্র-সংখ্যায় পাণ্ডবী-সেনা বিনাশ করিলেন। হে রাজেন্দ্র! কর্ণপুত্র সত্যবিক্রম ভ্রাতৃদ্বয়ও ক্রোধপরবশ হইয়া পাণ্ডবদিগের বল সকলকে ইতস্তত নিহত করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই যুদ্ধ ও ক্রূরতর সংহার উভয়ই অতিমহৎ হইয়াছিল।

কৌরব বীরেরা যেমন পাণ্ডব-সৈন্য ক্ষয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ শৌর্য্য-সম্পন্ন পাণ্ডবগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীপুত্র সকলও সংক্রুদ্ধ হইয়া আপনকার সৈন্য সমস্ত সংহার করিয়াছিলেন। এইরূপে সমরে পাণ্ডবদিগের এবং মহাবল ভীমসেনকে প্রাপ্ত হইয়া আপনকার সৈন্যগণের ইতস্তত বিপুল বিধ্বংস হইয়াছিল।

সঙ্কুল-যুদ্ধে অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৭৮।



সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! এদিকে অর্জ্জুন মহাসমরে সূতপুত্রকে সংক্রুদ্ধ দেখিয়া চতুর্ব্বিধ সৈন্য সংহার-পূর্ব্বক রণস্থলে খুরগণের অস্থি-নিচয়ে সমাকীর্ণা, কাক ও গৃধ্রগণ-কর্ত্তৃক নিনাদিতা, জয়াভিলাষী বীরবর্গের সুখে তরণীয়া, ভীরুদিগের দুস্তরা, বীররূপ তরুনিকর-হারিণী শোণিতময়ী নদী প্রবাহিতা করিলেন। সেই নদীতে মাংস মজ্জা ও অস্থি সমস্ত পঙ্ক, মনুষ্য-মস্তক সকল উপলখণ্ড, গজবাজিপুঞ্জ তীর, ছত্র-নিচয় হংস ও উড়ুপ, হার-সমুদায় পদ্মিনী, উৎকৃষ্ট উষ্ণীষ সকল ফেনরাশি, ধনুঃশর-নিকর মীন, নর মস্তকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি সমস্ত কপাল অর্থাৎ খোলাখাপরা, চর্ম্ম ও বর্ম্ম সমুদয় আবর্ত্ত এবং রথ-কদম্ব উড়ুপ-স্বরূপ হইল। পরবীরহন্তা পুরুষবর বীভৎসু সেই রুধির-নদী প্রবাহিতা করিয়া বাসুদেবকে এই কথা বলিলেন "কৃষ্ণ! ঐ দেখ, সমরে সূতপুত্রের কেতু দেখা যাইতেছে; ভীমসেনাদি ঐ বীর সকলে মহারথগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন এবং ঐ পাঞ্চালেরা কর্ণ-ভয়ে ভীত হইয়া পলাইতেছে। হে জনার্দ্দন! ঐ রাজা দুর্য্যোধন ধ্রিয়মাণ শ্বেত ছত্রে বিরাজিত হইয়া কর্ণ-কর্ত্তৃক প্রভগ্ন পাঞ্চাল-সৈন্য সকলকে বিদ্রাবিত করত বহুল শোভা-ভাজন হইতেছেন। কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা, এই সকল মহারথেরা সূতপুত্র-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া রাজাকে রক্ষা করিতেছেন। এ সময়ে আমরা উহাঁদিগকে আঘাত না করিলে, উহাঁরা সোমক-সৈন্যগণকে নিপাতিত করিবেন। হে কৃষ্ণ! বল্গা-ধারণ-দক্ষ ঐ শল্য রথনীড়ে উপবিষ্ট হইয়া সূতনন্দনের রথ-চালনা করত বিস্তর শোভা পাইতেছেন। ঐ স্থানে প্রস্থান করাই আমার বিবেচনা-সিদ্ধ হইতেছে; অতএব তুমি ঐখানে মহারথখানি লইয়া চল; আমি সমরে কর্ণকে নিহত না করিয়া কোন ক্রমে নিবৃত্ত হইব না। হে জনার্দ্দন! রাধাতনয়কে বিনষ্ট না করিলে, সে আমাদিগের সাক্ষাতেই পাণ্ডব ও সৃঞ্জয় মহারথগণকে নিঃশেষিত করিবে।"

অনন্তর কেশব, অর্জ্জুনের সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধ সম্পাদনার্থে সূতপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া, আপনকার বাহিনী-মধ্যে অবিলম্বে রথ লইয়া যাত্রা করিলেন। মহাবাহু বাসুদেব রথ-দ্বারাই সর্ব্ব দিকে পাণ্ডব-সৈন্য সকলকে আশ্বাস প্রদান করিতে করিতে ধনঞ্জয়ের আজ্ঞানুসারে প্রস্থিত হইলেন। মহারাজ! সংগ্রামে ধনঞ্জয়ের সেই রথ-নির্ঘোষ, বাসবের বজ্র-নিনাদ-সদৃশ বিপুল-জলবেগ-কল্লোলের ন্যায় প্রতিভাত হইল। সত্যবিক্রম অমেয়াত্মা অর্জ্জুন প্রচণ্ডতর রথঘোষ-সহকারে আপনকার সৈন্যগণকে নির্জ্জিত করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। এদিকে মদ্রাধিপতি শল্য মহাত্মা ধনঞ্জয়ের কেতু নিরীক্ষণ করিয়া সেই কৃষ্ণ-সারথি শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুনই আসিতেছেন বিবেচনা করিয়া কর্ণকে বলিলেন "কর্ণ! তুমি যাঁহার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, ঐ সেই কৃষ্ণ-সারথি শ্বেতাশ্ব মহারথ কিরীটী সমরে শত্রু-সমূহ সংহার করিতে করিতে আসিতেছেন। ঐ কুন্তীতনয় গাণ্ডীব শরাসন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; অদ্য তুমি যদি উহাঁকে বিনষ্ট করিতে পার, তবেই আমাদিগের মঙ্গল হইবে। হে রাধা-তনয় কর্ণ! অর্জ্জুন অসহমান হইয়া প্রধান প্রধান রথিগণকে নিহত করত তোমাকে প্রাপ্ত হইবার অভিপ্রায়েই আসিতেছেন; অতএব তুমি

Digitized by Google

উহাঁর অভিমুখে চল। উনি অতিশীঘ্র বহুল শত্রু-কুল সংহার করাতে দুর্য্যোধনের ঐ সেনা উহাঁর ভয়ে সর্ব্ব দিকে পলায়মানা হইতেছে। উহাঁর শরীর উৎসাহে যেরূপ স্ফীত হইতেছে, ইহাতে আমার অনুমান হয়, ধনঞ্জয় সমুদয় সৈন্য পরি-ত্যাগ করিয়া কেবল তোমার নিমিত্তেই সত্বর হইয়া আসিতেছেন। বৃকোদর পীড্যমান হওয়াতে উনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়াছেন, সুতরাং তোমা ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত যুদ্ধেচ্ছু হইয়া অবস্থান করি-বেন না। অদ্বিতীয় রথী শত্রুতাপন সব্যসাচী ধর্ম্ম-রাজকে বিরথ ও ক্ষতবিক্ষত দেখিয়া এবং শিখণ্ডী, সাত্যকি দ্রুপদ-তনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদী-পুত্রগণ, যুধামন্যু, উত্তমৌজা ও ভ্রাতৃদ্বয় নকুল সহদেবকেও পরিক্ষত নিরীক্ষণ করিয়া রোষান্বিত, ক্রোধ-লো-হিত-নেত্র ও সকল-পার্থিব-কুল-সংহারেচ্ছু হইয়া সহসা তোমার অভিমুখে আসিতেছেন। হে কর্ণ! উনি সমুদয় সৈন্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া কেবল আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই আপতিত হই-তেছেন, সন্দেহ নাই; অতএব তুমি উহাঁর প্রতি-কূলে অগ্রসর হইয়া চল; কেন না তোমা ভিন্ন অন্য কোন উপযুক্ত ধনুর্দ্ধর নাই। এই লোক-মধ্যে আমি তোমা ভিন্ন অন্য এমন কোন ধনুর্দ্ধরকেই দেখিতে পাই না, যে, সমরে ক্রোধান্বিত ধনঞ্জয়কে সাগর-বারি-বিকারের ন্যায় নিবারণ করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়। উহাঁর পার্শ্বে বা পশ্চাতে কোন রক্ষা-বিধানও দেখিতেছি না; উনি একাকীই তোমারে আক্রমণ করিতেছেন; তুমি আপনার কত দূর সাফল্য দেখ। হে রাধেয়! একমাত্র তুমিই সমরে কৃষ্ণার্জ্জুনকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ; সংগ্রামে ইহা তোমারই ভার; অতএব তুমি অবিলম্বে ধনঞ্জয়ের প্রতিকূলে প্রস্থান কর। তুমি নিশ্চয়ই ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যের সমান লোক; অতএব আক্রমণে উদ্যত সব্যসাচীকে মহারণে নিবারিত কর। হে কর্ণ! মুহুর্মুহু ওষ্ঠ-লেহনকারী ভুজঙ্গের ন্যায়, গর্জ্জনকারী বৃষভের ন্যায় ও বনস্থিত ব্যাঘ্রের ন্যায় ধনঞ্জয়কে বিনষ্ট করিয়া ফেল। ঐ দেখ, দুর্য্যোধনের মহারথ নরাধিপগণ সমরে নিরপেক্ষ হইয়া অর্জ্জুনের ভয়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে-ছেন। হে সূতনন্দন! এক্ষণে এই যুদ্ধস্থলে তোমা ভিন্ন অন্য কোন বীর পুরুষই নাই, যিনি ঐ পলা-য়ন-পরায়ণ জনাধিপগণের ভয়-ভঞ্জন করিতে পা-রেন। হে পুরুষব্যাঘ্র! ঐ দেখ, সমুদয় কৌরবেরা তোমার নিকটে শরণাকাঙ্ক্ষী হইয়া দ্বীপ-সম তো-মাকে আশ্রয়-স্বরূপে অবলম্বন করিয়া সংগ্রামে অবস্থিত রহিয়াছে। হে রাধেয়! তুমি যাদৃশ উৎ-সাহ-সহকারে সমরে সুদুর্জ্জয় বৈদেহ, অম্বষ্ঠ, কা-ম্বোজ, নগ্নজিৎ ও গান্ধারগণকে পরাজিত করিয়া-ছিলে, সম্প্রতি তাদৃশ উৎসাহ অবলম্বন কর, পরে পাণ্ডবের প্রতিকূলে প্রস্থিত হও। হে মহাবাহো! তুমি পরম পুরুষকারে নিশ্চল থাকিয়া, অর্জ্জুনের প্রতি প্রীতিপ্রবণ বৃষ্ণিনন্দন বাসুদেবকেও আক্রমণ কর।

কর্ণ কহিলেন, হে মহাবাহো শল্য! তুমি এখন প্রকৃতিস্থ ও আমার অভিমত হইয়াছ এবং বোধ হইতেছে, ধনঞ্জয় হইতেও তোমার ভয় গিয়াছে। অদ্য আমার বাহু-যুগলের ও শিক্ষার বল অব-লোকন কর; আমি তোমারে ইহা সত্য বলিতেছি, অদ্য একাকীই পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা এবং সেই বীর-পুরুষশার্দ্দূল কৃষ্ণার্জ্জুনকে নিহত করিব। সেই কৃষ্ণ[illegible]দের [illegible]য়কে সমরে বিনষ্ট না করিয়া আমি কোন ক্রমেই রণস্থল হইতে অপগত হইব না; অথবা তাঁহাদের হস্তে নিহত হইয়া শয়ন করিব, কেন না সংগ্রামে জয় অনিত্য। অদ্য আমি হয় নিহত করিয়া, [illegible] নিহত হইয়া কৃতার্থ হইব।

শল্য বলিলেন, অহে কর্ণ! মহারথগণ এই রথ-[illegible]কন; প্রবীর ধনঞ্জয়কে যুদ্ধে অজেয় বলিয়া [illegible]বার অতএব যিনি একাকী থাকিলেও পরাস্ত [illegible]তি-নহেন, পৃথিবী-মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক

রক্ষিত সেই অর্জ্জুনকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত উৎসাহ করিতে পারে?

কর্ণ কহিলেন, আমরা যত দূর শুনিয়াছি, তদনুসারে এতাদৃশ রথোত্তম পুরুষ লোক-মধ্যে কদাচ উৎপন্ন হন নাই; তথাপি তুমি আমার কি পর্য্যন্ত পৌরুষ দেখ, আমি ঈদৃশ ধনঞ্জয়ের সহিত মহাসমরে প্রতিযুদ্ধ করিব। ঐ রথপ্রবীর কৌরবরাজপুত্র শ্বেত তুরঙ্গগণ-দ্বারা রণস্থলে বিচরণ করিতেছেন; হয় ত উনি আমারে অদ্য মরণ-রূপ কষ্টে উপনীত করিবেন এবং কর্ণের মরণ-প্রযুক্ত তোমরা সকলেই অর্জ্জুন-হস্তে নিপতিত হইবে। রাজপুত্র ধনঞ্জয়ের জ্যা-ঘর্ষণ জন্য কিণাঙ্কিত সুদীর্ঘ-বাহুযুগল কদাপি কম্পমান বা ঘর্ম্মাক্ত হয় না; বিশেষত ঐ পাণ্ডুনন্দন দৃঢ়ায়ুধধারী, শিক্ষা-নৈপুণ্য-সম্পন্ন ও লঘুহস্ত; সুতরাং উহাঁর সমান যোদ্ধা আর কেহই নাই। উনি কঙ্কপত্র-ভূষিত অনেক বাণ সকলকেও একটি বাণের ন্যায় শীঘ্র গ্রহণ ও প্রতিযোজনাপূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত করেন এবং তৎসমুদায় অব্যর্থ হইয়া প্রায় এক ক্রোশ দূরে গিয়া পতিত হয়; অতএব পৃথিবীতে উহাঁর সমান যোদ্ধা আর কে আছে? যে বলশালী অতিরথী সব্যসাচী কৃষ্ণকে সহায় করিয়া খাণ্ডব বনে হুতাশনের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছিলেন; (যাহাতে সেই হব্যবাহ-সমীপে মহাত্মা কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র এবং অদীন-সত্ত্ব মহাবাহু অর্জ্জুন গাণ্ডীব-শরাসন, শ্বেতাশ্ব-যুক্ত সুঘোষসম্পন্ন প্রচণ্ড রথ, দিব্যরূপ অক্ষয় তূণ-দ্বয় ও দিব্য শস্ত্র-সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) এবং যিনি ইন্দ্রলোকে অসংখ্যেয় দৈত্য ও সমুদয় কালকেয়গণকে নিহত করিয়া তথায় দেবদত্ত শঙ্খ লাভ করিয়াছিলেন; পৃথিবীতে তাঁহা অপেক্ষা প্রধান ব্যক্তি আর কে হইতে পারে? হে শল্য! যে মহানুভাব সুযুদ্ধ-সহকারে সাক্ষাৎ মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহা হইতে ত্রৈলোক্য-সংহারকর অতিভয়াবহ পাশুপত মহাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; লোকপাল সকল সমবেত হইয়া যাঁহারে অপ্রমেয় মহাস্ত্র সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ দান করিয়াছিলেন; যে নরসিংহ ধনঞ্জয় তৎসমুদয় অস্ত্র-দ্বারা সমরে সমবেত সেই সকল কালকঞ্জ অসুরগণকে শীঘ্র নিহত করিয়াছিলেন এবং যিনি বিরাটরাজের নগরে সমাগত আমাদিগের সকলকে এক রথে পরাজিত করিয়া সংগ্রাম-মধ্যে তদীয় গোধন প্রত্যাহরণ ও মহারথগণ হইতে বস্ত্র সমস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন; ঈদৃশ বীর্য্যগুণ-সম্পন্ন কৃষ্ণ-সহচর নৃপগণ-বরিষ্ঠ সেই অর্জ্জুনকে সমরে সম্যক্-রূপে আহ্বান করত আমি আপনিই সর্ব্বলোক অপেক্ষা আপনার উত্তম সাহস জানিতেছি। অপিচ সমুদয় লোক সমবেত হইয়া অযুত অযুত বর্ষেও যে শঙ্খ-চক্র-খড়্গধারী জয়শালী বসুদেব-তনয় মহাত্মা বিষ্ণুর গুণগণ বর্ণন করিতে পারে না, সেই অনন্তবীর্য্য অপ্রতিম নারায়ণ কেশব ধনঞ্জয়কে রক্ষা করিতেছেন। অতএব সেই জিষ্ণু ও বিষ্ণুকে একরথে সমবেত দেখিয়া আমার ভয় ও অভয় উভয়ই জন্মিতেছে। অর্জ্জুন শর-যুদ্ধে সকল ধনুর্দ্ধরগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং নারায়ণও চক্র যুদ্ধে অপ্রতিম; কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের এতাদৃশ প্রভাব; যদি হিমালয় পর্ব্বতও স্বস্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, তথাপি কৃষ্ণার্জ্জুন কদাচ বিচলিত হইবার নহেন। ইহাঁরা উভয়েই শূর, কৃতী, দৃঢ়ায়ুধ, মহারথ ও প্রশস্ত-দেহ-সম্পন্ন; কিন্তু হে শল্য! একমাত্র আমা ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি এতাদৃশ অর্জ্জুন ও বাসুদেবের প্রতিকূলে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইতে পারে? হে মদ্রেশ্বর! অদ্য ঐ পাণ্ডুতনয়ের সহিত যুদ্ধ-বিষয়ে আমার যে মনোরথ আছে, তাহা পূর্ণ হইতে আর বিলম্ব নাই; এই অতুল্যরূপ অত্যদ্ভুত বিচিত্র যুদ্ধ শীঘ্রই হইবে; অদ্য হয় আমিই কৃষ্ণার্জ্জুনকে সমর-শয্যায় নিপাতিত করিব, না হয় উহাঁরাই আমারে মৃত্যুমুখে নিক্ষিপ্ত করিবেন।

বৈরি-বিঘাতক কর্ণ শল্যকে এইরূপ কহিয়া রণস্থলে মেঘের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিলেন

এবং আপনকার পুত্র-কর্ত্তৃক সমীপাগমন-পূর্ব্বক অভিনন্দিত হইয়া আলিঙ্গনান্তে সেই কুরুপ্রবীরকে, মহাবাহু বীর-দ্বয় কৃপ ও কৃতবর্ম্মাকে, পুত্র-সহ গান্ধাররাজ শকুনিকে, গুরু-পুত্র অশ্বত্থামাকে, স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এবং সেই সকল পদাতি, অশ্ববার ও গজারোহগণকে কহিলেন " হে ভূপালগণ ! তোমরা কৃষ্ণার্জ্জুন-সমীপে দ্রুতবেগে ধাবিত হও, তাহাদিগকে সর্ব্ব দিকে নিরুদ্ধ কর এবং শীঘ্র এরূপ পরিশ্রমে ক্লান্ত করিয়া ফেল, যে, তোমাদিগের হস্তে অতিমাত্র ক্ষতবিক্ষত সেই বীর-দ্বয়কে আমি যেন অদ্য অনায়াসে নিহত করিতে পারি।"

সেই বীরতম মহারথেরা 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া অর্জ্জুনের বিনাশ বাসনায় ত্বরান্বিত হইয়া তৎসমীপে ধাবমান হইলেন এবং কর্ণের আদেশ-পালনে তৎপর হইয়া ধনঞ্জয়কে সমরে শর-নিকরে তাড়িত করিতে লাগিলেন। পরন্তু প্রভূত সলিলশালী মহাসাগর যেমন নদ নদী সকলকে কবলিত করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন সেই মহারথগণকে সংগ্রামে স্বকীয় সায়ক-সমুদায়ের আয়ত্ত করিলেন। শত্রুরা তাঁহারে শরোত্তম সমস্ত সন্ধান ও নিক্ষেপ করিতে দেখিতে পাইল না, পরন্তু ধনঞ্জয়-নিক্ষিপ্ত শর-সমূহে বিদারিত ও হত হইয়া নরাশ্ব-কুঞ্জর-পুঞ্জ নিপাতিত হইতে লাগিল। নেত্ররোগ-পীড়িত মানবেরা যেমন প্রভাকরকে নিরীক্ষণ করিতে পারে না, তদ্রূপ কৌরবগণ সেই শর-রূপ কিরণ রাজি-সমন্বিত গাণ্ডীব-রূপ সুচারু-পরিবেশ-সম্পন্ন যুগান্ত-সূর্য্য সদৃশ তেজস্বী ধনঞ্জয়কে সন্দর্শন করিতেও সমর্থ হইল না। পৃথা-তনয় সব্যসাচী স্বীয় শর-সমূহ-সহকারে বিপক্ষ মহারথগণের প্রেরিত উত্তম উত্তম শর-সমস্ত হাসিতে হাসিতে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং পুনর্ব্বারও সেই বাণ-সমুদায় বিনষ্ট করিলেন। হে রাজেন্দ্র ! জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যবর্ত্তী প্রচণ্ড-রশ্মি মার্ত্তণ্ড যেমন অনায়াসে জলরাশি শোষণ করেন, সেই প্রকার বিস্তৃত গাণ্ডীব-শরাসন-রূপ পরিপূর্ণ-মণ্ডল-বিশিষ্ট অর্জ্জুন-রূপ প্রভাকর বাণ-রূপ কিরণ-রাজি বিসর্জ্জন করত আপনকার সেনা দহন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, আপনকার পুত্র স্বয়ং দুর্য্যোধন ও মহারথ অশ্বত্থামা শর-নিকর বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং জলধরপটল যেমন বারিধারায় ধরাধরকে আকীর্ণ করে, তদ্রূপ তাঁহারে সায়ক-সমূহে সমাকীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। যুদ্ধ-কুশল সেই সকল মহারথেরা জিঘাংসাপরবশ হইয়া প্রযত্ন-সহকারে মহাসমরে যে সমস্ত সায়ক নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন, ধনঞ্জয় ত্বরান্বিত হইয়া নিজ শর-নিকর-দ্বারা তৎসমুদায় ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং প্রত্যেক বীরের বক্ষস্থল তিন তিন বাণে বিভিন্ন করিলেন। সেই বিস্তৃত গাণ্ডীব-রূপ-পূর্ণমণ্ডল-সমন্বিত শর-নিকর-রূপ খরতর-করশালী অর্জ্জুন-ভাস্কর রিপুকুল তাপিত করত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের মধ্যগত পরিবেশপ্রাপ্ত প্রভাকরের ন্যায়, সুশোভিত হইলেন।

অনন্তর দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামা দশ-সংখ্যা উৎকৃষ্ট বাণে ধনঞ্জয়কে, বাণ-ত্রয়ে কৃষ্ণকে, শর-চতুষ্টয়ে অশ্ব-চতুষ্টয়কে এবং পরিশেষে উত্তম উত্তম শর ও নারাচ-নিচয়ে ধ্বজস্থিত কপিবরকে সমাকীর্ণ করিলেন। তথাপি ধনঞ্জয় তিন বাণে অশ্বত্থামার পরিগৃহীত সেই দীপ্তিশালী কার্ম্মুক-খানি, এক ক্ষুরাস্ত্রে সারথির মস্তক, চারি বাণে চারি ঘোটক এবং শর-ত্রয়ে ধ্বজ ছিন্ন করিয়া তদীয় রথ হইতে ভূমিতলে পাতিত করিলেন। গুণ-গরিষ্ঠ দ্রোণ-তনয় অশ্বত্থামা তাহাতে রোষ-পূর্ণ হইয়া, শৈলতট হইতে প্রকাণ্ড সর্পবরের ন্যায় অন্য এক মহামূল্য মণি-হীরক-স্বর্ণালঙ্কৃত, তক্ষক-নাগ-ফণা-সদৃশ শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং ভূতলে স্বীয় আয়ুধ নিক্ষিপ্ত করিয়া কার্ম্মুকে গুণ-যোজনা-পূর্ব্বক নিকট হইতে সেই অপরাজিত নরোত্তম-যুগলকে শর-নিকর-দ্বারা বিদ্ধ ও প্রপীড়িত করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা ও দুর্য্যো-

Digitized by Google

ধন-প্রভৃতি মহারথেরাও সংগ্রাম-স্থলের অগ্রভাগে অবস্থিত থাকিয়া শর-সমূহ-সহকারে সমরে, তাস্করোপরি বারিদ-পটলের ন্যায়, পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়োপরি আপতিত হইলেন। অনন্তর, পুরাকালে বজ্রধর পুরন্দর যেমন বলিরাজের অশ্ব-সারথি-প্রভৃতি বিমর্দ্দিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ সহস্রবাহু-অর্জ্জুন-সদৃশ-বিক্রম-সম্পন্ন ধনঞ্জয় বাণ-নিচয়-দ্বারা কৃপাচার্য্যের সশর শরাসন, হয়গণ, ধ্বজ-সমস্ত ও সারথিকে নিপীড়িত করিলেন। মহাসমরে অর্জ্জুনের শর-নিকরে তাঁহার আয়ুধ নিপাতিত ও ধ্বজ বিচ্ছিন্ন হইলে, কিরীটী প্রথমে যেমন গঙ্গা-নন্দন ভীষ্মকে শর-সহস্রে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন, কৃপাচার্য্যকেও সেইরূপ করিলেন। অনন্তর সেই প্রতাপবান্ সব্যসাচী শর-সমূহ-দ্বারা আপনকার গর্জ্জনকারী পুত্রের ধ্বজচ্ছেদন ও শরাসন কর্ত্তন এবং কৃতবর্ম্মার শোভন হয়গণ হনন ও ধ্বজ কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। অপিচ তিনি ত্বরান্বিত হইয়া বহুসংখ্য অশ্ব গজ রথ সারথি ধ্বজ ও শরাসন সকলও বিনষ্ট করিলেন; তাহাতে বারিবেগ-বিদারিত সেতুর ন্যায় আপনকার সেই সুমহৎ সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। পরিশেষে কেশব রথ-দ্বারা সেই আতুর শত্রু সকলকে অর্জ্জুনের পশ্চাদ্বর্ত্তী করিলেন।

অনন্তর বৃত্রাসুর-সংহারাভিলাষী শতমন্যুর ন্যায় ধনঞ্জয় সত্বর প্রস্থান করিতে থাকিলে, পুনরায় অপরাপর যুদ্ধার্থী যোধগণ উচ্ছ্রিত-ধ্বজ-নিচয়-বিশিষ্ট সুসজ্জিত রথ-সমূহ-দ্বারা তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইল। তখন মহারথ শিখণ্ডি, সাত্যকি ও নকুল সহদেব সমীপে গমন-পূর্ব্বক সেই সকল শত্রুগণকে প্রতিবারিত করিয়া ধনঞ্জয়ের সমক্ষেই তাহাদিগকে শর-সমূহ-দ্বারা বিদীর্ণ করত সুভৈরব-রবে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, পুরাকালে দৈত্যগণ যেমন দেবগণের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়াছিল, তদ্রূপ সৃঞ্জয়-সৈন্যগণের সহিত কুরুপ্রবীরেরা কুপিত হইয়া তখন বেগগামী সুতীক্ষ্ণ শর-নিকর-সহকারে পরস্পর যুদ্ধার্থে অভিগত হইল। বিজয়াভিলাষী শত্রুতাপন বহু-সংখ্য রথী গজারোহী ও অশ্বারোহীরাও স্বর্গগমনার্থে সমুৎসুক হইয়া নিপতিত হইল, উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং সুনিক্ষিপ্ত শর-নিকরে পরস্পর প্রবল-রূপে পৃথক্ পৃথক্ বিদ্ধ করিতে থাকিল। হে রাজেন্দ্র! মহাত্মা যোধবরগণ মহাসমরে পরস্পর শরজালে অন্ধকার করিয়া তুলিলে চতুর্দ্দিক্ বিদিক্ সকল ও সূর্য্যপ্রভা তিমিরাবৃতা হইল।

সঙ্কুল-যুদ্ধে ঊনাশীতিতম অধ্যায়
সমাপ্ত। ৭৯।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভরত-নন্দন মহারাজ! এদিকে কৌরবদিগের প্রধান প্রধান সৈনিকেরা ভীমসেনকে আক্রমণ করায় তিনি সেই কুরুবীর-সাগরে নিমগ্ন-প্রায় হইলে, ধনঞ্জয় তাঁহার উদ্ধারেচ্ছু হইয়া সূত-পুত্রের সেনা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সায়ক-সজ্ঘাতে বিপক্ষ বীরগণকে মৃত্যুলোকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার শর-সমূহ ভাগক্রমে কতক গুলি গগণতল অবলম্বন করিয়া থাকিতে এবং অপর কতকগুলি আপনকার সেনা সংহার করিতে দৃষ্ট হইল। মহারাজ! মহাবাহু ধনঞ্জয় বিহগ-কুল-সঞ্চার-বিরহিত গগণ-মণ্ডল শর-নিকরে পরিপূর্ণ করত কৌরবদিগের অন্তক-স্বরূপ হইলেন। তৎকালে তিনি বিমল ভল্ল, ক্ষুরপ্র ও নারাচ-নিচয়ে বিপক্ষগণের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত এবং মস্তক সমস্ত ছিন্ন করিতে লাগিলেন। ছিন্ন-গাত্র, কবচ-শূন্য, মস্তক-বিহীন, ইতস্তত পতিত ও পতমান যোধগণ-দ্বারা রণস্থলী সমাবৃতা হইল। হে রাজন্! কেবল যোধগণ-দ্বারা নহে, ধনঞ্জয়ের শর-সমূহে বিক্ষিপ্ত, সংছিন্ন, বিভিন্ন, বিধ্বস্ত এবং অঙ্গ ও অঙ্গাবয়ব-বিরহিত রথাশ্ব, রথ ও কুঞ্জর-পুঞ্জ-দ্বারা সমাকীর্ণা হইয়াও সমর-ভূমি মহাবৈতরণী নদীর ন্যায় সুদুর্গমা সুবিষমা দুর্দ্দর্শনীয়া ও অতিশয় ভয়াবহা

Digitized by Google

হইল। কাহার ঈষা, কাহার চক্র, কাহার বা অক্ষ ভগ্ন হইয়াছে, কাহারও অশ্ব-চতুষ্টয় বিনষ্ট হইয়াছে, কাহার বা তৎসমুদায় যোজিত আছে, কাহার সারথি নিহত হইয়াছে কাহার বা সারথি বর্ত্তমান আছে; যোধগণের এইরূপ রথ-সমূহে সমুদয় রণস্থল আস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। সুবর্ণ-বর্ণ-বর্ম্মধারী কনক-ভূষণ যোধগণ-কর্ত্তৃক সমাস্থিত, কবচালঙ্কৃত, মহাসত্ত্ব, ক্রোধপরীত, নিষ্ঠুর মহামাত্রগণ-কর্ত্তৃক পার্ষ্ণি ও অঙ্গুষ্ঠ-দ্বারা প্রেরিত, চতুঃ শত মাতঙ্গ, কিরীটীর উৎকৃষ্ট শর-নিকরে নিহত হইয়া, মহাভূধরের প্রাণি-সমন্বিত বিপর্য্যস্ত শৃঙ্গ-সমুদায়ের ন্যায়, পতিত হইল। ধনঞ্জয়ের বাণ-নিবহে বিধ্বস্ত প্রধান প্রধান বারণগণ-দ্বারা মহীতল একবারে সমাকীর্ণ হইয়া পড়িল। প্রভাকর যেমন মেঘ-মণ্ডলী ভেদ করত গমন করেন, তদ্রূপ অর্জ্জুনের রথ জলদ-সদৃশ মদবর্ষী বারণগণকে বিদীর্ণ করত যাইতে লাগিল। ধনঞ্জয়, নিহত তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও মনুষ্যবৃন্দে, বহুধা বিদীর্ণ রথ-সমুদায়ে এবং শস্ত্র যন্ত্র ও কবচ-বিহীন পরিত্যক্ত-শরাসন গতপ্রাণ যুদ্ধশৌণ্ড যোধগণে সমুদয় পথ আস্তীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার গাণ্ডীবও, আকাশমণ্ডলে সজল-জলধরের ঘোরতর বজ্র-নিষ্পেষ-নিনাদের ন্যায়, অতিশয় ভৈরব-রবে বিস্ফারিত হইতে লাগিল। অনন্তর কৌরব-সেনা, অর্জ্জুন-শরে আহতা হইয়া, সাগরে মহাবাত-বিক্ষিপ্তা মহানৌকার ন্যায়, প্রভগ্না হইল। গাণ্ডীব-প্রেরিত, অলাত উল্কা ও অশনি-সদৃশ, প্রাণহর, নানারূপ শর সমস্ত আপনকার সৈন্যগণকে বিনির্দ্দগ্ধ করিতে লাগিল। রজনী-কালে মহাপর্ব্বত-মধ্যে বেণুবন প্রজ্বলিত হইয়া যে প্রকার প্রস্ফুটিত হয়, আপনকার মহাসৈন্যও শর-পীড়িত হইয়া সেইরূপ বিদীর্ণ হইতে থাকিল। ফলত কিরীটী বাণ-নিচয়-সহকারে আপনকার সৈন্যকে সংপিষ্ট দগ্ধ বিধ্বস্ত বিহত ও সর্ব্ব দিকে পলায়িত করিলেন। মহাবনে দাবাগ্নি-ত্রাসিত মৃগযূথের ন্যায় কৌরবগণ সব্যসাচি-কর্ত্তৃক নির্দ্দগ্ধ হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিল। সেই প্রকারে কৌরবদিগের সমুদয় বল উদ্বিগ্ন হইয়া সমরে মহাবাহু ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিয়া পরাঙ্মুখ হইল।

অনন্তর কুরু-সৈন্য সকল ভগ্ন হইলে, সমর-বিজয়ী বীভৎসু ভীমসেনের নিকটে গিয়া মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিলেন। হে ভারত! ধনঞ্জয় ভীমের সহিত আলিঙ্গন ও মন্ত্রণা করিয়া এবং তাঁহারে 'যুধিষ্ঠির বিশল্য ও সুস্থ হইয়াছেন' এই কুশল-সংবাদ কহিয়া পরিশেষে তাঁহার অনুমতি লইয়া রথ-নির্ঘোষে ধরাতল ও নভোমণ্ডল নিনাদিত করত পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিলেন। অনন্তর দুঃশাসনের পর আপনকার যে দশ-সংখ্য যোধ-পুঙ্গব বীর পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিলেন। হে ভরত-নন্দন! বিস্তৃত-শরাসনধারী সেই শূরগণ যেন নৃত্য করিতে করিতে, উল্কাপুঞ্জ-দ্বারা কুঞ্জরের ন্যায় তাঁহারে বাণ-নিবহ-দ্বারা নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পরন্তু মধুসূদন রথ-দ্বারা তাঁহাদিগকে পশ্চাদ্বর্ত্তী করিলেন; কেন না তিনি মনে [illegible] করিলেন, কিরীটী অবিলম্বেই উহাঁদিগকে যমের মুখে নিযুক্ত করিতে পারেন। অনন্তর অর্জ্জুনের রথ পরাঙ্মুখ হইলে, সেই শূরবরেরা তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন পৃথা-তনয় ভীমসেন, অর্জ্জুনের আক্রমণে উদ্যত সেই বীরবর্গের ধ্বজ অশ্ব শরাসন ও সায়ক-সমুদায়, নারাচ ও অর্দ্ধচন্দ্র বাণ-সমূহ-দ্বারা অবিলম্বে নিপাতিত করিলেন; পরে অপর দশ [illegible] করিয়া ভল্ল-দ্বারা তাঁহাদিগের মস্তক সমস্তও ছিন্ন [illegible] ফেলিলেন। সেই রোষ-লোহিত-নেত্র [illegible] মুখ সকল ভূতলে বহুল কমলরাজির ন্যায় [illegible] বিরাজিত হইতে লাগিল। বৈরি-সংহারকারী [illegible] মহাবেগান্বিত সুবর্ণপুঙ্খ দশ ভল্ল-দ্বারা সেই সুবর্ণাঙ্গদ-ভূষিত দশ জন কৌরবের প্রাণ বিনাশ [illegible] করিয়া প্রস্থান করিলেন।

নকুল-যুদ্ধে অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, এদিকে সেই কপিবর-ধ্বজ ধনঞ্জয় মহাবেগ-বিশিষ্ট তুরঙ্গগণ-দ্বারা প্রয়াণ করিতে থাকিলে, কৌরবদিগের বীর্য্যশালী নবতি-সংখ্যক রথী যুদ্ধার্থে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই পুরুষ-প্রবর সংশপ্তকেরা ঘোরতর পারলৌকিক শপথ করিয়া নরবর অর্জ্জুনকে সমরে পরিবেষ্টিত করিলেন। পরন্তু কৃষ্ণ, কাঞ্চন-বিভূষিত মুক্তাজাল-সমাচ্ছন্ন মহাবেগশালী শ্বেতাশ্বগণকে কর্ণের রথের প্রতি পরিচালিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর শত্রুহন্তা ধনঞ্জয় কর্ণের দিকে যাইতে থাকিলে, সংশপ্তক মহারথেরাও তাঁহারে অবিশ্রান্ত বাণ-বর্ষণে প্রহার করিতে করিতে ধাবমান হইলেন। পরন্তু অর্জ্জুন সেই ত্বরান্বিত নবতি-সংখ্য সমুদয় বীরদিগকে সারথি ধ্বজ ও শরাসন সকলের সহিত নিশিত-শর-নিকর-প্রহারে নিপাতিত করিলেন। পুণ্যক্ষয় হইলে সিদ্ধগণ যেমন বিমান সমভিব্যাহারে স্বর্গ হইতে পতিত হন, তদ্রূপ সেই সংশপ্তকবীরেরা কিরীটীর বিবিধ বাণ-নিবহে নিহত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন।

অনন্তর কৌরবগণ অশ্ব রথ ও মাতঙ্গ-সমূহের সহিত নির্ভয়-চিত্তে সেই কুরুসত্তম ধনঞ্জয়ের অভিমুখে ধাবমান হইল। আপনকার পুত্রগণের সেই তেজঃপূর্ণ মনুষ্য ও হয়-নিচয়-বিশিষ্ট, প্রধান প্রধান মহামাতঙ্গ-সমাকীর্ণ মহাসৈন্য, অর্জ্জুনকে সম্যক্‌রূপে রুদ্ধ করিল। মহাধনুর্দ্ধর কৌরবেরা শক্তি ঋষ্টি তোমর প্রাস গদা খড়্গ ও সায়ক-সমূহ-দ্বারা সেই কুরুনন্দনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। প্রভাকর যেমন কিরণধারা-দ্বারা অন্ধকার বিনষ্ট করেন, তদ্রূপ পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয়, আকাশমণ্ডলে সর্ব্ব দিকে বিস্তৃতা সেই বাণবৃষ্টিকে শর-নিকর-দ্বারা বিধ্বস্তা করিলেন। অনন্তর আপনকার পুত্রের আদেশক্রমে ম্লেচ্ছ-সৈনিকেরা সমরে অবস্থিত ত্রয়োদশ শত মত্ত মাতঙ্গ-দ্বারা পার্শ্ব হইতে পার্থকে প্রহার করিতে লাগিল। তাহারা কর্ণি, নালীক, নারাচ, তোমর, প্রাস, শক্তি, কম্পন ও ভিন্দিপাল অস্ত্র-সমূহে রথস্থিত ধনঞ্জয়কে নিপীড়িত করিল। পরন্তু ধনঞ্জয় নিশিত ভল্ল ও অর্দ্ধচন্দ্র বাণ-নিচয়-দ্বারা সেই করিকর-প্রেরিত অতুল্য শর-বর্ষণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন, পরে ধ্বজ পতাকা ও আরোহি-সমস্ত-সম্বলিত সেই দ্বিরদগণকেও নানাবিধ শরোত্তম-সহকারে, অশনিরাশি-বিদারিত শৈল-সকলের ন্যায় নিপাতিত করিলেন। সেই হেমমালা-বিভূষিত মহামাতঙ্গগণ, হেমপুঙ্খ শর-সমূহে নিপীড়িত হইয়া, অগ্নিজ্বালা প্রজ্বলিত ভূধর-নিকরের ন্যায়, ধরাতলে পতিত হইল। হে মনুজেশ্বর! অনন্তর গাণ্ডীবের এবং শব্দায়মান নরাশ্ব-কুঞ্জর-পুঞ্জের সুমহান্‌ নির্ঘোষ হইতে লাগিল। সেই আহত কুঞ্জরগণ সর্ব্ব দিকে দৌড়িতে থাকিল এবং অশ্বদিগের আরোহি-সমুদয় হত হইলে তাহারাও দশ দিকে ধাবিত হইল। হে মহারাজ! সহস্র সহস্র রথ রথি-হীন ও অশ্ব-শূন্য হইয়া গন্ধর্ব্ব-নগরাকার দৃষ্ট হইল এবং অশ্বারোহগণ ইতস্তত ধাবমান হইতে থাকিলেও পার্থ সায়ক-সমূহে সেই সেই স্থানেই নিহত হইতে দেখা গেল। অর্জ্জুনের বাহু-যুগলের যে কত বল, তাহা সেই সময়ে বিলক্ষণ-রূপে অবলোকিত হইল, যেহেতু তিনি একাকী সমরে অশ্বারোহ গজারোহ ও রথিগণকে পরাজিত করিলেন।

হে ভরত-শ্রেষ্ঠ মহীপাল! অনন্তর ভীমসেন অর্জ্জুনকে অশ্ব গজ ও রথ এই ত্রিবিধাঙ্গ মহাসৈন্যে পরিবেষ্টিত দেখিয়া ভবদীয় হতাবশিষ্ট কতিপয় রথীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ধনঞ্জয়ের রথাভিমুখে অতিবেগে ধাবিত হ লেন। পরে সেই হত-ভূয়িষ্ঠ আতুর সৈন্য, ভীম ভ্রাতা অর্জ্জুনের নিকটে যাইতেছেন দেখিয়া, তখন পলায়ন করিতে লাগিল। এদিকে অশ্রান্ত বৃকোদর গদা হস্তে লইয়া মহাসমরে ধনঞ্জয়-হতাবশিষ্ট মহাবল অশ্বারগণকে বিমর্দ্দিত করিতে থাকিলেন। অনন্তর তিনি কালরাত্রির ন্যায় অতিশয় প্রচণ্ড-মূর্ত্তি, নর-বারণ-তুরগ-

Digitized by Google

গণ-তোজিনী, অট্টালিকা প্রাকার পুর-দ্বারাদি বিদারী অতিদারুণা গদা মানব-মাতঙ্গ-তুরঙ্গগণোপরি অবিলম্বে নিক্ষিপ্তা করিলেন। হে আর্য্য! সেই ভীষণা গদা বহু-সংখ্য অশ্ব ও অশ্ববারগণকে নিহত করিল। পাণ্ডু-নন্দন ভীমসেন কৃষ্ণ-লৌহ-নির্ম্মিত-বর্ম্মধারী বহু-সংখ্য মনুষ্য ও অশ্বগণকে গদাঘাতে চূর্ণিত করিলেন; তাহারাও হত হইয়া সশব্দে পতিত হইল এবং রক্তাক্ত-দেহ, ভগ্ন-মস্তক, ভগ্নাস্থি, ভগ্ন-চরণ ও মাংসাশি-জন্তুগণ-ভোজনীয় হইয়া দন্ত-দ্বারা ধরাতল দংশন করত শয়ান রহিল। ভীমের সেই গদাটি বহুল রক্ত মাংস ও বসা-দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিয়া অস্থি সকলও ভোজন করিতে করিতে সাক্ষাৎ কালরাত্রির ন্যায় দুর্দ্দর্শনীয়া হইয়া উঠিল। অতিমাত্র রোষাবিষ্ট গদাপাণি বৃকোদর দশ সহস্র অশ্ব ও ভূরি ভূরি পদাতি নিহত করিয়া ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিলেন।

হে ভারত! অনন্তর আপনকার সৈন্যগণ গদা-হস্ত ভীমসেনকে সন্দর্শন করিয়া মনে করিল, যেন কাল-দণ্ড উত্থাপিত করত সাক্ষাৎ কৃতান্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই মত্ত-মাতঙ্গ-সদৃশ নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত পাণ্ডুনন্দন, সাগর-মধ্যে মকরের ন্যায়, গজ-সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহতী গদা গ্রহণ-পূর্ব্বক গজ-সৈন্যে প্রবিষ্ট হইবার পর তিনি অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ক্ষণকাল-মধ্যে তাহাকে যমালয়ে পাঠাইলেন। আমরা কবচ-সংবলিত মত্ত মাতঙ্গগণকে আরোহী ও পতাকাবাহীদিগের সহিত সপক্ষ শৈল সকলের ন্যায় পতিত হইতে দেখিলাম।

সেই মহাবল ভীমসেন গজ-সৈন্য সংহার-পূর্ব্বক পুনরায় নিজ রথে আরোহণ করিয়া অর্জ্জুনের পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। মহারাজ! আপনকার সৈন্য সকল শস্ত্র বেষ্টিত, নিহত, পরাঙ্মুখপ্রায় ও অতিশয় নিরুৎসাহ হইয়া প্রায়ই জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। অর্জ্জুন তাহাদিগকে তাদৃশ নিশ্চেষ্ট ও অপ্রশস্তভাবে অবস্থিত দেখিয়া প্রাণ-তাপন বাণ-নিচয়-দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। তুরঙ্গ মাতঙ্গ রথ ও মনুষ্য সকল সমরে গাণ্ডীবধারীর শর-সমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া, কেশরোপশোভিত কদম্ব কুসুমের ন্যায়, সুশোভিত হইল। হে মহারাজ! অনন্তর কৌরবগণ নরাশ্ব-কুঞ্জর-পুঞ্জের প্রাণহারী অর্জ্জুন-শর-নিকরে বধ্যমান হইতে থাকিলে, তাহাদের মধ্যে সুমহান্ আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। তৎকালে তবদীয় সৈন্য সকল অতিশয় ত্রাসান্বিত ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া হাহাকার করত অঙ্গারচক্রবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিল। পরে কুরু-সৈন্যের সহিত অর্জ্জুনের সেই সুমহৎ সংগ্রাম হইল, যাহাতে কি রথী, কি সাদী, কি তুরঙ্গ, কি মাতঙ্গ, কেহই অক্ষত রহিল না; সকলেরই কবচ-সমুদয় বিচ্ছিন্ন ও সর্ব্ব শরীর শোণিতাক্ত হওয়াতে সমস্ত সৈন্য যেন প্রজ্বলিত হইয়া প্রফুল্ল অশোক-কাননের তুল্য হইয়া উঠিল। সেই যুদ্ধে সব্যসাচীকে তাদৃশ বিক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া সমুদায় কৌরবেরাই কর্ণের জীবিত-বিষয়ে নিরাশ হইল। সমরে গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়-কর্তৃক পরাজিত হইয়া তাহারা তদীয় শর-সম্পাত অবিষহ্য বোধ করিয়া সংগ্রামে নিবৃত্ত হইল। সায়ক-সমূহে বধ্যমান ও ভীত হইয়া যুদ্ধ-স্থলে কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া দশ দিকে পলায়ন করিল এবং সূতনন্দনকেও নিন্দা করিতে লাগিল। তখন ধন-ঞ্জয়, ভীমসেন-প্রভৃতি পাণ্ডবীয় যোধগণের হর্ষ-বর্দ্ধন করত বহু শত শর বর্ষণ করিতে করিতে সেই পলায়মান কৌরবগণের পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। কিন্তু হে মহারাজ! তৎকালে আপনকার পুত্রেরা কর্ণের রথের দিকে গমন করিলেন। তাঁহারা অগাধ বিপদ্-সাগরে মগ্নপ্রায় হইলে কর্ণই তাঁহাদিগের পক্ষে দ্বীপ-স্বরূপ হইলেন। কৌরবগণ গাণ্ডীব-ধারীর ভয়ে নির্বিষ-ভুজঙ্গ-তুল্য হইয়া কর্ণকেই আশ্রয় করিলেন। হে আর্য্য নরাধিপ! কর্ম্মনিষ্ঠ [illegible]-গণ যেমন মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইয়া একমাত্র ধর্ম্মের নিকটে শরণাগত হন, তদ্রূপ আপনকার পুত্রেরা

মহাত্মা ধনঞ্জয়ের ত্রাসে মহাধনুর্দ্ধর কর্ণের সমীপেই শরণাপন্ন হইলেন।

কর্ণ সেই শরাতুর রক্তাক্ত-দেহ শঙ্কটাপন্ন কৌরবগণকে কহিলেন " তোমরা ভয় করিও না; আমার উভয় পার্শ্বে আইস "। তবদীয় সৈন্য সকল অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক বল-পূর্ব্বক প্রভগ্ন হইয়াছে দেখিয়া তিনি শত্রুসংহার-বাসনায় শরাসন বিস্ফারণ করত অবস্থিত হইলেন। সকল-শস্ত্রধারি-প্রবর সূত-নন্দন সেই কৌরবগণকে পলায়ন-পরায়ণ অবলোকন করিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করত সম্যক্ চিন্তা-পূর্ব্বক অর্জ্জুনের বিনাশে স্থির সঙ্কল্প করিলেন। অনন্তর তিনি সুমহৎ শরাসন বিস্ফারণ করিয়া সব্যসাচীর সাক্ষাতেই পুনরায় পাঞ্চাল-সৈন্যের প্রতি ধাবিত হইলেন। পরে ক্ষণ-কাল-মধ্যে ক্ষিতিপালগণ লোহিত-তুল্য-নেত্র হইয়া বাণ-সমূহ-সহকারে, ভূধরোপরি বারিদপটলের ন্যায়, কর্ণোপরি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হে প্রাণধারি-প্রবর মহামতে রাজেন্দ্র! অনন্তর কর্ণ-নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র শর-সমুদায় পাঞ্চালদিগকে প্রাণ-বিযুক্ত করিল। পরে মিত্রপ্রিয় সূত-নন্দন মিত্র-কার্য্যার্থে পাঞ্চালগণকে আহত করিতে থাকিলে, তাহাদিগের মধ্যে সুমহান্ আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল।

সঙ্কুল-যুদ্ধে একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮১॥



সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর কৌরবগণ পলায়ন করিতে থাকিলে, প্রবল সমীরণ যেমন মেঘমণ্ডলকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ সূত নন্দন কর্ণ শ্বেত-হয়-যুক্ত কবচাবৃত স্যন্দনে সমারূঢ় থাকিয়া মহাশর-নিকরে পাঞ্চাল-পুত্রগণকে প্রমথিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অঞ্জলিকাস্ত্র-নিকরে জনমেজয়ের সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া তদীয় অশ্বগণকেও নিহত করিলেন; শতানীক ও সুত-সোমকে ভল্ল-সমূহে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাদিগের শরাসন-যুগল ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন; অনন্তর সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে ছয় বাণে বিদ্ধ করিয়া বল-পূর্ব্বক তাঁহার হয়গণকে নিহত করিলেন এবং সাত্যকির তুরঙ্গগণকে বিনষ্ট করিয়া কৈকেয়-পুত্র বিশোকের প্রাণ বধ করিলেন। কৈকেয়-কুমার নিহত হইলে তদীয় সেনাপতি উগ্রকর্ম্মা, কর্ণের প্রতি ধাবমান হইল এবং পুনঃপুন শরাসন কম্পিত করত উগ্র-বেগান্বিত শর-সমূহ-দ্বারা কর্ণ-নন্দন প্রসেনকে অভিহত করিল। তখন কর্ণ অর্দ্ধচন্দ্র বাণ-ত্রয়ে সহসা তাহার বাহু-দ্বয় ও মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সে গতাসু হইয়া পরশু-বিদীর্ণ শাল-তরুর ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল। এদিকে কর্ণ-পুত্র প্রসেন, যেন নৃত্য করিতে করিতে, আকর্ণ-পূর্ণ-সন্ধানে বিমুক্ত শাণিত শর-নিকর-দ্বারা, হতাশ্ব শিনিপ্রবীর সাত্যকিরে আচ্ছন্ন করিয়া, পরিশেষে তদীয় বাণ-সমূহে অভিহত হইয়া, নিপতিত হইলেন। পুত্র নিহত হইলে কর্ণ নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত-চিত্তে শিনি-প্রবর সাত্যকির সংহারেচ্ছু হইয়া " রে শৈনেয়! তুই হত হইলি " এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার প্রতি শত্রু-সংহার-সমর্থ বাণ বিসর্জ্জন করিলেন। তখন শিখণ্ডী তিন বাণে কর্ণের সেই শর ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং কর্ণকেও তিন বাণে নিপীড়িত করিলেন। সেই উগ্রমূর্ত্তি মহাত্মা অধিরথ-সূততনয় ক্ষুরাস্ত্র-যুগল-দ্বারা শিখণ্ডীর কার্ম্মুক ও ধ্বজ ছেদন-পূর্ব্বক বিমর্দ্দিত করিলেন; শিখণ্ডীকে ছয় বাণে বিদ্ধ করিলেন; ধৃষ্টদ্যুম্ন-তনয়ের শিরশ্ছেদন করিলেন এবং পরিশেষে একটি সুশাণিত শর-দ্বারা সুতসোমকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

হে রাজ-সিংহ! অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন-তনয় নিহত হওয়ায় তথায় তুমুল রোদন-ধ্বনি উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন " পার্থ! কর্ণ তোমার সৈন্যকে পাঞ্চাল-শূন্য করিতেছে; অতএব চল; কর্ণকে বিনষ্ট কর। " নর-প্রবীর সুবাহু ধনঞ্জয় তাহাতে প্রকৃষ্ট-রূপে হাস্য করিয়া রথ-যূথপতি

Digitized by Google

কর্ণ-কর্ত্তৃক অভ্যাহত সেই ভয়ার্ত্ত পাঞ্চালগণের পরিত্রাণ ইচ্ছা করত রথারোহণে অবিলম্বে কর্ণের রথ-সমীপে গমন করিলেন; অনন্তর প্রচণ্ড নির্ঘোষে গাণ্ডীব-শরাসন বিস্ফারণ এবং মৌর্ব্বী-দ্বারা বারংবার তল-যুগল সমাহনন করিয়া সহসা বাণান্ধকার বিস্তার-পূর্ব্বক অশ্ববার, গজারোহ, রথী ও ধ্বজবাহী-দিগকে নিহত করিতে লাগিলেন। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে কিরীটী যখন মণ্ডলাকার মৌর্ব্বীযুক্ত গাণ্ডীবে টঙ্কার প্রদান করত উৎসাহে স্ফীত হইয়া বিপক্ষ-সৈন্য আক্রমণ করেন, তখন ধনুষ্টঙ্কারের প্রতিধ্বনি সকলই কেবল গগণতলে বিচরণ করিতে থাকিল; বিহঙ্গমগণ ভীত হইয়া গিরিগুহা-সমুদায়ে প্রবেশ করিল। বীরবর বৃকোদর পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া ধনঞ্জয়কে রক্ষা করিবার আশয়ে রথারোহণে তাঁহার অনুগামী হইলেন। সেই রাজপুত্র-দ্বয় শত্রু-সমূহে পরিবৃত হইয়াও পৃথক্ পৃথক্ রথারোহণে কর্ণের নিকটে সত্বর যাইতে লাগিলেন।

ঐ অবসরে সূত-পুত্র কর্ণ সোমক-সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করত ঘোরতর সংগ্রাম করিলেন; অনেকানেক অশ্ব রথ ও মাতঙ্গগণকে নিহত করিলেন এবং শরজালে সমুদয় দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। পরন্তু উত্তমৌজা, জনমেজয়, যুধামন্যু, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন, ইহাঁরা একত্র মিলিত হইয়া ক্রোধভরে সিংহনাদ করিতে করিতে তাঁহারে শর-সমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়-সকল যেমন জিতেন্দ্রিয় পুরুষকে ধৈর্য্য হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ পাঞ্চাল-দিগের সেই পঞ্চ রথপ্রবীর, বৈকর্ত্তন কর্ণকে সর্ব্বতোভাবে আক্রমণ করিলেও তাঁহারে তদীয় রথ হইতে কোন ক্রমে পরিভ্রষ্ট করিতে পারিলেন না। কর্ণ শর-নিকর-দ্বারা তাঁহাদিগের অশ্ব, সারথি, ধ্বজ, পতাকা ও শরাসন সকল শীঘ্র ছিন্ন করিয়া তাঁহা-দিগকে পঞ্চ বাণে অতিশয় আহত করিলেন; পরে সিংহের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

তিনি যখন ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া শররাজি বিসর্জ্জন করত তাঁহাদিগকে অভিহত করেন, তখন ‘ তাঁহার শরাসন-শব্দে শৈল-বৃক্ষ-সম্বলিত সমগ্র মহীমণ্ডল বিশীর্ণ হইতে পারে,’ এই মনে করিয়া লোক সকল অতিমাত্র বিষণ্ণ হইল। সেই অধিরথ-তনয় সমরে শক্র-চাপ-সদৃশ সুবিস্তীর্ণ-শরাসন-দ্বারা শর-সমস্ত নিক্ষেপ করত, প্রদীপ্ত-কিরণরাজি-সমন্বিত পরিবেশবান্ প্রভাকরের ন্যায় সুশোভিত হইলেন। তিনি শিখণ্ডিকে সুশাণিত দ্বাদশ শায়কে, উত্তমৌজাকে ছয় শরে এবং যুধামন্যু জনমেজয় ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিন তিন বাণে অতিশয় বিদ্ধ করিলেন। হে আর্য্য! সেই পঞ্চ মহারথ মহাসমরে, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ-কর্ত্তৃক পরাজিত ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়-সকলের ন্যায়, সূতপুত্র-কর্ত্তৃক পরাজিত হওয়ায় উদ্যম-শূন্য ও শত্রুগণ-হর্ষবর্দ্ধন হইয়া রহিলেন। পরে, বণিকেরা সমুদ্র-মধ্যে ভগ্ন-পোত হইয়া মগ্ন-প্রায় হইলে লোকে যেমন তাহাদিগকে নৌকা-দ্বারা তথা হইতে উদ্ধৃত করে, তদ্রূপ পাঞ্চালদিগের সেই পঞ্চ মহারথ কর্ণার্ণবে মগ্নপ্রায় হইলে, তাঁহা-দিগের স্বীয় ভাগিনেয় দ্রৌপদী-তনয়েরা তাঁহা-দিগকে সুসজ্জিত রথ-সমুদায়-দ্বারা তাহা হইতে বিমুক্ত করিলেন।

অনন্তর শিনিপ্রবর সাত্যকি শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা কর্ণ-নিক্ষিপ্ত বহুসংখ্য সায়ক-সমস্ত ছিন্ন করিবার পর লৌহময় নিশিত বাণ-নিচয়ে কর্ণকে বিদারিত করিয়া আপনকার জ্যেষ্ঠ তনয়কে অষ্ট শরে বিদ্ধ করিলেন। পরে কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন ও স্বয়ং কর্ণ তাঁহারে শাণিত শর-নিকরে তাড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; বসুগণ-গরিষ্ঠ সাত্যকিও সেই দিগীশ্বর-সদৃশ বীর-চতুষ্টয়ের সহিত, দৈত্যপতির ন্যায় একাকী যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি মৌর্ব্বী-সংযুক্ত অত্যন্ত বিস্ফারিত অপরিমিত-বাণবর্ষী শব্দায়মান শরাসন-দ্বারা শরৎ-কালীন নভোমণ্ডল-মধ্যগত প্রভাকরের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ

Digitized by Google

তর হইয়া উঠিলেন। অমরগণ যেমন শক্র-নিসূদন-সময়ে পুরন্দরকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পরন্তপ পাঞ্চাল মহারথেরা পুনরায় রথারূঢ় ও সুসন্নদ্ধ হইয়া সমরে সমাগমন-পূর্ব্বক শিনিপ্রবীরকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, পুরাকালে অসুরগণের সহিত দেবগণের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, আপনকার সৈনিক-সকলের সহিত বিপক্ষগণের সেইরূপ নর-বাজি-বারণগণ-বিধ্বংসী অতিদারুণ যুদ্ধ হইল। রথ, অশ্ব, মাতঙ্গ ও পদাতিগণ নানাবিধ শস্ত্র-সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে থাকিল; পরস্পর অভিহত হইয়া স্খলিত-গতি হইতে থাকিল; কাতরভাবে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকিল এবং গতপ্রাণ হইয়া ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল।

যুদ্ধের তাদৃশী অবস্থায় আপনকার পুত্র দুঃশাসন ভীমসেনকে শর-নিকরে সমাকীর্ণ করত অভীত-চিত্তে তাঁহার সন্নিহিত হইলেন এবং বৃকোদরও তাঁহারে প্রাপ্ত হইয়া, সিংহ যেমন মহারুরুকে পাইয়া তৎ প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ তাঁহার অভিমুখে সত্বর প্রধাবিত হইলেন। অনন্তর প্রাণ-দুরোদর-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত পরস্পর রোষাবিষ্ট ভীম দুঃশাসনের, পুরাকালে শক্র শম্বরাসুরের ন্যায় অতিদারুণ যুদ্ধ হইল। তাঁহারা উভয়েই শরীর-পীড়াকর সুতীক্ষ্ণ শর-নিকর-দ্বারা, এক হস্তিনীর নিমিত্ত মন্মথাসক্ত-চিত্ত মদা-মদ মহামাতঙ্গ-যুগলের ন্যায়, পরস্পর পরস্পরকে অতিশয় আহত করিতে লাগিলেন। অনন্তর বৃকোদর সত্বর হইয়া ক্ষুরাস্ত্র-যুগল-দ্বারা আপনকার পুত্রের শরাসন ও ধ্বজ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন; এক বাণে তাঁহার ললাটদেশও বিদ্ধ করিলেন এবং তদীয় সারথির মস্তকও শরীর হইতে হরণ করিয়া লইলেন। তখন রাজপুত্র দুঃশাসন অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া বৃকোদরকে দ্বাদশ বাণে বিদ্ধ করিলেন এবং স্বয়ং তুরঙ্গগণের রশ্মি সংযমন করত ভীমের প্রতি পুনরায় অবক্রগামী শর-সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি প্রভাকর-কর-সদৃশ-প্রভাশালী, উত্তম সুবর্ণ-হীরক-রত্ন-বিভূষিত, মহেন্দ্রের বজ্রাশনিপাতের ন্যায় দুঃসহ, ভীমাঙ্গ-বিদারণ-সমর্থ এক বাণ পরিত্যাগ করিলেন। সেই শর বৃকোদরের দেহ-মধ্যে বিদ্ধ হওয়ায় তিনি গতাসুর ন্যায় অবসন্ন-কায় ও নিপাতিত হইয়া বাহু-দ্বয় প্রসারণ-পূর্ব্বক রথোত্তম অবলম্বন করিলেন; পরে পুনরায় চৈতন্য লাভ করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ভীম-দুঃশাসন-যুদ্ধে দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, রাজনন্দন দুঃশাসন সেই যুদ্ধে অতি দুষ্কর কর্ম্ম করিলেন। তিনি তুমুল সংগ্রাম করত এক শরাঘাতে ভীমসেনের শরাসন ছেদন-পূর্ব্বক ছয় বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। বলশালী মহাত্মা নৃপনন্দন সেইরূপ করিবার পর ভীমসেনকে নয় বাণে বিদ্ধ করিলেন; পরে বহু-সংখ্য উত্তম উত্তম বাণ-দ্বারা তাঁহারে শীঘ্রই ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বলবান্ ভীমসেনও ক্রোধাক্রান্ত হইয়া আপনকার পুত্রের প্রতি একটা প্রচণ্ড শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাত্মা দুঃশাসন সেই অতিঘোর-রূপা শক্তিকে প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায়, সহসা নিকটে আসিতে দেখিয়া আকর্ণ-পূর্ণ-সন্ধানে বিমুক্ত দশ বাণ-দ্বারা তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সমুদয় যোধগণ তাঁহার সেই সুদুষ্কর কর্ম্ম দেখিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে অতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর আপনকার সেই পুত্র পুনর্ব্বারও শরাঘাতে ভীমসেনকে শীঘ্র প্রগাঢ়রূপে বিদ্ধ করিলেন। তখন ভীমসেন পুনরায় তাঁহার প্রতি শীঘ্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারে নিরীক্ষণ করিয়া তিনি রোষে অতিমাত্র প্রজ্বলিত হইলেন। কোপান্বিত বৃকোদর "অহে বীর! অদ্য তুমি আমারে শীঘ্র অতিশয় বিদ্ধ করিলে, সম্প্রতি একবার আমার

Digitized by Google

গদাপ্রহারও সহ্য কর," উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ কহিয়া দুঃশাসনের সংহারার্থে সেই ভয়ঙ্করী গদা গ্রহণ করিলেন এবং কহিলেন "রে দুরাত্মন্! অদ্য আমি সংগ্রাম-মধ্যে তোর শোণিত পান করিব।" ভীমসেন এইরূপ কহিলে পর আপনকার পুত্র অতিবেগে একটা মৃত্যুরূপা শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ভীমসেনও সমরে রোষ-পরীত-মূর্ত্তি হইয়া অতিভীষণা গদা আঘূর্ণন-পূর্ব্বক নিক্ষিপ্তা করিলেন। সেই গদা সহসা দুঃশাসনের শক্তিটাকে ভগ্ন করিয়া তাঁহারে মস্তক-দেশে তাড়িত করিল। সেই তুমুল সংগ্রামে মহাবীর ভীমসেন মত্ত-মাতঙ্গ-তুল্য স্ফুর্ত্তি-সহকারে দুঃশাসনের প্রতি এরূপ বল-পূর্ব্বক গদা-প্রেরণ করিলেন যে, তদ্দ্বারা তাঁহারে দশ ধনু অন্তরে অপনীত করিয়া ফেলিলেন। হে নরেন্দ্র! দুঃশাসন সেই বেগবতী গদার পতনে আহত, অতিবেদনার্ত্ত, কম্পমান ও পতিত হইয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন; তাঁহার কবচ, অলঙ্কার, বস্ত্র ও মাল্য বিধ্বস্ত হইল; সমুদয় অশ্বগণ নিহত হইল এবং রথখানিও চূর্ণ হইয়া গেল।

হে রাজন্! অনন্তর তরস্বী ভীমসেন, পূর্ব্বে সেই ঘোরতর তুমুল দ্যূত-যুদ্ধ উপস্থিত হইলে আপনকার প্রধান প্রধান পুত্রেরা সর্ব্বতোভাবে যে শত্রুতাচরণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলেন। সেই ভীষণমূর্ত্তি অচিন্ত্যকর্ম্মা মহাবাহু বৃকোদর দুঃশাসনকে তথায় নিরীক্ষণ করিয়া, রজস্বলা রাজমহিষী কৃষ্ণার কেশ-গ্রহণ ও বসনাপহরণ স্মরণ করিয়া এবং স্বামীরা পরাঙ্মুখ হইলে, সেই নিরপরাধা মহিলার প্রতি যে সমস্ত দুঃখ প্রদত্ত হইয়াছিল, তৎসমুদায় বিশেষ রূপে চিন্তা করিয়া পরিশেষে ঘৃতসিক্ত-হুতাশনের ন্যায় কোপে একবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তৎকালে তিনি কর্ণ, দুর্য্যোধন, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মাকে বলিলেন "হে সমগ্র যোধগণ! অদ্য আমি পাপাত্মা দুঃশাসনকে নিহত করিতেছি, তোমরা ইহাকে রক্ষা কর।" অতিবল-বিক্রান্ত তরস্বী ভীমসেন এইরূপ কহিয়া দুঃশাসনের সংহারাভিলাষে সহসা ধাবমান হইলেন। অদ্বিতীয় বীরবর বৃকোদর সমরে তাদৃশ বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক, প্রচণ্ড-বেগশালী কেশরী যেমন মহামাতঙ্গকে নিষ্পীড়িত করে, সেইরূপ দুর্য্যোধন ও কর্ণের সমক্ষেই দুঃশাসনকে নিগৃহীত করিয়া রথ হইতে লম্ফপ্রদানান্তে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন; পরে সেই ধরাতল-পতিত কম্পমান-কলেবর দুঃশাসনের প্রতি যত্ন-সহকারে নয়ন-সন্নিবেশিত করিয়া পদ-দ্বারা তদীয় কণ্ঠদেশ আক্রমণ করিলেন এবং শাণিত সুধার খড়্গ লইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদারণ-পূর্ব্বক ঈষদুষ্ণ শোণিত পান করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! অনন্তর মতিমান্ ভীমসেন স্বীয় প্রতিজ্ঞা সত্য করিতে অভিলাষী হইয়া সেই খড়্গ-দ্বারা আপনকার পুত্রের শিরশ্ছেদন-পূর্ব্বক নিপাতিত করিয়া উহার ঈষদুষ্ণ রক্ত পান করিতে থাকিলেন এবং বহুক্ষণ আস্বাদন-পূর্ব্বক তাঁহারে নিরীক্ষণ করত ক্রোধভরে এই কথা বলিলেন যে "জননীর স্তনদুগ্ধ, মধু, ঘৃত, সুসংস্কৃত মধু-মদ্য অথবা সুবাসিত সুশীতল সলিলের পান অপেক্ষা, দধি, দুগ্ধ ও উৎকৃষ্ট নির্জ্জল ঘোল অপেক্ষা এবং লোক-মধ্যে সুধা ও অমৃত-সদৃশ স্বাদু রস-যুক্ত অন্যান্য যে সমস্ত পানীয় দ্রব্য আছে, তৎসমুদায় অপেক্ষা অদ্য আমার এই শত্রুরুধিরের রস সমধিক উৎকৃষ্ট বোধ হইতেছে।" অনন্তর ক্রোধ-পরীত-মূর্ত্তি উগ্রকর্ম্মা ভীমসেন দুঃশাসনকে গতায়ু দেখিয়া মধুর-স্বরে হাস্য-পূর্ব্বক পুনর্ব্বারও তাঁহারে বলিলেন "সংপ্রতি মৃত্যু তোমারে রক্ষা করিলেন; অতএব আর আমি তোমার কি করিতে পারি?" তিনি শোণিতাস্বাদনে অতিমাত্র হৃষ্টচিত্ত হইয়া এইরূপ উক্তি করত পুনরায় ধাবমান হইতে থাকিলে, তৎকালে যাহারা তাঁহারে নিরীক্ষণ করিল, তাহারাও ভয়ে বিহ্বল হইয়া নিপতিত হইল। অপিচ যে সকল মনুষ্য তথায় পতিত হয় নাই,

Digitized by Google

তাহাদিগের হস্ত হইতে অস্ত্র শস্ত্র সমস্ত স্খলিত হইয়া পড়িল; তাহারা ভয়ে নিতান্ত কাতর হইয়া নিমীলিত-নয়নে কদর্য্য-স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল এবং পরে তাঁহারে অবলোকন করিতে থাকিল। ফলত যাহারা ভীমসেনকে তথায় দুঃশাসনের সেই শোণিত পান করিতে দেখিয়াছিল, তাহারা সকলেই ভয়ে অভিভূত হইয়া “এ ব্যক্তি মনুষ্য নহে”; এই কথা বলিতে বলিতে সর্ব্ব দিকে পলায়ন করিল।

ভীমসেন-কৃত তাদৃশ ঘোর-রূপ রূপ এবং সেই রুধির-পান সন্দর্শন করিয়া সৈন্যগণ যখন ভয়ার্ত্ত হইয়া তাঁহারে রাক্ষস বলিতে বলিতে চিত্রসেনের সহিত পলায়ন করিতে লাগিল, তখন রাজ-পুত্র যুধামন্যু সেই পলায়মান চিত্রসেনের প্রতি সসৈন্যে ধাবমান হইলেন এবং নির্ভয়-চিত্তে শীঘ্র বিমুক্ত নিশিত সপ্ত বাণ-দ্বারা তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। চিত্রসেনও কণোপরি পদ-দ্বারা সম্যক্ রূপে আক্রান্ত লেলিহান মহাভুজঙ্গের ন্যায়, ক্রোধ-বিষ-বিসর্জ্জন-বাসনায় নিবৃত্ত হইয়া পাঞ্চাল-তনয়কে শরত্রয়ে এবং তাঁহার সারথিকে ছয় বাণে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর শূরবর যুধামন্যু আকর্ণ-পূর্ণ-সন্ধানে বিমুক্ত, শোভন-পত্র-যুক্ত, সুপুঙ্খ, সুশাণিতাগ্র শর-দ্বারা তাহার মস্তক হরণ করিলেন। সেই ভ্রাতা চিত্রসেন নিহত হইলে, অমিত-তেজস্বী কর্ণ ক্রোধান্বিত হইয়া নিজ পৌরুষ প্রদর্শন করত পাণ্ডবদিগের সৈন্য সকলকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তখন নকুল তাঁহার প্রতিকূলে অগ্রসর হইলেন।

এদিকে ভীমসেন অমর্ষণ দুঃশাসনকে নিহত করিয়া সেই শত্রুগণ-মধ্যেই পুনর্ব্বার রুধিরের অঞ্জলি পূরণ-পূর্ব্বক লোকপ্রবীরগণের শ্রবণ-গোচরে প্রচণ্ড-নিনাদে এই কথা বলিলেন “রে পুরুষাধম! এই আমি তোর কণ্ঠ হইতে রুধির পান করি, তুই এখন পুনরায় অত্যন্ত হর্ষাবিষ্ট হইয়া গরু গরু বল্। যাহারা পাশক্রীড়া সময়ে আমাদিগকে গরু গরু বলিয়া নৃত্য করিয়াছিল, এক্ষণে আমরা আবার তাহাদিগকে গরু গরু বলিয়া নৃত্য করি। দুর্য্যোধন, শকুনি ও কর্ণের মন্ত্রণায় আমাদের প্রমাণ-কোটি-নামক প্রাসাদে শয়ন, কালকূট ভক্ষণ, কৃষ্ণ-সর্প-দ্বারা দংশন, জতুগৃহে দহন, দ্যূত-দ্বারা রাজ্য-হরণ, দ্রৌপদীর সুদারুণ কেশাকর্ষণ ও বস্ত্র হরণ অরণ্যে বসতি এবং বিরাট-ভবনে আমাদের, সংগ্রামে শর ও অস্ত্র-সমস্ত সহন, আর বাস-স্থানে নানাবিধ অসুখ, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার যে ক্লেশ অনুভূত হইয়াছে, একমাত্র তুইই তৎসমুদায়ের প্রধান কারণ। ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণের দৌরাত্ম্য-হেতু আমরা চিরকাল এই সমস্ত দুঃখ অনুভব করিয়াছি, কদাচ সুখ পাই নাই।”

মহারাজ! শোণিত-লিপ্ত-দেহ, বিগলিত-রুধিরানন, অতিমাত্র বলশালী, ক্রোধান্বিত বৃকোদর জয়-লাভান্তে দুঃশাসনকে এইরূপ কহিবার পর হাস্য করত পুনর্ব্বার কৃষ্ণার্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন “হে বীরদ্বয়! আমি সংগ্রামে দুঃশাসন-বিষয়ে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, অদ্য তাহা সত্য করিলাম; আবার এই সমর-যজ্ঞ-ভূমিতেই দুর্য্যোধন-রূপ দ্বিতীয় যজ্ঞীয় পশু হিংসা করিয়া আহুতি প্রদান করিব;—কৌরবদিগের সমক্ষে পদ-দ্বারা সেই দুরাত্মার মস্তকটা বিমর্দ্দিত করিয়া শান্তি লাভ করিব।” রুধিরার্দ্র দেহ অতিবলবান্ মহাত্মা ভীমসেন অতিশয় হর্ষাবিষ্ট-চিত্তে এতাবৎ বাক্য কহিয়া, বৃত্রাসুর-সংহারান্তে সহস্র-নয়নের ন্যায়, উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিতে লাগিলেন।

দুঃশাসন-বধে ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৩।



সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! দুঃশাসন নিহত হইলে, আপনকার সমরে অপরাঙ্মুখ, মহারোষ-বিষ-বিশিষ্ট, মহাবীর্য্যশালী দশ জন মহারথ বীর পুত্র শর-নিকর-দ্বারা বৃকোদরকে আচ্ছাদিত করিলেন।

Digitized by Google

নিষঙ্গী, কবচী, পাশী, দণ্ডধার, ধনুর্গ্রহ, অলোলুপ, সহ, ষণ্ড, বাতবেগ ও সুবর্চ্চা, ভ্রাতৃ-বিয়োগে দুঃখিত এই দশ সহোদর একত্র মিলিত হইয়া সমরে আগমন-পূর্ব্বক সায়ক-সমূহ-সহকারে মহাবাহু ভীমসেনকে সম্যক্‌রূপে বারিত করিলেন। ভীমসেন সেই মহারথগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্ব দিক্‌ হইতে বিশিখপুঞ্জ-দ্বারা বার্য্যমাণ হওয়ায় রোষানলে লোহিতনেত্র হইয়া, ক্রোধাক্রান্ত কালের ন্যায়, বিরাজমান হইলেন। হে ভারত! পৃথা-তনয় বৃকোদর মহাবেগশালী সুবর্ণপুঙ্খ দশ ভল্ল-দ্বারা সেই সুবর্ণাঙ্গদধারী দশ জন কৌরবকে শমন সদনে উপনীত করিলেন। সেই বীরগণ হত হইলে আপনকার সৈন্য সকল পাণ্ডুপুত্রের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া কর্ণের সাক্ষাতেই পলায়ন করিতে লাগিল।

মহারাজ! অনন্তর কর্ণ, প্রজাগণের প্রতি অন্তকের ন্যায়, সৈন্যগণের প্রতি ভীমসেনের বিক্রম দেখিয়া মহাভয়াবিষ্ট হইলেন। তখন সমর-শোভন শল্য তাঁহার বাহ্য আকার ও আন্তরিক ভাব জানিতে পারিয়া সেই শত্রুদমন কর্ণকে তৎকাল-সমুচিত এই বাক্য বলিলেন "হে রাধেয়! তুমি ব্যথিত হইও না, তোমার এরূপ হওয়া উপযুক্ত নহে। ঐ দেখ, ভূপালগণ ভীমসেনের ভয়ে পীড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছেন এবং দুর্য্যোধনও সহোদর-বিয়োগে শোকার্ত্ত ও বিমুগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। মহাত্মা ভীমসেন দুঃশাসনের রুধির পান করিলে কৃপাচার্য্য-প্রভৃতি যোধগণ এবং দুর্য্যোধনের হতাবশিষ্ট সহোদর সকল বিষণ্ণ-চিত্ত হইয়া তাঁহারে সর্ব্বদিকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিতেছেন; শোকে তাঁহাদের সমর-সমুচিত ক্রোধের উপশম হইয়াছে। ও দিকে ধনঞ্জয়-প্রভৃতি শৌর্য্য-সম্পন্ন পাণ্ডবগণ লব্ধলক্ষ হইয়া তোমারই অভিমুখে যুদ্ধার্থে সমুপস্থিত হইয়াছে। অতএব হে পুরুষব্যাঘ্র! তুমি অসামান্য পুরুষকারে সুনিশ্চল থাকিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের প্রতিকূলে অগ্রসর হও। দেখ, দুর্য্যোধন তোমার প্রতি সমুদয় ভার সমর্পণ করিয়াছেন; অতএব হে মহাবাহো! তুমি, যেমন সামর্থ্য ও যেমন বল, তদনুসারে তাহা বহন কর। সংগ্রামে জয় হইলে বিপুলা কীর্ত্তি, আর পরাজয় হইলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়। হে সূতনন্দন! তুমি মোহাপন্ন হইয়াছ বলিয়া তোমার তনয় বৃষসেন অত্যন্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া পাণ্ডবগণের অভিমুখে ধাবমান হইতেছেন।" অতিতেজস্বী শল্যের এই কথা শুনিয়া কর্ণ যুদ্ধের নিমিত্তে অন্তঃকরণ-মধ্যে অবশ্যকর্ত্তব্য সুনিশ্চল সঙ্কল্প সঙ্কলন করিলেন।

অনন্তর ক্রোধান্বিত বৃষসেন স্বীয় রথে অবস্থিত হইয়া, যে স্থানে বৃকোদর গৃহীতদণ্ড কালের ন্যায় গদা হস্তে লইয়া ত্বদীয় সৈন্যগণকে চূর্ণিত করিতেছিলেন, তথায় সেই পাণ্ডুনন্দনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর বীরবর জয়শীল নকুল, জম্ভাসুর-সংহারাভিলাষী পুরন্দরের ন্যায়, সমরে কর্ণপুত্র বৃষসেনের বিনাশেচ্ছু হইয়া অতিশয় হর্ষাবিষ্ট-চিত্তে সেই শত্রুকে শর-সমূহ-দ্বারা নিপীড়িত করিতে করিতে রোষভরে তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন; পরে ক্ষুরাস্ত্র-দ্বারা কর্ণ-তনয়ের স্ফটিক-বিন্দুবিচিত্রিত ধ্বজ এবং ভল্ল-দ্বারা সুবর্ণপট্ট-সংবদ্ধ বিচিত্র শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাস্ত্রধারী কর্ণ-নন্দন অতিশীঘ্র অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া দুঃশাসনের বৈর-শোধন করিবার বাসনায় দিব্য মহাস্ত্র সমূহ-দ্বারা পাণ্ডুতনয় নকুলকে সর্ব্বতোভাবে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই মহাত্মা নকুল তাহাতে ক্রোধাক্রান্ত হইয়া মহোল্কা-সদৃশ শরনিকর-দ্বারা তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন; সেই কৃতাস্ত্র কর্ণ-নন্দনও নকুলের প্রতি দিব্যাস্ত্র-সমূহ বর্ষণ করিতে থাকিলেন। মহারাজ! কর্ণ-কুমার বৃষসেন শরাভিঘাত রোষ আপনার স্বাভাবিকী দীপ্তি ও অস্ত্রসমীরণ-হেতু আজ্যাহুতি-প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় অতিমাত্র প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং উত্তমাস্ত্রনিচয়-দ্বারা সুকুমার নকুলের বনায়ুদেশ-সম্ভূত, শুভ্র-

Digitized by Google

বর্ণ, হেমজাল-বিচিত্রিত, অলঙ্কৃত সমুদয় তুরঙ্গগণকে বিনষ্ট করিলেন। তাহাতে নকুল অশ্ব-হীন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া নির্ম্মল-সুবর্ণ-চন্দ্র-খচিত চর্ম্ম ও আকাশ-সদৃশ-নীলবর্ণ অসি গ্রহণ-পূর্ব্বক পুনঃ-পুন লম্ফ প্রদান করিতে করিতে বিহঙ্গের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন; পরে অন্তরীক্ষে বিবিধ বিচিত্র গতিতে পরিভ্রমণ করত অসি প্রহারে উত্তম উত্তম মনুষ্য অশ্ব ও মাতঙ্গগণকে ছিন্ন করিতে থাকিলেন; তাহারাও নিহত হইয়া, অশ্বমেধে যাজ্ঞিক-কর্ত্তৃক হিংসিত পশুগণের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। সারগ্রহণাভিলাষী কাষ্ঠজীবী যেমন উত্তম উত্তম চন্দন বৃক্ষ সকল ছেদন করে, তদ্রূপ একাকী নকুল যথাযোগ্য রূপে তৃপ্তি-প্রাপ্ত সত্যপ্রতিজ্ঞ যুদ্ধশৌণ্ড সুবিখ্যাত দুই সহস্র যোধদিগকে অবিলম্বে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। নকুল সেইরূপে বেগে আপতিত হইতে থাকিলে কর্ণ-তনয় সহসা সম্মুখে আসিয়া সমরে তাঁহাকে নিহত করিতে ইচ্ছা করত সর্ব্ব দিক্ হইতে অনেক-বিধ নিশিত সায়ক সমূহ-দ্বারা প্রতিবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। নকুল পীড্যমান হইয়া সেই বীরকে বাণ-নিবহে বিদ্ধ করিলেন। তিনিও বিদ্ধ হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। সেই মহাভয়ঙ্কর সমরে মহাত্মা নকুল ভ্রাতা ভীমসেন-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অতিভয়ানক কর্ম্ম করিলেন। সেই বীর যেন ক্রীড়া করিতে করিতে একাকী উত্তম উত্তম মনুষ্য অশ্ব মাতঙ্গ ও রথ-সমুদায় বিমর্দ্দিত করিতে থাকিলে, কর্ণ-তনয় রোষাবিষ্ট হইয়া তাঁহারে অষ্টাদশ বাণে বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! নরবীর তরস্বী পাণ্ডু-নন্দন মহাসংগ্রামে সেই বৃষসেন-কর্ত্তৃক অতিমাত্র বিদ্ধ হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া সমরে কর্ণ-তনয়ের সংহার-বাসনায় তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। অনন্তর আমিষলুব্ধ শ্যেন পক্ষী যেমন পক্ষ-দ্বয় বিস্তারিত করিয়া আপতিত হইতে থাকে, উদারবীর্য্য নকুল সমরে সহসা সেইরূপ আগমন করিতে থাকিলে, বৃষসেন তাঁহারে শাণিত শর-নিকরে সমাকীর্ণ করিলেন। নকুল তাঁহার সেই শর-সমূহ নিষ্ফল করত বিবিধ বিচিত্ররূপ গতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু কর্ণ-তনয় মহারণে বাণ-নিবহ-দ্বারা তাঁহার সহস্র-তারা-খচিত চর্ম্মখানি ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন নকুল উত্তম-লৌহ-নির্ম্মিত, কোষ-বহির্গত, নিশিত, তীক্ষ্ণধার, গুরুভার-সহ, শত্রুশরীর-সংহারী, প্রচণ্ডরূপ ভুজঙ্গ-তুল্য অতি-ভয়ঙ্কর খড়্গখানি পরিচালিত করিতে থাকিলে, শত্রুসহন-সমর্থ বৃষসেন ছয়টা সুশাণিত ক্ষুরপ্র বাণ-দ্বারা তাহাও অবিলম্বে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে শাণজল-পায়িত নিশিত শর সমূহ-দ্বারা নকুলকে বক্ষস্থলে বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! মহাত্মা নকুল সমরে আর্য্যলোকদিগের আচরিত, অন্য মনুষ্যগণের দুঃসাধ্য সেই কর্ম্ম করিয়া শরা-ঘাতে অভিতপ্ত হইয়া সত্বর ভীমসেন-রথ-সমীপে গমন করিলেন। হতাশ্ব মাদ্রীপুত্র কর্ণপুত্র-কর্ত্তৃক অভিতাপিত হইয়া, সিংহ যেমন শৈল-শিখরে আ-রোহণ করে, তদ্রূপ ধনঞ্জয়ের সাক্ষাতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক ভীমসেনের রথে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর মহাত্মা বীর বৃষসেন ক্রোধান্বিত হইয়া, এক রথে সমবেত মহাত্মা পাণ্ডব দ্বয়কে যেন সম-কালেই শর-নিকরে ক্ষত বিক্ষত করিবেন, এইরূপ অভিপ্রায়ে তাঁহাদের প্রতি অজস্র বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। নকুলের সেই রথ বিনষ্ট এবং খড়্গখানিও বিশিখাবলি-দ্বারা শীঘ্র ছিন্ন হইলে পর, ভীমসেন অর্জ্জুনকে বলিলেন "এই নকুল কিরূপ নিপীড়িত হইতেছেন দেখ। ঐ কর্ণ-পুত্র আমাদিগকেও আক্রমণ করিতেছে; অতএব তুমি উহার প্রতিকূলে অগ্রসর হও"। উগ্রমূর্ত্তি কিরীট-মালী ধনঞ্জয় সেই কথা শ্রবণ করিয়াই বৃকোদরের রথ-সমীপে উপস্থিত হইয়া কেশব-সংযমিত কপি-ধ্বজ রথখানি বৃষসেনের অভিমুখে প্রেরণ করিলেন।

নকুল-পরাজয়ে চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥৮৪॥

Digitized by Google

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর দ্রুপদরাজের বরিষ্ঠ পঞ্চ পুত্র, সাত্যকি ও শত্রু-সহন-সমর্থ পঞ্চ পাঞ্চালী-তনয়, এই একাদশ রথিবর, নকুলকে ছিন্ন-শরাসন ছিন্ন-খড়্গ বিরথ অতিমাত্র শরার্ত্ত ও কর্ণ-তনয়ের অস্ত্র-সমূহে ক্ষত বিক্ষত অবগত হইয়া শস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক ভুজগরাজ-সদৃশ শর-নিকর-দ্বারা ত্বদীয় নরাশ্ব-রথ-কুঞ্জরপুঞ্জ বিমর্দ্দিত করিতে করিতে শীঘ্র প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের রথ-সমুদায় গভীর-নির্ঘোষ-সমন্বিত, দ্রুতগতি-বিশিষ্ট-হয়-নিচয়-সংযুক্ত ও উত্তম-সারথিগণ-সংযমিত ছিল এবং তাহাদের পতাকা-সমস্ত পবন-হিল্লোলে কম্পিত হইতেছিল। হে নরেন্দ্র! এদিকে আপনকার কৃতবর্ম্মা কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন উলূক বৃক ক্রাথদেব আবৃধ-প্রভৃতি প্রধান রথিগণ দ্বিরদ ও জলদ-সদৃশ নি-র্ঘোষ-সমন্বিত রথ-সমুদায়ে আরূঢ় হইয়া শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রতিকূলে সত্বর অগ্রসর হইলেন এবং উৎকৃষ্ট শর-নিকর-দ্বারা সেই নরশ্রেষ্ঠ রথপ্রধান একাদশ বীরকে তাড়িত করত অভিরুদ্ধ করিলেন। আবার কুলিন্দেরা নবজলধর-তুল্য-বর্ণ, গিরিশিখর-সদৃশ, ভীষণ-বেগান্বিত মাতঙ্গ-যূথে আ-রূঢ় হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। সমরাভি-লাষী সমর্থ বীরগণ-কর্তৃক সমাস্থিত সেই হিমালয়-সম্ভূত সুবর্ণজাল-সমাবৃত সুসজ্জিত মদোৎকট মা-তঙ্গ সকল, গগণতলে সৌদামিনী-সমন্বিত জলদা-বলীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বিখর্দ্দি-পুত্র লৌহময় দশ-সংখ্য মহাবাণ-দ্বারা কৃপাচার্য্যকে অশ্ব-চতুষ্টয় ও সারথির সহিত অতিশয় নিপীড়িত করিল, পরে তদীয় সায়ক-সমূহে নিহত হইয়া মাতঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই ভূতলে পতিত হইল। বিখর্দ্দি-পুত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতাও প্রভাকর-কর-সদৃশ লৌহময় তোমর-নিকরে শকুনিকে ও তদীয় রথ খানিকে বিমর্দ্দিত করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। অনন্তর সে সেইরূপ নিনাদ করিতে থাকিলে, গা-ন্ধাররাজ তাহার শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর কুলিন্দগণ ক্রমে ক্রমে নিহত হইলে পর আপনকার সেই মহারথেরা অতিমাত্র হৃষ্টচিত্ত হইয়া অতি উচ্চৈঃ শব্দে লবণ-জলধি-সম্ভূত শঙ্খ-সমস্ত ধ্বনিত করিতে লাগিলেন এবং ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া বিপক্ষ পক্ষের অভি-মুখীন হইলেন। অনন্তর পাণ্ডু ও সৃঞ্জয় সেনার সহিত কৌরবদিগের পুনর্ব্বার অতিদারুণ তুমুল সংগ্রাম হইল। ঐ যুদ্ধে শর, শক্তি, অসি, খড়্গ, গদা ও পরশু-সমুদায়ের আঘাতে অনেকানেক মনুষ্য, অশ্ব ও মাতঙ্গগণ প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। অশ্ব, রথ, মাতঙ্গ ও পদাতিগণ, দিঙ্মণ্ডল হইতে প্রচণ্ড মারুতগণ-কর্তৃক সমাহত, বিদ্যুৎ ও গর্জ্জন-সমন্বিত জলদপটলের ন্যায়, পরস্পর বিহত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। অনন্তর ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা শতানীক-সম্মত বহুসংখ্য প্রসিদ্ধ অশ্ব, মহামাতঙ্গ, রথ ও পদাতিগণকে নিহত করিলেন। পরে অনেকানেক মাতঙ্গ কৃতবর্ম্মার শরে ক্ষণকাল-মধ্যে বিনষ্ট হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। অনন্তর অপর তিন হস্তী সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র, যোধগণ ও ধ্বজ-সকলের সহিত অশ্বত্থামার সায়কে আহত প্রপা-তিত ও গতপ্রাণ হইয়া বজ্রাহত মহাশৈল সকলের ন্যায় মহীতলে পতিত হইল। কুলিন্দরাজের তৃতীয় ভ্রাতা উৎকৃষ্ট শর-নিকর-দ্বারা আপনকার তনয়কে বক্ষঃস্থলে তাড়িত করিল। আপনকার পুত্র শাণিত সায়কাঘাতে তাহার শরীর ও সেই হস্তীকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। বর্ষাকালে শচীপতি-বজ্রাহত গৈরিকাচল যেমন লোহিত জল প্রস্রবণ করত পতিত হয়, তদ্রূপ সেই নাগরাজ সর্ব্ব শরীর হইতে বিস্তর রক্ত ক্ষরণ করিতে করিতে রাজ-পুত্রের সহিত পতিত হইল। কুলিন্দপুত্র-প্রেরিত অপর এক মাতঙ্গ, শকরাজকে অশ্ব রথ ও সারথির সহিত চূর্ণিত করিল; পরে ক্রাথের শরে আরোহী প্রভুর সহিত বিদারিত হইয়া, বজ্রহত পর্ব্বতের ন্যায়, পতিত হইল। রথারূঢ় দুর্জ্জয় ক্রাথাধিপতি গজা-

Digitized by Google

কত পর্ব্বতীয় সেনাপতি-কর্তৃক অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও শরাসনের সহিত শরনিকরে নিহত হইয়া, মহা-বাত-বিহত মহাবৃক্ষের ন্যায় পতিত হইলেন। বৃক, গজারোহী গিরিরাজবাসী সেনানীগণকে দ্বাদশ শরে নিরতিশয় বিদ্ধ করিলেন; পরে পার্ব্বতীয়ের মহামাতঙ্গ চরণ-চতুষ্টয়-দ্বারা বৃককে অশ্ব ও রথের সহিত চূর্ণিত করিয়া ফেলিল। সেই নাগরাজ বভ্রুসুতের বাণ-সমূহে অতিশয় আহত হইয়া নিয়ন্তার সহিত পতিত হইল। সেই মাগধ-পুত্র অঙ্গদও সহদেব-তনয়-কর্তৃক শর-নিকরে পীড়িত হইয়া নিপতিত হইলেন। কুলিন্দদেশ-সম্ভূত মাতঙ্গগণ, শকুনির কবচ গাত্র দন্ত ও পুচ্ছ-বিঘাতী মহামাতঙ্গ-কর্তৃক বিঘূর্ণিত ও অবশ হইয়া, সুপর্ণ-বাত-বিহত বৃক্ষ সমুদায়ের ন্যায় ধরাশায়ী হইল।

অনন্তর কর্ণ-তনয় বৃষসেন লৌহময় তিন শরে শতানীককে, শরত্রয়ে অর্জ্জুনকে, তিন সায়কে ভীমসেনকে, সাত বাণে নকুলকে এবং দ্বাদশ সায়কে জনার্দ্দনকে বিদ্ধ করিলেন। কৌরবগণ অতিমানুষ-কর্ম্মা বৃষসেনের সেই কর্ম্ম সন্দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল; কিন্তু যাহারা ধনঞ্জয়ের পরাক্রম জানিত, তাহারা মনে করিল, বৃষসেন হুতাশনে হুত হইয়াছে। অনন্তর পরবীর-ঘাতী কিরীটী লোক-মধ্যে নরপ্রবীর মাদ্রী-তনয় নকুলকে হতাশ্ব এবং কৃষ্ণকে নিরতিশয় ক্ষতবিক্ষত দেখিয়া, তৎকালে সূতপুত্রের সম্মুখে অবস্থিত সেই বৃষসেনের প্রতি সমরে অভিধাবিত হইলেন। নমুচি যেমন আক্রমণকারী ইন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল, তদ্রূপ মহারথ বৃষসেন মহাসমরে বাণ-সহস্র-ধারী সেই আক্রমণে সমুদ্যত উগ্রমূর্ত্তি নরবীর অর্জ্জুনের অভিমুখে বেগে প্রস্থিত হইলেন। পরে সেই মহানুভব কর্ণ-তনয় সমরে এক রথে অর্জ্জুনকে শর-দ্বারা শীঘ্র বিদ্ধ করিয়া, পূর্ব্বে নমুচি যেমন ইন্দ্রকে বিদ্ধ করিয়া গর্জ্জন করিয়াছিল, তদ্রূপ ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন। সেই বৃষসেন পুনরায় প্রচণ্ড বাণ-সমূহ-দ্বারা পার্থকে বাম-বাহুমূলে বিদ্ধ করিলেন, সেইরূপ কৃষ্ণকেও নয় বাণে নিপীড়িত করিলেন এবং অর্জ্জুনকেও পুনর্ব্বার দশ সায়কে ব্যথিত করিলেন। শ্বেতাশ্ব ধনঞ্জয় প্রথমে বৃষসেন-কর্তৃক সেই মহাবেগশালী শর-নিকরে সেইরূপে বিদ্ধ হওয়ায় ঈষৎ কোপিত হইলেন; পরে কর্ণ-তনয়ের সংহারার্থে স্থিরসংকল্প করিলেন।

হে রাজন্! অনন্তর রণমস্তকে মহাত্মা কিরীটী কোপ-বশত ললাটে ত্রিশিখা ভ্রুকুটী-বন্ধন করিয়া সমরে কর্ণ-তনয়ের বিনাশার্থে শীঘ্র বিশিখরাশি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; দশ বাণ-দ্বারা তাঁহারে সহসা মর্ম্মস্থানে নিঃশঙ্কচিত্তে বিদ্ধ করিলেন এবং প্রচণ্ড ক্ষুরাস্ত্র-চতুষ্টয়-দ্বারা তাঁহার শরাসন, বাহুযুগল ও মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সুপরিষ্কৃত বৃহৎকায় প্রধান শালবৃক্ষ যেমন বাতাহত হইয়া শৈলশৃঙ্গ হইতে পতিত হয়, তদ্রূপ বৃষসেন পার্থ-বাণে অভিহত, বাহুবিহীন ও মস্তক-শূন্য হইয়া রথ হইতে ধরাতলে পতিত হইলেন। বৃষসেন বাণাভিহত হইয়া রথ হইতে পতিত হইলেন ইহা প্রত্যক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া ক্ষিপ্রকারী সূত-তনয় পুত্রবধে সর্ব্বতোভাবে সন্তপ্ত হইয়া রথারোহণে রোষভরে অর্জ্জুনের রথাভিমুখে শীঘ্র প্রস্থান করিলেন।

বৃষসেনবধে পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥



সঞ্জয় কহিলেন, পুরুষোত্তম বাসুদেব, দেবগণেরও দুর্নিবার সুমহাকার কর্ণকে উদ্বেল সাগরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে আসিতে দেখিয়া সহাস্য-বদনে অর্জ্জুনকে বলিলেন, ধনঞ্জয়! যাঁহার সহিত তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, ঐ দেখ সেই শ্বেতাশ্ব শল্য-সারথি রথী আগমন করিতেছেন; অতএব তুমি স্থির হও। হে পাণ্ডুতনয়! কর্ণের ঐ

Digitized by Google

রথখানি কেমন সুসজ্জিত হইয়াছে দেখ! উহা শ্বেত-হয়-চতুষ্টয় ও রাধাতনয়ে সমাযুক্ত, নানাবিধ পতাকায় সমাকীর্ণ ও কিঙ্কিণীজালমালা-বিভূষিত। পাণ্ডুরবর্ণ হয়গণ উহাকে গগণতলে বিমানের ন্যায় বহন করিতেছে। মহাত্মা কর্ণের নাগকক্ষ্যা-চিহ্নিত শক্র-শরাসন-সদৃশ ধ্বজও অবলোকন কর; উহা যেন অম্বরতল উল্লিখিত করিতেছে। ঐ দেখ, দুর্য্যোধনের প্রিয়করণাভিলাষী কর্ণ, জলধর যেমন ধারাসার বর্ষণ করে, তদ্রূপ শরধারা বর্ষণ করিতে করিতে আসিতেছেন। ঐ মদ্রাধিপতি রাজা শল্য রথের অগ্রভাগে অবস্থিত থাকিয়া এই অমিত-তেজস্বী সূত-নন্দনের তুরঙ্গগণকে নিয়মিত করিতেছেন। হে অর্জ্জুন! ঐ দারুণ দুন্দুভি-নির্ঘোষ, শঙ্খ-শব্দ ও সর্ব্ব দিক্ হইতে উৎপন্ন বিবিধ সিংহ-নাদ সমস্ত শ্রবণ কর। অপরিমিত-তেজা কর্ণ মহা-শব্দ সমস্ত অন্তর্হিত করত বারম্বার যে শরাসন বিকম্পন করিতেছেন, তাহার ভীষণ শব্দও শ্রবণ কর। মহাবনে মৃগগণ যেমন ক্রুদ্ধ কেশরীকে দেখিয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ ঐ পাঞ্চালদিগের মহারথেরা কর্ণকে দেখিয়া স্বগণ-সমভিব্যাহারে পলায়ন-পরায়ণ হইতেছেন। অতএব হে কৌন্তেয়! তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে সূত-তনয়কে বিনষ্ট কর; কেন না তোমা ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্য কর্ণের শর-সমস্ত সহ্য করিতে উৎসাহী হইতে পারে না। আমি নিশ্চয় জানি তুমি সমরে দেব-গন্ধর্ব্ব-সম্বলিত স্থাবরজঙ্গমাত্মক লোক-ত্রয় জয় করিতে সমর্থ। কপর্দ্দধারী ত্রিলোচন ভীষণ প্রচণ্ড-মূর্ত্তি মহাদেব প্রভু সর্ব্ব ঈশানের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, লোকে তাঁহারে নিরীক্ষণ করিতেও পারে না। তুমি যুদ্ধ-দ্বারা সেই সর্ব্বভূতের মঙ্গল-বিধাতা স্থাণু মহাদেব শিবকে সাক্ষাৎ আরাধিত করিয়াছ এবং দেবগণও তোমার প্রতি বরপ্রদ হইয়াছেন। অতএব হে মহাবাহো পার্থ! তুমি সেই দেবদেব শূলপাণির প্রসাদে, পুরন্দর যেমন নমুচিকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কর্ণকে নিহত কর। হে অর্জ্জুন! তোমার সর্ব্বদা কল্যাণ হউক এবং তুমি যুদ্ধে জয় লাভ কর।

অর্জ্জুন বলিলেন, হে মধুসূদন কৃষ্ণ! সর্ব্বলোক-গুরু তুমি যখন আমার প্রতি পরিতুষ্ট রহিয়াছ, তখন যে আমার নিশ্চয়ই জয় হইবে, ইহাতে আর সংশয় নাই। অতএব হে মহারথ হৃষীকেশ! আমার রথ ও অশ্বগণকে চালিত কর; সমরে কর্ণকে নিহত না করিয়া অর্জ্জুন নিবৃত্ত হইবে না। হে গোবিন্দ! অদ্য তুমি কর্ণকে আমার শর-নিকরে খণ্ডখণ্ডীকৃত ও নিহত অবলোকন কর। অথবা আমাকেই কর্ণ-শরে নিহত হইতে দেখিবে। এই উপস্থিত ঘোর যুদ্ধ ত্রৈলোক্যের মোহ-জনক হইবে; যাবৎকাল পৃথিবী থাকিবে, তাবৎ পর্য্যন্ত লোকে ইহার কথা উল্লেখ করিবে।

ধনঞ্জয় তখন অনায়াসকারী কৃষ্ণকে এইরূপ কহিতে কহিতে, মাতঙ্গ যেমন মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ রথারোহণে শীঘ্র কর্ণের প্রতি-কূলে প্রস্থিত হইলেন। মহাতেজা অর্জ্জুন পুনর্ব্বারও অরিন্দম কৃষ্ণকে বলিলেন, "হে হৃষীকেশ! এই কাল অতীত হইতেছে; অতএব শীঘ্র অশ্ব চালনা কর।" সেই মহাত্মা পাণ্ডুতনয় তখন কৃষ্ণকে এইরূপ কহিলে, তিনি জয়-সম্ভাষণ-দ্বারা তাঁহারে সংপূজিত করিয়া তৎকালে মনের ন্যায় বেগগামী তুরঙ্গগণকে পরিচালিত করিলেন। অর্জ্জুনের সেই মহাবেগশালী রথ ক্ষণকাল-মধ্যে কর্ণের রথের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

অর্জ্জুন প্রতি কৃষ্ণ-বাক্যে ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮৬॥

সঞ্জয় কহিলেন, তেজস্বী কর্ণ বৃষসেনকে নিহত দেখিয়া শোক ও রোষে সমন্বিত হইয়া পুত্র-শোক জন্য অশ্রুজল অবিরল ধারায় নেত্র-যুগল-দ্বারা বর্ষণ করিলেন; পরে রোষ-লোহিত-নেত্র হইয়া যুদ্ধার্থে ধনঞ্জয়কে সমাহ্বান-পূর্ব্বক রথারোহণে শত্রুর অভি-

Digitized by Google

মুখে প্রস্থান করিলেন। দর্শকেরা তথায় একত্র মিলিত সেই ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিবৃত সূর্য্য-সদৃশ রথদ্বয়কে, একত্র সমবেত প্রভাকর-যুগলের ন্যায় অবলোকন করিল। উভয় রথে সমাস্থিত অরিকুলসংহারকর মহাধনুর্দ্ধর নর-ভাস্কর শ্বেতাশ্ব কর্ণার্জ্জুন, গগণতলে সূর্য্য-সুধাংশুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে আর্য্য! সমুদয় প্রাণিগণ তাঁহাদিগকে, ত্রিভুবন-বিজয়ে যত্নপরায়ণ বাসব ও বলির ন্যায় অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। সেই রথিবর-দ্বয়কে রথ-শব্দ, জ্যাতল-নিনাদ ও বাণগণনিস্বন-সহকারে ধাবমান হইতে দেখিয়া এবং কর্ণের হস্তিকক্ষ্যা-চিহ্নিত ও কিরীটীর বানর-লাঞ্ছিত ধ্বজদ্বয় সংযুক্ত নিরীক্ষণ করিয়া মহীপালগণের মনে বিস্ময় জন্মিল। হে ভারত! ভূপালগণ সেই রথদ্বয়কে সংগ্রামার্থে সম্যক্ আসক্ত দেখিয়া বিস্তর সিংহনাদ ও সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। তত্রত্য সহস্র সহস্র যোধগণও তাঁহাদিগের দ্বৈরথ যুদ্ধ দেখিয়া বাহুস্ফোট ও বসনকম্পন করিতে থাকিল। তথায় কৌরবেরা কর্ণকে প্রহৃষ্ট করিবার উদ্দেশে চতুর্দ্দিকে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি ও বিস্তর শঙ্খনিনাদ করিতে লাগিল। সেইরূপ সমুদয় পাণ্ডবেরাও ধনঞ্জয়কে আনন্দিত করত তূর্য্য ও শঙ্খ-নিনাদ-দ্বারা সর্ব্ব দিক্ নিনাদিত করিল। কর্ণার্জ্জুন-সমাগমে শূরগণের সিংহনাদ, আস্ফালন-ধ্বনি, চীৎকার শব্দ ও বাহু-নির্ঘোষ-দ্বারা সমরের সর্ব্ব স্থলে তুমুল রব সমুত্থিত হইল।

মহারাজ! সেই সিংহ-স্কন্ধ, পৃথুল-বক্ষস্থল, দীর্ঘবাহু, লোহিত-নেত্র, মহাবলশালী, হেমমালী, বর্ম্মধারী, করকলিত-বিপুল-কোদণ্ড, বজ্র-খড়্গ, শরশক্তি-লাঞ্ছিত, শ্বেতাশ্ব, চাপ-রূপ সৌদামিনী-সমন্বিত, শঙ্খ শ্বেতচ্ছত্র ও শস্ত্র-সম্পত্তি-শোভিত, চামরব্যজন-যুক্ত, উৎকৃষ্ট তূণ-সম্পন্ন, সুদর্শন, রক্তচন্দনচর্চ্চিতাঙ্গ, মদগর্ব্বিত গোবৃষভ-যুগল-তুল্য, পরস্পর স্পর্দ্ধান্বিত, পরস্পর বধাভিলাষী, গোষ্ঠে মহাবৃষভদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের প্রতি ধাবমান, সম্যক্ রোষান্বিত প্রমত্ত মাতঙ্গ-দ্বয়-সদৃশ, অচলযুগল-তুল্য, আশীবিষ-শিশুদ্বয়-সদৃশ, যম ও কালান্তক-সম, ক্রোধপরীত ইন্দ্র বৃত্রাসুর-তুল্য, চন্দ্র-সূর্য্যতুল্যপ্রভান্বিত, যুগান্ত করণার্থে সমুত্থিত ক্রোধাবিষ্ট মহাগ্রহ-দ্বয়-সদৃশ, দেবগর্ভ, দেব-সম, রূপেও দেবতুল্য, যদৃচ্ছাক্রমে একত্র সমাগত সূর্য্য-শশাঙ্ক-সদৃশ, সমর-দর্পিত, যুদ্ধে নানা শস্ত্রধারী, বেগান্বিত শার্দ্দূলযুগল-তুল্য, রথিগণ-বরিষ্ঠ, তুল্যরূপ মহারথ পুরুষব্যাঘ্রদ্বয়কে কৃষ্ণ ও শল্যসারথি-সমন্বিত রথদ্বয়োপরি অবস্থিত দেখিয়া আপনকার পুত্র ও সৈন্যগণের পরম হর্ষোদয় হইল এবং বিজয় বিষয়ে সমুদয় প্রাণিগণের সংশয় জন্মিল। মহারাজ! সেই দুই পুরুষশার্দ্দূল মহারথ কর্ণ ও ধনঞ্জয়কে সমবেত ও বিরাজমান দেখিয়া সিদ্ধ-চারণগণেরও বিস্ময় উৎপন্ন হইল; কেন না তাঁহারা উভয়েই উৎকৃষ্ট আয়ুধধারী, উভয়েই সমরে বিশিষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন, উভয়েই বাহুশব্দ-সহকারে গগণতল নিনাদিত করিতেছিলেন, উভয়েই পুরুষকার ও বলদ্বারা বিখ্যাতকর্ম্মা, উভয়েই সংগ্রামে শম্বরাসুর অমররাজ কার্ত্তবীর্য্য-অর্জ্জুন ও দশরথ-তনয় রামের তুল্য, উভয়েই যুদ্ধে বিষ্ণুর তুল্য বীর্য্যশালী ও শঙ্কর সদৃশ, উভয়েই শ্বেতাশ্ব, উভয়েই সর্ব্বোত্তম রথ-দ্বারা বাহিত এবং তাঁহাদের সারথি-দ্বয়ও সর্ব্বোত্তম ছিলেন।

হে ভরতর্ষভ! অনন্তর আপনকার পুত্রগণ স্ববলসমভিব্যাহারে সমর শোভাকর মহানুভব কর্ণকে শীঘ্র পরিবেষ্টিত করিলেন। সেইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি পাণ্ডব-সৈনিকেরাও হর্ষাবিষ্ট হইয়া সমরে অপ্রতিম মহাত্মা পার্থকে পরিবৃত করিয়া রহিলেন। হে রাজন্! তৎকালে যুদ্ধরূপ দ্যূতক্রীড়ায় কর্ণ যেমন আপনকার পুত্রগণের পণ-স্বরূপ হইলেন, সেইরূপ পাণ্ডবদিগের পক্ষে ধনঞ্জয় পণীভূত হইলেন। তথায় উভয় পক্ষীয় সৈনিকেরাই সভ্য এবং

Digitized by Google

তাঁহারাই দর্শক হইলেন। সেই যুদ্ধদ্যূতে বীরদ্বয়কে পণীভূত করতই তাঁহাদিগের জয় পরাজয় নিশ্চিত হইয়াছিল। রণমস্তকে অবস্থিত পাণ্ডবগণের ও আমাদিগের বিজয় বা পরাজয়ের নিমিত্তে সেই বীরদ্বয়ের প্রতিই যুদ্ধদ্যূত সমাসক্ত হইয়াছিল। মহারাজ! সেই যুদ্ধশালী কর্ণ-ধনঞ্জয় পরস্পর পরস্পরের প্রতি সংরম্ভপরবশ ও পরস্পর বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া সমরে অবস্থিত হইলেন। হে নরনাথ! তাঁহারা উভয়ে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় সংপ্রহারে সমুদ্যত হইয়া মহাধুমগ্রহ অর্থাৎ রাহু ও কেতুর ন্যায় ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়া রহিলেন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর কর্ণার্জ্জুন নিমিত্তে অন্তরীক্ষে প্রাণিগণের তিরস্কার-সহ বিবাদ ও পরস্পর ভেদ উপস্থিত হইল। হে আর্য্য! যে সকল লোক পরস্পর ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাও বিশ্রুত হইল। কর্ণার্জ্জুন-সংগ্রামে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, নাগ ও রাক্ষসগণ এক এক পক্ষ গ্রহণ করিল। হে নরোত্তম রাজেন্দ্র! নক্ষত্র-সম্বলিত আকাশমণ্ডল ব্যগ্র হইয়া কর্ণের পক্ষে রহিল এবং জননী যেমন পুত্রের পক্ষ অবলম্বন করেন, সেইরূপ বিস্তীর্ণা বসুন্ধরা ধনঞ্জয়ের পক্ষ আশ্রয় করিলেন। নদ নদী সাগর ভূধর বৃক্ষ ও ওষধি সমস্ত কিরীটীকে আশ্রয় করিল। হে পরন্তপ! অসুর রাক্ষস গুহ্যক খেচর ও বিহঙ্গম সকল কর্ণের পক্ষে রহিল। সমুদয় রত্ন ও নিধি চতুর্ব্বেদ মহাভারত রহস্য ও সংগ্রহ-সহ সমস্ত উপবেদ ও উপনিষৎ, বাসুকি, চিত্রসেন, তক্ষক, উপতক্ষক ও পর্ব্বতাকার বিষধর মহারোষান্বিত সবংশ সমুদয় কদ্রুতনয় নাগগণ অর্জ্জুনের পক্ষ হইল। ঐরাবত সৌরভের ও বৈশালেয়-প্রভৃতি মহাকায় সর্পগণ অর্জ্জুনের পক্ষে আর ক্ষুদ্র সর্প সকল কর্ণের পক্ষে রহিল। বৃক, চিত্রব্যাঘ্র, মাঙ্গল্য মৃগ ও বিহঙ্গমগণ, সকলেই অর্জ্জুনের পক্ষ আশ্রয় করিল। হে মহারাজ! বসুগণ, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, বিশ্ব দেবগণ, অশ্বিনীকুমার-দ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, পবন ও দশ দিক্, ইহাঁরা সকলেই ধনঞ্জয়ের পক্ষ হইলেন, কেবল দ্বাদশ আদিত্যমাত্র কর্ণের পক্ষে রহিলেন। সূতপ্রকৃতি সঙ্করজাতি সকল এবং বৈশ্য ও শূদ্র-জাতীয় লোকেরা কর্ণের পক্ষ আশ্রয় করিল। যম কুবের বরুণ-প্রভৃতি সগণ ও সানুচর দেবগণ ও পিতৃগণ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ এবং যজ্ঞ ও দক্ষিণা সকল ধনঞ্জয়ের পক্ষ আশ্রয় করিলেন। প্রেত, পিশাচ, মাংসভোজী সমুদয় মৃগ ও বিহগগণ, রাক্ষস, জলজন্তু, শৃগাল ও কুক্কুর সকল কর্ণের পক্ষে রহিল।

হে মহারাজ! দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণ এবং তুম্বুরুপ্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ অর্জ্জুনের পক্ষ হইলেন। মনীষী প্রাধেয় ও মৌনেয়-নামক গন্ধর্ব্বগণ, অপর গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের সহিত কর্ণার্জ্জুনের সংগ্রাম-সন্দর্শনেচ্ছু হইয়া মেঘ ও বায়ু-বাহনে সমাগত হইলেন এবং বৃক চিত্রব্যাঘ্র রথ মাতঙ্গ ও পদাতি সকলও তথায় উপস্থিত হইল।

মহারাজ! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, নাগ, যক্ষ, পক্ষী ও ওষধি সকল এবং নানা রূপ বসন ও মাল্যধারী তপোনিষ্ঠ বেদজ্ঞ মহর্ষিগণ ও স্বধাভোজী পিতৃগণ অন্তরীক্ষ-মণ্ডলে কোলাহল করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা মহাদেবের সহিত দিব্য যানে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মর্ষি ও প্রজাপতিগণ-সমভিব্যাহারে সেই স্থানে সমাগত হইলেন। সেই মহাত্মা কর্ণ ও ধনঞ্জয়কে সংগ্রামার্থে সমাগত দেখিয়া স্বয়ং দেবরাজ কহিলেন "অর্জ্জুন কর্ণকে পরাজিত করুন" আর সূর্য্য বলিলেন "কর্ণ অর্জ্জুনকে পরাস্ত করুন"। 'আমার পুত্র কর্ণ সমরে অর্জ্জুনকে নিহত করিয়া বিজয়ী হউন' আর 'আমার তনয় ধনঞ্জয় অদ্য কর্ণকে বিনষ্ট করিয়া বিজয় লাভ করুন' এক এক পক্ষাশ্রিত সেই পুরুষসিংহ সূর্য্য ও বাসবের তথায় এইরূপ বিবাদ উপস্থিত হইল। সেই দুই মহাত্মা কর্ণ ও ধনঞ্জয়কে সমবেত দেখিয়া দেব ও অসুরগণের মধ্যেও দুই পক্ষ হইল। মহানুভাব কর্ণ ও

Digitized by Google

ধনঞ্জয়কে একত্র সমাগত সন্দর্শনে দেবর্ষিগণ চারণগণ দেবগণ ও সমুদয় ভূতবর্গ-সংবলিত লোকত্রয় কম্পিত হইতে লাগিল। রথযুথপতি কুরু-পাণ্ডব বীরদ্বয়ের পক্ষভূত দেবগণ, পার্থ যে দিকে ছিলেন, সেই দিকে রহিলেন, আর কর্ণের দিকে দানবেরা রহিল। দেবতারা প্রজাপতি ব্রহ্মাকে দেখিয়া সানুনয়-বচনে কহিলেন, হে দেব! এই নরসিংহ-দ্বয়ের সমান বিজয় হউক, কর্ণার্জ্জুনের বিবাদ-হেতু যেন সমুদয় জগৎ বিনষ্ট না হয়! হে স্বয়ম্ভো! আপনি এই বাক্য বলুন যে, ইহাঁদের বিজয় তুল্যরূপ হউক।

হে মতিশালিপ্রবর! তাহা শুনিয়া ইন্দ্র দেবেশ্বর পিতামহকে প্রণাম-পূর্ব্বক এই কথা বিজ্ঞাপিত করিলেন, ভগবন্! আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণার্জ্জুনের নিশ্চয় বিজয় হইবে; অতএব তাহা সেইরূপই হউক, আপনাকে নমস্কার, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন!

অনন্তর ব্রহ্মা ও মহেশ্বর দেবরাজকে এই কথা বলিলেন, ইন্দ্র! যিনি খাণ্ডব বনে হুতাশনের সন্তোষ-সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং স্বর্গে গিয়া তোমার সহায়তা করিয়াছিলেন, সেই সব্যসাচী বিজয়েরই নিশ্চয় বিজয় হউক। কর্ণ দানব-পক্ষ, অতএব তাহার পরাজয় করাই কর্ত্তব্য; এরূপ করিলে দেবগণের নিশ্চয় কার্য্যসিদ্ধি হয়। হে দেবেশ্বর! আপনার কার্য্য সকলেরই গুরুতর। মহাত্মা ধনঞ্জয় নিয়ত সত্যধর্ম্ম-নিরত; অতএব তাঁহার নিশ্চয়ই বিজয় হইবে, ইহাতে সংশয় নাই। হে সহস্রনেত্র! যিনি মহাত্মা মহেশ্বরকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন এবং মনস্বী বলবান্ শৌর্য্য-সম্পন্ন কৃতাস্ত্র তপোধন জগৎ-প্রভু স্বয়ং বিষ্ণু যাঁহার সারথি হইয়াছেন, সেই বিজয়ের কি জন্যে বিজয় না হইবে? যাঁহা হইতে এই দেব-কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে, সেই সর্ব্বগুণান্বিত মহাতেজা ধনঞ্জয়ও নিঃশেষে ধনুর্ব্বেদ ধারণ করিতেছেন। ইহাঁর এতাদৃশ মাহাত্ম্য যে দৈবও ইহাঁর বিপর্য্যয় অতিক্রম করেন, অর্থাৎ ইহাঁর অভিপ্রেত-বিষয়ের অন্যথা করিতে পারেন না; অতএব ইহাঁকে অতিক্রম করিলে লোক-সকলের নিশ্চয়ই বিনাশ হইতে পারে। কৃষ্ণদ্বয় কুপিত হইলে কোন ব্যক্তিই কোন স্থানে ইহাঁদের সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না; যেহেতু সেই পুরুষ-প্রবরেরা সৎ ও অসৎ উভয় পদার্থেরই সৃষ্টি কর্ত্তা। ইহাঁরা পুরাতন ঋষিশ্রেষ্ঠ নরনারায়ণ; কেহই ইহাঁদিগকে শাসন করিতে পারে না; এই ভয়-বিহীন শত্রুতাপন পুরুষেরাই সকলের শাসন কর্ত্তা।

কি দিব্য লোকে কি মনুষ্য লোকে, ইহাঁদিগের সমান কেহই নাই। দেবর্ষি ও চারণগণ-সহ লোকত্রয়, সমুদয় দেবগণ, সমুদয় ভূতগণ, অধিক কি, সমুদয় জগৎ অনুগত হইয়া ইহাঁদিগের প্রভাবে অবস্থিতি করিতেছে। অতএব এই পুরুষপ্রধান বীর শৌর্য্য-সম্পন্ন বৈকর্ত্তন কর্ণ শ্রেষ্ঠলোক সমস্ত প্রাপ্ত হউন, বিজয় কৃষ্ণদ্বয়েরই হউক। কর্ণ বসুগণের অথবা দেবগণের সমান লোকে গমন করুন এবং দ্রোণ ও ভীষ্মের সহিত স্বর্গ-লোকে পূজিত হউন।

দেবদেব ব্রহ্মা ও ঈশান এই কথা বলিলে, সহস্রলোচন পুরন্দর সমুদয় প্রাণিবর্গকে তাঁহাদিগের অনুশাসন বিজ্ঞাপন করত কহিলেন "ভগবান্ ব্রহ্মা ও মহেশ্বর জগতের হিতকারী যে কথা বলিলেন, তোমরা তাহা শ্রবণ করিলে; তাঁহারা যাহা কহিলেন, তাহাই হইবে, কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না; অতএব সকলে ক্রোধ রহিত হইয়া অবস্থান কর।"

হে ভরতশ্রেষ্ঠ নৃপবর! সমুদয় প্রাণিগণ ইন্দ্রের এই কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল এবং সকলেই তাঁহাকে পূজা করিল। দেবতারা তৎকালে আকাশ হইতে নানা প্রকার সুগন্ধি পুষ্প বর্ষণ করিলেন এবং দেবতূর্য্য সমস্ত নিনাদিত করিতে লাগি-

Digitized by Google

লেন। দেব দানব গন্ধর্ব্বগণ নরসিংহ অর্জ্জুনের ও কর্ণের অনুপম দ্বৈরথ যুদ্ধ সন্দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া সকলেই অন্তরীক্ষে অবস্থিত রহিলেন।

হে মহারাজ! কর্ণ ও অর্জ্জুন প্রহৃষ্ট-চিত্তে যে রথযুগলে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের সেই দুইখানি রথই শ্বেতাশ্বযুক্ত, সজ্জিতকেতু ও মহাশব্দ-বিশিষ্ট ছিল। হে ভারত! সমাগত লোক-বীর সকল, বীর্য্য-সম্পন্ন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এবং শল্য ও কর্ণ, সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খধ্বনি করিলেন। তখন শক্র ও শম্বরাসুরের ন্যায় পরস্পর স্পর্দ্ধাকারী কর্ণ ও অর্জ্জুনের সেই ভীরুগণ-ভয়ঙ্কর ঘোরতর সংগ্রাম হইল। বিশ্ববিলয়-কালে আকাশ-মণ্ডলে সমুদিত রাহু ও কেতুর ন্যায় তাঁহাদিগের রথস্থিত নির্ম্মল ধ্বজযুগল শোভা পাইতে লাগিল; কর্ণের হস্তিকক্ষ্যা-চিহ্নিতা আশীবিষ-সদৃশী শক্রশরাসন-সদৃশ-কান্তিমতী রত্নসার-ময়ী সুদৃঢ়া ধ্বজযষ্টি বিরাজিতা হইল এবং পার্থের ভয়ঙ্কর কপিবর বদন-ব্যাদান-পূর্ব্বক দন্তাবলি-দ্বারা যেন বিভীষিকা প্রদর্শন করত রবির ন্যায় দুর্নিরীক্ষ হইয়া রহিল। গাণ্ডীবধারীর মহাবেগবান্ কপিধ্বজ যুদ্ধাভিলাষী হইয়া স্বস্থান হইতে কর্ণের ধ্বজে উপস্থিত হইল এবং উৎপতিত হইয়া, গরুড় যেমন নখ ও দশনরাজি-দ্বারা পন্নগকে ক্ষত বিক্ষত করে, তদ্রূপ কর্ণের হস্তিকক্ষ্যা ধ্বজটিকে ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। পরে কর্ণের কিঙ্কিণী-জাল-সমলঙ্কৃতা কালপাশ-সদৃশী লৌহময়ী হস্তিকক্ষ্যাও অতিমাত্র কুপিতা হইয়া সেই কপিবরের অভিমুখে ধাবিতা হইল। কর্ণার্জ্জুনের দ্বৈরথ-যুদ্ধরূপ অতি ঘোর দ্যূতক্রীড়ার প্রারম্ভে ধ্বজদ্বয়ের এই প্রকার যুদ্ধ উপস্থিত হইল এবং হয়গণ হয়গণের প্রতি পরস্পর হ্রেষারব করিতে লাগিল। পুণ্ডরীকাক্ষ কেশব শল্যকে নয়নবাণে বিদ্ধ করিলেন, শল্যও পদ্মলোচনের প্রতি সেইরূপ নেত্রশর-নিক্ষেপ করিলেন; পরন্তু বাসুদেব নয়নসায়ক-দ্বারা মদ্ররাজকে জয় করিলেন। কুন্তী-তনয় ধনঞ্জয়ও দৃষ্টি-দ্বারা কর্ণকে পরাস্ত করিলেন।

অনন্তর সূতপুত্র সস্মিত-বদনে শল্যকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন "সখে! অদ্যকার সমরে অর্জ্জুন যদি কোনরূপে আমার প্রাণ-বিনাশ করে, তবে তুমি কি করিবে যথার্থ বল; যদি তুমি নিহত হও, তাহা হইলে আমি কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় উভয়কেই বিনষ্ট করিব।" শল্য কহিলেন, অদ্য ধনঞ্জয় যদি সংগ্রামে তোমাকে বিনষ্ট করে, তাহা হইলে আমি এক রথে মাধব ও পাণ্ডব উভয়কেই নিহত করিব।

সঞ্জয় কহিলেন, অর্জ্জুনও গোবিন্দকে ঐরূপ সম্ভাষণ করিলেন। পরন্তু কৃষ্ণ হাস্য করিয়া সেই পৃথা-তনয়কে এই কথা বলিলেন "ধনঞ্জয়! যদি দিবাকর স্বস্থান হইতে পতিত হন, যদি পৃথিবী বহুখণ্ডে বিদীর্ণা হয়, যদি অগ্নি শৈত্যগুণ ধারণ করে, তথাপি কর্ণ তোমাকে নিহত করিতে পারিবেন না। যদিও কোনরূপে এই প্রকার লোক-বিরুদ্ধ বিপরীত ঘটনার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে আমি বাহুযুগল-দ্বারাই সমরে কর্ণ ও শল্যের সংহার করিব।" কপিকেতন অর্জ্জুন অনায়াস-কারী কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্য-বদনে তাঁহারে প্রত্যুত্তর করিলেন, হে জনার্দ্দন গোবিন্দ! কর্ণ ও শল্য আমার পক্ষেই যথেষ্ট, অর্থাৎ আমিই উভয়কে নিপাতিত করিতে সমর্থ। তুমি দেখিবে, অদ্য সংগ্রামে আমি ধ্বজ, পতাকা, শল্য-সারথি, রথ, অশ্ব, ছত্র, কবচ, শক্তি, শর ও কার্ম্মুকের সহিত কর্ণকে শর-সমূহে বহুধা বিচ্ছিন্ন করিব। অরণ্য-মধ্যে মত্ত দন্তাবল যেমন বল-পূর্ব্বক পাদপ-দল দলন করে, তদ্রূপ আমি কর্ণকে অদ্য রথ, অশ্ব, শক্তি, কবচ ও আয়ুধের সহিত সংচূর্ণিত করিব। হে মাধব! অদ্য কর্ণ-কামিনীগণের বৈধব্য-দশা সমুপস্থিত; তাহারা স্বপ্নে নিশ্চয়ই অনিষ্ট ঘটনা সমস্ত সন্দর্শন করিয়াছে। তুমি কর্ণের ভার্য্যাসকলকে

Digitized by Google

অদ্যই বিধবা হইতে দেখিবে; যেহেতু ঐ অদীর্ঘদর্শী মূঢ় নরাধম পূর্ব্বে কৃষ্ণাকে সভায় উপনীতা দেখিয়া তখন আমাদিগকে উপহাস ও বারংবার তিরস্কার করত আমাদিগের প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছে, তাহার নিমিত্তে আমার ক্রোধ নিবারিত হইতেছে না। হে গোবিন্দ! অদ্য তুমি দেখিবে, মত্তমাতঙ্গ যেমন পুষ্পিত মহীরুহকে উন্মথিত করে, আমি কর্ণকে সেইরূপ করিব। হে মধুসূদন! অদ্য কর্ণের নিপাত হইলে, "কৃষ্ণ! ভাগ্যক্রমে তুমি জয়যুক্ত হইলে" এই সুমধুর বচন সকল বহু কালের পর তোমার শ্রুতিগোচর হইবে। হে জনার্দ্দন! অদ্য তুমি অঋণী ও প্রফুল্লচিত্ত হইয়া অভিমন্যু-জননী ও পিতৃস্বসা কুন্তী দেবীকে সান্ত্বনা করিবে। হে মাধব! অদ্য তুমি বাষ্পাকুলমুখী পাঞ্চালীকে এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকেও অমৃতকল্প বচনাবলি-দ্বারা পরিসান্ত্বিত করিবে।

কর্ণার্জ্জুন-দ্বৈরথ-যুদ্ধারম্ভে সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮৭॥



সঞ্জয় কহিলেন, দেব অসুর সিদ্ধ যক্ষ গন্ধর্ব্ব অপ্সরা ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষি নাগ সুপর্ণ ও রাক্ষসগণ-সমাশ্রিত সেই নভোমণ্ডল বিস্ময়কর-রূপে শোভা পাইতে লাগিল। সমুদয় মনুষ্যেরা দেখিল, গগণতল মনোহর নিনাদ-সমূহে নিনাদিত এবং বাদিত্র গীত স্তুতি হাস্য ও নৃত্যযুক্ত রহিয়াছে আর সেই আকাশস্থ দেবাদিগণ বিস্ময়-জনক রূপ প্রকাশ করিতেছেন। অনন্তর সমুদয় কুরু-পাণ্ডব-সৈন্যগণ প্রহৃষ্ট-চিত্তে বিবিধবাদ্য-ধ্বনি শঙ্খরব ধনুষ্টঙ্কার ও সিংহনাদ-দ্বারা বসুধামণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করত শব্দসহকারে শত্রু-সংহার করিতে লাগিল। তখন অশ্ব নর মাতঙ্গ রথ ও আয়ুধ-সমূহে সমাকুল এবং গদা অসি শক্তি ও খড়্গ-সমূহ সম্পাতে সুদুঃসহ অভীরুজন-সমাশ্রিত সমরস্থল হতদেহ-নিকরে সঙ্কুল হইয়া লোহিত বর্ণ ধারণ করিল। পুরাকালে সুরাসুরগণের যেপ্রকার সংগ্রাম হইয়াছিল, কুরু-পাণ্ডব-সৈন্যগণের তদ্রূপ সুদারুণ যুদ্ধ হইল। অর্জ্জুনের ও কর্ণের সায়ক-সমূহ-দ্বারা অস্ত্রধারী দিগের সেইরূপ পরাভব প্রবৃত্ত হইলে, ঐ সুসন্নদ্ধ বীরদ্বয় পরস্পর শাণিত শর-নিকর-দ্বারা দিঙ্মণ্ডল ও সৈন্য সকল সমাচ্ছাদিত করিলেন। অনন্তর শরান্ধকারে সমরস্থল আবৃত হইলে, ত্বদীয় ও পাণ্ডবীয় যোধগণ কিছুমাত্র জানিতে সমর্থ হইল না; সকলেই ভয়াতুর হইয়া, আকাশে প্রসারিত কিরণ-জাল যেমন চন্দ্র সূর্য্যকে আশ্রয় করে, তদ্রূপ সেই প্রধান রথিদ্বয়কে আশ্রয় করিল। পরে সেই বীরদ্বয় পূর্ব্ব-পশ্চিম বায়ুর ন্যায় পরস্পর অস্ত্র-দ্বারা অস্ত্র নিঃসারিত করিয়া, নিবিড় অন্ধকার বিস্তীর্ণ হইলে দিবাকর ও নিশাকর উদিত হইয়া যেরূপ শোভা পান, তদ্রূপ অতিমাত্র শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন ত্বদীয় ও পরপক্ষীয় সৈন্যগণ "কেহই পলায়ন করিতে পাইবে না" এইরূপ আদিষ্ট হইয়া, পূর্ব্বে সুরাসুরগণ যেমন ইন্দ্র ও শম্বরাসুরকে পরিবৃত করিয়াছিল, তদ্রূপ সেই মহারথ কর্ণার্জ্জুনকে সর্ব্বদিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিল। হে ভারত! সেই নরবরযুগল প্রচণ্ডমেঘসঞ্চার-কালীন শশাঙ্ক ও ভাস্করের ন্যায় মৃদঙ্গ ভেরী পণব ঢক্কা-প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যধ্বনি ও শঙ্খ-নিনাদে নিনাদিত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। উভয়ে নিজ নিজ মহাশরাসন-মণ্ডলের মধ্যগত থাকিয়া শররূপ-সহস্র-কিরণশালী, অতি তেজস্বী, চরাচর-সম্বলিত অখিল-জগন্মণ্ডল-দহনেচ্ছু, প্রলয়কালীন সূর্য্য-যুগলের ন্যায় সমরে দুঃসহ হইয়া উঠিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণার্জ্জুন উভয়েই অজেয়, উভয়েই শত্রুহন্তা, উভয়েই কৃতী এবং উভয়েই পরস্পর হননাকাঙ্ক্ষী; সুতরাং মহেন্দ্র ও জম্ভাসুরের ন্যায় উভয়ে মহারণে মিলিত হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর সেই মহারথ মহাধনুর্দ্ধর-দ্বয় ভয়ঙ্কর শরনিকর ও মহাস্ত্র সমস্ত বিসর্জ্জন করত অসংখ্য নরাশ্বমাতঙ্গ নিহত করিলেন এবং পর-

Digitized by Google

ম্পর পরম্পরকেও আঘাত করিতে লাগিলেন। পরে কুরুপাণ্ডব-সমাশ্রিত সৈনিকেরা নরবর বীর-দ্বয়-কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া, সিংহহত বন্যপশু-সমূহের ন্যায়, হয় হস্তী রথী ও পদাতিগণের সহিত পুনরায় দশ দিকে পলায়ন করিতে থাকিল।

অনন্তর দুর্য্যোধন, ভোজরাজ, শকুনি, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা, এই পঞ্চ মহারথ সমবেত হইয়া শরীর-নাশকর শরনিকর-দ্বারা অচ্যুত ও অর্জ্জুনকে তাড়িত করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় শরসমূহ-দ্বারা তাঁহাদিগের শরাসন, তূণ, অশ্ব, গজ, রথ ও সারথি সকলকে এককালে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন, উক্ত মহারথগণকে ছিন্নভিন্ন করিলেন এবং উৎকৃষ্টতর দ্বাদশ শরে সূতপুত্রকেও বিদ্ধ করিলেন। পরে বধোদ্যত একশত রথ ও একশত গজ এবং প্রধান প্রধান কাম্বোজদিগের সহিত শক তুখার ও যবন অশ্ববারগণ হননেচ্ছু হইয়া সত্বর অর্জ্জুনের প্রতি প্রধাবিত হইল। ধনঞ্জয় ধাবমান হইয়া ক্ষুরাস্ত্র-সমূহ-দ্বারা ঐ উত্তম-আয়ুধধারী যোধগণকে হস্ত-স্থিত শর-সমুদায়ের সহিত ছিন্ন ভিন্ন করত তাহাদিগের শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। এই প্রকারে তিনি সেই যুদ্ধ-কারী অশ্ববার, গজারোহী ও রথী শক্রগণকে নিহত করিয়া ধরাতল-শায়ী করিলেন। অনন্তর আকাশ-মণ্ডলে দেবগণ হর্ষান্বিত হইয়া দেবতূর্য্য-নিনাদ ও সাধুবাদ করিতে লাগিলেন এবং উত্তম পুষ্পবৃষ্টি ও সুগন্ধি শুভগন্ধ সমস্ত পবন-প্রেরিত হইয়া পৃথ্বীতলে পতিত হইল। হে রাজন্! সমুদয় প্রাণিগণ দেব ও মনুষ্যদিগের সাক্ষাতে নিষ্পন্ন সেই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু সমসংকল্প দুর্য্যোধন ও সূতনন্দন তাহাতে কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিস্মিত হইলেন না।

অনন্তর অশ্বত্থামা করদ্বারা করনিষ্পীড়ন করত আপনকার তনয়কে সান্ত্বনা করত বলিলেন, দুর্য্যোধন! প্রসন্ন হও; পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর; বিরোধে প্রয়োজন নাই; যুদ্ধে ধিক্ থাকুক। দেখ মহাস্ত্রবেত্তা ব্রহ্মসদৃশ গুরু ও ভীষ্ম-প্রভৃতি নরবরেরা নিহত হইয়াছেন; আমি ও আমার মাতুল অবধ্য বলিয়াই জীবিত আছি; অতএব তুমি পাণ্ডবগণের সহিত চিরকাল রাজ্য শাসন কর। আমি নিবারণ করিলে ধনঞ্জয় অবশ্যই শান্ত হইবেন; জনার্দ্দনেরও বিরোধ করিতে ইচ্ছা নাই; যুধিষ্ঠির ত সতত লোকের হিতসাধনে রত; বৃকোদর ও নকুলসহদেবও তাঁহার বশবর্ত্তী। তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলে তোমার ইচ্ছাক্রমেই প্রজা সকল কল্যাণ লাভ করুক, অবশিষ্ট পার্থিবেরা নিজ নিজ নগরে গমন করুন এবং সৈন্যগণও শক্রতা হইতে নিবৃত্ত হউক। হে নরাধিপ! যদি তুমি আমার কথা শ্রবণ না কর, তবে অবশ্যই সংগ্রামে শক্রহত হইয়া পরিতাপ করিবে। জগতীস্থ সমস্ত লোকেই ইহা দেখিল এবং তুমিও প্রত্যক্ষ করিলে, যে, ভগবান্ ইন্দ্র কৃতান্ত বরুণ বা যক্ষরাজ যে কর্ম্ম করিতে পারেন না; কিরীটমালী অর্জ্জুন একাকী তাহা সম্পন্ন করিলেন। অপিচ ধনঞ্জয় গুণ-সমূহেও অতি মহান্; তিনি কদাচ আমার সমুদয় বাক্য অতিক্রম করিবেন না এবং নিয়ত তোমার আনুগত্যও করিবেন; অতএব হে রাজন্! তুমি জগতের মঙ্গলার্থে প্রসন্ন হও! তুমি আমাকে সর্ব্বদা সম্মানিত করিয়াও থাক এবং তোমার সহিত আমার পরম সৌহৃদ্যও আছে, এই জন্যেই তোমাকে বলিতেছি; তুমি আমার প্রার্থনা রক্ষা কর, তাহা হইলে আমি কর্ণকেও নিবারিত করিব। হে বীর! বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ চতুর্ব্বিধ মিত্রের উল্লেখ করেন; সহজাত, সন্ধি ও ধন-দ্বারা উপার্জ্জিত এবং প্রতাপ বশত স্বয়ং উপনত; পাণ্ডবগণের প্রতি তোমার সে সমস্তই আছে; পাণ্ডবেরা তোমার স্বাভাবিক বান্ধব; সম্প্রতি সন্ধি-দ্বারা তাহাদিগকে অধিকতর দৃঢ়রূপে প্রাপ্ত হও। হে নরেন্দ্রনাথ! তুমি প্রসন্ন হইলে যদি তাহারা মিত্রতা করে,

Digitized by Google

তাহা হইলে তুমিও অবশ্য সেইরূপ আচরণ কর।

রাজা দুর্য্যোধন সুহৃদের এই হিত-বাক্য শ্রবণ করিয়া বহুক্ষণ চিন্তার পর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দুর্ম্মনা হইয়া বলিলেন, সখে! আপনি যেরূপ কহিলেন তাহা তদ্রূপই বটে; তথাপি আমি এক কথা বিজ্ঞাপন করিতেছি শ্রবণ করুন। ঐ দুর্ম্মতি বৃকোদর সহসা দুঃশাসনকে নিহত করিয়া যে কথা কহিয়াছে, তাহা আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে; আপনারও তাহা অগোচর নাই; তবে কি প্রকারে সন্ধি হইতে পারে? অপিচ প্রচণ্ড পবন যেমন মহাগিরি সুমেরুকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ অর্জ্জুন কখনই সমরে কর্ণের পরাক্রম সহ্য করিতে পারিবে না। বিশেষত পাণ্ডবেরাও পূর্ব্বের বহুতর শত্রুতা চিন্তা করিয়া সহসা আমার প্রতি আশ্বাস করিবে না। হে অক্ষয়-সত্ত্বসম্পন্ন গুরুপুত্র! "তুমি সংগ্রাম হইতে বিরত হও" কর্ণকে এ কথা বলাও আপনার উচিত হয় না, যে হেতু অদ্য ধনঞ্জয় নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছে, কর্ণ অবশ্যই তাহাকে বল-পূর্ব্বক বিনষ্ট করিবেন।

মহারাজ! আপনকার পুত্র গুরুনন্দনকে এইরূপ কহিয়া এবং বারম্বার অনুনীত করিয়া স্বীয় সৈনিক সকলকে আদেশ করিলেন, তোমরা শত্রুগণের প্রতি ধাবমান হও; উহাদিগকে নিহত কর; বাণ-হস্তে অনর্থক নিস্তব্ধ রহিয়াছ কেন?

দুর্য্যোধনের প্রতি অশ্বত্থামার উপদেশ-বাক্যে অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৮।



সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর শঙ্খধ্বনি ও ভেরী-নিনাদ প্রবর্দ্ধিত হইলে, আপনকার পুত্রের কুমন্ত্রণায় সেই নরশ্রেষ্ঠ শ্বেতহয় সুতনন্দন ও অর্জ্জুন একত্র সম্মীলিত হইলেন। হিমাচল-সম্ভূত বিপুল-দন্ত মত্তমাতঙ্গ-দ্বয় যেমন জাতকামা করিণীর কারণ ধাবমান হয়, সেইরূপ প্রচণ্ড-বেগশালী বীরদ্বয় অধিরথ-তনয় ও ধনঞ্জয় সমরস্থলে সমাগত হইলেন। বলাহকের সহিত বলাহক এবং পর্ব্বতের সহিত পর্ব্বত যেমন যদৃচ্ছাক্রমে মিলিত হয়, তদ্রূপ সেই বীরদ্বয় ধনুঃশব্দ জ্যাতল-নিনাদ ও নেমি-নিঃস্বন-সহকারে শরনিকর বর্ষণ করিতে করিতে পরস্পর সন্নিহিত হইলেন। বিশালশৃঙ্গ, নানাবিধ বৃক্ষ লতা ও ওষধি-বিশিষ্ট, বহুতর গিরিচর-প্রাণিকুল-সমাকুল, সচল অচলদ্বয় যেমন পরস্পর আঘাত করে, সেইরূপ মহাবল-সম্পন্ন কর্ণার্জ্জুন মহাস্ত্র-নিকর-বর্ষণ-দ্বারা পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন। পুরাকালে দেবরাজ ও বলির অন্যজন-সুদুঃসহ যে প্রকার মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহাদিগের সেই যুদ্ধও তদ্রূপ হইল। তাহাতে উভয়েরই শরীর সারথি ও বাহনগণ শরনিকরে ছিন্নভিন্ন হইল এবং কটুতর শোণিত-বারি বহিতে লাগিল। প্রভূত পদ্ম উৎপল মৎস্য ও কচ্ছপগণে সমাকীর্ণ, বিহগগণ-কূজনে নিনাদিত, প্রবল-পবনোদ্ধত অতি সন্নিহিত মহাহ্রদ-দ্বয়ের ন্যায় সেই প্রশস্ত-ধ্বজ-বিশিষ্ট রথদ্বয় সমাগত হইল। কর্ণ ও ধনঞ্জয় দুই মহারথই মহেন্দ্র-সম-বিক্রমশালী ও মহেন্দ্র-তুল্য; সুতরাং মহেন্দ্র-বজ্র-সদৃশ সায়ক-সমূহ-দ্বারা মহেন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায় পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সংগ্রামে অশ্ব গজ রথ ও পদাতি-সম্বলিত বিচিত্র কবচ বস্ত্র অলঙ্কার ও আয়ুধ-বিশিষ্ট উভয়-পক্ষীয় সৈন্য ও গগণতলস্থ দেবাদি প্রাণিগণ কম্পিত এবং বিস্ময়ে উন্নত-কায় হইলেন। মত্ত মাতঙ্গ যেমন অন্য মাতঙ্গের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ কর্ণ যখন হননেচ্ছায় অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হন, তখন দর্শনার্থী মানবগণ হর্ষান্বিত হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং বস্ত্রে অঙ্গুলি দিয়া হস্তোত্তোলন করিল। তথায় সোমক-সৈন্যগণ চীৎকার করত অর্জ্জুনকে কহিল "অর্জ্জুন! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই; সত্বর যাও; কর্ণকে বিদীর্ণ কর এবং উহার মস্তক ও ধৃতরাষ্ট্র-তনয়ের রাজ্য-লাভের আস্থা ছিন্ন করিয়া ফেল"। সেইরূপ তথায় আমাদিগের

Digitized by Google

অনেকানেক যোদ্ধারাও কর্ণকে বলিল, কর্ণ! যাও যাও; সুতীক্ষ্ণ-সায়কাঘাতে অর্জ্জুনকে বিনষ্ট কর; পাণ্ডবেরা পুনরায় চিরকালের জন্যে বনপ্রস্থান করুক।

অনন্তর প্রথমত কর্ণ অর্জ্জুনকে দশসংখ্য মহাশরে বিদ্ধ করিলেন; অর্জ্জুনও বল-পূর্ব্বক শাণিতাগ্র দশ সায়ক-দ্বারা তাঁহারে কক্ষদেশে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। সমরে পরস্পর ছিদ্র লাভেচ্ছু হইয়া তাঁহারা সুপুঙ্খ বিশিখাবলি-দ্বারা পরস্পর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন এবং হর্ষাবিষ্ট-চিত্তে ভয়ঙ্কররূপে আক্রমণ করিতে থাকিলেন। অনন্তর উগ্রধন্বা ধনঞ্জয় বাহুদ্বয় ও গাণ্ডীব বিমার্জ্জন-পূর্ব্বক নারাচ নালীক ক্ষুরপ্র বরাহকর্ণ অঞ্জলিক অর্দ্ধচন্দ্র-প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্ররাশি নিক্ষিপ্ত করিলেন। হে রাজন্! অর্জ্জুনের সেই অস্ত্র সকল, দিবাবসানে পক্ষিগণ যেমন বাসার্থে বৃক্ষে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অধোমুখে কর্ণ-রথ-মধ্যে প্রবেশ করত শীঘ্র সর্ব্বদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। মহারাজ! বৈরিজেতা ধনঞ্জয় কর্ণের প্রতি ভ্রুকুটীকটাক্ষ-নিক্ষেপের সহিত যে সমস্ত বাণ নিক্ষেপ করিলেন, তৎসমুদয় যেমন যেমন নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, অমনি সূতপুত্র নিজ সায়ক-সমূহ-দ্বারা গ্রাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহেন্দ্র-তনয় ধনঞ্জয় কর্ণের প্রতি শত্রুবিনাশী আগ্নেয় অস্ত্র মোচন করিলেন। উহার কলেবর ভূমি, অন্তরীক্ষ, দিঙ্মণ্ডল ও সূর্য্যপথ ব্যাপ্ত করিয়া প্রদীপ্ত হইল; যোধগণের পরিধেয় বস্ত্র সমুদয় দগ্ধ হইতে থাকিলে তাহারা জ্বলিতাম্বর হইয়া তথায় অতিশয় ধাবমান হইতে লাগিল এবং বন-মধ্যে বেণু-সমূহ দগ্ধ হইতে থাকিলে যে প্রকার শব্দ হয়, তথায় তাদৃশ অতিভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত হইল। সেই আগ্নেয়াস্ত্র সমরে সমুদ্যত হইল দেখিয়া প্রতাপবান্ সূতপুত্র তাহার নিবারণার্থে বারুণাস্ত্র বিসর্জ্জন করত তদ্দ্বারা বহ্নিবাণ নির্ব্বাণ করিলেন। অনন্তর বেগ-গামী মেঘ-সমূহ সলিলরাশি-দ্বারা সর্ব্বত্র পরিবারিত করিয়া শৈল-তুল্য-তট-বিশিষ্ট সমুদায় দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল। সেই জলদ-কদম্ব-দ্বারা তথাবিধ প্রচণ্ড অগ্নিও অতিবেগে নির্ব্বাপিত হইল এবং দিগন্তর সকল ও নভোমণ্ডলও ব্যাপ্ত হইয়া রহিল। সেইরূপে মেঘমালা অন্ধকার-দ্বারা সমস্ত দিঙ্মণ্ডল আবৃত করিয়া রাখিল, সুতরাং কিছুই আর দৃষ্টিগোচর রহিল না। অনন্তর সেই শত্রুগণের অধর্ষণীয় ধনঞ্জয় বায়ব্যাস্ত্র-দ্বারা কর্ণের সেই সমস্ত অস্ত্র অপনীত করিলেন; পরে গাণ্ডীব, জ্যা ও বিশিখ সকল অনুমন্ত্রিত করিয়া দেবরাজের অতিপ্রিয়তর বজ্রপ্রতিম-প্রভাবশালী অপর এক অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। তাহাতে গাণ্ডীব হইতে বজ্র-সমান-বেগযুক্ত সহস্র সহস্র সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র অঞ্জলিক অর্দ্ধ-চন্দ্র নালীক নারাচ বরাহকর্ণ-প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র প্রকাশিত হইতে লাগিল। সেই গৃধ্রপত্র-নির্ম্মিত-পুঙ্খবিশিষ্ট সুতেজন সুতীক্ষ্ণ সুবেগ মহা-প্রভাব অস্ত্র-সমুদয় কর্ণের সন্নিহিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে, তুরঙ্গগণে, শরাসনে, যুগচক্রে এবং ধ্বজোপরি নিপতিত হইয়া তৎসমুদয় ভেদ-পূর্ব্বক গরুড়-ভীত ভুজগগণের ন্যায় ভূমি-মধ্যে প্রবেশ করিল। মহারথ মহাত্মা কর্ণ তখন শর-নিকরে পরিব্যাপ্ত-সর্ব্বাঙ্গ, রক্তাক্ত-কলেবর ও রোষবিঘূর্ণিত-নেত্র হইয়া কোপভরে সমুদ্র-সম-গম্ভীর-শব্দ-সমন্বিত সুদৃঢ়-জ্যা-যুক্ত শরাসন আনত করিয়া অর্জ্জুনের বিমুক্ত মহেন্দ্রশস্ত্র-প্রভৃতি বাণ-সমূহ ছেদন-পূর্ব্বক ভার্গবাস্ত্র প্রকাশিত করিলেন। পরে তিনি নিজাস্ত্র-দ্বারা তদীয় অস্ত্র নিহত করিয়া মহাবিমর্দ্দ-বিশিষ্ট সংগ্রামে পরশুরামের অস্ত্র-প্রভাবে বহু-সংখ্য রথ, মাতঙ্গ ও পদাতি বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। মহাবলশালী নরবীর সূত-তনয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রতি উপহাস-পূর্ব্বক সমরে সুবিমুক্ত সায়ক-সমূহ-দ্বারা পাঞ্চালদিগের প্রধান প্রধান যোধগণকেও বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর সেই পাঞ্চাল ও সোমক-সৈন্য সকল সমরে কর্ণ-কর্ত্তৃক

Digitized by Google

শরনিকরে নিপীড়িত, সুতরাং রোষাবিষ্ট ও একত্র সমবেত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহারে সুতীক্ষ্ণ বাণ-সমূহ-দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল। সুতপুত্র বহুবিধ বাণ-দ্বারা পাঞ্চালগণের সেই সেই শর সমস্ত শীঘ্র ছিন্ন করিয়া সংগ্রামে তাহাদিগের অশ্ব রথ ও মাতঙ্গ-সমূহ বল-পূর্ব্বক বিক্ষোভিত করত সায়ক-সমুদায়ে নিতান্ত পীড়িত করিলেন। তাহারা, মহাবল মাতঙ্গ সকল যেমন ক্রোধান্বিত ভীষণ বলশালী সিংহ-কর্ত্তৃক বিদারিত হইয়া নিপতিত হয়, সেইরূপ কর্ণ-সায়ক-সমুদায়ে বিদীর্ণ-দেহ ও গতপ্রাণ হইয়া শব্দ করিতে করিতে ভূমিতলে নিপতিত হইল। হে মহারাজ! অনন্তর বীরবর কর্ণ পাঞ্চালগণের স্পর্দ্ধাকারী বলশালী উৎকৃষ্ট যোধ-প্রধানগণকে সমাকৃরূপে নিহত করিয়া, জলদাবলি যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ শরনিকর বিসর্জ্জন করত বিরাজ করিতে লাগিলেন। হে কৌরবেন্দ্র! ত্বদীয় সৈন্যগণ কর্ণের জয় হইল মনে করিয়া তলাঘাত ও সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং সকলেই স্থির করিল, কর্ণ কৃষ্ণার্জ্জুনকে বশবর্ত্তী করিয়াছেন।

অনন্তর অমর্ষান্বিত পবন-তনয় ভীমসেন মহারথ কর্ণের সেই শত্রুগণ-অসহনীয় তাদৃশ বীর্য্য অবলোকন করিয়া এবং সংগ্রাম-মধ্যে তৎকর্ত্তৃক ধনঞ্জয়ের সেই অস্ত্র নিহত হইল দেখিয়া ক্রোধপ্রদীপ্ত-নয়নে পাণি-দ্বারা পাণি-নিষ্পীড়ন করিতে লাগিলেন এবং অসহিষ্ণু ও জাতক্রোধ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সত্যসন্ধ ধনঞ্জয়কে বলিলেন, অর্জ্জুন! এই ধর্ম্ম-বিহীন পাপাত্মা সুতপুত্র অদ্য সমরে তোমার সমক্ষে কি প্রকারে পাঞ্চালদিগের বহুসংখ্য প্রধান যোধগণকে বল-পূর্ব্বক নিহত করিল? হে কিরীটিন্! পূর্ব্বে দেবতারা তোমাকে পরাজিত করিতে পারেন নাই; তুমি কালকেয়দিগের সঙ্গে মহাসংগ্রাম এবং সাক্ষাৎ শশাঙ্কশেখরের সহিত বাহুযুদ্ধ করিয়াছিলে; সম্প্রতি সুতপুত্র তোমারে অগ্রে কি প্রকারে দশসংখ্য রথ-সায়কে বিদ্ধ করিল? হে সব্যসাচিন্! এই ভয়শূন্য দুরাত্মা সুত-তনয় অদ্য যে তোমার নিক্ষিপ্ত বাণ-সমূহ গ্রাস করিল, ইহা আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। তুমি কৃষ্ণার সেই নিদারুণ ক্লেশ সমস্ত স্মরণ কর এবং কর্ণ যে আমাদিগকে 'ষণ্ডতিল' এইরূপ অস্থিভেদী অমনোজ্ঞ সুতীক্ষ্ণ বাক্য সকল বলিয়াছিল, তাহাও মনে কর এবং তৎসমুদয় স্মরণ করিয়া এই সংগ্রামে অদ্য পাপাত্মা কর্ণকে শীঘ্র নিহত করিয়া ফেল। হে কিরীটিন্! তুমি কি জন্য উপেক্ষা করিতেছ? অদ্য এস্থানে এ উপেক্ষা করিবার সময় নহে; তুমি পূর্ব্বে যে ধৈর্য্যগুণ-দ্বারা খাণ্ডববনে হুতাশনকে আহার প্রদান করত সমস্ত প্রাণিবর্গ পরাজয় করিয়াছিলে; সম্প্রতি সেই ধৈর্য্যগুণে সুত-পুত্রকে বিনষ্ট কর; আমিও উহাকে গদাঘাতে চূর্ণিত করিব।

অনন্তর বাসুদেবও রথবাণ-সমস্ত প্রতিহত হইতে দেখিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, অহে কিরীটিন্! অদ্য কর্ণ অস্ত্র-নিচয়-দ্বারা তোমার অস্ত্র যে সর্ব্বথা প্রতিহত করিতেছেন, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার? অহে বীর! তুমি কি মুগ্ধ হইতেছ? কৌরবগণ যে প্রফুল্ল-চিত্তে নিনাদ করিতেছে, তাহা কি অবধান করিতেছ না? কৌরবেরা সকলেই কর্ণকে পুরস্কৃত করিয়া জানিতেছে, তদীয় অস্ত্র-নিচয়-দ্বারা তোমার অস্ত্র নিপাতিত হইতেছে। তুমি যে ধৈর্য্য-সহকারে যুগে যুগে দৈত্যদানবগণের অস্ত্র নিহত করিয়াছ এবং ভয়ঙ্কর রাক্ষস ও দম্ভোদ্ভব অসুরগণকে সমরে নিপাতিত করিয়াছ, অদ্য সেই ধৈর্য্যগুণে কর্ণকে বিনষ্ট কর। ইন্দ্র যেমন বজ্র-দ্বারা প্রবল শত্রু নমুচির মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অদ্য তুমি আমার প্রদত্ত এই ক্ষুরনেমি-সমন্বিত সুদর্শন চক্র-দ্বারা শত্রু সুত-তনয়ের শিরশ্ছেদন করিয়া ফেল। হে বীর ধনঞ্জয়! তুমি যাদৃশ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কিরাতরূপী মহাত্মা ভগবান্ মহাদেবকে পরিতোষিত করিয়াছিলে, পুনরায় তাদৃশ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া

Digitized by Google

সব্যাস্তব সূতনন্দনকে নিহত কর; পরে রাজা যুধিষ্ঠিরকে পত্তন ও গ্রাম-সমূহ-সমাকীর্ণা সাগর-মেখলা নিহত-শত্রু-সমূহা সুসমৃদ্ধা বসুন্ধরা সম্প্রদান করিয়া অতুল্য যশোলাভ কর।

অতিবলশালী মহাত্মা ধনঞ্জয় এইরূপ সম্ভাষিত হইয়া সূতপুত্রের বধার্থে স্থির নিশ্চয় করিলেন। ভীম ও জনার্দ্দন-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি আত্মস্মরণ ও সমুদয় পর্য্যবেক্ষণ-পূর্ব্বক সংসারে আপনার আগমনের প্রয়োজন জানিয়া কেশবকে এই কথা বলিলেন "আমি লোক সকলের মঙ্গলার্থে সূত-তনয়ের বিনাশ নিমিত্ত উগ্রতর মহাস্ত্র প্রকাশিত করি; অতএব আপনি, দেবগণ, ব্রহ্মা, মহাদেব এবং সমুদয় বেদজ্ঞ পুরুষেরা আমারে অনুমতি প্রদান করুন।" সেই অমিতাত্মা সব্যসাচী কেশবকে এই কথা বলিবার পর ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া, যাহা মানস দ্বারা যোজনীয়, সেই উত্তম অসহ্য ব্রহ্মাস্ত্র প্রকাশিত করিলেন। পরন্তু মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ কর্ণ শর-নিকর বিসর্জ্জন-দ্বারা তাঁহার সেই মহাস্ত্র বিহত করিয়া বিরাজিত হইলেন।

অনন্তর অমর্ষান্বিত বলবান্ ভীমসেন সংগ্রাম-মধ্যে কর্ণ-কর্ত্তৃক সেইরূপে কিরীটীর পরমাস্ত্র বিহত হইল দেখিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া সত্যসন্ধ ধনঞ্জয়কে বলিলেন "সমস্ত লোকেই তোমারে যে সেই ব্রহ্মদৈবত মানস-সংযোজনীয় সর্ব্বোত্তম মহাস্ত্রবেত্তা বলিয়া থাকে; অতএব হে সব্যসাচিন্! তুমি অন্য অস্ত্র যোজিত কর"। প্রভূততেজা সব্যসাচী এইরূপ কথিত হইয়া অন্য অস্ত্র যোজনা করিলেন; পরে গাণ্ডীবমুক্ত প্রচণ্ড-ভুজগগণ-সদৃশ দিবাকর-করতুল্য প্রদীপ্ত সায়ক-সমূহে সমুদয় দিক্ ও দিগন্তর সমাবৃত করিয়া ফেলিলেন। ভরত-প্রবর অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক বিমুক্ত প্রলয়কালীন বহ্নি ও প্রভাকর-কর-সদৃশ-প্রভান্বিত শতশত সহস্র সহস্র সুবর্ণপুঙ্খ বাণ-সমস্ত ক্ষণকাল-মধ্যে কর্ণের রথ আচ্ছাদিত করিল এবং তৎসমুদায় হইতে শূল পরশু চক্র নারাচ-প্রভৃতি ঘোরতর শত শত অস্ত্র নির্গত হইতে লাগিল। সেই সমস্ত অস্ত্রাঘাতে চতুর্দ্দিকস্থ যোধগণ নিহত হইতে থাকিল। সমর-মধ্যে কোন যোদ্ধা শত্রুর মস্তক ছিন্ন হইয়া শরীর হইতে পতিত হইল; অন্য কোন ব্যক্তি তাহাকে নিপতিত দেখিয়া ভয়ে প্রনষ্ট হইয়া শীঘ্র ভূমিশয্যায় শয়ন করিল। অন্য কোন যোদ্ধার করিকর-সদৃশ অসিযুক্ত বাহু বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং অপরের চর্ম্মসহ বামহস্ত ক্ষুরপ্র-দ্বারা নিকৃত্ত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইল। হে মহারাজ! কিরীটমালী ধনঞ্জয় এইরূপে শরীরান্তকর ঘোরতর শরনিকর-দ্বারা সমুদয় প্রধান প্রধান যোদ্ধা দিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনের সৈন্য প্রায় নিঃশেষ হইয়া পড়িল।

এদিকে সূর্য্যনন্দন কর্ণও অর্জ্জুনের ন্যায় সমর-মধ্যে সহস্র সহস্র বাণ বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তৎসমুদায় মেঘমুক্ত বারিধারার ন্যায় শব্দ করিতে করিতে পাণ্ডবাভিমুখে প্রধাবিত হইতে থাকিল। সেই ভীষণ-বলশালী কর্ণ ভীমসেন, জনার্দ্দন ও অর্জ্জুনকে তিন তিন শরে অভিহত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে নিনাদ করিতে লাগিলেন। কিরীটমালী পৃথা-তনয় ধনঞ্জয় কর্ণ-শরে স্বয়ং অভিহত হইয়া এবং ভীমসেন ও জনার্দ্দনকেও তথাবিধ সন্দর্শন করিয়া নিতান্ত ক্রোধভরে পুনরায় অষ্টাদশ শর নিক্ষিপ্ত করিলেন। তন্মধ্যে এক শরে সুষেণকে, চারি শরে শল্যকে ও তিন শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া তিনি সুবিমুক্ত অপর দশ শরে কাঞ্চনবর্ম্মধারী সভাপতিকে নিহত করিলেন। সেই রাজপুত্র নিপীড়িত, নিহত, বিগত-মস্তক, বাহু-বিহীন, অশ্ব-সারথি-বিবর্জ্জিত, শরাসন-শূন্য ও কেতু-বিরহিত হইয়া পরশুবিচ্ছিন্ন শালবৃক্ষের ন্যায় রথাগ্র হইতে পতিত হইলেন। ধনঞ্জয় পুনর্ব্বার কর্ণকে তিন, আট, দুই, চারি ও দশ বাণে উপর্য্যুপরি বিদ্ধ করিয়া আয়ুধধারী আরোহী যোধদিগের সহিত চারি শত মাতঙ্গ

Digitized by Google

সংহার-পূর্ব্বক আট শত রথ, সাদি-সহ এক সহস্র অশ্ব ও আট সহস্র বীর্য্যশালী পদাতি নিহত করিলেন এবং অশ্ব রথ ধ্বজ ও সারথির সহিত কর্ণকে বেগগামী বাণ-সমূহে অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর কৌরবগণ ধনঞ্জয়-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া চীৎকার করত চতুর্দ্দিক্ হইতে কর্ণকে বলিতে লাগিল " তুমি বাণরাজি বিসর্জ্জন কর; পাণ্ডুপুত্রকে বিনষ্ট করিয়া ফেল, নচেৎ ও ব্যক্তি বাণ-সমূহে সমুদয় কৌরব-সৈন্য সংহার করিবে "। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া কর্ণ সর্ব্বপ্রযত্ন-সহকারে বারম্বার বহুসংখ্য বাণ বিসর্জ্জন করিলেন। সেই মর্ম্মচ্ছেদী শোণিতপায়ী সুবিমুক্ত সায়ক-সমস্ত পাণ্ডু ও পাঞ্চালগণকে নিহত করিতে লাগিল। সেই সর্ব্বধনুর্দ্ধরপ্রবর সকল-শত্রুকুল-সহন-সমর্থ মহাবল-সম্পন্ন প্রচণ্ডমূর্ত্তি অস্ত্রকোবিদ বীর-দ্বয় মহাস্ত্র-নিচয়-দ্বারা শত্রুসৈন্য সংক্ষয় ও পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সুবর্ণবর্ম্মধারী রাজা যুধিষ্ঠির সৌহৃদ্যপূর্ণ প্রধানতম চিকিৎসকগণের মন্ত্রৌষধি-দ্বারা বিশল্য ও নীরোগ হইয়া কর্ণার্জ্জুনের সংগ্রাম সন্দর্শনার্থে সত্বর সমরস্থলে সমাগত হইলেন। সমুদয় প্রাণিগণ রাহুকবল-বিমুক্ত বিমল পূর্ণ শশধরকে সমুদিত দেখিয়া যেরূপ আনন্দিত হয়, সেই রণক্ষেত্রে ধর্ম্মরাজকে উপাগত দেখিয়া হর্ষভরে সেইরূপ আনন্দিত হইল। এদিকে গগনতলস্থ ও ভূতলস্থ লোকেরাও প্রধানতম শত্রুঘাতী শূরবর কর্ণ ও অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া তদ্দর্শনাভিলাষে নিজ নিজ বাহনগণকে নিয়মিত করিয়া অবস্থিত রহিলেন। হে রাজন্! সেই প্রকারে উৎকৃষ্ট শরনিকরে পরস্পর প্রহারকারী কর্ণার্জ্জুনের শরাসন-মৌর্ব্বী ও তলসন্নিপাতবিশিষ্ট যথারীতি বাণ-বিসর্জ্জনে সুশোভিত সেই যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। অনন্তর অর্জ্জুনের কার্ম্মুকমৌর্ব্বী অতিশয় আকর্ষিত হওয়ায় ঘোর শব্দসহকারে সহসা স্বয়ং ছিন্ন হইয়া পড়িল। সেই সময়ে সুতপুত্রও পৃথাতনয়কে এক শত বিহগপক্ষপুঙ্খান্বিত ক্ষুদ্রক-দ্বারা আকীর্ণ করিয়া ফেলিলেন; পরে নির্ম্মোক-শূন্য-সর্প-সদৃশ তৈলমার্জ্জিত ষষ্টিসংখ্য সুতীক্ষ্ণ সায়ক-দ্বারা বাসুদেবকে ক্ষত বিক্ষত করিলেন। তৎকালে সোমক-সৈনিকেরাও সেই স্থানে প্রধাবিত হইয়া আইল। মেঘ সকল যেমন আকাশ-মণ্ডলস্থ সূর্য্যকে সমাচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তাহারা নিশিত বিশিখপুঞ্জ-দ্বারা কর্ণকে আচ্ছন্ন করিল। পরন্তু কৃতাস্ত্র সুতপুত্র সেই আগমনকারী সৈন্যগণকে বহুসংখ্য বাণজালে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন এবং সেই সমস্ত অস্ত্রদ্বারা তাহাদিগের সমুদয় অস্ত্র বিহত করিয়া অশ্ব রথ ও মাতঙ্গগণকে বিনষ্ট করিলেন। হে মহারাজ! সূতনন্দন সেইরূপে প্রধান প্রধান সৈন্য সকলকে মার্গণগণ-দ্বারা নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবলশালী কুক্কুর-দল যেমন ভীষণবলান্বিত রোষাবিষ্ট সিংহ-কর্ত্তৃক ছিন্নকায় হইয়া পতিত হয়, সেইরূপ তাহারা কর্ণ-শরসমূহে বিদীর্ণদেহ ও গতপ্রাণ হইয়া শব্দ করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। কর্ণ ও ধনঞ্জয়ের সেই অবসরে বলিষ্ঠ প্রধান প্রধান পাঞ্চাল ও অন্যান্য সৈন্যগণ কর্ণের উত্তম-রূপে নিক্ষিপ্ত বাণনিচয়ে বল-পূর্ব্বক নিহত হইয়া পুনরায় পলায়ন করিতে থাকিল। তৎকালে ত্বদীয় সৈন্যগণ আপন পক্ষের বিপুল বিজয় হইল ভাবিয়া তলাঘাত ও সিংহনাদ করিতে লাগিল; যেহেতু তাহারা সকলেই মনে করিল, কর্ণ সেই কৃষ্ণার্জ্জুনকে সমরে বশবর্ত্তী করিয়াছেন।

অনন্তর কিরীটধারী ধনঞ্জয় শর-নিকরে ক্ষত বিক্ষত হইলেও অতিমাত্র কোপ-পরবশ হইয়া ধনুর্জ্যা অবনমন-পূর্ব্বক অবিলম্বে কর্ণের নিক্ষিপ্ত সায়ক-সমূহ বিহত করিয়া সোমকদিগকে রণস্থলে প্রত্যানয়ন করিলেন। পরে তিনি জ্যামার্জ্জন ও তলত্রাঘাত করিয়া ক্ষণকাল-মধ্যে বাণে বাণে অন্ধকার করিয়া ফেলিলেন এবং কর্ণকে শল্যকে ও

Digitized by Google

সমুদয় কৌরব-সৈন্যগণকে শর-নিকরে যুগপৎ বিদ্ধ করিলেন। বেগগামী অস্ত্র-দ্বারা অন্তরীক্ষ-মণ্ডল অন্ধকারময় হইলে তথায় পক্ষিগণ ভ্রমণ করিতে অসমর্থ হইল। তৎকালে সুগন্ধি দিব্য বায়ু আকাশস্থ প্রাণিগণ-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া বহন করিতে লাগিল। অনন্তর ধনঞ্জয় হাস্য করিতে করিতে দশ শরে শল্যকে বর্ম্মদেশে বিদ্ধ করিলেন; পরে সুনিক্ষিপ্ত দ্বাদশ বাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সপ্ত বাণে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ পার্থের শরাসন হইতে বেগে নিক্ষিপ্ত প্রচণ্ড-বেগান্বিত বাণ-নিবহে দৃঢ়রূপে আহত, বিভিন্ন-গাত্র ও রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া, প্রচণ্ড মুহূর্ত্তে শ্মশান-মধ্যে ক্রীড়ানিরত বিসৃতায়ুধ রুধিরার্দ্র গাত্র রুদ্রের ন্যায় বিরাজিত হইলেন। অনন্তর অধিরথ-তনয় সেই দেবরাজ-তুল্য ধনঞ্জয়কে শরত্রয় বিভিন্ন করিয়া কৃষ্ণের বধাকাঙ্ক্ষায় প্রদীপ্ত সর্প-সদৃশ পঞ্চ বাণ প্রেরণ করিলেন। সেই সুবর্ণ-বিচিত্রিত উত্তম-বেগান্বিত সাধু-নিক্ষিপ্ত সায়ক সকল পুরুষোত্তমের বর্ম্মভেদ করিয়া পতিত হইল, বেগে ভূগর্ভ-মধ্যে প্রবেশ করিল এবং পাতাল-গঙ্গায় স্নান করিয়া কর্ণাভিমুখে প্রত্যাগমন করিল। তখন ধনঞ্জয় সুবিমুক্ত দশ ভল্ল দ্বারা সেই পঞ্চ বাণের প্রত্যেককে তিন তিন খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তক্ষকপুত্র অশ্বসেনের সহায়ভূত সেই বিশাল সর্প-সায়ক-সমস্ত ধরাতলে নিপতিত হইল। অনন্তর কিরীটমালী কর্ণ-ভুজ-বিমুক্ত সর্প-শরাঘাতে কৃষ্ণকে নিপীড়িতাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধভরে, শুষ্কতৃণ-দহনকারী হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি আকর্ণপূর্ণ-সন্ধানে নিক্ষিপ্ত অতিপ্রদীপ্ত শরীরান্তকর শরনিকর-দ্বারা কর্ণের মর্ম্মস্থল সকল বিদ্ধ করিলেন। অতিমাত্র ধৈর্য্যশালী অধিরথ-তনয় বেদনায় বিচলিত হইয়াও ধৈর্য্যপ্রযুক্ত স্থির হইয়া রহিলেন। মহারাজ! ধনঞ্জয় কুপিত হইলে পর তদীয় শর-নিচয়-দ্বারা দিক্ বিদিক্ সকল, সূর্য্যকিরণ ও কর্ণের রথ, তুষার ও নীহারে আচ্ছন্ন গগণমণ্ডলের ন্যায়, অদৃশ্য হইয়া পড়িল। হে রাজন্! সেই কুরুগণপ্রবর বীরপ্রধান সব্যসাচী সমরে সমস্ত চক্ররক্ষ, পাদরক্ষ, পৃষ্ঠরক্ষ ও অগ্রগামী সৈনিকদিগকে এবং দুর্য্যোধনের প্রীতিপাত্র সারভূত সমুদ্ধত দুই সহস্র বরিষ্ঠ কুরুপ্রবীর রথিগণকে অশ্ব, রথ ও সারথি-সমুদায়ের সহিত ক্ষণকাল-মধ্যে সংহার-দশায় উপনীত করিলেন। অনন্তর আপনকার পুত্র সকল ও অবশিষ্ট কৌরবগণ কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়া এবং শর-বিক্ষতগাত্র, অনবরত বিলাপকারী, আহত পুত্র ও পিতৃগণকে ইতস্তত নিক্ষিপ্ত রাখিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। হে ভারত! মহাবীর কর্ণ ভয়পলায়িত-কৌরব-সৈন্য-বিহীন হইয়া সর্ব্বত্র দিঙ্মণ্ডল শূন্য দেখিয়াও তথায় কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না, বরং অর্জ্জুনের প্রতিকূলে ধাবমান হইলেন।

কর্ণার্জ্জুন-যুদ্ধে একোননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৮৯।

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর সেই পলায়িত ছিন্নভিন্ন-সৈন্য কৌরবেরা শরপাত-মাত্র প্রদেশে অবস্থিত হইয়া দেখিল, সৌদামিনী-সদৃশ-প্রভাবিত অর্জ্জুনাস্ত্র সর্ব্বদিকে প্রেরিত হইতেছে। কর্ণ ভয়ঙ্কর শর-নিকর-দ্বারা মহাসমরে ক্রোধান্বিত অর্জ্জুন-কর্তৃক তাঁহার বধার্থে অতিবেগে নিক্ষিপ্ত সেই আকাশ-গত অস্ত্র গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুন উদ্ধত হইয়া সুবর্ণপুঙ্খ বিশিখপুঞ্জ-দ্বারা সংগ্রামে কৌরবগণকে দগ্ধ করিতে থাকিলে, রাধা-তনয় তাঁহার প্রতি লক্ষ করিয়া অতিঘোর-শব্দান্বিত সুদৃঢ়-মৌর্ব্বী-বিশিষ্ট শরাসন বিস্ফারণ-পূর্ব্বক সায়ক-সমূহ বিসর্জ্জন করিলেন। তিনি পরশুরাম-সমীপে উপার্জ্জিত, মহাপ্রভাব সমন্বিত, অথর্ব্ব-মন্ত্রপূত, অরিবিনাশন অস্ত্র-দ্বারা অর্জ্জুনের সেই অস্ত্র বিহত করিয়া ফেলিলেন এবং কুরুসৈন্য-দহনকারী অর্জ্জুনকেও নিশিত বাণ-নিচয়ে আহত করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর

Digitized by Google

মত্ত মাতঙ্গ-দ্বয়ের দন্তাঘাত-দ্বারা পরস্পর যেরূপ সংগ্রাম হয়, পরস্পর সন্নিহিত অর্জ্জুন ও কর্ণের তথায় বাণ-নিচয়-দ্বারা সেইরূপ সুমহান্ সংগ্রাম হইল। পরে কর্ণ ও ধনঞ্জয় শরজাল-বর্ষণে গগণতল অবকাশ-শূন্য করিলে, দিঙ্মণ্ডল অস্ত্র-সমূহে সমাবৃত হইল এবং তৎকালে সূর্য্যও তথায় অদৃশ্য হইলেন। সেই তুমুল বাণান্ধকারে সমুদয় কৌরব ও সোমকেরা দেখিল, আকাশমণ্ডলে বাণময় সুমহান্ জাল বিস্তীর্ণ রহিয়াছে; তৎকালে কেবল অস্ত্র ভিন্ন তাহারা তথায় আর কিছুই পতিত হইতে দেখিতে পাইল না।

হে মহারাজ! সেই ধনুর্দ্ধরগণের প্রধানতম কৃতাস্ত্র বীরদ্বয় নিরন্তর অনেকানেক বাণ সন্ধান ও নিক্ষেপ করত বিবিধ বিচিত্র যুদ্ধপ্রণালী প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সমরস্থলে এইরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত বীর-দ্বয়ের মধ্যে কখন সূত-তনয়, কখন বা কিরীটধারী ধনঞ্জয় বীর্য্য, অস্ত্র-সম্পত্তি, বল ও লঘুহস্ততায় প্রধান হইতে থাকিলেন। তৎকালে রণক্ষেত্রে পর-স্পর ছিদ্রান্বেষী কর্ণার্জ্জুনের সেই দুর্বিষহ ঘোরতর সমর অবলোকন করিয়া অপর যোধগণ সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। হে নরেন্দ্র! অনন্তর অম্বরস্থিত ভূরি ভূরি প্রাণিগণ হর্ষান্বিত হইয়া সেই কর্ণ ও পার্থকে প্রশংসা করিতে লাগিল এবং প্রীতি-সহকারে তাঁহাদিগকে "সাধু কর্ণ! সাধু ধনঞ্জয়!" এই কথা বলিতে থাকিল। সেই সংগ্রামে তখন রথাশ্ব মাতঙ্গগণের অভিঘাতে ভূতল দলিত হইলে পর, পাতাল-তল-শায়ী অশ্বসেন-নামা যে নাগ খাণ্ডবদাহকালে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া অর্জ্জুনের শত্রুতাচরণে কোপ-বশত বসুধাতলে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই নাগ-বীর সংপ্রতি কর্ণার্জ্জুনের যুদ্ধ দেখিয়া জননীর বধ ও অর্জ্জুন-কৃত শত্রুতা স্মরণ করত সম্মুখে সমুত্থিত, ঊর্দ্ধগতি ও বেগে ঊর্দ্ধে প্রস্থিত হইয়া 'এই দুরাত্মা অর্জ্জুনের প্রতি বৈর-নির্যাতন করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়' এইরূপ চিন্তা করিয়া শর রূপ ধারণ পূর্ব্বক অবিলম্বে সূত-নন্দনের তূণ-মধ্যে প্রবেশ করিল।

অনন্তর কর্ণার্জ্জুন শর-সমূহ বর্ষণে অম্বরতল অবকাশ-শূন্য করিলেন; তৎকালে তথায় যেন একখানি বিস্তৃত-কিরণ-বিশিষ্ট অস্ত্র-নিচয়-সমাকুল জাল হইয়া উঠিল। সমুদয় কৌরব ও সোমকেরা সেই বাণময় মহাজাল-মাত্র সন্দর্শনে ত্রাসান্বিত হইল; অতিমাত্র তুমুল বাণান্ধকারে কেবল অস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই পতিত হইতে দেখিল না। অনন্তর সেই সর্ব্বধনুর্দ্ধর-প্রধানতম পুরুষশার্দ্দূল বীরদ্বয় রণক্ষেত্রে যুদ্ধশ্রম প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া, গগণতলস্থ দিব্যমূর্ত্তি অপ্সরোগণ চামর হস্তে লইয়া তাহার সঞ্চালন-দ্বারা তাঁহাদিগকে বীজন ও চন্দন রস সেচন করিতে লাগিল এবং শক্র ও সূর্য্যের করকমল-দ্বারা উভয়ের ঘর্ম্ম-পরিপ্লুত মুখমণ্ডল মার্জ্জিত হইল। পরে বীরবর কর্ণ যখন অর্জ্জুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারিলেন না, প্রত্যুত তদীয় শরজালে অভিতপ্ত ও ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ হইলেন, তখন সেই একতূণশায়ী সর্পমুখ বাণ সন্ধানের সংকল্প করিলেন। অনন্তর তিনি ধনঞ্জয়ের নিমিত্তে চিরকাল অতিযত্নে যাহা রক্ষা করিয়াছিলেন, সংপ্রতি তাঁহার মস্তকহরণেচ্ছু হইয়া কর্ণমূল পর্য্যন্ত শরাসন আকর্ষণ-পূর্ব্বক সেই শত্রু-নাশন, সমর-ভীষণ, সুতীক্ষ্ণ, প্রজ্বলিত, সুমার্জ্জিত, সতত পূজিত, চন্দনচূর্ণ-চর্চ্চিত, মহাপ্রভান্বিত, সুবর্ণ-তূণস্থিত, ঐরাবতবংশ-সম্ভূত, প্রদীপ্ত সর্পমুখ সায়ক অতিকোপাবিষ্ট অর্জ্জুনের অভিমুখে সন্ধান করিলেন। তাহাতে দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রজ্বলিত হইল এবং ঘোরতর উল্কা সমস্ত ও বজ্রপাত হইতে লাগিল। সেই নাগবাণ শরাসনে নিযোজিত হইলে, ইন্দ্রাদি লোকপাল সকল হাহাকার করিতে লাগিলেন; নাগ অশ্বসেন যে যোগবলে শর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা আর সূতপুত্র জানিতে পারেন নাই।

অনন্তর মহাত্মা মদ্ররাজ শল্য সূতনন্দনকে শর-

Digitized by Google

সন্ধান করিতে দেখিয়া বলিলেন “কর্ণ! এই বাণ অর্জ্জুনের গ্রীবা প্রাপ্ত হইবে না; অতএব বিলক্ষণ বিবেচনা-পূর্ব্বক এই শিরোহর শর সন্ধান কর।” মদ্রাধিপের এই কথায় তরস্বী সূত-তনয় ক্রোধ-সংরক্ত-লোচনে তাঁহারে কহিলেন “শল্য! কর্ণ কখন দুইবার শর সন্ধান করে না;—মাদৃশ যোদ্ধারা কদাপি কপট-যুদ্ধ করে না।” হে রাজন্! এই রূপ কহিয়া তিনি বিজয়ার্থে সমুদ্যত হইয়া প্রযত্ন পূর্ব্বক বহুবৎসর পর্য্যন্ত যাহার পূজা করিয়াছিলেন, সেই দুর্জ্জয় শর সত্বর পরিত্যাগ করিলেন এবং “ধনঞ্জয়! তুমি হত হইলে,” এই কথা বলিলেন। সেই সূর্য্যাগ্নি সদৃশ-প্রভান্বিত, অতিঘোর শব্দবিশিষ্ট ভীষণরূপ সায়ক কর্ণের ভুজ-বিমুক্ত ও গুণচ্যুত হইয়া গগনমণ্ডলের যেন সীমন্ত রচনা করত অন্তরীক্ষে প্রজ্বলিত হইল। কংসরিপু বাসুদেব সমর মধ্যে সেই প্রদীপ্ত শর সন্দর্শন করিয়া সেই রথোত্তম-খানিকে পদ-দ্বারা সত্বর নিষ্পেষণ-পূর্ব্বক অবলীলা-ক্রমে হস্তপরিমিত পৃথিবীতলে প্রবেশিত করিলেন। তাহাতে সেই সুধাংশু-কিরণবর্ণ সুবর্ণাচ্ছন্ন তুরঙ্গমেরা জানুপাতন-পূর্ব্বক ভূতল-গত হইল। কর্ণ ভুজগবাণ সন্ধান করিলেন দেখিয়া, বলিষ্ঠশ্রেষ্ঠ মাধব বল-সহকারে পদযুগল-দ্বারা স্যন্দন আক্রমণ করিলেন এবং রথখানি ভূগর্ত্ত-মধ্যে কিঞ্চিৎ নিমগ্ন হইলে ঘোটকেরা জানুপাতিয়া পড়িল। অনন্তর মধুসূদনের সম্পূজনার্থে অন্তরীক্ষমণ্ডলে সুমহান্ নিনাদ সমুত্থিত হইল; সহসা দিব্য বায়ু বহিল এবং দিব্য-পুষ্প-বর্ষণ ও সিংহনাদ হইতে লাগিল। মধুসূদনের প্রযত্নে সেইরূপে রথের কিয়দংশ ধরণী-তলে নিমগ্ন হইলে পর সূত-তনয় সর্পাস্ত্র-বিসর্জ্জন উত্তম যত্ন ও রোষ-সহকারে বিমুক্ত শর-দ্বারা অর্জ্জুনের পৃথিবী, স্বর্গ, আকাশ ও জলরাশি-মধ্যে বিখ্যাত উত্তমাঙ্গ-ভূষণ কিরীটখানি তদীয় মস্তক হইতে অপহরণ করিলেন। কর্ণ নাগ-দ্বারা বল-পূর্ব্বক যাহা হরণ করিয়া লইলেন, সেই শিরোভূষণ সূর্য্য-চন্দ্র হুতাশন ও গ্রহগণ-তুল্যপ্রভান্বিত, সুবর্ণ মুক্তা মণি ও হীরক-বিভূষিত, মহার্হরূপ ধারণকারীর অত্যন্ত সুখাবহ সুগন্ধি ও শত্রুকুল ভয়ঙ্কর। বিভু স্বয়ম্ভু পুরন্দরের নিমিত্তে তপস্যা-দ্বারা স্বয়ং প্রযত্ন-সহকারে তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং সুরেশ্বর সুপ্রসন্ন হইয়া অমরারি হিংসাকারী ধনঞ্জয়কে স্বয়ং তাহা প্রদান করিয়াছিলেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, মহাদেব, ইন্দ্র, বরুণ ও কুবেরও পিণাক, বজ্র, পাশ ও উত্তম সায়ক-দ্বারা তাহা নিপীড়িত করিতে সমর্থ নহেন। অতিশয় দুষ্টাভিপ্রায়, বৃথা-প্রতিজ্ঞ, প্রচণ্ডমূর্ত্তি, তরস্বী নাগ সেই বিশুদ্ধকাঞ্চন-রত্ন-বিচিত্রিত কিরীটের সন্নিহিত হইয়া পার্থের উত্তমাঙ্গ হইতে তাহা হরণ করিল। হে নরেন্দ্র! নাগ অশ্বসেন সেই রত্নমালা-সমাকীর্ণ, সুমনোহর, শরীর ও শোভায় জাজ্বল্যমান দিব্য কিরীটখানি সমরে বল-পূর্ব্বক শীঘ্র প্রমথিত করিয়া অর্জ্জুনের মস্তক হইতে হরিয়া লইল। পর্ব্বতের সুজাত ও উত্তম-কুসুমিত-তরুরাজিসমাকীর্ণ শৃঙ্গ যেমন বজ্র-বিদারিত হইয়া পতিত হয় এবং দিবাকর যেমন জ্বলিতে জ্বলিতে অস্তাচল হইতে পতিত হন, তদ্রূপ পার্থের সেই জ্যোতির্ম্ময় প্রেমাস্পদ উত্তম কিরীট উত্তম-বাণবিচ্ছিন্ন ও বিষাগ্নিপ্রদীপ্ত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। মহেন্দ্রের বজ্র যেমন ভূধরের সুজাত অঙ্কুর ও পুষ্পিত-দ্রুমসমাকীর্ণ শিখরোত্তম হরণ করে, তদ্রূপ সেই নাগ অশ্বসেন বলপূর্ব্বক অর্জ্জুনের মস্তক হইতে বহুরত্ন-ভূষিত কিরীট হরিয়া লইল। হে ভারত! ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, স্বর্গ ও জলসকল প্রচণ্ডপবন-দ্বারা আন্দোলিত হইয়া যে প্রকার ভয়ঙ্কর শব্দ করে, তৎকালে ত্রিভুবন-মধ্যে লোক সকল তাদৃশ ঘোর শব্দ শ্রবণ করিল এবং ব্যথিত ও স্খলিতপদ হইয়া পড়িল। সেই শ্যাম-কলেবর যুবা ধনঞ্জয় কিরীট ব্যতিরেকে, শৃঙ্গবিহীন ভূধর-তুল্য সুশোভিত হইলেন। অনন্তর তিনি ব্যথিত না হইয়া শ্বেতবর্ণ বসন-দ্বারা কেশ সকল

Digitized by Google

ঊৰ্দ্ধে বন্ধন-পূর্ব্বক অবস্থিত রহিলেন। পুত্ররূপিণী সর্পিণী অশ্বসেন-জননী সুতীক্ষ্ণীকৃত বাণযোগে মরীচিমালি-পুত্রকর্তৃক সম্যক্ প্রেরিতা হইয়া সুপ্রকাশিত তেজ ও বলদ্বারা উদ্ভাসমান অর্জ্জুনকে অশ্বরশ্মি-স্থানে অবনত-মস্তক দেখিয়া প্রভাকর-কিরণতুল্য-প্রভান্বিত, স্বয়ম্ভূ-বিনির্ম্মিত, অদিতি-নন্দন-সহস্রনয়নভূষণ, সুপ্রসিদ্ধ মুকুট হরণ করিল; পরন্তু গোকর্ণ-শৈলনিবাসী নিবাতকবচাদির নিধনকারী ধনঞ্জয় সেই সর্পিণীর সংসর্গ না পাইয়া মৃত্যুর বশীভূত হইলেন না।

অনন্তর, অর্জ্জুন যাহার প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়াছিলেন, সেই কর্ণভুজবিমুক্ত বহ্নিতাম্বর-সদৃশ-প্রভান্বিত মহামূল্য মহাসর্প-সায়ক কিরীট আহত করিয়া প্রত্যাগমন করিল। সে অর্জ্জুনের সেই কাঞ্চন-বিচিত্রিত সুপ্রভান্বিত কিরীট দগ্ধ করিবার পর পুনরায় তূণমধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইল; পরন্তু কর্ণকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া এই কথা বলিল, কর্ণ! তুমি সম্যক্ পর্য্যালোচনা না করিয়া আমারে পরিত্যাগ করিয়াছিলে, সেই জন্যেই আমি অর্জ্জুনের মস্তক হরণ করিতে পারি নাই। সংপ্রতি তুমি উত্তমরূপ বিবেচনা-পূর্ব্বক সমরে শীঘ্র আমারে পরিত্যাগ কর, আমি তোমার ও আমার শত্রুকে নিঃসন্দেহ নিহত করিব।

সূতনন্দন কর্ণ সংগ্রামে এইরূপ কথিত হইয়া সেই সর্পকে কহিলেন " তুমি কে? তোমার রূপ অতিপ্রচণ্ড দেখিতেছি"। সর্প কহিল, তুমি আমাকে এইরূপ জান যে, পার্থ আমার অপরাধ করিয়াছে; আমার জননীকে নিহত করায়, তাহার সহিত আমার শত্রুতা জন্মিয়াছে। যদি স্বয়ং বজ্রধারী তাহার রক্ষক হন, তথাপি সে অদ্য কৃতান্ত-ভবনে গমন করিবে। তুমি অবজ্ঞা করিও না; আমার বাক্য রক্ষা কর; অদ্য আমি তোমার শত্রুকে নিপাতিত করিতেছি, তুমি শীঘ্র আমারে পরিত্যাগ কর।

কর্ণ কহিলেন, ভুজঙ্গ! কর্ণ অদ্য যুদ্ধার্থে অন্যের বল অবলম্বন করিয়া কখনই জয়াভিলাষ করে না; অপিচ যদি শত শত অর্জ্জুনকে নিহত করিতে পারে, তথাপি কদাচ দুইবার শর সন্ধান করে না"। সূর্য্যনন্দনসত্তম কর্ণ সংগ্রাম-মধ্যে তখন পুনরায় সেই নাগকে বলিলেন, সর্প! আমি অস্ত্র-বিসর্জ্জন উত্তম যত্ন ও রোষসহকারে পার্থকে নিহত করিব, তুমি উত্তম সুখী হইয়া প্রস্থান কর।

হে রাজন্! সেই জিঘাংসাপরায়ণ উগ্রমূর্ত্তি নাগরাজ যুদ্ধস্থলে কর্ণকর্তৃক ঐরূপ সম্ভাষিত হইয়া তাঁহার বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া রোষভরে বাণ-রূপ-ধারণ-পূর্ব্বক অর্জ্জুনবধার্থে স্বয়ং প্রস্থান করিল। অনন্তর কৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে কহিলেন " পার্থ! তুমি ঐ কৃতবৈর মহাসর্পকে সমরে বিনষ্ট কর "। শত্রুগণের প্রতি উগ্রধন্বা গাণ্ডীবধন্বা, মধুসূদনকর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া বলিলেন, ঐ নাগটা কে? ও যে গরুড়স্বরূপ আমার মুখমধ্যে অদ্য আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইল।

কৃষ্ণ কহিলেন, পার্থ! খাণ্ডবনে তুমি যখন ধনুর্দ্ধারণ করিয়া হুতাশনকে পরিতৃপ্ত করিতেছিলে, তৎকালে যে ভুজঙ্গম জননীকর্তৃক রক্ষিতদেহ হইয়া অন্তরীক্ষে গমন করিয়াছিল; তুমি উহাদিগকে একমূর্ত্তি বোধ করিয়া উহার জননীর সংহার করিয়াছিলে; সেই ঐ সর্প তোমার শত্রুতা স্মরণ করিয়া অদ্য তোমার সংহারার্থে সমাগত হইতেছে। হে শত্রুতাপন! ঐ দেখ, ও আকাশ-বিচ্যুত প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় আসিতেছে।

সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর জয়শীল ধনঞ্জয় রোষপরবশ হইয়া পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক নিশিত ছয় শরদ্বারা আকাশে বক্রভাবে আপতিত সেই নাগকে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সে বিচ্ছিন্নদেহ হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল। মহারাজ! কিরীটী সেই সর্পকে নিহত করিলে পর মহাবাহু পুরুষোত্তম বিভু বাসুদেব বাহু-যুগল-দ্বারা স্বয়ং সেই রথখানিকে পুনরায়

Digitized by Google

ভূতল হইতে শীঘ্র সমুদ্ধৃত করিলেন। ইত্যবসরে কর্ণ বক্রভাবে নিরীক্ষণ করত শিলাশাণিত ময়ূর-পক্ষপুঙ্খান্বিত দশ শর-দ্বারা পুরুষপ্রবীর ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন সুবিমুক্ত নিশিত দ্বাদশ বরাহকর্ণ বাণে কর্ণকে নিপীড়িত করিয়া আকর্ণপূর্ণ-সন্ধানে আশীবিষ-সদৃশ বেগশালী এক নারাচ পরিত্যাগ করিলেন। সেই সুনিক্ষিপ্ত বাণ-প্রবর কর্ণের প্রাণ-নিরাকরণের নিমিত্তই যেন বর্ম্ম বিদারণ-পূর্ব্বক রুধির পান করিয়া রক্তাক্ত-পুঙ্খ হইয়া ধরা-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর শীঘ্রকারী কর্ণ, বাণ নিপাতপ্রযুক্ত দণ্ডবিঘট্টিত মহাভুজঙ্গের ন্যায় কোপিত হইয়া, তখন বিষ-বমনকারী মহাবিষসর্প-সদৃশ ভীষণ-রূপ ধারণ-পূর্ব্বক শরোত্তম সমস্ত বি-সর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনি জনার্দ্দনকে দ্বাদশ সায়কে এবং নূতন নবতি শরে অর্জ্জুনকে বিদীর্ণ করিয়া পরে একটা ঘোরতর শর-দ্বারা অর্জ্জুনকে পুনরায় বিদ্ধ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ ও হাস্য করিতে থাকিলেন। পরন্তু পুরন্দর-সম-বিক্রমসম্পন্ন মর্ম্মজ্ঞ পাণ্ডুতনয় ধনঞ্জয় তাঁহার সেই হর্ষ সহিতে না পারিয়া, ইন্দ্র যেমন তেজঃপুঞ্জ-সহকারে বলাসুরকে আহত করিয়াছিলেন, সেইরূপ শত শত সায়ক-দ্বারা তাঁহার মর্ম্মভেদ করিলেন। অনন্তর তিনি কর্ণের প্রতি সাক্ষাৎ যমদণ্ড-সদৃশ নবসংখ্য নবতি শর বিসর্জ্জন করিলেন। কর্ণ সেই সকল শরে অতি-মাত্র বিক্ষতগাত্র হইয়া, বজ্রবিদারিত পর্ব্বতের ন্যায়, নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন। অর্জ্জুন তাঁহার অত্যুৎকৃষ্ট মণি হীরক ও কাঞ্চনে অলঙ্কৃত উত্তমাঙ্গ-ভূষণ মুকুট ও কুণ্ডল-যুগলও সায়ক-নিচয়-দ্বারা ছিন্ন করিয়া ধরাতলে নিপাতিত করিলেন। প্রধান প্রধান শিল্পি-সকল বহুযত্ন-সহকারে সুদীর্ঘকালে কর্ণের যে মহামূল্য উজ্জ্বলকান্তিপুঞ্জ-সমুদ্ভাসিত বর্ম্মখানি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, ধনঞ্জয় বাণ-সমূহ-দ্বারা ক্ষণকাল-মধ্যে তাঁহার সেই বর্ম্মকে বহু খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন কুপিত হইয়া বর্ম্মবিহীন কর্ণকে সুশাণিত উৎকৃষ্ট শর-চতুষ্টয়ে বিদ্ধ করিলেন। কর্ণ শত্রুপ্রতাপিত হইয়া, বাত-পিত্ত-কফজ্বরে রোগীর ন্যায়, অতিমাত্র ব্যথিত হইলেন। ধনঞ্জয় ত্বরান্বিত হইয়া বিপুল-শরাসনমণ্ডল-বিনির্গত, ক্রিয়া যত্ন ও বল-সহকারে প্রেরিত বহুসংখ্য নিশিত শরোত্তম-দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন এবং মর্ম্মস্থান-সমুদায়ে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন। কর্ণ সুতীক্ষ্ণাগ্র উগ্রবেগান্বিত বহুবিধ সায়ক-সমূহে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক অতিমাত্র আহত হইয়া, গৈরিক-ধাতুলোহিত-বর্ণ মহীধর যেমন নির্ঝর-নিকর-দ্বারা জল ক্ষরণ করে, সেইরূপ রক্ত ক্ষরণ করত শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর কার্ত্তিকেয় যেমন ক্রৌঞ্চপর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অর্জ্জুন কর্ণকে যম-দণ্ড ও অগ্নি-সদৃশ সুবর্ণপুঙ্খ সুদৃঢ় লৌহময় অবক্র-গামী নবসংখ্য সায়ক-দ্বারা বক্ষস্থলে বিদ্ধ করিলেন। তখন সূতনন্দন তাহাতে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া তূণ ও ইন্দ্র-শরাসন-সদৃশ সেই কোদণ্ড পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ব্যথান্বিত মোহযুক্ত শিথিল-মুষ্টি ও স্খলিতপদ হইয়া পড়িলেন।

পুরুষব্রতে অবস্থিত মহানুভব ধনঞ্জয় তৎকালে কর্ণকে বিপদ সময়ে বিহত করিতে অভিলাষ করিলেন না; পরন্তু তাহাতে বাসুদেব সসম্ভ্রমে বলিলেন "অহে অর্জ্জুন! তুমি প্রমত্ত হইতেছ কেন? বিচক্ষণ লোকেরা অতিদুর্ব্বল শত্রুদিগের নিমিত্তেও সতত সময় প্রতীক্ষা করেন না; বিশেষত পণ্ডিত পুরুষ অরাতিগণের বিপদ-সমূহে তাহাদিগকে নিহত করিয়া ধর্ম্ম ও যশ লাভ করিয়া থাকেন। তোমার এই সতত শত্রু বীরপ্রধান কর্ণকে বিমর্দ্দিত করিতে ত্বরান্বিত হও। সূততনয় সমর্থ হইয়া সমুপাগত হইতে পারেন; অতএব ইন্দ্র যেমন নমুচিকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমি উহাঁরে নিহত করিয়া ফেল,"। সকল-কুরুগণ-প্রবর ধনঞ্জয় "কৃষ্ণ! তাহাই হউক" এই বলিয়া জনার্দ্দনকে সত্বর অভিপূজিত করিয়া, অমরাধিপতি যেমন

শম্বরাসুরকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ত্বরান্বিত হইয়া কর্ণকে শরোত্তম-সমূহে বিদ্ধ করিলেন। হে ভারত! কিরীটী বৎসদন্ত সায়ক-সমূহ-দ্বারা সূত-নন্দনকে অশ্ব ও রথের সহিত সমাকীর্ণ করিলেন এবং সর্ব্বপ্রযত্ন-সহকারে সুবর্ণপুঙ্খ সায়ক বর্ষণ-দ্বারা দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই স্থূল ও বিশাল বক্ষস্থল-সম্পন্ন সূত-তনয় বৎসদন্ত-সমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া, সুপুষ্পিত অশোক পলাশ ও শাল্মলি-বৃক্ষ-সমন্বিত চন্দন-কানন-সমাকীর্ণ মহীধরের ন্যায়, দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। মহারাজ! কর্ণের শরীর সমরে বহুসংখ্য শর-সমুদায়ে নিপীড়িত হইলে তিনি, তরুনিকর-পরিব্যাপ্ত-সানুকন্দর প্রস্ফুটিত-কর্ণিকার-সমাকীর্ণ গিরীন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাত হইলেন। শরজাল-কিরণমালী অধিরথ-তনয় বহুবার বাণ-সমূহ বিসর্জ্জন করত, লোহিতরাগ-সমন্বিত রক্তবর্ণ-মরীচি-মালা-মণ্ডিত অস্তশিখরাভিমুখ প্রভাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অর্জ্জুন-বাহুমুক্ত সুতীক্ষ্মমুখ শিলীমুখ-সকল দিগ্‌দিগন্তরে ব্যাপ্ত হইয়া কর্ণের বাহুমধ্য হইতে বিনিঃসৃত মহা-সর্প-সম দেদীপ্যমান বাণ-সমস্ত বিধ্বংসিত করিয়া ফেলিল। অনন্তর কর্ণ ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক কুপিত সর্প-সদৃশ শর সকল বিমোচন করত তাদৃশ দশ সায়ক-দ্বারা পার্থকে এবং ছয় বাণে কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিলেন। পরে ধনঞ্জয় মহাসমরে মহেন্দ্র-বজ্রতুল্য-নিনাদবিশিষ্ট, সর্প-গরল ও অনল-সদৃশ, লৌহময়, মহাস্ত্রপ্রতিম, রুদ্রদৈবত মহাশর নিক্ষিপ্ত করিবার মানস করিলেন। কর্ণের সেই সংহার-সময় সমুপস্থিত হইলে, কাল অদৃশ্য থাকিয়া কর্ণ-রথের প্রসঙ্গ-কারী বিপ্রশাপ নিদর্শন করত কহিলেন "পৃথিবী চক্র গ্রাস করিতেছে"। হে নরবীর! কর্ণের সেই বিনাশ-কাল আগত হইলে, মহাত্মা পরশুরাম তাঁহারে ব্রহ্মদৈবত যে মহাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মন হইতে প্রনষ্ট হইল এবং মেদিনীও রথের বামচক্র গ্রাস করিল। হে নরেন্দ্র! অনন্তর ব্রাহ্মণসত্তমের শাপপ্রভাবে তখন রথখানি ভূতলে নিমগ্ন হইয়া, পথ-মধ্যস্থিত বেদিকা-পরিবেষ্টিত সুপুষ্পিত বৃক্ষের ন্যায়, অতিমাত্র ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণের অভিশাপে রথ ঘূর্ণিত, পরশু-রামের নিকটে প্রাপ্ত মহাস্ত্রটি বিস্মৃত এবং সেই ভয়ঙ্কর সর্পমুখ শরটি অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক বিচ্ছিন্ন হইলে কর্ণ অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। সেই সকল বিপদ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি হস্তদ্বয় বিকম্পন-পূর্ব্বক ধর্ম্মের নিন্দা করত কহিলেন "ধর্ম্মজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন 'ধর্ম্মপ্রধান লোকদিগকে ধর্ম্ম সর্ব্বদাই সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন'। আমরাও নিত্যকাল যথা-শক্তি ও যথাশাস্ত্র ধর্ম্মাচরণ করিতে প্রযত্ন করিয়া থাকি; পরন্তু তিনি আমাদিগকে নিহতই করিতেছেন, রক্ষা করিতেছেন না। বোধ হয়, ধর্ম্ম ভক্ত-দিগকে নিত্য পরিপালন করেন না"। অর্জ্জুনের বাণ-সমূহ-বর্ষণে প্রস্খলিতাশ্ব, ভ্রষ্টসারথি, বিচাল্যমান এবং মর্ম্মাভিঘাতপ্রযুক্ত যুদ্ধোচিত প্রক্রিয়া-সমুদায়ে শিথিল হইয়া তিনি সংগ্রামে ঐরূপ উক্তি করত পুনঃপুন ধর্ম্মকেই নিন্দা করিতে লাগিলেন; পরে ভীষণতর শরত্রয়-দ্বারা সমরে হস্তদেশে কৃষ্ণকে এবং সপ্ত সায়ক-দ্বারা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় প্রখর-বেগান্বিত, বাসব-বজ্র ও হুতা-শন-সদৃশ ঘোরতর সপ্তদশ শর বিসর্জ্জন করিলেন। সেই ভীমবেগশালী বাণ সকল কর্ণের শরীরভেদ করিয়া পৃথিবীতলে পতিত হইল; তাহাতে কর্ণ কম্পিতকলেবর হইয়া শক্ত্যনুসারে যুদ্ধ-চেষ্টা প্র-দর্শন করিলেন এবং বলসহকারে আপনাকে সংস্তম্ভিত করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তদনন্তর শক্রতাপন অর্জ্জুন তদ্দর্শনে ঐন্দ্রাস্ত্র অনুমন্ত্রিত করিলেন এবং গাণ্ডীব জ্যা ও বাণ সকল অনুমন্ত্রণ-পূর্ব্বক, পুরন্দরের বারিধারা বর্ষণের ন্যায়, শররাশি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে তেজোময় মহাবীর্য্য বাণ সকল পার্থের রথ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া কর্ণের স্যন্দন-সমীপে প্রাদুর্ভূত হইল। পরন্তু মহারথ

Digitized by Google

কর্ণ অগ্রভাগে বিনাশ সেই অস্ত্র সমস্ত নিস্ফল করিয়া ফেলিলেন। সেই অস্ত্র বিনাশিত হইলে পর বৃষ্ণিবীর বাসুদেব বলিলেন " পার্থ! কর্ণ শর সকল গ্রাস করিতেছেন, অতএব তুমি পরমাস্ত্র পরিত্যাগ কর"। তাহাতে অর্জ্জুন অব্যগ্র হইয়া ব্রহ্মাস্ত্র সংমন্ত্রণ-পূর্ব্বক গাণ্ডীব শরাসনে সংযোজিত করিলেন এবং বাণ-সমূহে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া কর্ণের প্রতি নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সূতনন্দন সুতেজন শাণিত শর-নিকর-দ্বারা ধনঞ্জয়ের মৌর্ব্বী ছেদন করিলেন এবং তাঁহার দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুর্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী ও একাদশী মৌর্ব্বী পর্য্যন্তও ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন, পরন্তু সেই কর্ণ শত-সন্ধান হইয়াও, অর্জ্জুন যে জ্যাশতধারী, তাহা আর জানিতে পারেন নাই। অনন্তর পাণ্ডুনন্দন, কোন ক্রমে বিনষ্ট না হইতে পারে, এরূপ অন্য এক জ্যাসংযোজন-পূর্ব্বক প্রদীপ্তমুখ-ভুজগগণ-সদৃশ শর-সমূহ-দ্বারা কর্ণকে সমাকীর্ণ করিলেন। কর্ণ সংগ্রামে তাঁহার শীঘ্রতা-প্রযুক্ত জ্যাচ্ছেদন ও জ্যাসংযোজন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; তাহা যেন আশ্চর্য্য-ব্যাপার হইল। যাহা হউক, সূতনন্দন অস্ত্র-নিচয়-দ্বারা সব্যসাচীর সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র প্রতিহত করিলেন এবং নিজ বীর্য্য প্রদর্শন করত তদপেক্ষা আপনাকে প্রধান করিয়া তুলিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কর্ণাস্ত্র-দ্বারা পীড়িত দেখিয়া কহিলেন " ধনঞ্জয়! সর্ব্বোত্তম অস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত কর"। কিরীটধারী ধনঞ্জয় তাহাতে ক্রোধান্বিত হইয়া সর্পবিষ ও অগ্নি-সদৃশ, প্রস্তরসারময়, রুদ্রদৈবত অন্য এক দিব্য অস্ত্র অনুমন্ত্রিত করিয়া সন্ধান-পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হইলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর বসুন্ধরা তখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে রাধা-তনয়ের রথচক্র গ্রাস করিল। তাহাতে কর্ণ কোপপ্রযুক্ত অশ্রু-মোচন করিতে লাগিলেন এবং অর্জ্জুনকেও বলিলেন " ধনঞ্জয়! তুমি মুহূর্ত্তকাল ক্ষমা কর। হে পার্থ! দৈব-বশত আমার এই বামচক্রখানি মহীতলে নিমগ্ন দেখিয়া কাপুরুষাচরিত অভিসন্ধি পরিত্যাগ কর। দেখ, সাধুব্রতে অবস্থিত শূর পুরুষেরা মুক্তকেশ, পরাঙ্মুখ, ব্রহ্মবাদী, কৃতাঞ্জলি, শরণাগত, প্রার্থনাকারী, ন্যস্ত-শস্ত্র, বাণশূন্য, গলিত-বর্ম্ম এবং ভ্রষ্ট ও ভগ্নায়ুধ ব্যক্তিগণের প্রতি কদাচ শস্ত্র-সমস্ত বিসর্জ্জন করেন না। হে পাণ্ডব! তুমিও লোক-সমাজে শূরতম সাধু-বৃত্ত ও যুদ্ধধর্ম্ম-সমুদায়ের অভিজ্ঞ; অতএব ক্ষণকাল আমার প্রতি ক্ষমা কর। হে ধনঞ্জয়! যত ক্ষণ পর্য্যন্ত আমি ভূমি হইতে এই গ্রস্তচক্র উদ্ধার না করি, তাবৎকাল তুমি রথে থাকিয়া আমাকে ভূমিষ্ঠ ও যুদ্ধোদ্যোগ-বিরহিত দেখিয়া যেন হনন করিও না। হে পাণ্ডুতনয়! আমি বাসুদেব হইতে কি তোমা হইতে কিছুমাত্র ভয় করি না; তুমি ক্ষত্রিয়-সন্তান, বিশেষত মহাকুলবর্দ্ধনকারী; অতএব তুমি ধর্ম্মোপদেশ স্মরণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল ক্ষান্ত হও"।

কর্ণ-রথচক্রগ্রাসে নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯০।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বাসুদেব রথে উপবিষ্ট থাকিয়া কর্ণকে বলিলেন, রাধেয়! ভাগ্যক্রমে তুমি এখন ধর্ম্ম-স্মরণ করিতেছ! নীচলোকেরা বিপদে নিমগ্ন হইয়া প্রায়ই দৈব-নিন্দা করিয়া থাকে, আত্মকৃত দুষ্কর্ম্মের নিন্দা করে না। অহে কর্ণ! যখন দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি ও তুমি একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে সভা-মধ্যে আনাইয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম প্রকাশ পায় নাই। যখন অক্ষকোবিদ শকুনি সভা-মধ্যে দ্যূতক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরকে জয় করিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় গিয়াছিল? রাজা দুর্য্যোধন যখন তোমার মতানুবর্ত্তী হইয়া ভীমসেনকে বিষধর-নিকর ও বিষমিশ্রিত ভোজ্যদ্রব্য-সমুদায়-দ্বারা বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় গিয়াছিল?

Digitized by Google

অহে কর্ণ! ত্রয়োদশ বৎসরে বনবাসের কাল অতীত হইলে যখন পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রদান কর নাই, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় গিয়াছিল? অহে রাধেয়! বারণাবত-নগরে জতুগৃহে নিদ্রিত পাণ্ডবগণকে যখন দগ্ধ করাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় গিয়াছিল? অহে কর্ণ! সভা-মধ্যে যখন দুঃশাসন-বশে স্থিতা রজস্বলা কৃষ্ণাকে উপহাস করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় গিয়াছিল? অহে রাধেয়! অন্তঃপুরে দুঃশাসন নিরপরাধা কৃষ্ণাকে কেশে আকর্ষণ করিলে, তুমি যখন উপেক্ষা করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় গিয়াছিল? "কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া চিরকালের জন্যে নরকে গমন করিয়াছে; অতএব তুমি এখন অন্য পতি বরণ কর," গজগামিনী পাঞ্চালীকে তুমি যখন এই বলিয়া উপহাস করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় গিয়াছিল? অহে কর্ণ! তুমি রাজ্যলুব্ধ হইয়া শকুনির আশ্রয় গ্রহণ-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যখন পাণ্ডবগণকে দ্যূতক্রীড়ার্থে আহ্বান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় গিয়াছিল? তোমরা বহু মহারথ একত্র মিলিত হইয়া সমরে বালক অভিমন্যুকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক যখন নিহত করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় গিয়াছিল? যখন সেই সমুদয় বিষয়ে তোমার এই ধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল না, তখন আর সর্ব্বথা নিরন্তর তালুশোষণের প্রয়োজন কি? অহে সূততনয়! অদ্য তুমি এস্থানে যত পার ধর্ম্মাচরণ কর, তথাপি জীবিত থাকিতে কোনক্রমেই বিমুক্ত হইবে না। নলরাজা পুষ্কর-কর্ত্তৃক অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া নিজ বীর্য্য-প্রভাবে পুনরায় যেমন রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, লোভবিরহিত সমুদয় পাণ্ডবেরাও সেইরূপ অর্জ্জুনের বাহুবীর্য্যে পুনর্ব্বার রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা সোমক-সৈন্য-সহ প্রবল শত্রু সকল বিনষ্ট করিয়া রাজ্যলাভ করিলেন এবং সতত ধর্ম্মাভিরক্ষিত সেই নৃসিংহগণ-হস্তে ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা নিহত হইলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বাসুদেব তখন কর্ণকে এই কথা কহিলে, তিনি লজ্জায় নত-বদন হইয়া কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না। পরিশেষে সেই মহাবেগ-পরাক্রান্ত বীরবর ক্রোধে প্রস্ফুরিতাধর হইয়া ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক পার্থের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাসুদেব পুরুষপ্রবর অর্জ্জুনকে বলিলেন "হে মহাবলশালিন্ ধনঞ্জয়! তুমি দিব্যাস্ত্র-দ্বারা কর্ণকে নির্ভেদ-পূর্ব্বক নিপাতিত কর।" বাসুদেবের আদেশ শ্রবণে ধনঞ্জয় তখন ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলেন এবং পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল স্মরণ করিয়া ঘোরতর রোষাবেগ প্রকাশ করিলেন। হে নরেন্দ্র! তিনি ক্রোধান্বিত হইলে তাঁহার সমুদয় ইন্দ্রিয় হইতে যে তেজঃশিখাপুঞ্জ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল, তাহা যেন অদ্ভুতব্যাপার হইল। অনন্তর কর্ণ তাহা নিরীক্ষণ করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন এবং পুনরায় রথ-সজ্জায় যত্নপর হইলেন। পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনও ব্রহ্মাস্ত্র-সহযোগে তাঁহারে শরবৃষ্টি-সমূহে অভিবর্ষণ করিলেন এবং অস্ত্র-দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অস্ত্র নিবারণ করিয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া হুতাশনের প্রিয়তর অন্য একটি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তাহা তেজঃপুঞ্জে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পরে কর্ণ বারুণাস্ত্র-দ্বারা হুতাশন নির্ব্বাণ করিলেন এবং মেঘমালা দ্বারা সমুদয় দিঙ্মণ্ডল তিমিরময় করিয়া ফেলিলেন। পরন্তু বীর্য্যবান্ পাণ্ডুনন্দন নির্ভয় হইয়া সূতনন্দনের সাক্ষাতেই বায়ব্যাস্ত্র-দ্বারা সেই মেঘ সকল অপনীত করিলেন। অনন্তর কর্ণ ধনঞ্জয়ের সংহার-বাসনায় প্রজ্বলিত-অনল-তুল্য এক মহাঘোরতর শর গ্রহণ করিলেন। হে রাজন্! সেই আরাধিত বাণটি শরাসনে যোজিত হইলে গিরি-বন-কানন-সম্বলিতা বসুন্ধরা বিচলিতা হইল; কঙ্করমিশ্রিত বায়ু বহিতে লাগিল; দিক্ সকল ধূলিপুঞ্জে সমাবৃত হইল এবং আকাশমণ্ডলে দেবগণের মধ্যেও হাহাকার রব উঠিল।

Digitized by Google

হে আর্য্য ভারত! পাণ্ডবগণ সূতনন্দনকে সেই বাণ সন্ধান করিতে দেখিয়া সাতিশয় দীনচিত্তে পরম বিষাদ প্রাপ্ত হইল। সেই শক্রাশনি-সদৃশ-প্রভাশালী শাণিতাগ্র সায়ক কর্ণকর হইতে বিমুক্ত হইয়া, মহাসর্প যেমন বল্মীক-মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ ধনঞ্জয়ের বক্ষঃস্থলে আসিয়া প্রবেশ করিল। শত্রু-বিমর্দ্দন মহাত্মা ধনঞ্জয় সমরে গাঢ়রূপে বিদ্ধ হওয়ায় বিঘূর্ণমান, শিথিল-হস্ত ও শিথিল-শরাসন হইয়া, ভূমিকম্পে ভূধরপ্রবরের ন্যায় বিচলিত হইলেন। মহারথ কর্ণ সেই অবকাশ পাইয়া ভূমিতল-নিমগ্ন চক্রখানি উদ্ধার করিবার অভিলাষে রথ হইতে লম্ফ-প্রদান-পূর্ব্বক হস্ত-যুগল দ্বারা বল-সহকারে আকর্ষণ করিয়া মহাবল-সম্পন্ন হইয়াও দৈব-বশত তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলেন না। অনন্তর কিরীটধারী মহাত্মা অর্জ্জুন চেতনালাভে প্রদীপ্ত হইয়া যমদণ্ড-সদৃশ এক প্রাঞ্জলিক বাণ ধারণ করিলেন। তখন বাসুদেবও তাঁহারে বলিলেন " কর্ণ যে পর্য্যন্ত রথে আরোহণ না করেন, তাবৎকাল-মধ্যে তুমি শর-দ্বারা এই বিপক্ষের মস্তকচ্ছেদন কর "। ধনঞ্জয় ' তাহাই হউক ' বলিয়া প্রভুর সেই বাক্যের সম্যক্ পূজা-পূর্ব্বক প্রজ্বলিত ক্ষুরাস্ত্র গ্রহণ করিয়া, কর্ণের রথচক্র নিমগ্ন হইলে তদীয় মহারথবর্ত্তিনী কক্ষ্যা বিধ্বংস করিলেন। কর্ণের হস্তিকক্ষ্যা-চিহ্নিত যে রথ-কেতুশ্রেষ্ঠ পশ্চাদ্ভাগে সুবর্ণ মণি মুক্তা হীরকাদি-দ্বারা খচিত, প্রকৃষ্ট-জ্ঞানবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণ-কর্তৃক যত্ন-সহকারে বিনির্ম্মিত, সুরূপ, সুবর্ণ-বিচিত্রিত, ত্বদীয় সৈন্যগণের নিয়ত তেজস্কর, শত্রুগণ-ভয়াস্পদ, প্রশংসনীয়-মূর্ত্তি, লোকসমাজে সূর্য্য-সদৃশ বলিয়া বিখ্যাত এবং হুতাশন চন্দ্র ও সূর্য্য-তুল্য-প্রভাম্বিত ছিল, কিরীটী হুতহুতাশন-সদৃশ-কান্তি-বিশিষ্ট সুবর্ণপুঙ্খ সুশাণিত ক্ষুরপ্র-দ্বারা মহারথ অধিরথ-তনয়ের সেই শোভা-জাজ্বল্যমান ধ্বজটি উন্মথিত করিলেন। সেই ছিন্ন-কেতুর সঙ্গে সঙ্গে কৌরবদিগের যশ, দর্প, জয়, সমুদয় প্রিয় বস্তু ও হৃদয়-সমস্ত পতিত হইল এবং সুমহান্ হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। হে ভারত! সমরে শীঘ্রকারী কুরু-প্রবীর অর্জ্জুন-কর্তৃক কর্ণের ধ্বজ ছিন্ন হইয়া পতিত হইল দেখিয়া তৎকালে ত্বদীয় সমুদয় সৈন্যগণ তাঁহার আর জয়ের প্রত্যাশা করিল না।

অনন্তর ধনঞ্জয় কর্ণ-বধার্থে সত্বর হইয়া তূণ হইতে মহেন্দ্র-বজ্র ও অগ্নিদণ্ড-সদৃশ এক অঞ্জলিকাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। যাহা মরীচিমালীর উত্তম-কিরণ-তুল্য, মর্ম্মচ্ছেদী, শোণিত-মাংসে পরিপ্লুত, অগ্নি ও সূর্য্য-প্রতিম, মহামূল্য, অশ্ব-নর-মাতঙ্গগণের প্রাণ-বিনাশী, অরত্নিত্রয়-পরিমিত, ষট্‌পক্ষযুক্ত-পুঙ্খান্বিত, অবক্র-গতি, প্রখর-বেগশালী, বাসব-বজ্র-তুল্য-তেজস্বী, রাত্রিকালে মাংসাশী জন্তুর ন্যায় অতিশয় দুঃসহ, মহেশ্বরের পিণাক ও নারায়ণের চক্র-সদৃশ, অতিভয়ঙ্কর এবং সমুদয় প্রাণিবর্গের সংহারক, অর্জ্জুন অতিহৃষ্টচিত্তে আপনার সেই শর গ্রহণ করিলেন। যে মহাকায় মহাবাণ দেব-সমূহেরও দুর্নিবার্য্য, সতত পূজিত এবং সুরাসুরগণের বিজয়ে সমর্থ, সমরে সেই শর নিক্ষিপ্ত হইতেছে দেখিয়া চরাচর-সম্বলিত সমুদয় জগৎ বিচলিত হইল। ঋষিগণ মহারণে সেই বাণ সমুদ্যত হইল অবলোকন করিয়া " জগতের মঙ্গল হউক " এই বলিয়া চীৎকার ধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় শরাসনে সেই অপ্রমেয় শর যোজিত করিলেন। তিনি গাণ্ডীব-কোদণ্ড বিকর্ষণ-পূর্ব্বক পরম মহাস্ত্র-দ্বারা তাহা যুক্ত করিয়া সত্বর এই কথা বলিলেন " আমার এই শর মহাস্ত্র-তুল্য এবং শত্রুর শরীর ও প্রাণহারী হউক। আমি যদি তপশ্চরণ করিয়া থাকি, গুরুগণকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকি এবং সুহৃদ্বর্গের অভীষ্ট উপদেশ শ্রবণ করিয়া থাকি, তবে সেই সত্যপ্রভাবে আমার আরাধিত এই সুশাণিত শর শত্রু কর্ণকে নিহত করুক "। ইহা কহিয়া ধনঞ্জয় কর্ণের বধার্থে সেই ঘোরতর শর পরিত্যাগ করিলেন। চন্দ্র-সূর্য্য-সম-প্রভাবশালী কিরীটী হননাকাঙ্ক্ষী ও

Digitized by Google

অতিশয় হৃষ্ট-চিত্ত হইয়া “আমার এই শর বিজয়াবহ হউক;—মৎকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া কর্ণকে শমন-সন্নিধানে উপনীত করুক” এই কথা বলিতে বলিতে অথর্ব্বাঙ্গিরার বিনির্ম্মিতা, সংগ্রামে কৃতান্তেরও অসহনীয়া, প্রচণ্ডরূপা, প্রদীপ্তা কৃত্যার তুল্য সেই শর বিসর্জ্জন করিলেন। আততায়ী কিরীটমালী জিঘাংসা-পরবশ ও অতিমাত্র হৃষ্টচিত্ত হইয়া সেই শশি-মিহির-সদৃশ-প্রভান্বিত বিজয়াবহ শর-প্রবর-দ্বারা শত্রুকে লক্ষিত করিলেন। সেই সূর্য্য-তুল্য-তেজস্বী মহাসায়ক বলশালী অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক উক্ত-রূপে বিমুক্ত হইয়া দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রজ্বলিত করিয়া তুলিল। হে রাজন্! অনন্তর মহেন্দ্র যেমন বজ্র-দ্বারা বৃত্রাসুরের মস্তক হরণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধনঞ্জয় সেই মহাস্ত্র-মন্ত্রপূত শরশ্রেষ্ঠ অঞ্জলিক-দ্বারা তখন কর্ণের শিরশ্ছেদন করিলেন। মহেন্দ্র-নন্দন অর্জ্জুন অপরাহ্ণকালে সূর্য্য-তনয়ের মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। প্রাঞ্জলিকাস্ত্র-দ্বারা ছিন্ন হইয়া তাহা অগ্রে পতিত হইল, পশ্চাৎ কর্ণের শরীরটি ভূমি-শয্যায় শয়ন করিল। লোহিত-মণ্ডল দিবাকর যেমন অস্তাচল হইতে পতিত হন, তদ্রূপ সেনাপতি কর্ণের সেই উদয়োন্মুখ-মিহির-সদৃশ-কান্তি-বিশিষ্ট শরৎকালীন নভোমণ্ডল-মধ্যগত প্রভাকর-তুল্য-তেজোময় মস্তকটি ধরণীতলে নিপতিত হইল। মহাসম্পত্তিশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি যেমন অতি কষ্টে পরম অনুরাগাস্পদ গৃহ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ উদারকর্ম্মা ও উত্তম-তেজস্বী সূতনন্দনের সেই [illegible] সুখোচিত ও অতিশয় সুরূপ-সম্পন্ন সমুন্নত শরীর পরম কষ্টে মস্তকটি পরিত্যাগ করিল এবং [illegible]-নিকরে বিভিন্ন ও প্রাণ-বিহীন হইয়া ক্ষতস্থান-[illegible] শোণিতধারা ক্ষরণ করত, ভূধরের গৈরিক-বারি-বিস্রাবি বজ্র-বিদারিত শিখরের ন্যায় নিপতিত হইল। হে রাজন্! কর্ণের দেহ নিপতিত হইলে তাহা হইতে তেজঃপুঞ্জ নির্গত হইয়া গগনে [illegible]-গাহন-পূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যে যে প্রবেশ করিল, সমুদয় মানব যোধগণ তাহা অদ্ভুত ব্যাপার দেখিল।

অনন্তর পাণ্ডব-সৈন্যগণ কর্ণকে অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক নিপাতিত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল এবং কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ও হর্ষাবিষ্ট হইয়া তখন শীঘ্র শঙ্খ-নিনাদ করিলেন। সোমকেরা কর্ণকে নিহত ও শয়ান দেখিয়া সৈন্যগণের সহিত প্রীত ও অতিমাত্র প্রফুল্ল-চিত্ত হইয়া কোলাহল-শব্দ ও বিবিধ বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিল এবং বস্ত্র-সঞ্চালন ও বাহু-বিক্ষেপন করিতে থাকিল। হে নরেন্দ্র! বলান্বিত অপর যোধগণও অতিশয় হৃষ্ট-চিত্ত হইয়া পার্থকে সম্বর্দ্ধনা করত তৎসন্নিধানে সমাগত হইল; পরস্পর আলিঙ্গন-পূর্ব্বক নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল এবং চীৎকার করত নানা কথা বলিতে লাগিল। কর্ণের ছিন্ন মস্তকটি, প্রবল-পবন-পাতিত পর্ব্বত-খণ্ডের ন্যায়, যজ্ঞাবসানে প্রশান্ত হুতাশনের ন্যায় এবং অস্তগত-ভাস্কর-বিম্বের ন্যায় বিরাজমান [illegible]ইল। কর্ণ-রূপ প্রভাকর শররূপ প্রদীপ্ত-কিরণাবলি-[illegible]দ্বারা শত্রু-সৈন্য সন্তাপিত করিয়া বলিষ্ঠ অর্জ্জুন-[illegible]কাল-কর্ত্তৃক অস্ত-প্রাপিত হইলেন। অস্ত-গমনোদ্যত আদিত্য যেমন প্রভাপটল সঙ্গে লইয়া গমন করেন, সেইরূপ অর্জ্জুন-সায়ক কর্ণের প্রাণ লইয়া প্রস্থান করিল। হে আর্য্য! অপরাহ্ণ অর্থাৎ অপর দিন—বিরহিত—কেহ কিছু প্রার্থনা করিলে ‘অদ্য হইবে না, কল্য দিব’ এইরূপ প্রত্যাখ্যান-পরাঙ্মুখ সূত-তনয়ের মস্তকটি অপরাহ্ণ সময়ে সমরে অঞ্জলিকাস্ত্র-দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া শরীরের সহিত পতিত হইল। ঐ ব[illegible] ঐ শত্রু কর্ণের সেই মস্তকটিকে সৈন্যগণের উপ[illegible] উপরি শীঘ্র বল-পূর্ব্বক শরীরের সহিত হরণ করি[illegible] লইল।

অনন্তর মদ্ররাজ শল্য শূরবর কর্ণকে শ[illegible]-সমা[illegible] ও শোণিতাক্ত-কলেবরে ভূমিতলে পতিত ও শ[illegible] দেখিয়া ধ্বজ-বিহীন রথ লইয়া প্রস্থান করিলে[illegible] কর্ণ রণস্থলে নিহত হইলে কৌরবগণ [illegible]সমরে [illegible]রূপে বিদ্ধ ও ভীত হইয়া মুহুর্মুহু অর্জ্জুনের [illegible]

Digitized by Google

মান মহারাজ বিলোকন করত পলায়ন করিতে লাগিল। যিনি সহস্র-নেত্র তুল্য যুদ্ধ-বিশারদ ছিলেন, সংপ্রতি সেই সুত-নন্দনের সহস্র-নেত্র-সদৃশ-মুখ-সমন্বিত শোভন মস্তকটি, দিনাবসানে সহস্র-কিরণের ন্যায়, ধরণীতলে পতিত রহিল।

কর্ণ-বধে একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯১।



সঞ্জয় কহিলেন, অনন্তর শল্য কর্ণার্জ্জুন-সংগ্রামে সৈন্য সকলকে বাণ-নিবহে বিমর্দ্দিত দেখিয়া অতিমাত্র শোকপরীত হইয়া ছিন্ন-পরিচ্ছদ রথ-সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। দুর্য্যোধনও বল সকলের মধ্যে তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও রথ-সমূহ নিপাতিত এবং সূতপুত্রকে নিহত দেখিয়া নিতান্ত কাতর ও অশ্রুপূর্ণনেত্র হইয়া মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। শত্রুপক্ষীয় ও ভবদীয় যোধগণ ভূতলে পতিত, শর সমাকীর্ণ, রক্তাক্ত-দেহ, যদৃচ্ছাক্রমে ধরাতল-গত সূর্য্য-সদৃশ, শূরবর কর্ণকে অবলোকন করিতে অভিলাষী হইয়া সর্ব্ব দিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিল। অপর সৈনিকেরা পরস্পর প্রহৃষ্টচিত্ত, ত্রাসান্বিত, বিষণ্ণ, বিস্মিত ও শোকপরায়ণ হইল। উহাদিগের যে যেরূপ স্বভাব, উহারা সেই সেই প্রকার ভাবই প্রকাশ করিল। মহাতেজস্বী ধনঞ্জয়-কর্ত্তৃক অভিহত, নিক্ষিপ্ত-বর্ম্মাভরণ ও স্খলিত-বস্ত্রায়ুধ কৌরবগণ কর্ণকে নিপাতিত দেখিয়া, বৃষভ-হত গো-সকলের ন্যায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কর্ণ নিহত হইলে ভীমসেন ভয়ঙ্কর-শব্দে নিনাদ করিয়া স্বর্গ ও ধরাতল কম্পায়মান, ভুজাস্ফোটন ও ভবদীয় পুত্রগণকে বিত্রাসিত করত প্লুতগতিতে পরিভ্রমণ ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! সূত-তনয় বিনষ্ট হইলে সমুদয় সৃঞ্জয় ও সোমক ক্ষত্রিয়েরাও মহা আহ্লাদিত হইয়া তখন শঙ্খধ্বনি ও পরস্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিল। কর্ণ অর্জ্জুনের সঙ্গে অতিশয় সংগ্রাম করিয়া, কেশরি-কর্ত্তৃক মাতঙ্গের ন্যায় নিহত হইলেন এবং পুরুষপ্রবর ধনঞ্জয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন-পূর্ব্বক বৈর-সাগরের পারে গমন করিলেন। মহারাজ! মদ্রাধিপতি বিমূঢ়-চিত্তে অবিলম্বে ধ্বজ-বিহীন রথ লইয়া দুর্য্যোধন-সমীপে আগমন ও সম্ভাষণ-পূর্ব্বক দুঃখার্ত্ত হইয়া এই কথা বলিলেন "পরস্পর সন্নিহিত হইয়া হতাহত, গিরি-শিখর-তুল্য বিপুল-নরাশ্ব-মাতঙ্গগণ-কর্ত্তৃক ত্বদীয় সৈন্যের প্রধান প্রধান অশ্ব গজ ও রথ সমস্ত বিশীর্ণ হওয়ায় তাহা যমরাষ্ট্র-সদৃশ হইয়াছে। হে ভারত! অদ্য কর্ণ ও অর্জ্জুনের যে প্রকার যুদ্ধ হইল, পূর্ব্বে কখন আর এ প্রকার সমর হয় নাই। কর্ণ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামে সঙ্গত হইয়া তাঁহাদিগকে এবং তোমার সমুদয় শত্রুগণকে গ্রাস করিয়াছিলেন; পরন্তু দৈব স্বাধীন-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইল; তাহা পাণ্ডবদিগের রক্ষা এবং আমাদিগের হিংসা করিতে লাগিল। তোমার কার্য্যসিদ্ধি ও অর্থ-সম্পাদনকারী সমুদয় বীরবর্গ শত্রুগণ-কর্ত্তৃক বল-পূর্ব্বক নিহত হইয়াছেন;—ত্বদীয় অর্থসিদ্ধিকামী, কুবের যম ইন্দ্র ও বরুণ-তুল্যপ্রভাবশালী, বীর্য্য শৌর্য্য বল ও সেই সেই বিবিধ-গুণ-সমূহ-সমন্বিত বীরবর নরেন্দ্রগণ সমরে পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। অতএব হে ভারত! তুমি শোক করিও না; ইহা দৈবাধীন কর্ম্ম; সিদ্ধি পর্য্যায়ক্রমেই হইয়া থাকে, নিয়ত অর্থসিদ্ধি হয় না।"

দুর্য্যোধন মদ্রপতির এই কথা শুনিয়া এবং মনে মনে স্বকীয় দুর্নীতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দীন-চিত্ত, সংজ্ঞা-শূন্য ও নিতান্ত কাতর হইয়া পুনঃপুন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

শল্য-বাক্যে দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯২।



ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সেই কর্ণার্জ্জুন-সংগ্রামে রৌদ্র-দিবসে দগ্ধ, বাণোন্মথিত ও পলায়িত কুরু সৃঞ্জয়-সৈন্যগণের কিরূপ রূপ হইয়াছিল?

Digitized by Google

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ! সমরে মনুষ্য-দেহ-সমুদায়ের যে প্রকারে ঘোরতর মহা-বিধ্বংস হইয়াছে, তাহা বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। কর্ণ নিহত হইলে ধনঞ্জয় যে সিংহ-নাদ করিয়া উঠিলেন, তাহাতে আপনকার তনয়-গণের অন্তঃকরণে তখন সাতিশয় ভয় সঞ্চার হইল। কর্ণের পরলোকের পর আপনকার যোধগণের মধ্যে সৈন্যগণ-সংগ্রহে বা পরাক্রম প্রকাশে কাহারও বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি হইল না। মহারাজ! অগাধ-সাগরে নৌকা ভগ্ন হইলে, বণিক্‌গণ যেমন প্লব-শূন্য হইয়া অপারে পার ইচ্ছা করে, সেইরূপ কিরীটী আশ্রয়-ভূত কর্ণকে নিহত করিলে আপনকার পুত্রেরা অপারে পার ইচ্ছা করিতে থাকিলেন। সূত-তনয় হত হইলে তাঁহারা অতিমাত্র ত্রাসান্বিত, শরবিক্ষত ও অনাথ হইয়া নাথ ইচ্ছা করত সিংহগণ-বিমর্দ্দিত মৃগযূথের ন্যায় হইলেন; সায়াহ্ন সময়ে ভগ্ন-শৃঙ্গ বৃষভ-সমূহ ও ভগ্নদন্ত বিষধর-নিকরের ন্যায়, সব্য-সাচী-কর্ত্তৃক প্রতাপিত ও নির্জ্জিত হইলেন এবং হতপ্রবীর বিধ্বস্ত ও নিশিত শর-সমুদায়ে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পরিশেষে, সূতপুত্র নিহত হইলে, ভয়ে পলা-য়ন করিতে লাগিলেন। পলায়ন-পরায়ণ মহারথগণ শস্ত্র-শূন্য ছিন্ন-কবচ ভয়-পীড়িত ও ভগ্ন-চিত্ত হইয়া 'বীভৎসু আমাকেই শীঘ্র আক্রমণ করিতেছেন; বৃকোদর আমার প্রতিই ধাবমান হইতেছেন' এইরূপ ভাবনায় সকলে পরস্পর নিরীক্ষণ ও অব-মর্দ্দন করত ভয়ে পতিত ও মৃত হইতে লাগিল। অপরে কেহ কেহ তুরঙ্গে, কেহ কেহ মাতঙ্গে, কেহ কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া এবং বেগ-সম্পন্ন অন্য কোন কোন ব্যক্তি পাদচারী হইয়া ভয়ে পলাইতে প্রবৃত্ত হইল। ভয়-পীড়িত রথী সাদী ও অশ্ববার-সমূহ পলায়মান কুঞ্জর মহারথ ও তুরঙ্গ-সমুদায়-কর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত হইতে লাগিল। হিংস্রজন্তু ও তস্করগণে সমাকীর্ণ কানন-মধ্যে সঙ্গিবিহীন লো-কেরা যে প্রকার হয়, সূতপুত্র নিহত হইলে আপন-কার সৈন্যেরা তখন তদ্রূপ হইল। হস্তারোহ মাতঙ্গ ও ছিন্ন-হস্ত মানবেরা তৎকালে ভীমসেন-ভয়পীড়িত সেই সকল সৈন্যগণকে পলায়ন-পরায়ণ অবলোকন করিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল এবং সমুদয় জগৎকেই অর্জ্জুনময় দেখিতে লাগিল।

অনন্তর সেই সমুদয় যোধগণকে সহস্র সহস্র-সংখ্যায় পলায়ন করিতে দেখিয়া দুর্য্যোধন হাহা-কার-রবে নিজ সারথিকে এই কথা বলিলেন।

দুর্য্যোধন কহিলেন, কুন্তীতনয় সমুদয় সৈন্যগণের পশ্চাদ্ভাগে ধনুর্দ্ধারণ-পূর্ব্বক ব্যবস্থিত হইয়া কোন-ক্রমেই আমাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না; অতএব তুমি ধীরে ধীরে তথায় অশ্ব চালনা কর। মহাসমুদ্র যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ আমি পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্যগণের সঙ্গে সং-গ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, পৃথাপুত্র আমারে অতিক্রম করিতে উৎসাহী হইতে পারিবে না, সন্দেহ নাই। অদ্য আমি কৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনকে, অভিমানী বৃকোদরকে এবং অন্যান্য অবশিষ্ট শত্রুগণকে নিহত করিয়া কর্ণের নিকটে অঋণী হইব।

কুরুরাজের সেই শূর ও আর্য্যজন-সমুচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সারথি, স্বর্ণ-পরিচ্ছদ-সম্পন্ন তুরঙ্গগণকে ধীরে ধীরে পরিচালিত করিল। হে আর্য্য! আপন-কার তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও রথ-বিহীন পঞ্চবিংশতি সহস্র-মাত্র যোদ্ধা পাদচারী হইয়াই যুদ্ধার্থে ব্যবস্থিত হইল। হে ভারত! তাহাতে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ হইয়া চতুরঙ্গ-সৈন্য-দ্বারা তাহাদিগকে পরি-বেষ্টন-পূর্ব্বক সায়ক-সমূহে প্রহার করিতে লাগি-লেন। তাহারাও সকলে ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং তথায় অপর কতকগুলি সৈন্য তাঁহাদিগের কুৎসিত নাম বলিতেও লাগিল। তখন ভীমসেন অত্যন্ত ক্রোধা-ক্রান্ত হইলেন এবং শীঘ্র রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক গদা হস্তে লইয়া সমরে প্রত্যুপস্থিত সেই সমস্ত যোধগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মা-

Digitized by Google

পেক্ষী কুন্তীতনয় বৃকোদর রথস্থ থাকিয়া ভূতলবর্ত্তী সেই সকল সৈনিকদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন না; ভুজবীর্য্য অবলম্বন করিয়াই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সুবর্ণ-পরিচ্ছন্না মহতী গদা ধারণ করিয়া দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায়, ত্বদীয় সমুদয় সৈন্যগণকে নিহত করিলেন। এদিকে পদাতিকেরাও ক্রোধান্বিত হইয়া আপন আপন জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া, অনল-সমীপে পতঙ্গগণের ন্যায়, সংগ্রামে ভীমসেনের অভিমুখে প্রধাবিত হইল। পরন্তু সেই কোপাবিষ্ট যুদ্ধদুর্ম্মদ সৈনিকেরা বৃকোদরের সন্নিহিত হইয়াই, জীবগণ যেমন অন্তক-বিলোকনে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ সহসা কালকবলে নিপতিত হইল। মহাবলশালী গদাপাণি ভীমসেন সমরে শ্যেনপক্ষিবৎ বিচরণ করত এইরূপে আপনাদিগের পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য চূর্ণ করিলেন। সত্যপরাক্রম মহাবল বৃকোদর সেই পুরুষ-সৈন্য সংহার-পূর্ব্বক ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রে করিয়া পুনরায় অবস্থিত হইলেন।

এদিকে মহাবীর ধনঞ্জয় রথ-সৈন্য আক্রমণ করিলেন এবং মহাবল সাত্যকি ও নকুল সহদেব প্রফুল্লচিত্তে সুবল-তনয়ের বল সকলকে নিহত করিতে করিতে শকুনির প্রতি বেগে অভিধাবিত হইলেন। সংগ্রামে তাঁহারা অগ্রে শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা তাঁহার অশ্ব ও গজ-সৈন্য সমুদয় সংহার-পূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া তাঁহারে আক্রমণ করিলেন; তৎপরে তাঁহার সঙ্গে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। হে মহারাজ! ধনঞ্জয়ও ত্বদীয় রথ-সৈন্য-সমীপে সমাগত হইয়া ত্রিলোক-বিখ্যাত গাণ্ডীব শরাসন বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন। সারথি কৃষ্ণ, শ্বেতাশ্ব রথ ও যোদ্ধা অর্জ্জুনকে আসিতে দেখিয়া ত্বদীয় যোধগণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। রথাশ্ব-বিহীন ও শর-পরিকর্ষিত-সর্ব্বাঙ্গ পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি কালকবলে নিপতিত হইল। পাঞ্চালদিগের মহারথ, পুরুষ-শার্দ্দূল, মহামনা, মহাধনুর্দ্ধর, শত্রুগণ-সূদন, দ্রুপদরাজপুত্র শ্রীমান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাহাদিগকে নিহত করিয়া ভীমসেনকে অগ্রে লইয়া অবিলম্বে দৃষ্ট হইলেন। তাঁহার কপোত-তুল্যবর্ণ-অশ্ব-বিশিষ্ট, রক্তকাঞ্চন-কাষ্ঠময়-ধ্বজ-সমন্বিত রথখানি নিরীক্ষণ করিয়াই ত্বদীয় সৈন্য সকল ভয়ে অতিমাত্র প্রধাবিত হইল।

এদিকে যশস্বী নকুল, সহদেব ও সাত্যকি গান্ধাররাজের অনুসরণ করিয়া অবিলম্বে দৃষ্টিগোচর হইলেন। হে আর্য্য! চেকিতান, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীপুত্রগণ ত্বদীয় সুমহৎ সৈন্য সংহার করিয়া পরিশেষে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আপনকার যোধগণকে পরাঙ্মুখ ও পলায়ন-পরায়ণ দেখিয়াও, বৃষভেরা যেমন কোপাবিষ্ট বৃষভদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের পশ্চাতে প্রধাবিত হয়, তদ্রূপ সকলেই সেই পলায়মান সৈন্য-সকলের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। হে মহারাজ! ভবদীয় সৈন্যের অবশিষ্ট অংশ যুদ্ধার্থে অবস্থিত রহিয়াছে দেখিয়া পাণ্ডুনন্দন বলবান্ সব্যসাচী ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। বীর্য্যবান্ ধনঞ্জয় ত্রিলোক-বিখ্যাত গাণ্ডীব শরাসন বিস্ফারণ করিতে করিতে রথ-সৈন্য-সমীপে উপস্থিত হইলেন; পরে সেই সৈন্য সকলকে সহসা শর-সমূহে সমাকীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ধূলিরাশি সমুত্থিত হওয়ায় কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হইল না। মহারাজ! ভূতল ধূলিময় ও লোক সকল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে ত্বদীয় যোদ্ধারা ভয়ে সর্ব্ব দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে রাজন্! সৈন্য সকল সমরে ভঙ্গ দিতে থাকিলে আপনকার পুত্র কুরুরাজ দুর্য্যোধন অভিমুখাগত বিপক্ষগণের প্রতি প্রধাবিত হইলেন; পরে, পূর্ব্বকালে বলি যেমন দেবগণকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ সমুদয় পাণ্ডবদিগকে আহ্বান করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহারা সকলে মিলিত হইয়া অভিমুখাগত দুর্য্যোধনকে বারম্বার ভর্ৎসনা ও নানাবিধ শস্ত্র বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল। পরন্তু দুর্য্যোধন তাহাতে

Digitized by Google

ভয়-বিরহিত ও ক্রোধাক্রান্ত হইয়া শাণিত শর-নিকর-দ্বারা সেই শত্রুগণকে তথায় শত শত সহস্র সহস্র-সংখ্যায় নিহত করিলেন। সেই সংগ্রামে আমরা আপনকার পুত্রের অদ্ভুত পৌরুষ অবলোকন করিলাম; যেহেতু তিনি একাকী সমবেত পাণ্ডব-সকলের সহিত যুদ্ধ করিলেন।

হে রাজেন্দ্র! আপনকার আত্মজ বুদ্ধিমান্ দুর্য্যোধন দেখিলেন, স্বকীয় সৈন্য সকল শর-বিক্ষত হইয়া পলায়নের মানস করিয়াও অতিদূরে প্রস্থিত হয় নাই; পরে তাহাদিগকে অবস্থাপিত করিয়া অপর যোধগণকে হর্যান্বিত করত এই কথা বলিলেন, আমি পৃথিবীতে ও পর্ব্বত সকল-মধ্যে এমন কোন স্থানই দেখিতে পাই না, যেখানে পলায়ন করিলে পাণ্ডবেরা তোমাদিগকে নিহত করিতে অসমর্থ হইবে; অতএব তোমাদিগের পলায়নের প্রয়োজন কি? সম্প্রতি পাণ্ডবদিগের সৈন্য অতি অল্প আছে এবং কৃষ্ণার্জ্জুনও অতিশয় ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে; অতএব যদি আমরা সকলে সমবেত হইয়া সংগ্রামে অবস্থিত হই, তাহা হইলে আমাদিগের নিশ্চয় বিজয় হইতে পারে। পরন্তু আমরা পাপাচরণ করিয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিলে, পাণ্ডবেরা অনুসরণ-পূর্ব্বক আমাদিগকে নিহত করিবে; অতএব সমরে সংহারই আমাদের শ্রেয়স্কর। ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করত যাহারা সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করে, মৃত্যু তাহাদিগের পক্ষে সুখ-জনক; কেন না মৃত ব্যক্তি মরণ-জন্য দুঃখানুভব করে না, প্রত্যুত পরলোকে গমন করিয়া অনন্ত সুখ সম্ভোগ করে। হে সমাগত যাবতীয় ক্ষত্রিয়গণ! সকলেই শ্রবণ কর; জীবনান্তকারী কৃতান্ত যখন শূর ও ভীরু উভয়েরই সংহার করেন, তখন আমার মত ক্ষত্রিয়-ব্রতে অনুরক্ত কোন্ মূঢ় ব্যক্তি যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইতে পারে? তোমরা ক্রোধান্বিত শত্রু ভীমসেনের বশবর্ত্তী হইবে; অতএব পিতৃ-পিতামহগণের আচরিত স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করা তোমাদিগের উচিত নহে। হে কৌরব-পক্ষীয় সমুদয় যোধগণ! সংগ্রামে পলায়ন করা অপেক্ষা ক্ষত্রিয়-পুরুষের অধিকতর পাপিষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই এবং যুদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা স্বর্গের অপর শ্রেয়স্কর পন্থাও নাই; অতএব তোমরা যুদ্ধ-হত হইয়া অবিলম্বে দিব্যলোক লাভ কর।

সঞ্জয় কহিলেন, আপনকার পুত্র এইরূপ কহিলে, নিতান্ত বিক্ষত সৈনিকগণ তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়াই সর্ব্ব দিকে পলায়ন করিল।

কৌরব-সৈন্য-পলায়নে ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৩।

সঞ্জয় কহিলেন, আপনকার পুত্র দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে নিবর্ত্তিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন দেখিয়া তৎকালে অতিভীত-মূর্ত্তি ও বিমূঢ়-চিত্ত মদ্ররাজ তাঁহারে এই কথা বলিলেন।

শল্য কহিলেন, হে বীর! এই প্রচণ্ড রণস্থল, নিহত নরাশ্ব-কুঞ্জর-পুঞ্জে এবং একবার-মাত্র মদ-ক্ষরিত-গণ্ড, শরবিদ্ধ-মর্ম্ম, শৈল-সদৃশ, নিপতিত মহামাতঙ্গ-সমূহে পরিপূর্ণ রহিয়াছে দেখ। বর্ম্ম আয়ুধ ও আরোহী যোধপ্রধানগণ নিহত এবং ঘণ্টা অঙ্কুশ তোমর ও ধ্বজ-সমস্ত বিক্ষিপ্ত হওয়ায় সুবর্ণ-জাল-সমলঙ্কৃত রুধিরপ্রবাহ-পরিপ্লুত ঐ সকল দন্তা-বল বিহ্বল হইয়া, বিভিন্ন পাষাণখণ্ড ও মহাবৃক্ষ-সমূহ-সমন্বিত বজ্র-পাতিত গিরীন্দ্র-সমূহারের ন্যায়, সর্ব্ব-দিকে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। শর-বিদীর্ণ-দেহ পতিত তুরঙ্গমগণ নিতান্ত পীড়িত হইয়া ঘন ঘন শ্বাস মোচন ও রক্ত-বমন করিতেছে। বিত্রস্ত অশ্ব-বার ও গজযোধ সমস্ত এবং রণ-বিক্ষিপ্ত বীর-সমূহ নেত্র-বিঘূর্ণন ও ভূমি-দংশন করত কাতরভাবে চীৎকার ও আর্ত্তনাদ করিতেছে। অল্পপ্রাণ ও গত-প্রাণ যোধগণ, বিমর্দ্দিত অশ্ব গজ রথ পদাতি-সমূহ, বিশেষত নিতান্ত আহত, ছিন্ন ভিন্ন-সর্ব্বাঙ্গ, স্তম্ভিত-দেহশুণ্ড, বিশীর্ণ-দন্ত, কম্পিত-কলেবর, প্রকীর্ণ-তূণীর, বিধ্বস্ত-ধ্বজপতাক, যোদ্ধা বর্ম্ম অস্ত্রশস্ত্র ও

Digitized by Google

পাদরক্ষকদিগের সহিত ধরাতলে নিপতিত, রণাঙ্গনে রক্তবমন ও করুণ-ধ্বনি করণে প্রবৃত্ত, অতিমাত্র পীড়িত, সুবর্ণজাল-সমাবৃত মাতঙ্গ সমুদায় দ্বারা মেদিনীমণ্ডল মহাবৈতরণীর ন্যায় দুর্দর্শনীয় হইয়াছে। অভিমুখীন শত্রুগণ-কর্তৃক নিহত, বিশীর্ণ-বর্ম্মাভরণ ও বিগলিত-বস্ত্রাস্ত্র-শস্ত্র, যশস্বী অশ্ববার গজারোহী রথী ও পদাতিগণ-দ্বারা মহীমণ্ডল জলদবৃন্দ-পরিবৃত গগণতলের ন্যায়, শোভা পাইয়াছে। মহাবল বিপক্ষগণের শরপ্রহারে অভিহত সহস্র সহস্র-সংখ্যায় পতিত 'এক একবার চৈতন্য-শূন্য হইতেছে এবং পুনর্ব্বার শ্বাস ত্যাগ করিতেছে' এইরূপ পরিদৃশ্যমান সৈন্যসমূহ-দ্বারা বসুন্ধরা যেন হুতাশন-সমাকীর্ণা রহিয়াছে। রাত্রিকালে গগণমণ্ডল সুবিমল সমুজ্জ্বল গ্রহসকল-দ্বারা যেরূপ হয়, ধরাতল কুরু সৃঞ্জয়গণের অতিদীপ্তি-বিশিষ্ট, গগণ-বিচ্যুত গ্রহগণতুল্য, কর্ণার্জ্জুন-শরে বিভিন্নগাত্র ও নিহত প্রধান প্রধান বীরগণ-দ্বারা সেইরূপ হইয়াছে। কর্ণার্জ্জুন-বাহুবিমুক্ত বিশিখ সমুদয় তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও মনুষ্য সকলের দেহ বিদারণ ও প্রাণ নিরাকরণ-পূর্ব্বক, অতিতাম্রবর্ণ মহাভুজঙ্গগণ যেমন আবাসে প্রবেশ করে, সেইরূপ শীঘ্র ভূতল-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ধনঞ্জয় ও অধিরথ-তনয়ের মার্গণগণ-দ্বারা নিহত অসংখ্য নরাশ্বকুঞ্জরপুঞ্জে এবং শর ছিন্নভিন্ন রথ ও মাতঙ্গ-সমূহে বসুধাতল দুর্গম ও অগম্য হইয়া পড়িয়াছে। মণিকাঞ্চন-বিভূষিত যোধগণ সহ শরপ্রবর বিমর্দ্দিত, প্রবিদ্ধ-হয়সারথি, বিশীর্ণধ্বজাস্ত্রশস্ত্র, বিদলিত-বন্ধুর, ছিন্নচক্রাক্ষযুগ, ছিন্ন ত্রিবেণু, ছিন্নানুকর্ষ, বিমুক্তচক্র, বিহতোপস্কর, নিষঙ্গ-বন্ধনশূন্য ও প্রভগ্ন-নীড় রথ সমুদায়-দ্বারা ধরাতল, শরৎকালীন জলধরপটল-দ্বারা গগণমণ্ডলের ন্যায় সমাবৃত রহিয়াছে। সত্বর পলায়নে প্রবৃত্ত যোধগণ বেগশালী তুরঙ্গমগণ-কর্তৃক বিকৃষ্যমাণ, হতারোহ, সুসজ্জিত রথ সমস্ত ও অশ্ব রথ নর কুঞ্জরপুঞ্জ-দ্বারা বহু খণ্ডে বিচূর্ণিত হইয়াছে। সুবর্ণপট্ট-বিশিষ্ট পরিঘ, পরশু, নিশিত শূল, মুষল, পট্টিশ, কোষবিনিঃসৃত বিমল খড়্গ ও কাঞ্চনপট্ট-সম্বদ্ধ গদা সমস্ত ইতস্তত পতিত আছে। হে রাজন্! সুবর্ণাঙ্গদ-বিভূষিত শরাসন, হেমচিত্রিত-পুঙ্খ শর, শাণজলপায়িত কোষশূন্য বিমল ঋষ্টি, কনকোজ্জ্বাসিত সখড়্গ প্রাস, ছত্র, চামর, শঙ্খ, কুসুম ও কাঞ্চনমালালঙ্কৃত বাহু, গজপৃষ্ঠাস্তরণ, পতাকা, রথবেষ্টন, কিরীটমালা, মুকুট, শ্বেত চামর, প্রবাল ও মুক্তাময় মধ্যমণি-নিবদ্ধ হার, শিরোভূষণ, কেয়ূর, উৎকৃষ্ট অঙ্গদ, গ্রীবাভূষণ, সুবর্ণচিত্রিত বক্ষস্থলভূষণ, উত্তম মণি হীরক সুবর্ণ মুক্তা রত্ন ও নানাবিধ অলঙ্কার, অত্যন্ত সুখোচিত-গাত্র ও শুধাংশু-সদৃশ মুখবিশিষ্ট মস্তক সমুদায় বিকীর্ণ রহিয়াছে। সেই সমস্ত বীরপুরুষ দেহ ভোগ পরিচ্ছদ ও সুরুচির সুখ-সমূহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মহতী স্বধর্ম্মনিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া এবং যশঃপুঞ্জ সহকারে শীঘ্র দিব্যলোক সকল লাভ করিয়া তথায় গমন করিয়াছেন। অতএব হে মানপ্রদ রাজেন্দ্র দুর্য্যোধন! সম্প্রতি সৈনিক-সংগ্রহ করণে নিবৃত্ত হও; উঁহারা প্রস্থান করুক এবং তুমিও শিবিরাভিমুখে চল। হে প্রভাব-সম্পন্ন নরেন্দ্র! এই দিবাকর অস্তাচলাবলম্বী হইতেছেন; পুনর্ব্বার তুমিই এ বিষয়ে কারণ, অর্থাৎ সৈন্যসংগ্রহ বা যুদ্ধ বিষয়ে অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য, তাহা তোমারই ইচ্ছাধীন।

শল্য শোকাকুল-চিত্ত হইয়া, অত্যন্ত জলপরিপ্লুত-নেত্রযুগল, বিহ্বল ও কাতরভাবে "হা কর্ণ! হা কর্ণ!" এইরূপ বিলাপে প্রবৃত্ত দুর্য্যোধনকে এই সকল কথা কহিয়া নিবৃত্ত হইলেন। অশ্বত্থামা ও অন্যান্য সমুদয় নরেন্দ্রেরাও দুর্য্যোধনকে বারংবার সমাশ্বাসিত করিয়া অর্জ্জুনের যশঃ-প্রজ্বলিত মহাধ্বজটিকে এবং নরাশ্ব মাতঙ্গগণের দেহ বিনিঃসৃত শোণিত-প্রবাহে অভিষিক্তা, সুতরাং রক্তবস্ত্র রক্তমাল্য ও স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা সর্ব্বজন গমনীয়া বারাঙ্গনার তুল্যরূপা রণভূমিকে মুহুর্মুহু অবলোকন করত প্রস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ! অতি-



মাত্র ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্ত বিরাজমান হইলে, রুধিরাচ্ছন্ন-দেহ কৌরবেরা, সমস্ত বীরপুরুষ দেবলোকে প্রব্রাজিত হইলেন দেখিয়া, কেহই আর তথায় অবস্থান করিতে পারিলেন না। তাঁহারা কর্ণের বধে দুঃখিত হইয়া "হা কর্ণ! হা কর্ণ!" এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে এবং রক্তবর্ণ সূর্য্যমণ্ডল অবলোকন করিতে করিতে শিবিরে প্রস্থিত হইলেন। কর্ণ গাণ্ডীব-বিনির্গত স্বর্ণপুঙ্খ শিলাশাণিত রক্তাক্তপক্ষ সায়ক-সমূহে পরিব্যাপ্ত-সর্ব্বাঙ্গ হইয়াছিলেন, সুতরাং নিহত হইয়াও, কিরণমালী প্রভাকরের ন্যায়, ধরাতলে শোভা পাইতে লাগিলেন। 'ভক্তানুকম্পী ভগবান্ ভানুমান্ করসহস্র-দ্বারা কর্ণের রক্তাক্ত-কলেবর স্পর্শ করিয়া তদীয় রক্তসংস্রবে স্বয়ং রক্তবর্ণ হইয়া স্নান করিবার মানসে পশ্চিম সাগরে গমন করিলেন,' এইরূপ চিন্তা করিয়াই যেন দেবর্ষিগণ নিজ নিজ নিকেতন-গমনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সমাগত প্রাণি-সমূহও ঐরূপ চিন্তা করিয়া যথাসুখে আকাশ ও মহীতলে প্রস্থান করিল। তৎকালে প্রধান প্রধান কুরুবীরেরা ধনঞ্জয়ের ও অধিরথ-তনয়ের সেই সর্ব্ব-প্রাণি-ভয়ঙ্কর অদ্ভুত সংগ্রাম দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া প্রশংসা করিতে করিতে চলিলেন।

মহারাজ! সমর-নিহত বীরবর কর্ণ শর-[illegible]করে ছিন্নবর্ম্মা ও গতপ্রাণ হইলেও শোভা তাঁহারে [illegible] ত্যাগ করে নাই। সমুদয় প্রাণিগণ সেই তপ্ত[illegible]ন-মূর্ত্তি সূর্য্যাগ্নি-সদৃশ প্রভাশালী বীরপুরুষকে [illegible]ন জীবিত ও শৌর্য্যসম্পন্ন বলিয়া বোধ করিতে[illegible]। সূতনন্দন সংগ্রামে হত হইলেও সমুদয় যো[illegible]ণ তাঁহার নিকটে, সিংহ-সমীপে ইতর মৃগযূথের [illegible], ত্রাসান্বিত হইল। পুরুষব্যাঘ্র কর্ণ হত হইয়াও [illegible]ন কথা কহিতেছেন, এইরূপ দৃষ্ট হইতে লাগিলে[illegible] পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেও সেই মহাত্মার কিছুমাত্র বি[illegible] হইল না। মহারাজ! সূততনয়ের সেই সুন্দর [illegible] ভূষিত, মনোহর মৌলি ও গ্রীবা-বিশিষ্ট মুখম[illegible] পূর্ণ-শশধর-সদৃশ শোভন-কান্তি-সমন্বিতই রহি[illegible]।

তপ্তসুবর্ণাঙ্গদধারী নানাভরণ-বিভূষিত সূর্য্য নিহত হইয়া, অঙ্কুরবান্ তরুর ন্যায়, শয়ন রহিলেন। উত্তম কণকোদ্ভাসিত, প্রজ্বলিত তুল্য, পুরুষশার্দ্দূল কর্ণ পার্থ-সায়ক-সলিলে [illegible]পিত হইলেন! প্রদীপ্ত হুতাশন যেমন জল নির্ব্বাণ হয়, সেইরূপ কর্ণানল অর্জ্জুন-জলদ সমরে প্রশমিত হইলেন! পুরুষপ্রবর [illegible] সুযুদ্ধ-দ্বারা ভূমণ্ডলে আপনার প্রদীপ্ত যশো লাভ করিয়া এবং নিরন্তর শরবর্ষণ-পূর্ব্বক [illegible] প্রতাপিত করিয়া পরিশেষে পার্থানলে [illegible]ত্রের স্বীয় শরীর সমর্পণ করিলেন! হে রাজন্! সহস্রকিরণ যেমন তেজঃপুঞ্জ-দ্বারা সমুদয় প্রতপ্ত করেন, সেইরূপ তিনি অস্ত্রতেজোরাশি পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে এবং শরবৃষ্টি-দ্বারা বর্ষণ-পূর্ব্বক শত্রুসৈন্য সকলকে সন্তাপিত পুত্র ও বাহনের সহিত নিহত হইলেন!—যা পক্ষিগণের আশ্রয়-স্বরূপ কল্প-বৃক্ষটি নি[illegible] হইল! যে সাধু পুরুষ সাধু যাচকগণ-ক[illegible]ক হইয়া সর্ব্বদা "দিতেছি" এই কথাই ব[illegible] "নাই" এ বাক্য কখন উচ্চারণ করেন[illegible] না কর্ণ দ্বৈরথযুদ্ধে নিহত হইলেন! যে মহাত্মা সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণের উপকারার্থে সঞ্চিত ছিল; প্রাণ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের নিকটে অদেয় ছিল না; মানবগণের নিয়ত প্রীতিপাত্র, দাতা ও [illegible] ছিলেন; সেই কর্ণ ধনঞ্জয়ের অস্ত্রানলে বি[illegible]মৃত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইলেন! দু[illegible] যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত [illegible] করিয়াছিলেন, সেই কর্ণ আপনকার প[illegible] জয়াশা ও সুখস্বচ্ছন্দতা সঙ্গে লইয়া স্ব[illegible] গমন করিলেন!

হে আর্য্য! সূতনন্দন প্রাণ পরিত্যাগ [illegible] সরিৎ সকল স্রোতবহনে বিরত হইল; [illegible] মলিনমণ্ডল হইয়া অস্তাচলে আরোহণ ক[illegible] সূর্য্যাগ্নিবর্ণ মঙ্গল গ্রহ ও সোমপুত্র বুধও

Digitized by Google

গতিতে উদিত হইলেন; নভোমণ্ডল ও ধরাতল বিচলিত হইল; অতিভয়ঙ্কর কর্কশ বায়ু সকল বহিতে লাগিল; দিক্ সকল ধূমাচ্ছন্ন ও অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইল; মহাসাগর-সমুদয় ঘোরতর শব্দে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল; কানন-সংবলিত শৈল সকল বিদীর্ণ হইয়া গেল; সমুদয় জীববর্গ অতিমাত্র ব্যথিত হইল এবং বৃহস্পতি রোহিণীকে প্রপীড়িত করিয়া চন্দ্র-সূর্য্য-সদৃশ বর্ণ ধারণ করিলেন। কর্ণ নিহত হইলে বিদিক্ সকলও জ্বলিয়া উঠিল; আকাশমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল; ভূমিতল কম্পিত হইতে লাগিল; অগ্নিতুল্য-প্রভান্বিত উল্কা সকল পতিত হইতে থাকিল এবং নিশাচরেরাও নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইল।

মহারাজ! অর্জ্জুন ক্ষুরাস্ত্র-দ্বারা যৎকালে কর্ণের শশাঙ্ককান্তি-সমন্বিত মস্তকটি নিপাতিত করিলেন, তৎকালে অন্তরীক্ষমণ্ডলে, স্বর্গে ও মহীতলে লোকসকলের হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। পৃথাতনয় ধনঞ্জয় দেব গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যগণের পূজিত প্রবল শত্রু কর্ণকে নিহত করিয়া, বৃত্রাসুর-বধাবসানে বাসবের ন্যায়, পরম তেজঃপুঞ্জ-সহকারে বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই মহেন্দ্র-বীর্য্য-সদৃশ-পৌরুষ-সম্পন্ন, সুবর্ণ মুক্তা মণি হীরক ও বিদ্রুম-সমুদায়ে সমলঙ্কৃত, অনল-দিবাকরপ্রতিম, বিশ্বহিতকর, নরোত্তম-যুগল অর্জ্জুন ও কেশিসূদন জলদপটল-তুল্য নির্ঘোষ-সমন্বিত, শরৎকালীন নভোমণ্ডল-মধ্যগত ভাস্কর-সদৃশপ্রভা-বিশিষ্ট, পতাকা ও ভীষণ নিনাদকারী কেতুযুক্ত, হিম হিমাংশু শঙ্খ ও স্ফটিক-সম দীপ্তিশালী, পুরন্দর-বাহন-তুল্য রথ-দ্বারা এক যান-সমাস্থিত বিষ্ণু-বাসবের ন্যায় নির্ভয় হইয়া তখন রণাঙ্গন-মধ্যে অনুপম বেগে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সেই অপরিমিত-প্রভাবশালী নর-প্রবর কপিধ্বজ ও গরুড়ধ্বজ, শরাসন-মৌর্ব্বী ও তলাঘাত-নিস্বন-সহকারে শত্রু দুর্য্যোধনকে সহসা প্রতিভা-শূন্য এবং কৌরবদিগকে সায়ক-সমূহে নিহত করিয়া প্রফুল্লচিত্তে অরাতিবর্গের অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করত সুবর্ণজাল-সমাচ্ছন্ন তুষার-সদৃশ শুভ্রবর্ণ মহাশব্দ-সমন্বিত উৎকৃষ্ট শঙ্খ-দ্বয় হস্তে লইয়া শোভন আনন-যুগল-দ্বারা চুম্বন-পূর্ব্বক সমকালেই নিনাদিত করিলেন। পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত উভয় শঙ্খের নির্ঘোষে স্বর্গ, গগণতল ও ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। হে রাজসত্তম! শূরবর মাধব ও অর্জ্জুনের শঙ্খ-শব্দে সমুদয় কৌরবেরাই অতিশয় ত্রাসযুক্ত হইল। পুরুষপ্রবর কৃষ্ণার্জ্জুন শঙ্খ শব্দ-দ্বারা শৈল সরিৎ কানন ও দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত এবং আপনকার পুত্রের সেনা সকলকে ত্রাসান্বিত করত যুধিষ্ঠিরকে আনন্দিত করিলেন। হে ভারত! অনন্তর কৌরব-সৈন্য সকল সেই সমীরিত শঙ্খশব্দ শ্রবণ করিয়াই মদ্রাধিপতি শল্য ও ভারত-সেনাপতি দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। তৎকালে সমাগত মানবগণ, অভ্যুদিত দিবাকর দর্শনে যেরূপ আনন্দিত হয়, তদ্রূপ সেই ধনঞ্জয় ও জনার্দ্দনকে মহাসমরে সমধিক শোভমান সন্দর্শন করিয়া আনন্দিত হইল। কিরণমালী সুবিমল সুধাংশু-দিবাকর তিমিররাশি সংহার-পূর্ব্বক সমুদিত হইয়া যে প্রকার দীপ্তি পাইতে থাকেন, কর্ণ-শরনিকরে সমাকীর্ণ শত্রুতাপন কৃষ্ণার্জ্জুনও সমরাঙ্গণে সেই প্রকার দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। অনিন্দনীয় অনুপম-বিক্রম-সম্পন্ন মহাবলশালী প্রভু কৃষ্ণ-ধনঞ্জয় সেই গাত্রবিদ্ধ বাণ-সমস্ত নিরাকরণ পূর্ব্বক সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া, সভামধ্যে বিষ্ণু-বাসবের ন্যায়, যথাসুখে স্বীয় শিবিরে প্রবেশ করিলেন। মহাসংগ্রামে কর্ণ নিহত হইলে তখন দেব গন্ধর্ব্ব যক্ষ চারণ মহর্ষি মনুষ্য ও মহোরগগণ তাঁহাদিগকে পরম জয়-সম্বর্দ্ধনায় অভিপূজিত করিলেন। তাঁহারা নিরুপম কর্ম্ম সকল-দ্বারা প্রশংসিত হইয়া, তৎকালে তাঁহাদিগকে বয়ঃক্রমানুসারে সম্মানিত করিয়া, বলিকে নিয়মিত করিবার পর

ইন্দ্র ও উপেন্দ্র যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, সুহৃদ্গণের সহিত সেইরূপ আনন্দিত হইলেন।

শিবিরপ্রবেশে চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৪ ॥

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! সূর্য্যনন্দন কর্ণ নিহত হইলে পর কৌরবগণ ভয়পীড়িত হইয়া দশদিক্ নিরীক্ষণ করত সর্ব্বদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। শত্রুরা মহাসমরে বীরবর কর্ণকে নিহত করিয়াছে শুনিয়া ভবদীয় সৈন্যগণ ভয়-মোহিত হইয়া সকলেই দিগ্ দিগন্তরে আকীর্ণ হইয়া পড়িল। হে ভারত! অনন্তর সেই ভয়োদ্বিগ্ন যোধ-সমস্ত আপনকার পুত্র-কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও সর্ব্বদিকে অবহার অর্থাৎ যুদ্ধ বিরাম করিলেন। হে ভরতপ্রবর রাজেন্দ্র! দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের অভিপ্রায় জানিয়া শল্যের মতানুসারে পরিশেষে যুদ্ধ হইতে বিশ্রাম করিলেন এবং ভবদীয় হতাবশিষ্ট সৈন্য-সমুদায়ে পরিবেষ্টিত হইয়া মহারথ যোধগণের সহিত সত্বর শিবিরাভি-মুখে যাত্রা করিলেন। গান্ধাররাজ শকুনি সুত-নন্দনকে নিহত দেখিয়া এক সহস্র গান্ধার-সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সত্বর শিবিরাভিমুখে যাইতে লাগি-লেন। হে রাজন্! শরদ্বৎপুত্র কৃপাচার্য্য মেঘ সদৃশ বিপুল গজসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া সত্বর বস্ত্রগৃহা-মুখে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর শূরবর অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের বিজয় দর্শনে পুনঃপুন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সত্বর সৈন্যাবাসে যাত্রা করিলেন। হে মহারাজ! সুশর্ম্মাও অবশিষ্ট বহুল সংশপ্তক-সৈন্য-সমুদায়ে পরিবৃত হইয়া ভয়াতুর যোধগণকে নিরীক্ষণ করত প্রস্থান করিলেন। নৃপতি দুর্য্যোধন হত-সর্ব্বস্ব বিমনা শোক-সমাবিষ্ট ও নিতান্ত কাতর হইয়া বহুপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। রথিপ্রবর শল্য ছিন্ন-ধ্বজ রথ লইয়া দশ-দিক্ নিরীক্ষণ করত শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর ভারতগণের অপর বহুসংখ্য মহারথেরা ভয়বিত্রস্ত লজ্জাগ্রস্ত ও বিমূঢ়চিত্ত হইয়া দ্রুতবেগে প্রস্থিত হইলেন। কর্ণকে নিপাতিত দেখিয়া সমুদয় কৌরবেরাই ভয়ে উদ্বিগ্ন ও পীড়িত, অশ্রুকণ্ঠ ও কম্পমান-কলেবর হইয়া সত্বর প্রধাবিত হইল।

হে কুরু-সত্তম! কৌরব মহারথগণ কেহ কেহ অর্জ্জুনকে কেহ কেহ বা কর্ণকে প্রশংসা করিতে করিতে ভীতচিত্তে দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগি-লেন। আপনকার সেই সহস্র সহস্র যোধগণের মধ্যে এমন কোন পুরুষই ছিলেন না, যিনি মহা-সংগ্রামে পুনরায় যুদ্ধার্থে মনঃসমাধান করেন। মহারাজ! কর্ণ নিহত হইলে কৌরবেরা ধনে, জীবনে, রাজ্যে ও কলত্রে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। দুঃখ-শোক-সমন্বিত দুর্য্যোধন সাতিশয় যত্ন-সহকারে তাঁহা-দিগকে একত্র সমানীত করিয়া শিবির নিবেশার্থে মনোনিবেশ করিলেন। হে প্রভাব-সম্পন্ন মহী-পতে! সেই মহারথেরাও তাঁহার আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিয়া বিবর্ণ-বদনে ও দীনচিত্তে শিবির-মধ্যে অবস্থিত হইলেন।

কৌরব-পলায়নে পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। ৯৫।

সঞ্জয় কহিলেন, সেইরূপে কর্ণ নিপাতিত হইলে এবং আপনকার সৈন্য সকল পলায়ন করিলে, বাসু-দেব আনন্দে অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া এই কথা বলিলেন "ধনঞ্জয়! বজ্রপাণি যেমন বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমি কর্ণকে নিপা-তিত করিলে; অতএব মানবেরা তুল্যরূপে বৃত্রবধ ও কর্ণবধ ঘোষণা করিবে। বৃত্রাসুর সমরে তেজঃ-পুঞ্জ-সমন্বিত বজ্র-দ্বারা নিহত হইয়াছিল; কিন্তু তুমি শরাসন ও শাণিত শর-সমূহ-দ্বারা কর্ণকে বিনষ্ট করিলে। হে ভরত-নন্দন কৌন্তেয়! তোমার এই যশস্কর মহাবিক্রম ধর্ম্মরাজের নিকটে নিবেদন কর। সংগ্রামে কর্ণকে নিহত করা যুধিষ্ঠিরের বহু কাল হইতে অভিলষিত ছিল; এক্ষণে তুমি সেই

Digitized by Google

বধবৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া তাঁহার নিকটে অঋণী হইবে। পূর্ব্বে যখন তোমার ও কর্ণের যুদ্ধ হইতেছিল, তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির সমর-সন্দর্শনার্থে আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু অত্যন্ত গাঢ়রূপে বিদ্ধ হওয়ায় রণস্থলে থাকিতে না পারিয়া স্বীয় শিবিরে গিয়াছেন”। অর্জ্জুন ‘তাহাই হউক’ এই কথা বলিলে যদুপুঙ্গব কেশব সেই মহারথের সুপ্রসিদ্ধ রথখানি পর্য্যাবর্ত্তিত করিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে উক্তরূপ সম্ভাষণ করিবার পর সৈনিকদিগকে এই কথা বলিলেন ‘তোমাদিগের মঙ্গল হউক, তোমরা শত্রুগণের অভিমুখীন হইয়া সাবধানে থাক”। গোবিন্দ ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, নকুল, সহদেব, বৃকোদর ও যুযুধানকেও এই কথা বলিলেন “হে নরাধিপগণ! ‘অর্জ্জুন কর্ণকে নিহত করিয়াছেন’ এই সংবাদটি যে পর্য্যন্ত রাজার নিকটে নিবেদন করা যায়, তাবৎ কাল আপনাদিগকে সাবধান থাকিতে হইবে”।

অনন্তর গোবিন্দ সেই শূরগণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া অর্জ্জুনকে লইয়া রাজনিবেশনে গমন করিলেন এবং দেখিলেন, রাজশার্দ্দূল যুধিষ্ঠির উত্তম-কাঞ্চন-শয়নে শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহারা আহ্লাদিত হইয়া নরপতির চরণ-যুগল স্পর্শ করিলেন। অরিন্দম মহাবাহু যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের অতিশয় হর্ষ ও অলৌকিক প্রহার সকল অবলোকন করিয়া ‘কর্ণ নিহত হইয়াছেন’ ভাবিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন এবং সমুত্থিত হইয়া প্রেমভরে বাসুদেব ও অর্জ্জুনকে পুনঃপুন আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর কুরুনন্দন ধর্ম্মরাজ বৃষ্ণিনন্দন বাসুদেবকে যুদ্ধবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, প্রিয়ম্বদ যদুনন্দন কেশব, যেরূপে কর্ণের নিধন হইয়াছিল, তাহা তাঁহার নিকটে বর্ণন করিলেন।

অনন্তর অক্ষয়-সত্ত্বসম্পন্ন কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করত কৃতাঞ্জলিপুটে হত-শত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন “ভাগ্যক্রমে ধনঞ্জয়, বৃকোদর, আপনি ও নকুল সহদেব, এই বীর-বিধ্বংসকর লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত হইয়া কুশলে আছেন! হে পাণ্ডবরাজ! সূতপুত্র মহাবল বৈকর্ত্তন কর্ণ নিহত হইল, এখন উত্তরকালীন কার্য্য-সমুদায়ের বিধান করুন! হে পাণ্ডুনন্দন রাজেন্দ্র! ভাগ্যক্রমে আপনি জয়যুক্ত হইলেন; ভাগ্যক্রমে বর্দ্ধিত হইলেন! যে পুরুষাধম দ্যূত-জয়লব্ধা কৃষ্ণার প্রতি উপহাস করিয়াছিল, অদ্য রণভূমি সেই সূতপুত্রের শোণিত পান করিতেছে! হে কুরুপুঙ্গব! আপনকার সেই শত্রু শর-পূর্ণ-শরীরে শয়ান রহিয়াছে! ভূরি ভূরি শরে বহুপ্রকারে বিভিন্ন সেই পুরুষশার্দ্দূলকে সন্দর্শন করুন! হে মহাভুজ! আপনি সাবধান হইয়া এই শত্রু-শূন্য সমগ্র মহীমণ্ডল অনুশাসিত করুন এবং আমাদিগের সহিত বিপুল ভোগ-সমস্ত উপভোগ করিতে থাকুন!

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! যুধিষ্ঠির সেই যদুনন্দন মহাত্মা কেশবের এই কথা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত-চিত্তে ‘ভাগ্যক্রমে শত্রু নাশ হইয়াছে! ভাগ্যক্রমেই ইহা ঘটিয়াছে!’ এই বলিয়া তাঁহারে প্রতিপূজা করিলেন এবং এই বাক্যও বলিলেন “হে মহাবাহো দেবকী-নন্দন! তোমাকে সারথি পাইয়া অর্জ্জুন যে অলৌকিক কর্ম্ম করিতে পারেন, ইহা তোমাতে বিচিত্র নহে।” অনন্তর কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মিষ্ঠ যুধিষ্ঠির অঙ্গদ-বিভূষিত দক্ষিণ বাহু ধারণ-পূর্ব্বক কেশব ও অর্জ্জুন উভয়কেই বলিলেন “নারদ আমাকে কহিয়াছেন, তোমরা উভয়ে সম্পূর্ণ-দ্যুতি-সম্পন্ন পুরাতন ঋষিসত্তম নর নারায়ণ; ধর্ম্মসংরক্ষণার্থে নিযুক্ত হইয়াছ। মেধাবী মহাভাগ প্রভু কৃষ্ণদ্বৈপায়নও আমার নিকটে অনেকবার এই অলৌকিকী কথা বলিয়াছেন। হে কৃষ্ণ! তোমার প্রভাবে এই পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় অভিমুখবর্ত্তী হইয়া শত্রুগণকে পরাজিত করিয়াছেন, কুত্রাপি বিমুখ হন নাই। তুমি যখন সংগ্রামে সারথ্য স্বীকার করিয়াছ, তখন আমাদের নিশ্চয়ই জয়, পরাজয় নাই”।

Digitized by Google

পুরুষব্যাঘ্র ধর্ম্মরাজ, এইরূপ কহিবার পর বীরবর কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত প্রিয় বিষয়ের মন্ত্রণা করিয়া, সেই হেমবিভূষিত ও দন্ত-সদৃশ-শুভ্রবর্ণ কৃষ্ণপুচ্ছ মনের ন্যায় বেগগামী অশ্ব-চতুষ্টয়ে সংযুক্ত রথোপরি অধিষ্ঠান-পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া সেই বীরদ্বয় মাধব ও ধনঞ্জয়কে সম্ভাষণ করিতে করিতে তখন বহুল-বৃত্তান্ত সংবলিত রণস্থল সন্দর্শনার্থে সমাগত হইলেন এবং দেখিলেন, পুরুষপ্রবর কর্ণ রণশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। যেমন কদম্ব কুসুম সর্ব্বদিকে কেশর-নিকরে পরিবৃত থাকে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ণকে সেইরূপ শত শত শর-দ্বারা পরিব্যাপ্ত অবলোকন করিলেন। তৎকালে তিনি ইহাও দেখিলেন যে, কর্ণের শরীর গন্ধ-তৈল-সংসিক্ত সহস্র সহস্র কাঞ্চন-দীপিকায় সমুদ্ভাসিত রহিয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির গাণ্ডীব-বিমুক্ত বিশিখপুঞ্জে সর্ব্বাঙ্গে খণ্ড খণ্ডীকৃত কর্ণকে পুত্র-সহ নিহত দেখিয়া অতিমাত্র সঞ্জাত-প্রত্যয় হইয়া বারংবার এইরূপ নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক নর-শার্দ্দূল-যুগল বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কহিলেন " হে গোবিন্দ! তুমি বীর, বিদ্বান্ ও আমাদিগের নায়ক; তোমা-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়াই অদ্য আমি ভ্রাতৃগণের সহিত পৃথিবীতে রাজা হইলাম। অভিমানী নরব্যাঘ্র রাধা-তনয় নিহত হইয়াছে শুনিয়া সেই দুরাত্মা দুর্য্যোধন অদ্য রাজ্যভোগে ও জীবন-ধারণে অবশ্যই নিরাশ হইবে। হে পুরুষপ্রবর! তোমার প্রসাদে মহারথ কর্ণ নিহত হওয়াতে আমরাও কৃতার্থ হইলাম। হে গোবিন্দ! ভাগ্যক্রমে তুমি জয় লাভ করিলে, ভাগ্যক্রমে শত্রু নিহত হইল এবং ভাগ্যক্রমেই গাণ্ডীবধারী ধনঞ্জয় বিজয়ী হইলেন! হে মহাভুজ! আমরা ত্রয়োদশ বৎসর নিতান্ত দুঃখিত হইয়া জাগরণে রাত্রি যাপন করিয়াছি; অদ্য তোমার প্রসাদে রজনীতে সুখে নিদ্রা সম্ভোগ করিব"। হে রাজেন্দ্র! সেই কুরুকুল-পুরন্দর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে জনার্দ্দন ও অর্জ্জুনকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং সপুত্র কর্ণকে পার্থ-সায়ক-দ্বারা নিহত দেখিয়া আপনাকে পুনর্জ্জাত জ্ঞান করিলেন। মহারাজ! মহারথ রাজারাও সমবেত হইয়া হর্ষান্বিত-মানসে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন। সূতনন্দন নিহত হইলে, পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন নকুল ও সহদেব, বৃষ্ণিদিগের প্রধান মহারথী সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং পাণ্ডু পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়-সৈন্যগণ ধর্ম্মরাজকে পূজা করিলেন। সেই জয়যুক্ত লব্ধলক্ষ্য সমর-শৌণ্ড মহারথ যোধগণ পাণ্ডু-পুত্র নরপতি যুধিষ্ঠিরের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া স্তব-সংযুক্ত বচনাবলি-দ্বারা শত্রুতাপন কেশব ও ধনঞ্জয়কে প্রশংসা করিতে করিতে প্রফুল্লচিত্তে স্বীয় স্বীয় শিবিরে গমন করিলেন। মহারাজ! আপনকার কুমন্ত্রণানুসারে এই প্রকারে এই লোমাঞ্চকর সুমহান্ বিধ্বংস সংঘটিত হইল; অতএব আপনি আর অনুশোচনা করিতেছেন কেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৌরবশ্রেষ্ঠ ধরাপতি রাজা ধৃতরাষ্ট্র ঐ অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ-মাত্র নিশ্চেষ্ট হইয়া উত্তম আসন হইতে ধরাতলে পতিত হইলেন এবং সেই দীর্ঘদর্শিনী দেবী গান্ধারীও ধরাশায়িনী হইয়া সংগ্রামে কর্ণের নিধন-বিষয়ে বহুল বিলাপ-বাক্যে শোক করিতে লাগিলেন। তখন বিদুর ও সঞ্জয় ভূমিপাল নরপতি ধৃতরাষ্ট্রকে ধারণ করিলেন এবং উভয়েই তাঁহারে সর্ব্বতোভাবে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। সেইরূপ কুরু-মহিলারাও গান্ধারীকে উত্থাপিতা করিলেন। হে রাজেন্দ্র! মহাতপা নরপতি ধৃতরাষ্ট্র দৈব ও ভবিতব্যকে পরম মূল জ্ঞান করিয়া অত্যন্ত মনঃপীড়া পাইয়া বিমুগ্ধচিত্ত হইলেন; চিন্তা ও শোকে অভিভূত এবং মোহে পীড়িত হওয়ায় কিছুই আর জানিতে পারিলেন না; পরিশেষে বিদুর ও সঞ্জয়-কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া বিচেতন-ভাবে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

হে ভারত! যে ব্যক্তি মহাত্মা ধনঞ্জয় ও কর্ণের এই

Digitized by Google

মহাযুদ্ধ-যজ্ঞ-বৃত্তান্ত পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল লাভে সমর্থ হয়। সনাতন ভগবান্ বিষ্ণুই যজ্ঞ; হুতাশন, সমীরণ, চন্দ্র ও সূর্য্যও তাঁহাকে যজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তন করেন; অতএব যিনি অসূয়া-বিহীন হইয়া ইহা শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি সর্ব্বলোকানুগামী হইয়া সুখী হন। যে সকল মনুষ্যেরা সর্ব্বদা ভক্তি-পূর্ব্বক এই পরম পবিত্র সংহিতা পাঠ করেন, তাঁহারা ধন ধান্য ও যশোরাশি লাভ করিয়া চিরকাল আনন্দিত থাকেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব মনুষ্য অসূয়াশূন্য হইয়া সর্ব্বদা ইহা শ্রবণ করিবেন; তাহাতে তিনি সর্ব্বসুখ লাভে সমর্থ হইবেন। ভগবান্ স্বয়ম্ভু, বিষ্ণু ও সদাশিব সেই নরোত্তমের প্রতি পরিতুষ্ট থাকেন। ইহা আদ্যোপান্ত অবগত হইলে ব্রাহ্মণগণের চতুর্ব্বেদের ফল প্রাপ্তি হয়; ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধে বল ও জয় লাভ করেন; বৈশ্যেরা প্রভূত ধন-সম্পন্ন হন এবং সমুদয় শূদ্রেরা আরোগ্য লাভ করে। যেহেতু ইহাতে সনাতন দেব ভগবান্ বিষ্ণু সংকীর্ত্তিত হইয়াছেন, সেই হেতু ইহার পাঠ বা শ্রবণ দ্বারা মনুষ্য মহামুনি বেদব্যাসের বচনানুসারে সুখী হইয়া সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট লাভ করেন। যিনি এক বৎসর নিরন্তর সবৎসা কপিলা দান করেন, তাঁহার যত পুণ্য, কর্ণপর্ব্বের শ্রবণে লোকের তত পুণ্য হয়।

যুধিষ্ঠির-হর্ষে ষণ্ণবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৬॥

কর্ণপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি কর্ণ পর্ব্বের অনুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু শোধন সময়ে তাহা শোধিত মূলের সহিত বিভিন্ন দৃষ্ট হওয়ায় প্রায় নূতন করিয়া অনুবাদ করিতে হইয়াছে; এজন্যে অনুবাদকের পরিচয়স্থলে তাঁহার নাম নিবেশিত হইল না।

এতৎ পর্ব্ব ও পূর্ব্ব-প্রচারিত পর্ব্ব-সমুদায়ের অনেক স্থানে টীকাকারদিগের কল্পিত ব্যাখ্যার অন্যথা অনুবাদ হইয়াছে। অত্রত্য পণ্ডিতবর্গের সম্মতিব্যতিরেকে টীকাকার সম্মত অর্থ পরিত্যাগ করা যায় নাই। এতদ্দেশীয় অধ্যাপক পণ্ডিতমণ্ডলী-মধ্যে অনেকেরই এইরূপ সংস্কার আছে যে, প্রাচীন টীকাকারেরা কোন গ্রন্থের যে প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আধুনিক কোনব্যক্তি তাহার বিপরীত অর্থ উদ্ভাবিত করিলে উহা অপ্রামাণিক বলিয়া অগ্রাহ্য হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা পরিশ্রম স্বীকার করিয়া মূলের সহিত অনুবাদ গুলি মিলাইয়া দেখিবেন, তাঁহাদিগের নিকটে বিনীতভাবে প্রার্থনা এই যে, টীকাকারকৃত ব্যাখ্যার অনুগত হয় নাই বলিয়া একবারে উপেক্ষা না করেন; পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার পূর্ব্বকল্পিত ও নবোদ্ভাবিত অর্থের মধ্যে কোন্‌টি সঙ্গত কোন্‌টি বা অসঙ্গত তাহা বিচার করিয়া দেখেন ইতি।

১৭৯৩ ই শক।
১৯ শে বৈশাখ।

শ্রীসারদা প্রসাদ শর্ম্মণঃ।

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google